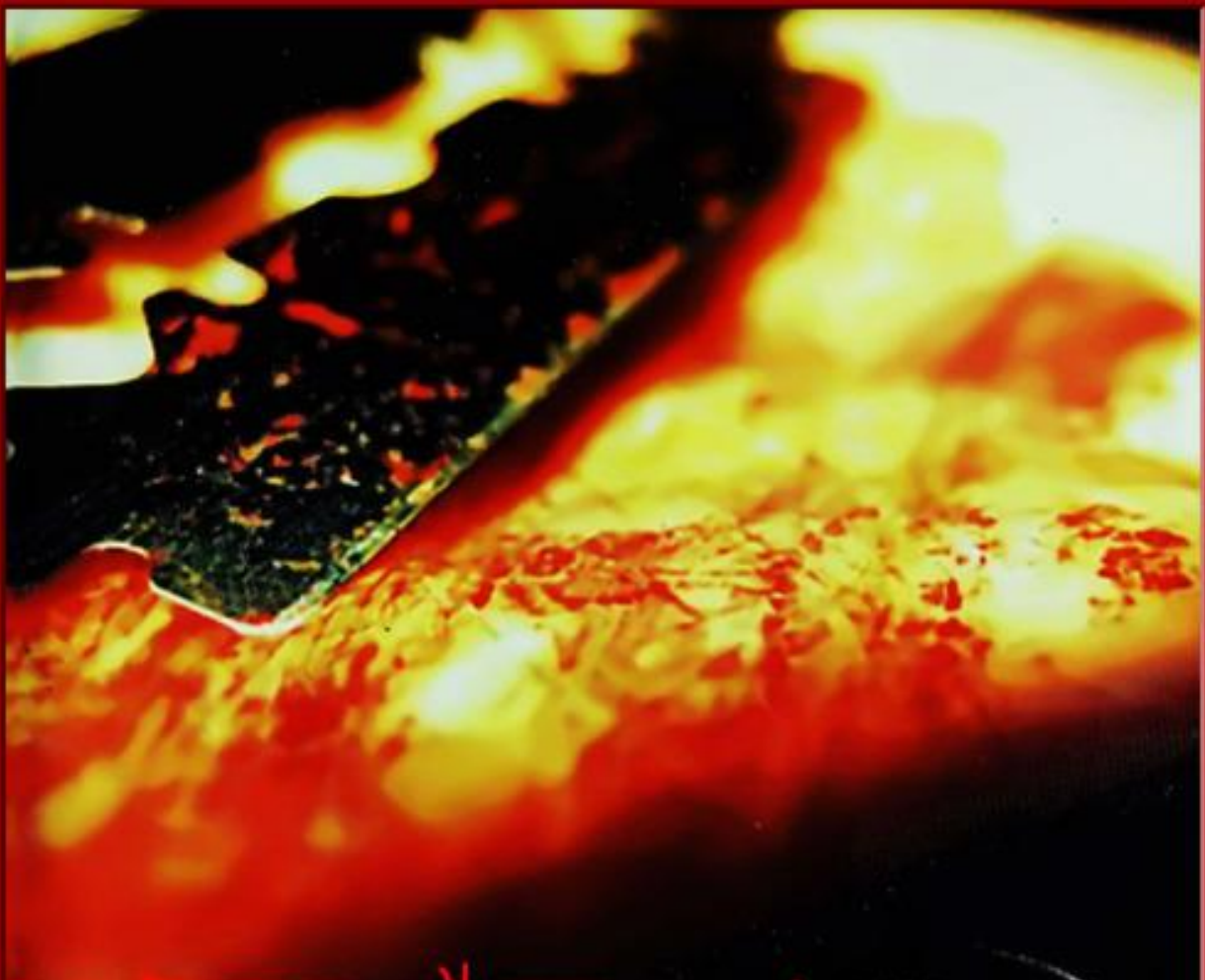

শার্প অবজেক্টস

গিলিয়ান ফ্লিন

রূপান্তর: প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার

ক্যামিল প্রিকার, শিকাগোর একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর সংবাদ পত্রের রিপোর্টার। দৈনিক খুন, জখম ইত্যাদি ঘটনার ভিড়ে পেশা বাঁধা পরে আছে। পদন্নোতি নেই। অফিসের বস ফ্রাঙ্ক কারি সুযোগ পেলেই খোঁচা মারে ওকে।

ক্যারিয়ারে গতি আনতে একটা কাজের সুযোগ পেল ও। ফিরে যেতে হবে ওর শৈশবের শহর উইন্ড গ্যাপে। সেখানে একটা মেয়ে গায়েব হয়েছে সম্প্রতি। অভিজ্ঞ এডিটর ফ্রাঙ্ক রহস্যের গন্ধ পেয়ে তাই স্থানীয় প্রিকারকে চাপ দিল এসাইনমেন্টটা নিতে।

কিন্তু ওখানে আছে ক্ষতবিক্ষত একটা অতীত; পরিবার, বন্ধু কেউ যেন আপন নয়, নোংরা সমাজ থেকে পালিয়ে আসা প্রিকার আবার ফিরে যেতে রাজি হয়না প্রথমটায়। কিন্তু পরে নিয়ে ফেলে চ্যালেঞ্জটা, পথ ধরে উইন্ড গ্যাপের।

ওখানে পৌঁছতেই ঘোলাটে হয়ে ওঠে ঘটনা, কেউ যেন বন্ধু নয় কারও। বেরিয়ে আসে অসংখ্য অতীত ইতিহাস, আর বছর খানেক আগের একটা খুনের রহস্য যুক্ত হয় দৃশ্যপটে। কিন্তু তার সাথে এই অন্তর্ধানের সম্পর্ক কি? জানতে তৎপর হয় ক্যামিল। ওদিকে সবাই কিছু না কিছু গোপন করে চলছে। অন্ধকারে হাতড়ে এগিয়ে চলল ক্যামিল। সমাধান করতে হবে এই রহস্যের, নাহলে ওর চাকরি আর জীবন দুটোই পরে যাবে সীমাহীন ঝুঁকিতে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

লেখিকার পরিচিতি

গিলিয়ান ফ্লিন, আধুনিক থ্রিলার জগতের অন্যতম আলোচিত নাম। তার প্রথম উপন্যাস শার্প অবজেক্টস, দ্বিতীয় ডার্ক প্লেসেস। তবে তার তৃতীয় উপন্যাসটি, গন গার্ল, ছুঁয়েছে সাফল্যের তুঙ্গ। গন গার্ল থেকে নির্মিত হয়েছে চলচিত্র, বাকিগুলোও হবার পথে।

নিউ ইয়র্ক টাইমস বেস্টসেলার এই লেখিকা করেছেন সাংবাদিকতা; লিখেছেন গ্রাফিক্স নভেল আর টিভি সিরিজের চিত্রনাট্যও। দুই সন্তানের জননী গিলিয়ান বর্তমানে পরিবারের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে বসবাস করছেন।

অনুবাদকের পরিচিতি

প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার, লেখালেখির জগতে আনুষ্ঠানিক পদার্পণ করেছেন সম্প্রতি। বেশ কয়েকটি সংকলন এবং মৌলিক উপন্যাসের কাজ করেছেন। গত বছর তার প্রথম উপন্যাস "আষাঢ়ে গল্প" মুক্তি পায়। এছাড়াও আরও কয়েকটি উপন্যাস রয়েছে মুক্তির অপেক্ষায়।

শার্প অবজেক্টস তার অনূদিত প্রথম উপন্যাস।

সার্প অবজেক্টস

গিলিয়ান ফ্লিন

রূপান্তরঃ প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ADEE

সার্প অবজেক্টস

মূলঃ গিলিয়ান ফ্লিন

রূপান্তরঃ প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার

প্রকাশকাল

মে ২০১৫

© লেখক

প্রকাশক

নাফিসা বেগম

আদী প্রকাশন

৩৫ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

ফোন : ০১৬২৬২৮২৮২৭

www.adeeprokashon.org

nafisa@adeeprokashon.org

অনলাইন পরিবেশক : www.rokomari.com/adee

প্রচ্ছদ : প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার

প্রিন্টার্স

জনপ্রিয় কালার প্রিন্টাস

৪১/৪২ রুপচান লেন সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০।

মূল্যঃ ২৪০ ৳

ISBN: 978 984 91327 9 0

অনুবাদকের উৎসর্গঃ

বন্ধুবর, শফিউল চৌধুরী
এবং ওর মা,
শাহিদা আক্তার
যাদের সহযোগিতা না পেলে এই
উপন্যাসের কাজ হয়তো অসমাপ্তই
থেকে যেত।

ভূমিকা

অতিরিক্ত কথা বলা আমার স্বভাবদোষ। ভূমিকা লেখার সুযোগ মিলতেই সেই স্বভাবদোষের শরণাপন্ন হতে হল। কিন্তু কি বলি বলুনতো?

শার্প অবজেক্টস এর অনুবাদ/রূপান্তর করার আহবান পাই গত বছরের শেষভাগে। আদী প্রকাশন এর কর্ণধার সাজিদ ভাই নিজে যোগাযোগ করে এই বিষয়ে। ওনার কাছে আমি একপ্রকার কৃতজ্ঞ। এই সময়টা আমি জার্মানিতে ছিলাম, দেশীয় প্রকাশকদের সাথে যোগাযোগ করা আমার জন্য ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। আমি যখন এক প্রকার হাল ছেড়ে দেই দেই ভাব, ঠিক সেসময় সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদের মতো উপস্থিত হলেন ভদ্রলোক। বললেন আমার অনুবাদ কাজে আগ্রহের কথা। আমিও সায় দিলাম।

আমি কাজ শুরু করলাম বটে কিন্তু বারুদের বেগ আনতে পারলাম না কাজে, ব্যক্তিজীবনে সময়টা ছিল যথেষ্ট বিপর্যয়ের, তাই বেশিরভাগ দিনেই কাজের স্পৃহা কম থাকতো। তবুও লিখে চললাম আস্তে-ধীরে। সাজিদ ভাই অবশ্য আস্থা রাখলেন আমার উপর, মাঝে মধ্যে খোঁজ খবর নিলেন কাজ কেমন এগুচ্ছে তা জানতে।

দুটো কারণে এই উপন্যাসটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রথমত, অনুবাদক/রূপান্তরক হিসাবে এটাই আমার প্রথম আনুষ্ঠানিক কাজ, এবং দ্বিতীয়ত, এটি সর্ম্পূণরূপে আমার পাঠঅভ্যাসের থেকে ব্যাতিক্রমধর্মী একটি বই। সত্যি কথা বলতে এ ধরণের নৃশংস ডার্ক থ্রিলার এর আগে কখনও পড়িনি। মানব সম্পর্কের কদর্য দিকগুলো যেভাবে করে এই বইতে ফুটিতে তোলা হয়েছে তা সত্যিই শিউড়ে ওঠার মতো।

যাই হোক, ঘটনাচক্রে দেশেই ফিরে আসতে হল শেষমেষ, তখন বইমেলা চলে, আমি কাজে সামান্য বিরতি নিয়ে অপেক্ষা করলাম বইমেলা পেরুবার। মেলা শেষ হতেই লেখা শুরু হল ফের। এই পর্যায়ে কিছু মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করলে নিদারুণ অন্যায় হবে। আমার বন্ধু শফিউল চৌধুরী এবং ওর মা শাহিদা আক্তার, যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। ওদের বাসাতে বসেই দীর্ঘ একমাস দিন-রাত এক করে শেষ করেছি উপন্যাসের শেষ অর্ধেকের কাজ। এই এক মাস অন্য বন্ধুদের কাছে একপ্রকার অসামাজিক জীব হিসাবে নতুন করে আত্মপ্রকাশ করেছি। বিদেশ থেকে ফেরার পরেই যারা দেখা করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল তাদের অপেক্ষা করিয়েছি এই দিনগুলো। এজন্য তাদের কাছে আমি বিশেষভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।

অতঃপর শেষ হল রূপান্তর কাজ। শান্তির নিঃশ্বাস ফেলার আগেই প্রাথমিক এডিটে বসে পড়তে হল। শার্প অবজেক্টস, লেখিকা গিলিয়ান ফ্লিন এর প্রথম উপন্যাস। এর প্রতি লেখিকার যত্ন অপরিসীম, সুতরাং আমারও যত্নবান হওয়া কর্তব্য ছিল। চেষ্টা করলাম যথাসাধ্য। উপন্যাসের কিছু কিছু অংশ ছিল যা অপেক্ষাকৃত প্রাপ্ত বয়স্ক পাঠকের জন্য অধিকতর উপযুক্ত, সেসব অংশ সৃজনশীল পদ্ধতিতে সংস্কার করতে হল। উপন্যাসটি যাতে অধিক পাঠকের জন্য উপযুক্ত করা যায়, এটা সেই প্রচেষ্টারই অংশ। শেষ পর্যন্ত কতটুকু উপযুক্ত হয়েছে, কিংবা কতটুকু সফল হয়েছে এই রূপান্তর সেই বিচার করার যোগ্যতা কিংবা অধিকার কোনটাই আমার নেই, রয়েছে বইটির পাঠকের। এই বই যাদের জন্য রূপান্তর করা হয়েছে তারাই হবেন বইটির প্রধান বিচারক।

স্ক্রিপ্ট আদী প্রকাশন এর হাতে সমর্পণ করে অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। সত্যি কথা বলতে অনুবাদ/রূপান্তর করা মৌলিক গল্প লেখার থেকে অধিকতর কঠিন, অন্তত আমার দৃষ্টিতে। গল্পের মূল ভাব ধরে রাখতে গিয়ে, এবং বিস্তারিত বিষয়াদির সমস্তটাই বস্তুনিষ্ঠ ভাবে উপস্থাপনে সচেষ্ট হতে গিয়ে ঘাঁটতে হয়েছে অসংখ্য রেফারেন্স, এবং নিজেও অনেক বিষয়ে জেনেছি এই কাজ করতে করতে, বলাই বাহুল্য। কিছু জিনিশ কিংবা ভাব সংযুক্ত করতে হয়েছে প্রাঞ্জলতা রক্ষা করতে গিয়ে, আবার টুকিটাকি বিষয়াদি উপেক্ষাও করতে হয়েছে। আশাকরি সামগ্রিক বিষয়টি পাঠক ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতেই দেখবেন।

ভাষান্তর এমন একটি কাজ, যা একদিনে পূর্ণতা পায়না। অনুশীলনে এই কাজ আরও পরিণত হয়। শার্প অবজেক্টস যেহেতু আমার প্রথম ইংরেজি থেকে বাংলায় রূপান্তর কাজ, সেহেতু এতে কিছু ভুলত্রুটি থাকতেই পারে। হয়তো কিছু বিষয় আরও ভালো করে লেখা সম্ভব ছিল, কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবে সেগুলো দৃষ্টি এড়িয়েছে। এসব ত্রুটির জন্য আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী। তবে যদি আপনাদের উৎসাহ এবং সহযোগিতা পাই, তাহলে ভবিষ্যতে ত্রুটি কমে আসবে ক্রমশ, সেই আশাই করছি।

উপন্যাসটি যদি আপনাদের সামান্য তৃপ্তি দিতে পারে তবেই সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হবে।

২৮/০৪/২০১৫
প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার
ঢাকা, বাংলাদেশ।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ১

আমার নতুন সোয়েটারটা দেখতে মোটেও সুন্দর না; ক্যাটক্যাটে লাল, আর তাছাড়া গায়ে চুলকানিও হচ্ছে এটা পড়ে। সবে মে মাসের ১২ তারিখ, এর মধ্যেই তাপমাত্রা নেমেছে পাঁচে। গত পাঁচ দিন ধরে ফুলহাতার শার্টের মধ্যে নিজেকে ঢেকে কাঁপাকাঁপি আটকাতে না পেরে তাই একরকম বাধ্য হয়েই এটা বাগাতে হয়েছে। তাছাড়া কাপড়ের বাক্স ঘেঁটে পুরাতন গরম পোশাকগুলোও বের করতে আসলে একদম ইচ্ছা করছিলো না। এভাবেই শিকাগোতে নেমে এসেছে বসন্ত।

ছোট্ট ঠাসাঠাসি চেয়ারটাতে বসে মনিটরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, আজ একটা ভয়ংকর গল্প নিয়ে কাজ করছি। দুই থেকে ছয় বছর বয়সী চার বাচ্চাকে উদ্ধার করা হয়েছে একটা বন্ধ কামরা থেকে। শহরের দক্ষিণে ঘটেছে এই কান্ড, ওদের সাথে কেবলমাত্র কয়েকটা টুনা স্যান্ডউইচ আর লিটারখানেক দুধ ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। তিন দিন ওখানে বন্দী ছিল বাচ্চাগুলো, মুরগির মতো কাড়াকাড়ি করে খেয়েছে খাবার আর বর্জ ত্যাগ করেছে মেঝেতেই। ওদের একা ফেলে রেখে বাচ্চাগুলোর মা স্রেফ ভুলেই গিয়েছে ওদের কথা, ফেরত আসার নাম নেয়নি এ ক'দিনে। মাঝে মাঝে এটাও বাস্তব, এর জন্য আলাদা করে কোনও কারণ প্রয়োজন পড়েনা।

মহিলাকে গ্রেপ্তার হতে দেখেছি আমি। বয়স বাইশের মতো হবে, নাম টেমি ডেভিস। ওর মাথার চুলগুলো সোনালী আর শরীর স্থূলকায়। গালের দুপাশে গোলাপি রঙয়ের ছোপ, ছোটখাটো চশমার ফ্রেমের আকৃতি ওদুটোর।

আমি কল্পনায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম ওর সদ্য অতীতটা, ডগমগে সোফার উপর বসে যেন ঠোঁটে ছোঁয়াল মাদকের নল, আর একটানেই ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন সমস্ত চেতনা। আর তারপর, সব অবলীলায় ভেসে গেল বিস্মৃতিতে; সন্তানদের কথা বেমালুম ভুলে গেল ও, সেই সাথে ফিরে গেল অতীত স্মৃতিতে যখন স্কুলঘরে ছেলেরা ওকে খুশি করার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকতো। তখন হয়তো ওর সৌন্দর্যও ছিলো বড়াই করার মতো। ও ফিরে গিয়েছিলো তের বছরের কৈশোরে, যখন একটা চুমু দেবার আগেও ঠোঁটে দারুচিনি ফ্লেভারের লিপস্টিক ঘসে নিতে ভুল হতোনা একদম।

ভুঁড়িয়াল, দুর্গন্ধে মোড়া সিগারেট আর কড়া কফির চলমান স্তুপ, আমাদের সম্পাদক। একটু বেশিই উচ্চাকাঙ্খী, ওর নাম ফ্রাঙ্ক কারি। আধাছেঁড়া হাস-পাপিজ জুতোতে খটমট আওয়াজ তুলে এদিকেই এগিয়ে আসছে কারি। ওর দাঁতগুলোও বিশ্রী, তামাক পাতার আক্রমণে বাদামী হয়েছে ইতিমধ্যেই।

"গল্পটা কদ্দুর?" টেবিলে পড়ে থাকা ছোট্ট রূপালী পেপারপিনটা হলদে নখ দিয়ে আলতো করে টোকা দিয়ে বলল ও।

"প্রায় শেষ।" চটপট উত্তর দিলাম আমি, যদিও অর্ধেকের বেশি কাজই এখনো বাকি।

"বেশ! খতম করো, ফাইলে ঢুকাও, তারপরে অফিসে এসো।"

"এখনই যাবো?" অপ্রস্তুতভাবে বললাম আমি।

"না। খতম করো, ফাইলে ঢুকাও, তারপরে অফিসে এসো।"

"আচ্ছা ঠিকাছে, দশ মিনিটের মধ্যে আসছি।" শঙ্কিতভাবে পেপারপিনটার দিকে তাকালাম আমি, ওটা উদ্ধার করা দরকার।

"প্রিকার?" আমার নাম ধরে ডাকল কারি।

"হুম?"

"খতম করো।"

কারি আমাকে দুর্বল মনের মানুষ ভাবে, তাই সুযোগ পেলে হম্বিতম্বি করতে ছাড়েনা। হয়তো আমি মেয়ে বলেই এমনটা, হয়তবা আমি আসলেই দুর্বল। কে জানে!

কারির অফিস ঘরটা তিন তলায়। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি প্রতিবার জানালা দিয়ে তাকিয়ে কোনও গাছের কাণ্ডে চোখ পড়লেই মেজাজ খিচে ওঠে ওর। ভালো সম্পাদক ছাল-বাকলকে গুরুত্ব দেয়না, তারা দেখে গাছের পাতা- তা সেটা বিশ কিংবা ত্রিশ তলা উপর থেকে হলেও। যদিও শিকাগোর চতুর্থ বৃহত্তম পত্রিকা আমাদের দ্যা ডেইলি পোস্ট, তবুও অফিসটা ঠেলে দেওয়া হয়েছে শহরতলীর দিকে; তাই সম্পাদকের অতো উঁচুতে ওঠার সৌভাগ্য হয়ে ওঠেনি, তিন তলাতেই আটকে আছে।

সর্বসাকুল্যে তিনটিই ফ্লোর আমাদের দালানের। একদম সাদামাটা একটা দালান, হয়তোবা আলোকসজ্জা কিংবা কার্পেট বিক্রেতা দোকানগুলো এই দালানের খবরও রাখেনা। এক কর্পোরেট নির্মাতার তত্ত্বাবধায়নে প্রায় তিন বছর (১৯৬১-৬৪) ধরে সুশৃঙ্খলভাবে গড়ে উঠেছে এই স্থাপনা। আর এটার নামকরন করা হয়েছিলো নির্মাতার মেয়ের নামে। মেয়েটা দালান নির্মাণাধীণ সময়েই একটা বিদঘুটে দুর্ঘটনার

BanglaBook.org

শিকার হয়। দালান তৈরির কিছুদিন পরেই অবশ্য ওরা শহর ছেড়ে চলে যায় অন্যত্র। তবে মেয়ের জন্য যথেষ্ট ধরপাকড় করে একটা নামফলক তৈরি করে গিয়েছিলো শহরের বুকে। এখন সেই মেয়ের বয়স পঞ্চাশের কোঠায়, মোটামুটি সুস্থই বলা চলে, কেবল হাতে মাঝে মধ্যে সূক্ষ্ম চিনচিনে ব্যাথা ছাড়া আর তেমন কোনও সমস্যা নেই। বছরে একবার আসে ফ্লোরিডা থেকে শিকাগোতে, ওর নামফলকের জন্য নতুন করে ছবি তোলাতে।

গতবার ওর আগমনের উপর একটা ফিচার লিখেছিলাম, কারি একদম পছন্দ করেনি, জীবনমুখী খুচরো কাহিনী বরাবর অপছন্দ ওর। ফিচারটা পড়ার সময় অবশ্য ওর মাথায় ক্যামবোর্ডের (একপ্রকার মদ বিশেষ) নেশা চড়ে ছিল, র‍্যাজবেরির (ফলের নাম) গন্ধে ভুরভুরে হয়ে ছিল অফিস ঘরটা। মদ খেয়ে টাল হয়ে যাওয়া বলতে গেলে কারির দৈনিক অভ্যাসের মধ্যে পড়ে, কিন্তু সেটা আমার ফিচারটা অপছন্দের ক্ষেত্রে তেমন কোনও ভূমিকা রেখেছিল বলে মনে হয়না। আসলে কপালটাই খারাপ ছিল সেদিন।

ওর ঘরে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে দিলাম আমি। একজন সম্পাদকের ঘর এরকম হয় ওর ঘর দেখার আগে আমার কোনও ধারনাই ছিল না! ভাবতাম সুদৃশ্য কারুকাজ করা একটা দরজা থাকবে, তার মধ্যে ছোট্ট স্বচ্ছ জানালা থাকবে এপাশ থেকে ওপাশ দেখার জন্য। সেখানে সুন্দর করে লেখা থাকবে 'সম্পাদক' পদমর্যাদার কথা, আর ওপাশ থেকে আমাদের কথোপকথনের দৃশ্য দেখা যাবে পরিষ্কার। কিন্তু ওর ঘরটাও অফিসের অন্য সব ঘরের মতোই। অফিস ডেকরেশনের বিষয়ে মালিকপক্ষের উদাসীনতা এক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

"উইন্ড গ্যাপ বিষয়ে কিছু বলো।" কাঁচাপাকা দাড়িতে কলমের মাথা ঘসতে ঘসতে বলল কারি, গালে নীল দাগ পড়ে যাচ্ছে সেসব যেন ভ্রুক্ষেপই করলোনা।

"মিসউরির একদম নিচের দিকে অবস্থিত জায়গাটা। ট্যানাসে আর আরক্যানসাস থেকে মোটামুটিভাবে থুথু ছোড়া দূরত্বে বলা চলে।" চটপট জবাব দিলাম আমি। কারি ওর অধিনস্ত রিপোর্টারদেরকে জেরা করতে পছন্দ করে, তবে সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক বিষয়ে- কিন্তু শিকাগোতে ক্রমবর্ধমান খুনের হার, কুক রাজ্যের জনসংখ্যাস্ফীতি, পাশাপাশি আরও নানাবিধ কারণে আমি আমার আদি নিবাস সম্পর্কিত আলোচনা এড়িয়ে যেতে পছন্দ করি।

"শহরটা গৃহযুদ্ধের আগে থেকেই ওখানে রয়েছে।" নিজের আদি নিবাস উইন্ড গ্যাপের বর্ণনা দিয়ে চললাম। "মিসিসিপি'র একদম কাছে বলে জায়গাটা একসময় বন্দর হিসাবে ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে ওদের মূল ব্যবসা হচ্ছে শুয়োর রপ্তানি। মোটামুটিভাবে হাজার দু'য়েক মানুষ বাস করে পুরো এলাকাটা জুড়ে। অধিকাংশই হয় বৃদ্ধ, নাহলে বাতিল প্রকৃতির।"

BanglaBook.org

"তুমি কোনটা? বৃদ্ধ না বাতিল?"

"আমি বাতিলই বলা চলে, আমার বার্ধক্যটা কেবল পকেটে।" আমার সহাস্য জবাবে ভ্রুকুটি করলো কারি।

তারপরে গম্ভীরভাবে বলল, "ওখানে কিসব ছাতার মাথা হচ্ছে, সেসব খবর রাখো কিছু?"

গুম মেরে স্মৃতিতে উইন্ড গ্যাপে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার লম্বা তালিকা ঘেঁটে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিস্কারে মন দিলাম আমি। দুর্ভাগ্যের আঁধার যেন শহরটা- বাসে বাসে সংঘর্ষ, টর্নেডো কি হয়নি সেখানে। ভয়ংকর বিস্ফোরণ, কিংবা মাটি চাঁপা পড়ে শিশুর মৃত্যুর ঘটনাও রয়েছে তালিকায়।

কিছুটা শিথিল ভাবেই ভাবনাটা চালাচ্ছিলাম, আসলে কারির ঘরে ডাক পেলে সাধারণত কোনও সাম্প্রতিক লেখার প্রশংসা, কিংবা কিছু উৎসাহ বানী, অথবা এক দুই শতাংশ বেতন বৃদ্ধির খবরের আশা নিয়েই আসি; কিন্তু আজ হঠাৎ উইন্ড গ্যাপ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো কেন কে যানে, এর জন্য আসলে প্রস্তুত ছিলাম না একদম।

"তোমার মা তো এখনও ওখানেই আছে, তাইনা?"

"মা আছে। নতুন বাবাও আছে সম্ভবত।" একটা সৎ বোনও হয়েছিলো যখন আমি কলেজে পড়ি তখন। ওর অস্তিত্ব আমার কাছে অনেকটা অবাস্তব মনে হতো, নামও মনে থাকতো না ঠিকঠাক। সম্ভবত 'অ্যামা' ছিল ওর নাম।

"সম্ভবত! কি আজব! ওদের সাথে একদম কথা হয়না নাকি?"

গত খ্রিস্টমাসের পরে ওদের সাথে আর কথা হয়নি। তিন পেগ বারবর্ণ গিলে সৌজন্য ফোন দিলে যা হয়! আমার মা ফোনেই কড়া ঘ্রাণ শুঁকে নিয়েছিলো বোধহয়।

"নাহ, এর মধ্যে কথা হয়নি।" কারিকে জানালাম।

"যীশুর কসম, প্রিকার! পেপারে মাঝে মধ্যে চোখ রাখো নাকি সেটাও বাদ দিয়েছ? গত আগস্টেই তো ওখানে একটা মেয়ে খুন হল। গলাটিপে মারা হয়েছিলো সম্ভবত।"

আমি সবজান্তার মতো মাথা ঝাঁকালাম, আসলে ঘটনার বিন্দু-বিসর্গ জানিনা। মা ছাড়া উইন্ড গ্যাপ শহরের কারও সাথে আমার আংশিক যোগাযোগও নেই, আর মা কিছুই জানায়নি আমাকে এ বিষয়ে। আজব তো!

"এখন আরও একজন নিখোঁজ। আমার তো মনে হচ্ছে সিরিয়াল কিলার কেস।" বলল কারি। "তুমি এক কাজ করো, চটপট ওখানে গিয়ে একটা খবর বানাও। কাল সকালের মধ্যে তোমাকে ওখানে দেখতে চাই।"

BanglaBook.org

অসম্ভব। "আমার মনে হয় ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত ভৌতিক গল্পেই গিয়ে ঠেকবে।" উড়িয়ে দেবার মতো করে বললাম।

"এসবই ভাবো বসে, আর ওদিকে আমাদের তিন প্রতিযোগী পত্রিকা বসে কারি কারি টাকা বানাক।" ফস করে চুলের মাঝে আঙুল চালালো ও, চুলগুলো এলোমেলোভাবে খাঁড়া হয়ে রইলো। "এভাবে বার বার প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে আমার একদম ভালো লাগেনা প্রিকার। তাই সুযোগটা আমাদের নিতেই হবে, যে কোনও মূল্যে।"

কারির ধারণা, সঠিক খবর ছাপাতে পারলে আমরা রাতারাতি শিকাগোর সর্বসাধারণের প্রথম পছন্দ হয়ে উঠবো, হয়তোবা জাতীয় মর্যাদাও হাতিয়ে নিতে পারবো কিছু। গত বছর অন্য একটা পত্রিকা থেকে এক সাংবাদিককে পাঠানো হয়েছিলো তার দেশের বাড়িতে। জায়গাটা টেক্সাসের আশেপাশে কোথাও একটা হবে, সেখানে একদল কিশোর কিশোরী বন্যায় ডুবে মরেছিল। একটা হৃদয় বিদারক বর্ণনায় চমৎকার ফিচার লিখেছিল লোকটা, প্রকৃতি, পানি আর দুর্ভাগ্যের সুতো এক করে; সাথে জুড়ে দিয়েছিলো নিখুঁত তথ্য। সেখানে ছেলেদের বাস্কেটবল দলের তিনজন সেরা খেলোয়াড় কিভাবে প্রান হারিয়েছিলো সেসব থেকে শুরু করে স্থানীয় চার্চে লাশ ব্যবস্থাপনার অনিয়ম পর্যন্ত সব তথ্য উপস্থিত ছিল। গল্পটা পুলিৎজার পুরষ্কার জিতেছিল শেষমেশ।

এরকম একটা সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও যেতে একদম ইচ্ছা করছিলো না আমার। অনিচ্ছার ব্যাপারটা এতটাই প্রবল যে আমার হাত দুটোকে অজান্তেই চেয়ারের হাতল আঁকড়ে ধরল। সম্ভবত যাতে কারি আমাকে ধাক্কা মেরেও ওখানে পাঠাতে না পারে সেজন্য।

আমাকে ঠ্যালা না দিয়ে চেয়ারে বসে কয়েক মুহূর্ত জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ের রইলো কারি। তারপর কেশে গলা পরিষ্কার করে স্ত্রীর ছবিটার দিকে তাকাতেই হাসি ফুটে উঠলো ওর ঠোঁটে; ভাবটা এমন যে এখনই অপারেশন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে আসা সার্জনের মতো একটা দুঃসংবাদ ঘোষণা দেবে। এমনিতেই চেঁচাতে ভালবাসে কারি, ব্যাপারটা গতানুগতিক সম্পাদক ইমেজের সাথে ভালোই যায় বটে- কিন্তু আমার জানামতে ওর মতো সহৃদয় লোকও খুব কমই আছে।

"দ্যাখো বাপু, কাজটা করতে না পারলে তো আর জোর করতে পারবো না, তবে আমার মনে হয় তোমার জন্য দারুণ একটা সুযোগ এটা। মোটামুটিভাবে সঠিক তথ্যগুলো খুঁজে বের করতে পারলেই চমৎকার খবর তৈরি হতে পারতো - ব্যাপারটা আমাদের পত্রিকার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ, আর তোমার জন্য তো বটেই।"

BanglaBook.org

ইতিপূর্বে বহুবার কারি সাহায্য করেছে আমাকে। ওর মতে আমি নাকি পত্রিকার সেরা রিপোর্টার, আমার মগজ নাকি চমকপ্রদ। কিন্তু গত দুই বছর হল ক্রমগাত হতাশ করে এসেছি ওকে, বিষয়টা দুঃখজনক। তাই টেবিলের এপাশ থেকেই ওর অনুভূতি বুঝতে পারছিলাম বেশ, ওকে আশ্বাস দিতে ইচ্ছেও হচ্ছিলো খুব। আমি আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে মাথা নাড়লাম।

"ঠিকআছে, আমি যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছি।" অবশেষে ঘোষণা দিলাম। আমার ভিজে ওঠা হাতের ছাপ পরে রইলো চেয়ারের হাতলে।

খেয়াল রাখার মতো কোনও পোষ্য নেই আমার, সেভাবে কোনও গাছ-পালা'রও সখ নেই যে পাশের বাড়ির প্রতিবেশীকে গছিয়ে যেতে হবে। একটা ভারী ব্যাগে দিন পাঁচেক চালানোর মতো কাপড় চোপড় ভরে নিলাম আমি। মনে হয়না এর থেকে বেশিদিন ওখানে থাকার প্রয়োজন পড়বে, সপ্তাহ ঘোরার আগেই ফিরে আসবো যে করেই হোক।

বেরুবার আগে একবার ফিরে তাকালাম, দ্রুতই ঘরটা নিজেকে মেলে ধরল আমার সামনে। জায়াগাটা দেখে স্রেফ একটা কলেজ স্টুডেন্টের ঘর দেখে ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক- সস্তা রুচির, এবং অগোছালো। ফিরে এসে একটা সোফা কেনার প্রতিজ্ঞাটা মনে মনে করেই নিলাম, একটা জমাট খবর ম্যানেজ করতে পারলেই কেল্লাফতে।

দরজার পাশের টেবিলটার উপর আমার কিশোরী কালের ছবি রাখা, সেখানে আমি সাত বছর বয়সী ম্যারিয়েনকে ধরে দাঁড়িয়ে আছি, ওর সরু পা দুটো দুলছে আমার হাঁটুর কাছে। ওই সময়ের আসল কাহিনীটা ভুলে গিয়েছি, অনেকগুলো বছর পেরিয়ে তা উঠেছে এক রহস্যময় সুখস্মৃতি। সব রহস্য হয়তো না জানলেই ভালো, জানতেও চাইনা আমি।

আমি ঝরনার নিচে গোসল করতে একদম পছন্দ করিনা, ছুটে আসা ফোয়ারার মতো পানি অসহ্য লাগে। আর্তনাদ শুরু হয় আমার ত্বকে, মনে হয় কেউ যন্ত্রণার বোতামটা টিপে সেটা চালু করে দিয়েছে। মোটেলের সস্তা তোয়ালেটা অগ্যতা চাপা দিলাম শাওয়ারের উপর, তারপরে শাওয়ারের মাথাটা ঘুড়িয়ে দেয়ালের দিকে করে দিলাম। তিন ইঞ্চি উঁচু পানির মধ্যে বাথটবে বসে পড়লাম সরাসরি, সেখানে কিছু অপরিচিত চুল ভেসে উঠতে দেখা গেল প্রায় সাথে সাথেই।

দ্রুত বেরিয়ে আসতেই মনে পড়লো একমাত্র তোয়ালেটা ভিজে চুপচুপে হয়েছে, উপায় না দেখে তাই বিছানা থেকে কম্বলটা তুলে গায়ে চাপালাম, ওটা স্পঞ্জের মতো শুষে নিলো শরীরের আদ্রতা। তারপর উষ্ণ পানীয়তে চুমুক দিলাম আমি, বরফ-কলটা নষ্ট, নাহলে বারবর্ণের পেয়ালায় কিছুটা শীতল ছোঁয়া লাগতে পারতো!

BanglaBook.org

শিকাগো থেকে দক্ষিণে প্রায় এগারো কিলোমিটারের সুদীর্ঘ পথ ব্যবধানে উইন্ড গ্যাপ। তাই কারি দয়া করে আমাকে একরাত মোটেলে থাকার বাড়তি বাজেট দিয়েছে, সকালে ব্রেকফাস্ট করার জন্য টাকাও বরাদ্দ করেছে সে। কিন্তু গন্তব্যে পা রাখার পর আমি আমার মায়ের সাথেই গিয়ে থাকবো এটা আগেই ভেবে বসে আছে, তাই উইন্ড গ্যাপে থাকার জন্য কোনও বাড়তি খরচের যোগান পাইনি। বাসায় পৌঁছে কি ধরনের অভ্যর্থনা পাবো সেটা অবশ্য বেশ বুঝতে পারছি। আমাকে দেখামাত্রই চমকে উঠবে মা, তারপরে একটা অপ্রস্তুত আলিঙ্গন করবে। এরপরেই তুলে আনবে অগোছালো ঘরের কথা, যদিও সেটা তেমন অগোছালো হবেনা জানি, এবং তারপরেই প্রশ্ন করবে আমি কতদিন ওখানে গেঁড়ে বসতে চাই।

"এবারে ক'দিন থাকা হচ্ছে?" বলবে মা। যার মানে হচ্ছে, "কবে বিদায় হবে?"

এরকম মেকি আন্তরিকতা খুব বিরক্তি লাগে।

কাজের স্বার্থে এখনই কিছু খসড়া করে ফেলা প্রয়োজন, কিছু প্রশ্নও তৈরি করা দরকার, কিন্তু সেসব না করে বারবর্ণের পেয়ালায় ক্রমাগত চুমুক দিয়ে চললাম। পান শেষ হতেই কিছু মাথা ব্যাথার ওষুধ গিলে বাতি নিভিয়ে দিলাম। এয়ার কন্ডিশনারের ভেজা শব্দ আর পাশের ঘর থেকে ভেসে আসা ভিডিও গেমসের যান্ত্রিক সঙ্গীত শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম কিছুক্ষণের মধ্যেই। আদি ঠিকানা থেকে মাত্র তিরিশ মাইল দূরে আমি, তবুও এই শেষ দূরত্বটুকু উপভোগ করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সকাল হতেই নাকেমুখে পুরাতন জেলি আর ডোনাট দিয়ে দক্ষিন যাত্রা শুরু করলাম ফের। বাড়তি তাপমাত্রার সাথে পাল্লা দিয়ে জঙ্গল বেড়ে উঠলো পথের দু'ধারে। মিসউরির এই অংশটা একদম সাদামাটা- মাইলের পর মাইল কেবল ঐশ্বর্যহীন গাছের সাড়ি, আর তাদেরকে চিরে এগিয়ে গিয়েছে একটামাত্র সরু পথ, যেটা ধরেই যাচ্ছি। প্রাকৃতিক দৃশ্যপট যেন দু'মিনিট পর পর একই রূপ দেখাচ্ছিলো; পুরো একঘেয়ে পরিস্থিতি।

দূর থেকে উইন্ড গ্যাপ শহরের টিকিটাও দেখা মুশকিল; ওখানের সবচেয়ে উচু বাড়িটা মাত্র তিনতলা। আরও মিনিট বিশেক পরেই বুঝতে পারলাম শহর স্পর্শ করেছি। প্রথমে একটা গ্যাস স্টেশন, তারপরে একদল অপরিচ্ছন্ন কিশোরকে দেখা গেল, খালিগায়ে ছেলেগুলো একধরনের বিমর্ষতা নিয়ে বসে আছে, নিরুৎসাহীর মতো। একটা পুরাতন পিকআপ ভ্যানের পাশে এক ছোট্ট শিশুকেও দেখা গেল

BanglaBook.org

ধুলো নিয়ে খেলা করতে, ওর মা আনমনে গাড়ির ট্যাংকে জ্বালানী ভরছে। মহিলার চুলে সোনালী রং করা, চুলের গোঁড়াগুলো বাদামী, কানের পাশে স্পষ্ট বোঝা গেল আসল রং। মহিলা চেঁচিয়ে কিছু বলল বসে থাকা কিশোরের দলটাকে, সঠিক বুঝলাম না তার কথা, আমার গাড়ি দ্রুত চলে গেল ওদের পেরিয়ে। একটু পরেই কমে এল জঙ্গলের ঘনত্ব। এরপর কিছু সারিবদ্ধ দোকান, গান-শপ, কাপড়ের বিক্রেতা ছাড়িয়ে চলল গাড়ি। এর কিছু পরেই এলো কয়েকটা একাকী হতশ্রী দালান, হয়তো একসময় এদের সংস্কারের কাজও হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু হয়ে ওঠেনি শেষ পর্যন্ত। এবং অবশেষে শহরের বুকে উঠলাম।

শহরের ফলকে অভ্যর্থনার বাণী দেখে মুহূর্তে দম বন্ধ হয়ে এলো, এই অনুভূতিটাকে কবরস্থানের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় কোনও শিশুর অস্বস্থির সাথে তুলনা করা যেতে পারে। আট বছর পরে ফের এলাম উইন্ড গ্যাপে, কিন্তু সমস্তটাই স্মৃতির সাথে মিলিয়ে নিতে পারছিলাম। মূল সড়ক ধরে নিচে নেমে গেলেই দেখা হতে পারে আমার স্কুলের পিয়ানো শিক্ষকের সাথে; ভদ্রমহিলা একজন নান ছিলেন, এছাড়াও ওর বৈশিষ্ট্য ছিল নিঃশ্বাসের সাথে ভেসে আসা ডিমের পঁচা গন্ধ।

ওপাশের পথটা ছোট পার্কের দিকে চলে গিয়েছে, ওখানেই এক গ্রীষ্মের ঘামঝড়া দুপুরে প্রথম টান বসিয়েছিলাম সিগারেটে। এপাশের প্রশস্ত পথটা ধরলেই চলে যাওয়া যাবে উডবেরীর দিকে, হাসপাতালটাও সেদিকেই।

আমি প্রথমেই থানার পথ ধরলাম। দালানটা প্রধান সড়কের শেষমাথায় অবস্থিত। রাস্তার দু'ধারে আরও পাওয়া যাবে বিউটি-পার্লার, হার্ডওয়্যার শপ, ফাইভ অ্যান্ড ডাইম নামে সস্তা কেনাকাটার দোকান, আর লাইব্রেরী, দশ বারোটা শেলফে বই সাজানো রয়েছে সেখানে। এছাড়াও একটা জামা-কাপড়ের দোকান আছে, নাম ক্যান্ডি'স ক্যাজুয়াল; ওখানে জাম্পার, হাইকলার গেঞ্জি, স্কুলের সোয়েটার অহরহ পাওয়া যায়। এ শহরের ভদ্র মেয়ে-মহিলারা ক্যান্ডি'স ক্যাজুয়ালের মতো দোকানগুলোতেই কাজ খুঁজতে আসে, অথবা শিক্ষকতা জাতীয় পেশা বেছে নেয়। হয়তো আরও কয়েক বছর পরে স্টারবাকসের মত কফিশপও এখানে উঁকিঝুঁকি মারতে পারে। এসব অভিজাত দোকান বাসিন্দাদের আত্মিক চাহিদা পূরণ করে, তাদেরকে মূলধারার আনন্দের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। আপাতত একটা ভাজাভুজির দোকান আছে কেবল, এ শহরেরই একটা ছোট্ট পরিবার চালায় ওটা, পরিবারের নামটা ঠিক মনে করতে পারছিনা।

BanglaBook.org

রাস্তাটা পুরোই খাঁখাঁ করছে, না আছে কোনও গাড়ি, না আছে কোনও মানুষ। একটা কুকুরকে হেলেদুলে হেঁটে যেতে দেখা গেল ফুটপাথ ধরে, কিন্তু ওর মালিকের উচ্চবাচ্য শুনতে পেলাম না। রাস্তার সবগুলো ল্যাম্পপোস্টে হলদে ফিতে জড়ানো, আর প্রতিটার গায়েই হাসিখুশি একটা মেয়ের ছবি সহ বিজ্ঞাপন টানানো। আমি গাড়িটা পার্ক করে একটা বিজ্ঞাপন ছিঁড়ে নিলাম। হাতে লেখা হারানো বিজ্ঞপ্তি, বড়হাতের অক্ষরে মোটা করে লেখা হয়েছে কথাগুলো, তারপরে একটা মার্কার দিয়ে রং করা হয়েছে পুরোটা। মেয়েটার চোখের মণি গাঢ় কালো, মুখে একটা দুষ্ট হাসি, আর মাথায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত চুল। এই ধরনের কিশোরীকে স্কুলের শিক্ষকরা ভালোবেসে পছন্দের তালিকায় স্থান করে দেয়। আমারও বেশ পছন্দ হল মেয়েটাকে।

নাটালি জেইন কীন

বয়সঃ ১০

৫/১১ তারিখ থেকে নিখোঁজ

শেষ দেখা গিয়েছিলো জ্যাকব জে গ্যারেট পার্কে,

সেসময় ওর পড়নে ছিল নীল জিন্সের শর্টস,

আর স্ট্রাইপড লাল টি-শার্ট।

যোগাযোগের নম্বর = ৫৫৫-৭৩৭৭

আমার খুব করে ইচ্ছা হচ্ছিলো সোজা থানায় গিয়ে বলি মেয়েটাকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে, এখন ও সম্পূর্ণ সুস্থ; পায়ে সামান্য মোচড় ছাড়া আর কোনও সমস্যাই নেই, মেয়েটা বাড়ি থেকে পালাবে ভেবেছিল কিন্তু পরে ভুল বুঝতে পেরে আবার ফিরে এসেছে। আর এসব কথা শেষ হতেই গাড়ি চালিয়ে সোজা ফিরে যাবো শিকাগোতে, কারও সাথে কথা বলবনা আগামী কয়েকদিন।

শহরটা ফাঁকা থাকার কারন অচিরেই পরিষ্কার হল, এখানের অর্ধেক মানুষ হারানো মেয়েটাকে খুঁজতে হানা দিয়েছে উত্তরের জঙ্গলে। থানার রিসিপশনিস্ট আমাকে অপেক্ষা করতে পরামর্শ দিলো, জানালো থানা-প্রধান বিল ভিক্যারি লাঞ্চের আগেই ফিরে আসবে।

বসার জায়গাটা অনেকটা দাঁতের ডাক্তারের অফিসঘরের মতো, আমি একটা কমলা চেয়ারে বসে লাল ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে চললাম। পাশেই দেয়ালে লাগানো এয়ারফ্রেশনার থেকে ফুঁস করে সুগন্ধী বেরিয়ে এলো, ভাবটা এমন যেন এটা শুঁকেই আমার মন ভালো হয়ে যাবে। এভাবেই পেরুলো পরবর্তী আধঘণ্টা;

BanglaBook.org

এই সময়ের মধ্যেই তিনটে ম্যাগাজিন ঘেঁটে ফেললাম, সেই সাথে আতরের গন্ধে খানিকটা অসুস্থও বোধ করলাম বৈকি!

ভিক্যারি ঘরে ঢুকতেই রিসিপশনিস্ট মেয়েটা আমাকে দেখিয়ে নিচু স্বরে তাকে সাবধান করে দিলো, "মিডিয়ার লোক।"

হালাকা পাতলা গড়নের পুরুষ ভিক্যারি, বয়স পঞ্চাশের প্রথমার্ধেই হবে, তার পোশাকে ঘামের ছাপ স্পষ্ট। পশ্চাৎদেশ বলে তেমন কিছুই নেই লোকটার, প্যান্ট চুপসে রয়েছে সেখানে।

"মিডিয়া?" আমার দিকে চশমার বাইফোকাল লেন্সের ভেতর দিয়ে তাকাল সে, "কোন মিডিয়া?"

এগিয়ে গেলাম, "আমি ক্যামিল প্রিকার, শিকাগো ডেইলি পোষ্টের প্রতিনিধি।"

"শিকাগো? ওখান থেকে এখানে এসেছেন কি করতে?"

"সম্প্রতি এখান থেকে একটা বাচ্চা মেয়ে নিখোঁজ হবার খবর পেয়েছি আমরা, নাটালি কীন, ওর ব্যাপারে কিছু তথ্য প্রয়োজন। এছাড়া গত বছরে যে মেয়েটা খুন হয়েছিলো ওর ব্যাপারেও কিছু জিজ্ঞাসা ছিল।" স্পষ্ট উত্তর দিলাম আমি।

"ইয়া মাবুদ! এসব খবর ওখানেও পৌঁছে গেছে নাকি? সর্বনাশ!"

ভদ্রলোক সন্দেহের দৃষ্টিতে রিসিপশনিস্টকে দেখে আবার আমার দিকে তাকালেন, ভাবটা এমন যেন আমরা ছক কষে তারপরে তাকে জেরা করতে এসেছি। অতঃপর আমাকে ওর পিছে পিছে যাবার নির্দেশ দিয়ে মেয়েটাকে বলল, "কোনও ফোন আসলে অপেক্ষা করতে বলো।"

অবহেলায় চোখ উল্টালো রিসিপশনিস্ট।

ওদিকে লক্ষ্য না করে কাঠের মেঝে ধরে হলঘরের প্যাসেজ দিয়ে হেঁটে চলল অফিসার ভিক্যারি। দু'পাশের দেয়ালে সস্তা ফটোফ্রেমে সাঁটা বেশ কিছু মাছ আর ঘোড়ার ছবি চোখে পড়লো। এরপরে আমরা এসে ঢুকলাম ওর অফিস ঘরে। জানালাবিহীন একটা ঘর, তাকে রাখা ফাইল-পত্রের পাশ কাটিয়ে অফিসার বসে পড়লো নিজের চেয়ারে, তারপরে আঙুলের ভাঁজে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলো, আমাকে অফার করার সৌজন্য বোধটুকুও দেখাল না।

"দেখুন। আমি চাইনা এসব খবর বাইরে যাক। কোনও অবস্থাতেই না।"

"এখানে আমার কিছুই করার নেই অফিসার, বাচ্চা হারিয়ে যাচ্ছে, মানুষকে সতর্ক করে তোলা আমাদের সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।" গাড়ীতে আসতে আসতে এই কথাটাই বার বার নিজেকে মনে করাচ্ছিলাম আমি, বিষয়টাকে নিয়ে একটা চাপসৃষ্টি করা জরুরি, খবর বের করতে তাহলে সুবিধা হবে।

BanglaBook.org

"সচেতনতা তৈরি করে আপনার কি লাভ? ওরাতো আপনাদের শিকাগোর কেউ না, উইন্ড গ্যাপের সন্তান।" ঝট করে উঠে দাড়িয়েই আবার বসে পড়লো ভিক্যারি, তারপরে টেবিলে পড়ে থাকা কিছু কাগজ গোছাতে শুরু করলো কপট ব্যস্ততার সাথে। "এর আগে তো কখনো শিকাগোর মানুষদের উইন্ড গ্যাপ নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখিনি।" বাক্যের শেষটা বেশ কর্কশ শোনালো আমার কানে। ভিক্যারি সিগারেটে অস্থির টান বসিয়ে কড়ে আঙুলের সোনার আংটিটা ঘুড়িয়ে নিলো। আবেগে যে কোনও সময়ে কেঁদে ফেললেও ব্যাপারটা হয়তো তেমন অস্বাভাবিক হবেনা।

"যথার্থই বলেছেন, হয়তো তাই হবে। কিন্তু ফিচারটা আক্রমণাত্মক করার কোনও ইচ্ছাই নেই আমাদের, আর তাছাড়া ইস্যুটাও গুরুত্বপূর্ণ।" চটপট বললাম আমি। "আর আপনি হয়তো জেনে খুশি হবেন আমি এই উইন্ড গ্যাপেরই একজন।" এর থেকে আর বেশি চেষ্টা করা আমার পক্ষে সম্ভব না, হয়তো কারিও সম্মত হবে।

অফিসার আমার দিকে ফিরে তাকাল, ওর চোখ আমার মুখের উপর ঘুরপাক খেল কিছুক্ষণ।

"কি নাম বলেছিলেন আপনার?"

"ক্যামিল প্রিকার।"

"কিন্তু আপনি এখানের লোক হলে এর আগে কখনও আপনাকে দেখিনি কেন?" ভ্রুকুটি করলো সে।

"এর আগে তো উটকো ঝামেলায় জড়াইনি, তাই হয়তো দেখেননি।" সূক্ষ্ম হাসি উপহার দিলাম।

"তাহলে আপনি প্রিকার পরিবারের একজন?"

"হুম, আমার মায়ের কুমারী নাম পরিবর্তনের পঁচিশ বছর পেরিয়েছে। আপনি চিনবেন হয়তো আমার মা-বাবাকে, অ্যাডোরা আর অ্যালেন ক্রেলিন।"

"হুম, চিনি।" আসলে এখানের সবাই একনামে চেনে। ধনীদের বরাবরই অভাব ছিল উইন্ড গ্যাপে, তাই তারা চিহ্নিতও হতো বিশেষভাবে। "সে যাই হোক, আমি এখনও কিন্তু আপনার উপস্থিতি পছন্দ করতে পারছিনা মিস প্রিকার। কারণ এই খবরটা ছাপলেই পুরো বিশ্ব উইন্ড গ্যাপ কে এই বিশ্রী ঘটনার সূত্র ধরেই চেনার চেষ্টা করবে।"

"কিন্তু জনসচেতনা তো জরুরি," উৎসুকভাবে বললাম। "এ ধরণের ঘটনার ক্ষেত্রে এটাই বাস্তব।"

পরবর্তী কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইলো অফিসার, টেবিলের কোনায় রাখা খাবারের ভাঁজ করা প্যাকেটটার দিকে আনমনে তাকিয়ে। তারপরে বিড়বিড় করে

BanglaBook.org

'জন বেনেট' হত্যা রহস্য নিয়ে কি সব আওড়ালো। তারপরে বলল, "আপনাকে সাহায্য করা সম্ভব নয়, মিস প্রিকার। এই বিষয়ে আমার কোনও বক্তব্য নেই, আপনি ফিচারে আমার বক্তব্য হিসাবে এটুকু তুলে দিতে পারেন।"

"দেখুন, এখানে এসে প্রশ্ন করা কিন্তু আমার নাগরিক অধিকারের অংশ। আচ্ছা যান, বিষয়টা আরও একটু সহজ করা যাক, আপনি আমাকে কিছু তথ্য দিয়ে সাহায্য করুণ, আমি কথা দিচ্ছি আপাতত তাহলে আপনাকে বিরক্ত করতে থানায় হাজির হবো না। আসলে আপনার কাজে ঝামেলা পাকানোর কোনও ইচ্ছাই আমার নেই, কিন্তু সেইসাথে নিজের কাজটাও তো করতে হবে, নাকি?" এসব কথাবার্তাও আগেই ভেবে রেখেছিলাম।

অবশেষে থানার থেকে বেরুলাম হাতে উইন্ড গ্যাপের একটা ফটোকপি ম্যাপ নিয়ে, সেখানে অফিসার ভিক্যারি মৃত মেয়েটার শরীরটা যেখানে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিলো সেই জায়গাটা চিহ্নিত করে দিয়েছে।

মেয়েটার নাম অ্যান ন্যাশ, বয়স মাত্র নয় বছর, গত বছর আগস্টের ২৭ তারিখে ওর মৃতদেহ পাওয়া যায় 'ফলস ক্রিক' এ। জায়গাটা আসলে একটা ঝরনার মতো, খাল হয়ে দক্ষিণের জঙ্গলের মাঝ বরাবর বয়ে গিয়েছে। মেয়েটা নিখোঁজ হয় ছাব্বিশ তারিখ, আর সেদিনই একটা অনুসন্ধান দল ওকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়ায় পুরো জঙ্গলে। কিন্তু ওর লাশটা পরদিন ভোর পাঁচটা নাগাদ প্রথম আবিষ্কার করে এক শিকারি দল।

মোটা তার গলায় সেঁটে মেয়েটার শ্বাসরোধ করা হয়েছে ঠিক মাঝরাত নাগাদ, দুটো প্যাঁচ দিয়ে তারটা গলায় পেঁচিয়ে ধরা হয়েছিলো। কাজ শেষ হতেই লাশটা ফেলে আসা হয়েছে ঝরনার ধারে। গ্রীষ্মকাল হওয়ায় তখন বেশি পানি ছিলনা ওখানে। গলার দড়িটা আটকে যায় একটা শক্ত পাথরে, আর মেয়েটা ভাসতে থাকে স্রোতের সাথে, সারারাত ধরে। উদ্ধারের পরে মেয়েটাকে কফিনে বন্ধ করে কবর দেওয়া হয়েছিলো।

এটুকুই তথ্য ভিক্যারি থেকে উদ্ধার করতে পেরেছি প্রায় এক ঘণ্টা প্রশ্নোত্তর পর্ব চালানোর পরে।

লাইব্রেরীর পে-ফোন থেকে হারানো-বিজ্ঞপ্তির কাগজে লেখা নম্বর ডায়েল করলাম, ওপাশে এক বয়স্ক ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সেই সাথে ডিশওয়াসার মেশিনের ঘটরঘটর শব্দও ভেসে এলো আমার কানে। মহিলার থেকেই জানতে পারলাম দক্ষিণের জঙ্গলে এখনও খোঁজার কাজ চলছে। সাথে এটাও বলল যে ওদের সাহায্য করতে চাইলে প্রধান সড়কের মুখটাতে চলে যেতে। সাথে করে খাবার পানি নিয়ে যাবার উপদেশ দিতেও ভুললো না মহিলা, আজ নাকি প্রচন্ড গরম পড়বে।

BanglaBook.org

ওখানে পৌঁছে চার স্বর্ণকেশীর সাথে দেখা হল, জড়সড় ভাবে একটা তোয়ালের উপর বসে রোদ পোহাচ্ছিল ওরা। আমি জিজ্ঞাসা করতেই আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো অনুসন্ধান দলের বর্তমান অবস্থান। আমি হাঁটার প্রস্তুতি নিলাম।

"এখানে কি চাই?" প্রশ্নটা ভেসে এল বসে থাকা দলের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটার কণ্ঠ থেকে। ওর লাল হয়ে যাওয়া চেহারাটা সদ্য কৈশোরে পা রাখা মেয়ের মতো গোলগাল, চুলগুলো ফিতে দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধা। আর ওর উন্নত বুক ঠিক যেন প্রাপ্তবয়স্কদের মতো গর্বিত ভঙ্গিতে মাথা তুলে রয়েছে। শারীরিক গঠনে বেশ সৌভাগ্যবতী বটে। আমাকে দেখে মেয়েটা এমনি করে হাসলো যেন বহুদিনের পরিচয় আমার সাথে। যদিও ব্যাপারটা অসম্ভব। শেষবার যখন এখানে এসেছিলাম তখন ওর মতো কারও সাথে আলাপ হয়েছে বলে মনে পড়েনা। তবে খুব পরিচিত মনে হল মেয়েটাকে। এমনো হতে পারে আমার কোনও স্কুল বান্ধবীর মেয়ে। স্কুলের গন্ডি পেরিয়েই যদি বাচ্চা নিয়ে নেয় তাহলে ব্যাপারটা মোটেই অসম্ভব কিছু না!

"তোমাদের সাহায্য করতে এসেছি।" অমায়িক ভঙ্গিতে জবাব দিলাম।

"বাহ, বেশ।" মুচকি হাসি দিয়ে আমার থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিলো মেয়েটা, তারপরে পায়ের নখ থেকে নেলইপলিশ ঘসে উঠাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

আমিও মচমচিয়ে হেঁটে চললাম জঙ্গলের ভেতর, ক্রমশ আরও গরম হয়ে উঠলো হওয়া। গোল্ডেনরড আর সুমাকের জংলী ঝোপ ঘষে চলল আমার গোঁড়ালির আশপাশ। চারদিকে ছড়ানো সাদা তুলাগাছের বীজ নিঃশ্বাসের সাথে মুখে ঢুকে পড়তে চাইলো, হাতেও লেগে চলল ক্রমাগত নিজেকে ওদের খপ্পড় থেকে নিজেকে মুক্ত করতে গিয়ে। ছোটবেলায় গায়ে লাগলে এগুলোকে পরীর পোশাক বলে ঘোষণা দিতাম, সহসাই মনে পড়ে গেল সেসব।

কিছু দূরে নাটালির নাম ধরে অনেকেই ডেকে চলছে, তাদের ডাক একত্রিত হয়ে গানের মতো শোনা যাচ্ছে। আরও মিনিট দশেক পাথুরে রাস্তা বেয়ে ওঠার পরে অবশেষে দলটা আমার চোখে পড়লো- প্রায় চার ডজন লোক মিলে লাঠি হাতে ঝোপঝাড় খুচিয়ে দেখছে, লম্বা সাড়ি করে এগুচ্ছে ওরা।

"কি ব্যাপার? কোনও বিশেষ খবর আছে নাকি?" আমার অপেক্ষাকৃত কাছের গোলগাল লোকটা জিজ্ঞাসা করলো। আমি গাছপালা কাটিয়ে পৌঁছলাম লোকটার সামনে।

"আমি সাহায্য করতে এসেছি।" খাতা কলম নিয়ে প্রশ্নপর্বে ঝাঁপিয়ে পড়াটা আপাতত বুদ্ধিমানী হবেনা।

BanglaBook.org

"আমার পাশাপাশি হাঁটো," বলল লোকটা। "যত বেশি লোক, তত দ্রুত খুঁজে দেখা যাবে।" এরপরে চুপচাপ আমরা হেঁটে চললাম কয়েক মিনিট। লোকটা মনে হল কথা বলার জন্য উশখুশ করছিলো, বেশ কয়েকবার গলা খাঁকারি দিয়ে আমাকে বলল, "মাঝে মধ্যে মনে হয় জঙ্গলটা জ্বালিয়ে দেই, এখানে তো ভালো কিছুই হয়না কখনও। আচ্ছা তুমি কি কীনের বন্ধু?"

"নাহ। আমি আসলে একজন রিপোর্টার, শিকাগো ডেইলি পোস্ট-এ কাজ করি।"

"হুমমম... তুমি তাহলে এসব নিয়ে লেখার কথা ভাবছ?"

সহসা এক মেয়ের আর্তনাদ ছুটে এলো গাছপালা ভেদ করে, "নাটালি!" আমরা ছুট দিলাম চিৎকার লক্ষ্য করে। সামনের লোকগুলোর মধ্যেও ব্যস্ততা দেখা গেল। হলদে-সাদা চুলের এক কিশোরীকে সামনে দেখা গেল, ওর নাকেমুখে যেন রক্ত উঠে এসেছে। মাতালের মতো এগিয়ে চলল মেয়েটা চিৎকার দিয়ে নাটালির নাম নিতে নিতে। এক বৃদ্ধ লোক, সম্ভবত মেয়েটার বাবা, ওকে হাত বাড়িয়ে আটকালো, তারপরে জড়িয়ে ধরে ওকে জঙ্গল থেকে বের করে নেবার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

"নাটালিকে কি পাওয়া গেল?" আমার সহকারী বন্ধু জানতে চাইলো।

অনেকগুলো মাথা একসাথে নড়ে উঠলো। "না মনে হয়। সম্ভবত ভয় পেয়ে চিৎকার দিয়েছে।" বলল অন্য এক ভদ্রলোক। "জায়গাটা মেয়েদের উপযুক্ত না, যা অবস্থা এখন।" এই বলে আমার দিকে আড় চোখে তাকালো লোকটা, তারপরে মাথার থেকে টুপিটা খুলে কপালের ঘাম মুছে ফের ঘাসের বুকে পা চালালো।

"সময়টা খারাপ," বলল আমার সঙ্গী। "কাজটাও জঘন্য।" এরপরে আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম। চলতে চলতে লাথি মেরে কয়েকটা বিয়ার ক্যান সরালাম ঘাসের উপর। একটা পাখি এই ফাঁকে আমার চোখের সামনে দিয়ে উড়ে গাছের মাথায় পৌঁছে গেল, বিভ্রান্ত ঘাসফড়িং উড়ে এসে জুড়ে বসলো আমার কব্জির উপর। প্রকৃতিও অদ্ভুত, নিজের খেলা কখনও থামায় না।

"তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?" নোটবইটা বের করতে করতে পথ সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করলাম।

"আমি তেমন কোনও তথ্যই দিতে পারবো না মনেহয়" ঠোঁট উল্টালো লোকটা।

"তবুও, কিছু বলো। মানে, দু-দুটো মেয়ে, এরকম একটা ছোট্ট শহরে

BanglaBook.org

"কিন্তু দুটো ঘটনা তো সম্পর্কযুক্ত নাও হতে পারে, তাইনা? তুমি কি এমন কোনও আভাস পেয়েছো নাকি? তবে আমার মত যদি জানতে চাও তাহলে বলব নাটালি আর দিনদুয়েকের ভেতর বাড়িতে ফিরবে বলেই আমার বিশ্বাস। ওর কোনও ক্ষতি হতে পারেনা।"

"তাহলে এর আগের মেয়েটার খুনের ঘটনা সম্পর্কে তোমার কি বক্তব্য?" ফের প্রশ্ন করলাম আমি।

"বদ্ধ উন্মাদের কাজ নির্ঘাত। হয়তো সেই উন্মাদ শহরের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলো, তখন মাথায় গন্ডগোল হয়েছে, তাই এরকম কিছু একটা করে ফেলেছে।"

"একথা বলছ কেন?"

আমার প্রশ্ন শুনে থমকে গেল লোকটা, পকেট থেকে তামাক বের করে কতকটা পুরে দিলো ঠোঁটের পেছনে, আমার জিভেও জল চলে এলো।

"উম্মাদ নয়তো কি? নাহলে মেরে ফেলার পরে মেয়েটার সবগুলো দাঁত উপড়ে নিতো নাকি?"

"দাঁত উপড়ে নিয়েছে?!"

"হুম, প্রায় সবগুলোই উপড়েছে, কেবল একটা আধটা সদ্য গজানো দাঁত তুলতে পারেনি।"

আরও ঘণ্টাখানেক বিফল জেরা চালিয়ে আমি লোকটার থেকে দূরে সরে এলাম। ওর নাম রোনাল্ড জে কামেন্স।

এরপর এগিয়ে চললাম যেখানে অ্যান এর লাশটা পাওয়া গিয়েছিলো সেখানটায়। মিনিট দশকে হাঁটার পরে নাটালির নামের গুঞ্জন কমে এলো, আরও পাঁচ মিনিট পার হতেই শুনতে পেলাম ফলস ক্রিক এর কলতান।

এই জঙ্গল পেরিয়ে একটা বাচ্চাকে বয়ে নিয়ে আসা চাট্টিখানি কথা নয়, পথে পথে ছড়ানো রয়েছে গাছের শাখা আর লতাপাতা-ঝোপঝাড়। যদি অ্যান সত্যিকার অর্থেই উইন্ড গ্যাপ এর মেয়ে হয়ে থাকে তাহলে খোলা চুলে হাঁটাচলা করায় ওকে বাঁধা দেবার মতো শহরের কেউ থাকার কথা না। আর ঝোপে-ঝাড়ে আটকে যাবেই সেই চুল।

আমি অনেকগুলো মাকড়শার জালকে চুল ভেবে ভুল করলাম।

মৃতদেহ যেখানে পাওয়া গিয়েছিলো সেখানের ঘাসগুলো এখনও মৃতপ্রায়। কয়েকটা নতুন সিগারেটের গোঁড়াও দেখা গেল পড়ে থাকতে। হয়তো মজা করতে মাঝে মাঝে এখানে এসেছে ছেলে ছোকড়ারা, ওরাই ফেলে গেছে এসব।

জলাশয়ে সাড়ি সাড়ি পাথর থাকার কথা ছিল, যেগুলোতে আটকে গিয়েছিলো অ্যানের গলার ফাঁসের দড়িটা, পুরো আধা রাত ধরে ওকে ভাসিয়ে রেখেছিলো ওখানটায়। কিন্তু সেই জায়গাটা এখন অনেকটাই সমান্তরাল, রোনাল্ড জে কামেন্স

BanglaBook.org

গর্বের সাথে জানিয়েছে ওগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়েছে একটা পিকআপ ভ্যানে করে, তারপরে শহরের বাইরে নিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে চিরতরে। ভদ্রলোকের ভাবটা এমন যে এই কাজ করে সব দুর্ঘটনা রুখে দেবার একটা ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু ব্যবস্থাটা যে কাজ করেনি সেটা বেশ বুঝতে পারছে সবাই।

খালের একপাশে বসে হাত বুলালাম পাথুরে মাটিতে। সেখান থেকে একটা মসৃণ পাথর তুলে গালে চেপে ধরলাম। কে জানে অ্যান জীবিত অবস্থায় কখনও এখানে স্বেচ্ছায় এসেছিলো কিনা! আমি যখন কিশোরী ছিলাম তখন আমরা বন্ধুরা মিলে সাঁতার কাটতে নামতাম স্রোতের অনুকূলে, সেখানে বড় বড় পাথরের খন্ড দিয়ে ঘেরা ছোট্ট পুলের মতো কতগুলো ক্ষেত্র তৈরি হয়ে থাকতো। পায়ের নিচ দিয়ে গলদা চিংড়ি ভেসে যেতে দেখলেই উৎসাহী হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তাম সবাই, আর একটা ধরে ফেলতে পারলেই দিতাম গলা ফাটানো চিৎকার। আমরা কেউ সাতারের জন্য আলাদা পোশাক নিয়ে বেরুতাম না, অতটা পরিকল্পনা করার সুযোগ হয়ে উঠতোনা, আর শেষ পর্যন্ত ভিজে পুরে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরতাম।

কখনও সখনও একটু বয়স্ক ছেলেরাও এদিকটায় আসতো, ওদের সাথে থাকতো চুরি করে যোগানো বিয়ার আর শটগান। জঙ্গল কাঁপিয়ে খরগোশ আর উড়ন্ত কাঠবিড়ালী শিকার করতো ওরা। আমাদের উপর যেন নজরই পড়তোনা ওদের। এক একজন ছিল নাক উঁচু, বদরাগী; ঘামের গন্ধ ভেসে আসতো ওদের শরীর বয়ে। আমি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করতাম।

এখন আমি জানি শিকারের রকম-সকম। বুঝতে পারি সেসময় যেসব যুবকদের চিনতাম ওরা কেবল রক্তের নেশায় খুন করতো। ওরা চাইতো ওদের ভয়ানক গুলি ছিন্নভিন্ন করে ফেলুক প্রাণীগুলোকে, পালিয়ে যেতে চাওয়া প্রাণীগুলোকে মুহূর্তেই একটা বুলেট দিয়ে থামিয়ে দিয়ে আনন্দ পেত প্রচুর।

আমার বয়স যখন বারোর মতো তখন একবার প্রতিবেশী ছেলেটার শিকারের ছাউনিতে গিয়েছিলাম। জায়গাটা কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি একটা খোপের মতো, যেখানে প্রাণীগুলোর চামড়া ছাড়িয়ে মাংস আলাদা করা হতো। ওখানে ভেজা দড়িতে ঝুলছিল গোলাপি মাংসপিন্ড, ধুলোময় মেঝে ভিজে গিয়েছিলো ঝড়ে পড়া রক্তে। কিন্তু দেয়ালগুলো ছিল বিবস্ত্র রমণীদের ছবিতে ঠাসা। পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা, কাউকে ঠেসে ধরে কার্যকর হচ্ছে পুরুষের ভালোবাসা। বেঁধে রাখা একজনের ছবিও দেখা গিয়েছিলো, ওর চোখে ছিল মাদকতা। সেই মাদকতার ছোঁয়া যেন ছড়িয়ে পড়েছিল আমার সর্বত্র।

সে রাতেই বাড়িতে ফিরে প্রথম স্বপ্নদোষে মত্ত হয়েছিলাম আমি, যেন পাগল হয়ে উঠেছিলাম যৌনক্ষুধায় নিজের সাথেই, একান্তে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২

সুখের সময়টা এগিয়ে নিতে খোঁজাখুঁজিতে ক্ষান্ত দিয়ে অবশেষে ছুটলাম ফুথ'স এ, এই শহরের ছোটখাটো বার ওটা। বারের মালিক এক দম্পতি, বেতসি আর রবার্ট ন্যাশ। ওরা মৃত অ্যানের পরিবার। পরিবারে আরও আছে অ্যাশলি, টিফানি আর ছোট্ট বব, ওদের বয়স যথাক্রমে বারো, এগারো আর ছয়। অ্যান ছিল ওদের তৃতীয় সন্তান। একটা পুত্র সন্তান কোল আলো করে আসা অবধি একের পর এক সন্তান নিয়েছে ওরা। আমি বারবর্ণের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে প্রতিবার কন্যা সন্তানের আগমনে ওদের বাড়তে থাকা হতাশার কথা ভাবলাম। প্রথমে এলো অ্যাশলি, ওরা খুশি হল, ফুটফুটে একটা বাচ্চা পেয়ে, একটা সম্ভ্রান্ত নামও রাখা হল ওর যত্ন করে। এরপর আবার চেষ্টা চালালো ওরা, এবারে আবির্ভাব হল টিফানি'র, ওরা আশাহত হল কিছুটা। কিন্তু সঠিক পথে ওঠার জন্য আবার পুরাতন গলি ধরল, আর পরবর্তী সন্তানের আগমন হল কল্পনাতীত আতঙ্কময়, একটা ভালো দেখে নাম পর্যন্ত ঠিক করার প্রয়োজন মনে করলনা ন্যাশ পরিবার।

শেষমেষ ববি এসে উদ্ধার করলো ওদের, অ্যানের হতাশাজনক জন্মের তিন বছরের মাথায় ব্যাপারটা ওদের জীবনে ঘটল শেষ চেষ্টার ফলস্বরূপ। বাবার থেকে নাম পেল ববি, ভালোবাসায় কানায় কানায় ভরিয়ে দেওয়া হল ওকে; এসব দেখে মেয়েগুলোও বুঝে নিলো নিজেদের গৌণতার কথা। ব্যাপারটা সবথেকে বেশি অনুভব করলো অ্যান। কেউ ওর দিকে নজরই দিতো না, আর এখন সবাই ওর কথাই আগে জানতে চায়।

বারবর্ণের দ্বিতীয় পেয়ালা একটানে শেষ করে দুই কাঁধ নাড়িয়ে আড়ষ্টতা দূর করলাম আমি, তারপরে গাল চাপড়ে হুঁশ এনে আমার নীল বুইক'টাতে (গাড়ি) গিয়ে বসলাম। আরেক গ্লাস গিলতে পারলে অবশ্য ভালো হতো! মানুষের অতীত নিয়ে বেশি খোঁচাখুঁচি করা আমার স্বভাবের বাইরে, তাই ওদের আর বেশি বিরক্ত করলাম না। হয়তো এসব কারণেই এখনো দ্বিতীয় শ্রেণীর সাংবাদিক হয়ে আছি, জাতে উঠতে পারছিনা।

BanglaBook.org

গ্রোভ স্ট্রিটে যাবার পথটা স্পটই ছিল স্মৃতিতে। জায়াগাটা আমার স্কুলের দালান থেকে দুটো রাস্তা ছেড়ে, পেছন দিকটায়। শহরের সত্তর মাইলের মধ্যে ওটাই একমাত্র স্কুল। ১৯৩০ সালে যাত্রা শুরু করা 'মিলার্ড ক্যালহুন এইচ. এস.' নামের এই স্কুলই ম্লান হবার আগে উইন্ড গ্যাপকে তুলে ধরার শেষ চেষ্টা ছিল। স্কুলের নামকরণ হয়েছে শহরের প্রথম মেয়রের নামে, ভদ্রলোক গৃহযুদ্ধের সময় নায়কোচিত ভূমিকা রেখেছিলেন। ক্যালহুন সাহেব যুদ্ধের প্রথম বছরেই লেক্সিটনে পুরো একদল দুর্বৃত্তকে একা খতম করেছিলেন, বাঁচিয়েছিলেন তৎকালীন ছোট্ট মিসউরি শহরটাকে। (অন্তত স্কুলের দরজার কাছে থাকা ফলকটাতে এভাবেই লেখা হয়েছে কথাগুলো।) তিনি ক্ষেতের ভেতর ধরে দৌড়ে গিয়ে কাঠের বেড়া টপকে বাড়িতে বাড়িতে সতর্ক করেছিলেন অসহায় রমণীদের; যাতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় যুদ্ধের আঁচ লেগে। কখনো লেক্সিটনে যাবার সুযোগ হলে যদি ক্যালহুন সাহেবের বাড়িটা খুঁজে বের করতে পারো তাহলে দেখবে সেটা তৎকালীন সম্ভ্রান্ত স্থাপনা শিল্পের জ্বলন্ত এক নিদর্শন। বাড়ির কাঠের এখানে সেখানে বুলেটের চিহ্নও দেখতে পাবে। তবে ধারণা করা হয় ক্যালহুন সাহেবের প্রতিরোধী বুলেটগুলো নিহতদের সাথে পাড়ি জমিয়েছিল কবরেই।

ক্যালহুন সাহেব মারা যান ১৯২৯ সালে, প্রায় শতবর্ষ ছুঁই ছুঁই অবস্থায়। সেদিন তিনি শহরের মাঝামাঝি একটা ছাউনির নিচে বসে ছিলেন স্ত্রীর সাথে। ছাউনিটা এখন আর নেই। হঠাৎ করে বৃদ্ধ স্ত্রীর দিকে মাথা নুইয়ে বলেছিলেন, "চারিদিকে এতো শব্দ কেন?" ঠিক এর পরেই বুক আঁকড়ে ধরে চেয়ারে ঢলে পড়েন তিনি। তার আছড়ে পরা শরীরের জামায় বসে যায় টেবিলে থাকা কেকের ছোপ। জামাটা তার কথা স্মরণ করে আজও স্টারস অ্যান্ড বারস দোকানে সাজানো রয়েছে।

তবে ক্যালহুনের ওই কথাটার সাথে একমত আমি। মাঝে মধ্যে সত্যিই শব্দগুলো বড্ড অসহ্য হয়ে ওঠে।

ন্যাশদের বাড়িটা আমার ধারণার সাথে পুরো মিলে গেল। সত্তর দশকের ছাপে গড়ে ওঠা শহরের পশ্চিমের অন্য সব বাড়িগুলোর মতোই। আমি গাড়ি নিয়ে এগিয়ে যেতেই এক উদ্ভ্রান্ত ছেলেকে রাস্তায় দেখলাম। ছেলেটা প্লাস্টিকের সাইকেলের উপর বসে ছিল, শরীরের তুলনায় সাইকেলটা বেজায় ছোট। ওর ভারে চাপা পড়ে চাকাগুলো ধুকে ধুকে চলছে প্যাডেলের সাথে সাথে।

"কি, ধাক্কা দিতে হবে নাকি?" গাড়ি থেকে নামতে নামতে বললাম আমি। বাচ্চাদের সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়না সাধারণত, কিন্তু ওর বেগতিক অবস্থা দেখে মায়া হল।

BanglaBook.org

আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ তাকিয়ে রইলো ছেলেটা, তারপরে হুট করে একটা আঙুল নিজের মুখে পুরে দিলো। ওর ঢিলে প্যান্ট হুট করে নিচে নেমে গোল পেটটা আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে বেরিয়ে এল সামনে। ববি জুনিয়রকে দেখে একদম বোকা আর ভিতু একটা ছেলে মনে হল। ন্যাশদের বহু আশার ধন সে, কিন্তু চূড়ান্ত হতাশাজনক।

হেঁটে গেলাম ছেলেটার দিকে, আমাকে দেখেই সাইকেল থেকে চট করে নেমে পড়লো ও। তারপরে দৌড় লাগালো ঘরের ভেতরে, "আব্বু!" চিৎকার দিলো ছেলেটা, ভাবটা এমন যে আমি ওকে চিমটি কেটেছি।

দরজায় পৌঁছতে পৌঁছতে এক লোক সেখানে উপস্থিত হল। আমার দৃষ্টি তাকে পেরিয়ে পড়লো পেছনের ছোট্ট ফোয়ারাটার উপর, ওটার তিনটে নল ঝিনুকের খোলসের মতো বাঁকানো, আর উপরে দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট শিশুমূর্তি। এত দূর থেকেও বেশ বোঝা গেল ওটা অনেক পুরনো।

"কি ব্যাপার, আপনি?" ভ্রু বাঁকা করলো লোকটা।

"আপনি, মিস্টার রবার্ট ন্যাশ?" পাল্টা প্রশ্ন করলাম আমি।

চিন্তার ছাপ দেখা গেল লোকটার নাকেমুখে, হয়তো পুলিশও তাকে মেয়ের মৃত্যুর খবর দেবার সময় প্রথমেই এই প্রশ্নটা করেছিল।

"আমি বব ন্যাশ।"

"ওহ! আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। আমি ক্যামিল প্রিকার, এ শহরের একজন।"

"হুমম।"

"কিন্তু এখন শিকাগোতে থাকি, ওখানে ডেইলি পোস্ট পত্রিকায় সাংবাদিকতা করি। আসলে আমরা একটা খবর তৈরি করছি আপনার মেয়ের মৃত্যু আর সাম্প্রতিক নাটালি কীণ এর অন্তর্ধান নিয়ে।"

আমি দম বন্ধ করে অপেক্ষা করলাম একটা মোক্ষম ঘুসি, অভিশাপ কিংবা মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেবার মতো পরিস্থিতির, কিন্তু বব ন্যাশ দুই হাত প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

"ভেতরে আসুন।" বলল সে।

দরজার কপাটটা ধরে দাঁড়িয়ে রইলো বব, আমি ভেতরে এগিয়ে চললাম পথ ধরে। শোবার ঘরে যাবার রাস্তায় উল্টে থাকতে দেখা গেল নোংরা পোশাকের স্তূপ। বাথরুমের পাশে গড়াগড়ি দিতে থাকা পাতাফুরনো টয়লেট পেপারের খোলসও নজর এড়ালো না আমার। প্যাসেজের মধ্যে দিয়ে চলার সময় দুপাশের দেওয়ালে

BanglaBook.org

লাগানো বেশ কিছু ছবিও দেখে নিলাম। সেখানে ছোট ছোট সোনালী চুলের কয়েকটি মেয়ে একটা শিশুকে মাঝখানে রেখে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে; কিংবা যুবক বব নববধূর সাথে সতর্ক আলিঙ্গনে জড়িয়ে, আর তাদের হাতে যৌথভাবে কেক কাঁটার জন্য উদ্ধত ছুড়ি।

অবশেষে শোবার ঘরে পৌঁছলাম, সেখানে পর্দার সাথে মিল রেখে পাতা হয়েছে বিছানার চাদর। আর একদিকে একটা সাজানো ড্রেসিং টেবিল। ইন্টারভিউ দেবার জন্য বব এই ঘরটাকেই কেন বেছে নিয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা, পুরো বাড়ির মধ্যে সম্ভবত এটাই একমাত্র অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন জায়গা। যেন গহীন জঙ্গলের বুকে ছোট্ট একটা ঘাঁটি।

আমরা দুজনে বিছানার দুটো কোনা দখল করে নিলাম, ঘরে চেয়ারের বালাই নেই। দুজনের হাতেই একগ্লাস করে চেরি ফ্লেভারের কুল-এইড জুসের গ্লাস জুটে গেল ন্যাশের কল্যানে। ন্যাশকে দেখে বেশ পরিছন্ন লোক বলে মনে হল, পরিপাটি করে ছাঁটা গোঁফ, পেছনদিকে হলদেটে চুল জেল দিয়ে ধরে রাখা হয়েছে জায়গামত, সেই সাথে জিন্সের ভেতরে গোঁজা ঝকমকে সবুজ পোলো শার্ট। আমার ধারণা এই ঘরটাও ও-ই গুছিয়ে রেখেছে। ঘরের গোছগাছে অপটু হাতের ছোঁয়া স্পষ্ট, তবে তাতে চেষ্টার ত্রুটি নেই।

ইন্টারভিউর জন্য বেশি খেলাতে হলো না ওকে, ব্যাপারটা বেশ ভালো লাগলো।

"সেবারে পুরো গ্রীষ্মটা সাইকেলে চেপে ঘুরেছিলো অ্যান।" কথা শুরু করলো ন্যাশ। "কিন্তু গলির বাইরে বেরোয়নি, আমারই বাঁধা দিয়েছিলাম দূরে যেতে। মাত্র নয় বছর বয়স ছিল মেয়েটার, তাছাড়া অভিভাবক হিসাবে আমরা কিছুটা কড়া। কিন্তু শেষদিকে এসে যখন স্কুল প্রায় খুলবে খুলবে তখন আমার স্ত্রী ওকে প্রথম অনুমতি দিলো গলির বাইরে যাবার, বেচারি খুব বায়না করছিলো। তবে ওকে যাবার অনুমতি দেওয়া হল কেবল ওর বন্ধু এমিলির বাসা পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ওখানে পৌঁছতে পারেনি মেয়েটা। সেদিন রাত আটটার সময় ঘটনাটা বুঝতে পারি আমরা।"

"ও ঠিক ক'টার দিকে বেরিয়েছিল?"

"সাতটার দিকে হবে। আমাদের বাসা থেকে এমিলিদের বাসা প্রায় আট দশটা গলির দূরত্ব, এর মাঝেই মেয়েটাকে নিয়ে গেল ওরা। আমার স্ত্রী এখনও নিজেকে দায়ী করে, হয়তো চিরকাল করবে।"

"ওরা মানে?"

BanglaBook.org

"ওরা! ও, কিছুতো একটা হবে? বেজন্মা, অসুস্থ খুনি। শিশুদের মারে। যখন আমরা ঘরের মধ্যে নিশ্চিতে ঘুমাই, আপনি গাড়ি নিয়ে ছুটে বেড়ান খবরের খোঁজে, ঠিক তখনই পাষন্ডটা ঘুরে বেড়ায় পথে পথে শিশু মারার উপায় খুঁজে চলে। আর বোঝাই যাচ্ছে এই নিখোঁজ কীণ মেয়েটাও স্রেফ হারিয়ে যায়নি। ও-ও নিশ্চয়ই..."

জুসের বাকিটুকু এক টানে শেষ করলো লোকটা। ওর কথাগুলো বেশ ভালো উদ্ধৃতি হিসাবে উল্লেখ করা যাবে কাগজে, কেবল একটু ঘসা মাজা করে নিতে হবে। এসব ক্ষেত্রে বক্তব্যগুলো এমনই সোজাসাপটা হয়, আর সেগুলো অনেকসময় সরাসরি কোনও টেলিভিশন প্রোগ্রামের সাথে মিলে যায়। বেশিদিন আগের কথা না, এক মহিলাকে জেরা করেছিলাম। ভদ্রমহিলার বাইশ বছরের যুবতী মেয়ে খুন হয় বয়ফ্রেন্ডের হাতে, আর সেসময় সে যেই বানী দিয়েছিলো সেগুলো তৎকালীন দেখা একটা লিগ্যাল ড্রামা সিরিজের সাথে হুবাহু মিলে যায়। সে বলেছিল- ওর উপর করুনা হচ্ছে বলতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু জীবনে মনে হয় করুণা শব্দটা আর ব্যবহার করতে পারবনা আমি।

"হুম। বুঝলাম। আচ্ছা এমন কেউ কি আছে যে আপনার কিংবা আপনার পরিবারের ক্ষতি করতে চায়? মানে অ্যান'কে আঘাত করে আপনাদের উপর একহাত নেবার কথা ভাবতে পারে এমন কেউ কি আছে?"

"মিস, প্রিকার। আমি সামান্য চেয়ার বিক্রেতা, আরামদায়ক চেয়ার বানিয়ে জীবিকা চালাই-তাও আবার ফোনে যোগাযোগের মাধ্যমে অর্ডার নিয়ে। আরও দুজন আমার সাথে কাজ করে, ওরা হাইতিতে থাকে, অফিসে। আমার স্ত্রী একজন পার্ট-টাইম শিক্ষিকা। আমাদের জীবনে কোনও নাটকীয়তা নেই। খুনের ব্যাপারটা পুরোটাই অসুস্থ কোনও লোকের কাজ। এর মধ্যে ষড়যন্ত্রের গন্ধ খোঁজার চেষ্টাই বৃথা।" কথার শেষটুকু খুব জোর দিয়ে বললেন ভদ্রলোক, যেন এটাই মনে প্রাণে বিশ্বাস করে নিজেও।

বব ন্যাশ উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের অন্যদিকের কাঁচের দরজারটার দিয়ে এগিয়ে গেল। দরজাটা ছোট্ট একটা কুঠুরিতে যাবার পথ খুলে দেয়। তবে ভেতরে গেলনা লোকটা, খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "কাজটা নির্ঘাত কোনও সমকামীর।" ওর গলা দুর্বল শোনা গেল শেষ শব্দটায়।

"এমন বলেছেন কেন?"

"তা নয়তো কি? ধর্ষণ তো করেনি। সবার ধারণা, এধরণের খুনের আগে ধর্ষিত হয় মৃত। হয়তো এটটুকুই আমাদের জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ। ধর্ষণের থেকে খুনই ভালো।"

BanglaBook.org

"তাহলে ঘাটাঘাটির কোনও নমুনা পাওয়া যায়নি।" বিড়বিড় করে বললাম আমি, খুব বেশি রুঢ় না হবার চেষ্টায়।

"উঁহু। কোনও ছেঁড়া-কাটা-ক্ষত নেই, নির্যাতনের চিহ্নও পাওয়া যায়নি শরীরে। কেবল উপড়ে নেওয়া হয়েছে দাঁতগুলো। আর একটু আগেই যেটা বললাম ধর্ষণ আর খুন সম্পর্কে ওটাও ভুলে যান। আবেগে ভুল বকেছি, বুঝতেই পারছেন।"

আমি চুপ করে রইলাম, আমার টেপরেকর্ডার সব শুনে নিলো, এমনকি আমার ঘন হয়ে আসা নিঃশ্বাসের শব্দও। পাশের বাড়ির থেকে শোনা গেল শেষবেলার ভলিবল খেলার শব্দ।

"বাবা?" একটা ফুটফুটে মেয়ে দরজার ফাটল দিয়ে উঁকি মারল। কোমর পর্যন্ত বিস্তৃত ওর পনিটেইল করে বাঁধা স্বর্ণালি চুলগুলো।

"এখন বিরক্ত করোনা, সোনা।"

"বড্ড ক্ষুধা লেগেছে যে!" বলল মেয়েটা।

"কিছু একটা খেয়ে নাও আপাতত।" বাৎলে দিলো ন্যাশ। "ফ্রিজে ওয়াফেল রাখা আছে। একা খেও না, ববিকেও দিও।"

মেয়েটা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো ওখানেই, নীরবে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে। তারপরে আস্তে করে দরজাটা টেনে দিয়ে চলে গেল। ওদের মা কোথায় কে জানে!

"আচ্ছা, অ্যান যখন শেষবার বাইরে যায় তখন আপনি কি বাসাতেই ছিলেন?"

ঘাড় বাঁকা করে আমার দিকে আড়াআড়ি তাকাল ন্যাশ, "নাহ, আমি হাইতির অফিস থেকে বাড়ি ফিরছিলাম। এক ঘণ্টা লেগেছিল। আমি আমার মেয়ের ক্ষতি করিনি।"

"নাহ ক্ষতি করার কথা বলছিনা," সন্দেহের ব্যাপারটা অস্বীকার করলাম আমি, "মানে সেই রাতে আপনার সাথে ওর দেখা হয়েছিলো কিনা সেটা জানতে প্রশ্ন করলাম।"

"সেদিন সকালে দেখেছিলাম ওকে।" বলল ন্যাশ। "তবে কথা হয়েছিলো কিনা মনে পড়েছেনা। সম্ভবত হয়নি চার চারটা ছেলে-মেয়ে থাকলে সকালে কি অবস্থা হয় সেটা বুঝতেই পারছেন।"

গোঁফের নিচে আঙুল চালিয়ে বলল ন্যাশ, "কেউ কিচ্ছু করতে পারলোনা শেষ পর্যন্ত। ভিখ্যারি তো হার মানলই, সেই সাথে ক্যানসাস থেকে আসা নামকরা গোয়েন্দাও কিচ্ছু করতে পারলনা। বয়স বেশি না গোয়েন্দার, এরমধ্যেই কবে এখান থেকে পালাবে সেই পাঁয়তারা শুরু করেছে। আচ্ছা আপনিও কি অ্যানের একটা ছবি নেবেন?" এই বলে মানিব্যাগে এঁটে রাখা একটা ছোট্ট ছবি বের করে নিয়ে এলো ন্যাশ। ছবিতে মেয়েটার মুখে বিস্তৃত হাসি, ওর বিবর্ণ বাদামী চুলগুলো এবড়ো থেবড়ো ভাবে কাটা, ছড়িয়ে পড়েছে গালের উপরে।

BanglaBook.org

"আমার স্ত্রী ওর চুলগুলো সুন্দর করে গুছিয়ে দিতে চেয়েছিলো স্কুলে ছবি তোলার আগের রাতে। নিজে নিজেই সেগুলো কেটে ফেলেছে মেয়েটা। বেশ দুরন্ত ছিল ও। আসলে ওকে হারিয়ে যেতে দেখে কিছুটা অবাকও হয়েছিলাম; আমার মেয়েদের মধ্যে অ্যাশলি সবচেয়ে সুন্দর, মানুষের চোখ ওর দিকেই বেশি যায়।" ছবিটার দিকে আবার তাকালো সে। "অ্যান নিশ্চয়ই অনেক ছটফট করেছিলো।"

আমি বিদায় নেবার আগে ন্যাশ আমাকে অ্যানের বন্ধু'র ঠিকানাটা দিলো, যেখানে মেয়েটা যাচ্ছিলো সেই রাতে। অগত্যা আমি গাড়ি চালিয়ে ধীরে ধীরে এগুলাম। শহরের এদিকটা অপেক্ষাকৃত নতুন, এখানকার ঘাসের উজ্জ্বল সবুজ রং দেখে বিষয়টা পরিষ্কার হয়। পরিচ্ছন্ন করে সাজানো ঘাসগুলোর বয়স তিরিশের উপর হবেনা। আমাদের বাড়ির সামনের ঘাসগুলো দেখলে বোঝা যায় বয়সের ছাপ কাকে বলে! সেগুলো শুষ্ক, এলোমেলোভাবে মাথা তুলে থাকা আগাছার মতো। তবে বাঁশি বাজানোর জন্য ওগুলোই বেশি ভালো। ঠোঁটের ফাঁকে ধরে ফুঁ দিলে হুঁশ করে একধরণের শব্দ তৈরি করে। তবে তাতে চুলকানিও হতে পারে ঠোঁটে।

নিজের বাসা থেকে বন্ধুর বাসায় যেতে পাঁচ মিনিটের বেশি সাইকেল চালানোর প্রয়োজন ছিলনা অ্যানের। ঘোরানো পথ ধরলে হয়তো আরও দশ মিনিট বাড়তি যোগ করা যায় হিসাবের সাথে। নয় বছরের একটা মেয়ের জন্য একই গলিতে রোজ রোজ সাইকেল চালানো এক ধরণের নির্যাতনের মতো, হয়তো তার থেকে মুক্তি পেয়ে আপ্লুত হয়ে পড়ছিলো অ্যান। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সাইকেলটা শেষ পর্যন্ত গেল কই?

ধীরে পার হয়ে গেলাম এমিলি স্টোনের বাড়িটা। রাত্রি নীলবর্ণ ধারন করতেই দেখতে পেলাম একটা মেয়ে দৌড়ে গেলে আলোকিত জানালার পাশ ধরে। আমি বাজি ধরে বলতে পারি অ্যানের ঘটনার পরে এমিলির পরিবার ওদের আত্মীয় আর বন্ধুদের বার বার বলেছে, "এমিলিকে এখন আরও বেশি আদর করি আমরা, প্রতি রাতে।" আমি এও বাজি ধরতে পারি, এমিলি রোজ রাতে ভাবে কেন তার বন্ধুকেই মরতে হল নির্বিচারে।

মৃত হোক আর জীবিত, কোনও মানুষের মুখ থেকে চব্বিশটার মতো দাঁত টেনে উপড়ে ফেলা চাট্টিখানি কাজ নয়। এটা করার জন্য বিশেষ যন্ত্রের প্রয়োজন, দরকার একটা বিশেষ স্থানও। দরকার এমন একটা জায়গা যেখানে নিরাপদে বসে কয়েক মিনিট স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা যাবে কাজ চলাকালে।

অ্যানের ছবিটার দিকে চোখ ফেরালাম, চুলের কোনাগুলো যেন ওর মুখটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ওর এলোমেলো চুল আর হাসিটা নাটালির কথা মনে করিয়ে দিলো। এই মেয়েটাকেও পছন্দ করে ফেললাম। ছবিটা গাড়ির কুঠুরিতে লুকিয়ে

BanglaBook.org

রাখলাম। তারপরে জামার হাঁতা তুলে ওর পুরো নামটা হাতে লিখে ফেললাম নীল বলপেন দিয়ে, 'অ্যান ম্যারি ন্যাশ।'

যদিও গাড়িটা ঘোরানো প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কারও বাড়ির সামনে থমকে দাঁড়ালাম না। এখানের মানুষের মধ্যে এমনিতেই ভয় কাজ করছে, অজানা একটা গাড়ি হুট করে দাঁড়িয়ে পড়লে তাতে বাড়তি মাত্রা যোগ হবে। রাস্তার শেষে গিয়ে বাঁয়ে মোড় নিলাম, তারপরে আমার বাড়ির দিকে চলে যাওয়া লম্বা একটা পথ ধরলাম। রাত অনেক হয়েছে, তাই আর ফোন করলাম না। একবার এলাকায় ঢুকে পড়লে বাড়িতে পা রাখার জন্য ফোন করার নিয়ম নেই, চাইলেই যাওয়া যায়।

মায়ের সুবিশাল বাড়িটা উইন্ড গ্যাপের একদম দক্ষিণে অবস্থিত, ওখানটাতেই সব ধনীদের বাস। তিনটে রাস্তা ধরে কেবল ধনী লোকজন। আমিও একসময় এখানেই থাকতাম। বাড়িটায় ভিক্টোরিয়ান যুগের স্থাপত্য শিল্পকে আংশিক বদলে আনা হয়েছে ভিন্নতা। ঘোরানো বারান্দা বসানো হয়েছে চতুর্দিক জুড়ে, পেছন দিকটায় বাড়তি বসার ব্যবস্থাও রয়েছে। এছাড়া একটা দিক নির্দেশক তীর বসানো রয়েছে বাড়ির ঠিক উপরে। ভেতরে আছে কুঠুরি আর ঘর। দক্ষিণি ভিক্টোরিয়ান প্রজাতি নিজেদের থেকে দূরত্ব রাখার ব্যাপারে একটু বেশিই সচেতন ছিল, তাই ঘরের আধিক্য তাদের নির্মাণ ব্যবস্থায় ছিল পূর্বশত্রের মতো। এই দূরত্ব তাদেরকে যক্ষ্মা, কিংবা বিভিন্ন ছোঁয়াচে রোগের হাত থেকে আংশিক নিরাপত্তা দিতো। আর সেই সাথে অনেক সময়ে সম্পর্কের দূরত্বকেও ধারন করতো। একটু বাড়তি জায়গা থাকলে ক্ষতির থেকে লাভই বেশি।

খাঁড়া পাহাড়ি পথ ধরে অনেকটা উপরের দিকে বাড়িটা। গাড়ীতে ফার্স্ট গিয়ার ধরে চালালে পুরাতন ভাঙ্গা পথ ধরে ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠে যাওয়া যায় বেশ কতকটা। সেখানে গাড়ি রাখার একটা জায়গা আছে। এছাড়া অবশ্য গাড়িটা পাহাড়ের নিচে রেখেও উপরে ওঠা যায়, কিন্তু তার জন্য তেষট্টিটা সিঁড়ি বাইতে হবে, আর পুরোটাই করতে হবে একটা সিগারেটের মতো সরু রেলিঙয়ে হাত রেখে। যখন ছোট ছিলাম তখন বরাবর এই সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতাম, আর নামার সময় দৌড়ে গাড়ির পথটা দিয়ে নামতাম। ওঠার সময় রেলিংটা বা হাতে থাকায় সুবিধা হত। আমি আবার বা-হাতি কিনা! হয়তো আমার কথা ভেবেই কেউ ওটা বানিয়েছিল, এমন বোকা ভাবনা মাথায় ঘুরপাক খেতো তখন।

গাড়িটা নিচেই পার্ক করলাম, তারপরে হেঁটে উঠতে শুরু করলাম উপরে। যখন সিঁড়ি বেয়ে ওঠা শেষ হল ততক্ষনে ঘেমে একাকার হয়েছে শরীর। চুলগুলো তুলে ঘাড়ের পেছনে হাত বুলিয়ে ঘাম মুছলাম। তারপরে জামাটা কয়েকবার ঝাড়া দিয়ে শরীরের সাথে সেঁটে থাকা অবস্থার থেকে সেটাকে মুক্ত করলাম। গা থেকে ঘামের গন্ধ বেরুচ্ছে, নির্ঘাত মা এবিষয়ে মন্তব্য করতে ছাড়বেনা!

BanglaBook.org

অবশেষে বাড়ির কলিংবেল টিপলাম। যখন ছোট ছিলাম তখন দেখেছি এটা টিপে বাড়ির বেড়ালটাকে ডাকার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু এখন আওয়াজটা পাল্টেছে, 'বিং' শব্দে বেজে উঠলো ওটা। রাত ৯:১৫ বাজে, আমার পরিবারের ঘুমের সময় এর মধ্যেই শুরু হয়েছে সম্ভবত।

"কে ওখানে?" মায়ের ভাঙ্গা কণ্ঠ শোনা গেল দরজার ওপাশ থেকে।

"মা, আমি ক্যামিল।" যথাসম্ভব শান্তভাবে বলার চেষ্টা করলাম।

দরজা খুলে মা বলল, "ও তুমি।" ভাব ভঙ্গি দেখে খুব একটা আশ্চর্য হয়েছে বলে মনে হলনা। আমাকে একবার জড়িয়ে ধরার আনুষ্ঠানিকতাও দেখালো না মা। কেবল নিরসভাবে বলল, "কি ব্যাপার?"

"নাহ সেরকম কিছুনা, একটা কাজে এদিকে এসেছি।" দায়সারা উত্তর দিলাম।

"ওহ কাজ। কি কাজ? আহ! সে থাকগে, ভেতরে এসো, জলদি। যদিও এই সময় মানুষ আশা করছিলাম না, সবকিছু অগোছালো হয়ে আছে।"

অগোছালো না ছাই, পুরো ঘরটাই একদম টিপটপ। প্রায় আধ ডজন সমান করে কাটা টিউলিপ ফুল দেখা গেল ফুলদানীতে সাজানো, একদম ঢোকার পথেই। ফুলের মৌ মৌ গন্ধে আর পরাগের ছোঁয়ায় চোখে পানি চলে এলো। আমার কাজের সম্পর্কে বিস্তারিত জানার তেমন কোনও আগ্রহ দেখা গেলনা মায়ের মধ্যে, আমার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন করা বরাবরই তার স্বভাববিরুদ্ধ। হয়তোবা এটা অন্যের ব্যক্তিগত কাজের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই করে, অথবা আমি কি করি না করি সেসবের তেমন পরোয়া নেই।

"কোনও ড্রিংকস চলবে? আমি আর অ্যালেন এইমাত্র টক অ্যামারেট্টো ট্রাই করছিলাম।" হাতের গ্লাসটা দেখিয়ে বলল সে। "ভেতরে একটু স্পিরিটও দিয়েছি, এতে মিষ্টি ভাবটা বাড়ে কিছুটা। তবে এটা ছাড়া আরও ড্রিংকস আছে, মাংগো জুস, ওয়াইন, চা, অথবা সোডা ওয়াটারও নিতে পারো। ওহ, বাই দা ওয়ে! তুমি এখানে উঠেছ কোথায়?"

"আসলে এখানে ওঠার কথাই ভাবছিলাম, কয়েকটা দিন থাকতে হবে আপাতত।" অপ্রস্তুতভাবে উত্তর দিলাম।

সামান্য বিরতিতে গোলাপি নখ দিয়ে গ্লাসে টোকা দিলো মা, তারপরে বলল, "হুম, ভালো, কোনও সমস্যা নেই। তবে ফোন করে আসলে ভালো হতো, তাহলে ডিনারের ব্যবস্থাটা করে রাখতে পারতাম। যাই হোক। এসো পেছনের বারান্দায় বসি, আমরা ওখানেই ছিলাম এতক্ষণ।"

BanglaBook.org

আমাকে ছাড়িয়ে দ্রুত এগিয়ে চলল মা, হলঘর ধরে- আলোকিত শোবার, বসার আর পড়ার ঘরগুলো সব দুদিকে যেন ফুটে রয়েছে ফুলের পাপড়ির মতো। মায়ের দিকে চোখ রাখলাম, গত এক বছরে এটাই আমাদের প্রথম দেখা। আগেরবার আমার চুলের রং ছিল লালচে বাদামী, সম্ভবত সেটা লক্ষ্য করেনি সে। তবে মা-কে দেখে পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে বলে বোঝা গেলনা, ঠিক সেই আগের মতোই, যদিও তার বয়স বেড়ে চল্লিশের শেষার্ধে গিয়ে ঠেকেছে। তার তামাটে ত্বক এখনও উজ্জ্বল, চুলগুলোও লম্বা আর স্বর্ণালী, চোখের রং ফ্যাকাসে নীল। দেখতে কোনও আদুরে মেয়ের একদম সেরা খেলনা পুতুলটার মতো, যেটা দিয়ে কখনও খেলা হয়না, কেবল সাজিয়ে রাখা হয় সযত্নে। মা'র পড়নে লম্বা গোলাপি সুতির কাপড়, আর পায়ে সাদা স্লিপার। হাতের মধ্যে পানীয়ের গ্লাসটা খুব দক্ষতার সাথে ঘুড়িয়ে চলেছিল সে, একফোঁটাও বাইরে না ফেলে।

"অ্যালেন, দ্যাখো, ক্যামিল এসেছে।" পেছনের রান্নাঘরে ঢুকে পড়লো মা (বাড়ির দুটো রান্নাঘরের মধ্যে এটাই অপেক্ষাকৃত ছোট।) আমি আইস ট্রে তে বরফ ভাঙ্গার শব্দ শুনতে পেলাম।

"কে এসেছে?" প্রশ্ন করলো অ্যালেন।

ভেতরে উঁকি দিয়ে স্মিত হাসির সাথে বললাম, "আমি, ক্যামিল। এভাবে না বলে কয়ে চলে আসার জন্য সত্যিই দুঃখিত।"

তুমি হয়তো ভাবতে পারো মায়ের মতো একজন সুন্দরী মহিলার জন্মই হয়েছে কোনও স্বনামধন্য ফুটবল খেলোয়াড়ের স্ত্রী হবার জন্য। যার থাকবে সুঠাম একটা শরীর আর সুন্দর গোঁফে সাজানো চমৎকার চেহারা। কিন্তু অ্যালেন দেখতে আমার মায়ের থেকেও কিছুটা সরু। তার গালের হাড়গুলো যেন বেরিয়ে এসেছে মাংস ভেদ করে, চোখদুটো ঘোলাটে রূপালী রঙয়ের। দেখে মনে হল কমপক্ষে চার পেগ গিলে ফেলেছে এর মধ্যে। বারাবর বাড়তি পান করার অভ্যাস ওর। একটা কাপড়ের ঢিলেঢালা হাফপ্যান্ট পড়ে পা ছড়িয়ে বসেছিল এখন, আর সাথে গায়ে চাপানো আছে ছোট্ট একটা নীল সোয়েটার, ঘোচানো শার্টের উপর দিয়ে। তবে শরীরে ঘামের লেশমাত্র নেই। অ্যালেনের ত্বক শুষ্কতা প্রিয়।

"ওহ! ক্যামিল, বেশ বেশ," একঘেয়ে সুরে বিড়বিড় করে বলল অ্যালেন। "তা হঠাৎ উইন্ডগ্যাপে! আমি তো ভাবতাম ইলানয়ের দক্ষিণে তুমি একদম পা বাড়াও না।"

"আসলে একটা কাজে এসেছি।"

BanglaBook.org

"কাজ।" ছোট্ট করে হাসি দিলো অ্যালেন। এর বেশি প্রশ্ন করা ওর ধাতে নেই। মাও এসে হাজির হল প্রায় সাথে সাথেই, এখন চুলগুলো একটা ফ্যাঁকাসে নীল রঙের হেয়ারব্যান্ড দিয়ে উপর দিকে ওঠানো দেখতে পেলাম। আমার হাতে ঠান্ডা বুদবুদ ওঠা অ্যামারেট্টোর গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে দু'বার কাঁধ চাপড়ালো মা, তারপরে গিয়ে বসে পড়লো অ্যালেনের পাশে।

"অ্যান ন্যাশ আর নাটালি কীণ এর খবর দুটো নিয়ে কাজ করছি, আমার পত্রিকার জন্য।" ব্যাখ্যা করার মতো করে বললাম।

"ওহ, ক্যামিল।" বাঁধা দিলো মা, আমার দিকে চোখ না রেখেই। বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়লে ওর কথাগুলো কেমন একটা অদ্ভুত সুর ধরে, তখন ও চোখের পাপড়ি ধরে টানে। কখনও কখনও সেগুলো উঠে আসে হাতে। আমার ছোটবেলার কথা মনে আছে, কয়েকটা বছর অনেক দুশ্চিন্তায় কাটিয়েছিল মা, সেসময় তার চোখের কোনও পাপড়ি অবশিষ্ট ছিলনা। তখন চোখ দুটোকে মনে হতো দুটো গোলাপি দলার মতো, ঠিক যেমনটা দেখা যায় পরীক্ষাগারের খরগোশগুলোর চোখ। শীতকালে বাইরে বেরুলে ওর চোখ থেকে জল বেরিয়ে আসতো, যদিও খুব বেশি একটা বাইরে যেতনা মা।

"এটাই আমার কাজ।" হতাশভাবে ঘোষণা দিলাম।

"কাজের কি নমুনা!" বলল মা, আঙুলগুলো ঘুরে চলল চোখের আশেপাশে। কিন্তু চোখের নিচে সামান্য চুলকে হাতটা কোলের উপর আবার নামিয়ে আনলো, এবারে আর চোখের পাপড়ি ছিঁড়ল না। "ওই মেয়ে দুটোর পরিবার এমনিতেই বাজে সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তার মধ্যে তোমার এসে ছোঁকছোঁক না করলেই কি চলছিলনা? কি লিখবে পত্রিকায়? 'উইন্ডগ্যাপ, খুনি শহর, শিশুহত্যার কারখানা!'- মানুষকে কি এই ধারণাই দিতে চাও?"

"একটা বাচ্চা মেয়ে খুন হয়েছে, আরেকজনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। মানুষকে এসব জানানো আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।"

"মেয়েদুটোকে চিনি আমি, ওদের পরিণতিতে খুব কষ্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। বুঝতেই পারছ, শিশুহত্যা, কোন পাষন্ড করবে এমন কাজ?"

পেয়ালায় চুমুক লাগাতেই চিনির দলা আটকে গেল জিভে। মা'র প্রশ্নের উত্তর দিতে ইচ্ছা করছিলোনা আপাতত।

"বেশিদিন থাকবোনা। কথা দিচ্ছি।"

BanglaBook.org

অ্যালেন সোয়েটারের হাতার ভাঁজ আবার গুটিয়ে নিয়ে হ্যাফপ্যান্টের কুঁচকে যাওয়া জায়গাটা হাত দিয়ে মসৃণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আমাদের কথা চলাকালীন তার ভূমিকা এ ধরনের ছোট খাটো অঙ্গভঙ্গীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো- কখনোবা শার্টের কলার ঠিক করা, কিংবা এক পায়ের উপর আরেক পা উঠিয়ে দেওয়া।

"এ ব্যাপারে কোনও গুঞ্জন কানে না এলেই হল," বলল মা। "তুমি কি করছো না করছো সেসব আমাকে না জানালেও চলবে। আমি ধরে নেব তুমি এখানে এসেছ গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে, মরা বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে খবর বানাতে না।" অ্যানের চেয়ারের বাঁকানো একটা অংশ হাত দিয়ে ছুঁয়ে বলল মা।

"অ্যামা কেমন আছে?" কথা ঘোরানোর চেষ্টা করলাম আমি।

"অ্যামা?" মা সচেতত হয়ে উঠলো সহসাই। "আছে, ভালোই আছে, উপরের ঘরে ঘুমাচ্ছে। কেন বলতো?"

এইমাত্র ওর পায়ের শব্দ শুনেই বুঝেছি, ঘুমায়নি মেয়েটা। সম্ভবত দোতালায় দৌড়ে খেলার ঘর থেকে সেলাই ঘরে যাবার সময় হয়েছে শব্দটা, ওখান থেকে ঘুরে হলঘরের জানালা দিয়ে চোখ রাখলে পেছনের বারান্দার এই অংশটা খুব স্পষ্ট নজরে রাখা যায়। তবে আমাকে ওর উপেক্ষা করার ব্যাপারটা আপাতত এড়িয়ে গেলাম আমি।

"এমনি। এসব স্বাভাবিক ভদ্রতামূলক প্রশ্ন এখনও উত্তরের শহরগুলোতে চালু আছে।" একটা হাড়জ্বালানো হাসি উপহার দিয়ে মায়ের ধৈর্যের পরীক্ষা নেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ড্রিংকসে চুমুক বসাল সে। তারপরে দৃঢ়তা সেঁটে নিলো তার গোলাপি মুখটাতে।

"ক্যামিল, তোমার যতদিন ইচ্ছা এখানে থাকতে পারো, কোনও সমস্যা নেই," বলল সে। "কিন্তু বোনের সাথে ঝামেলা করা চলবেনা। যে মেয়েগুলো দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে, ওরা অ্যামা'র সাথে একই স্কুলে পড়তো। বুঝতেই পারছ।"

"অবশ্যই। ওর সাথে কথা বলার জন্য আর তর সইছেনা," চটপটিয়ে বললাম আমি। "বেচারি নিশ্চয়ই অনেক বাজে সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে।" শেষের কথাটা খোঁচামূলক হলেও মা লক্ষ্য করলনা।

"বসার ঘরের পাশের ঘরটাতেই তুমি থাকবে আপাতত। আগে ওটাই তোমার বেডরুম ছিল। ভেতরে বাথটব আছে, গোসল করে নিও। পরে কিছু ফলমূল, টুথপেস্ট এসব আনিয়ে নেব। আর স্টেক আনাবো ভেবেছি খাবার জন্য, তোমার স্টেকে আপত্তি নেইতো?"

BanglaBook.org

চার ঘণ্টার অনিয়মিত ঘুমের মধ্যে দিয়ে গেলাম এরপর, ব্যাপারটাকে বাথটবে অর্ধেক কান ডুবিয়ে শুয়ে থাকার সাথে তুলনা করা যায়। মিনিট বিশেকের ব্যবধানে ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছিলো, আর তখন আমার বুক বেজায় ধড়ফড় করছিলো। এই ধড়ফড়ানির দাপটেও ঘুম ভেঙ্গে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছুই নয়। সেই সাথে আজেবাজে স্বপ্ন দেখলাম কতগুলো। দেখলাম আমি কোথাও যাবার জন্য খুব গোছগাছ করছি, তারপরেই আবিষ্কার করলাম যেসব কাপড় নিয়েছি সেগুলো ভুল; যেমন সোয়েটার ব্যাগে পুরেছি গ্রীষ্মের ছুটিতে নেবার জন্য। আরও দেখলাম ছুটিতে যাবার আগে কারির হাতে একটা ভুল ফিচার ধরিয়ে এসেছি; টেমি ডেভিস এর চারটা বাচ্চাকে ঘরে আটকে রাখার কাহিনীটা না ধরিয়ে তার বদলে ত্বকের যত্ন বিষয়ে একটা বেকার লেখা দিয়েছি।

এরপর দেখলাম আমার মা একটা আপেল কেটে কেটে ছোট ছোট মাংসের খন্ড বের করছে, তারপর আমাকে সেগুলো ভালোবেসে খাওয়াচ্ছে, কারণ আমি মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছি।

ভোর পাঁচটার পড়ে আর শুয়ে থাকতে পারলাম না। বিছানা থেকে উঠেই প্রথমে অ্যানের নামটা মুছে ফেললাম হাতের থেকে। তারপর পোশাক বদলে, চুল আঁচড়ে, লিপস্টিক ঘসার এক ফাঁকে নাটালি'র নামটা লিখে ফেললাম ওই একই যায়গাতে। এরপর পুরো বিষয়টা ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

বাইরে সূর্য সবে মুখ তুলেছে, কিন্তু এর মধ্যেই আমার গাড়ির হাতল তেতে উঠেছে। ঘুমের অভাবে নাক মুখ অবশ মনে হচ্ছিলো, আমি সস্তা সিনেমার হিরোইনের মতো চিৎকার দেবার ভঙ্গিতে চেহারা টানটান করার চেষ্টা করলাম। সকাল ৬টায় আবার জঙ্গলে মেয়েটাকে খোঁজার অভিযান শুরু হবার কথা; কিন্তু তার আগেই অফিসার ভিক্যারি'র থেকে কিছু তথ্য বের করা গেলে ভালোই হয়। তাই থানার রাস্তাটাই আপাতত উপযুক্ত মনে হল।

গাড়ি ছোটাতেই প্রথমেই রাস্তাগুলো বেশ ফাঁকা লাগলো, কিন্তু যখন গাড়ি থেকে নামলাম তখন দুজন লোককে চোখে পড়লো কয়েকটা রাস্তা ছাড়িয়ে।

ওদের দিকে চোখ পড়তেই হতভম্ব হয়ে গেলাম। সেখানে এক বয়স্কা মহিলা পথের পাশে পা ছড়িয়ে বসে রয়েছে, তার চোখ একটা দালানের পাশে বিস্তৃত, আর এক লোক ঝুঁকে রয়েছে তার উপর। মহিলা বিকারগ্রস্থের মতো মাথা নাড়ছিলো, যেমনটা কোনও বাচ্চা জোর করে খাবার খাওয়াতে গেলে করে। সেই সাথে ছুটছিল তার পা দুটো, বাজেভাবে, যে কোনও মুহূর্তে আহত হলেও সেটা অস্বাভাবিক কিছুই হবেনা। ঘটনাটা বুঝে উঠতে পারলাম না হুট করে, মহিলার কি হার্ট এটাক জাতীয়

BanglaBook.org

কিছু হয়েছে? হবে হয়তো! দ্রুত সেদিকে এগিয়ে গেলাম, ওদের একত্রিত গুঞ্জন ভেসে এলো কানে।

ভেঙ্গে পড়া চেহারার সাদা চুলের লোকটা আমি কাছে যেতেই ভেজা চোখে বলল, "পুলিশকে খবর দাও।" তারপরে তার কাঁপা গলা থেকে আরও বেরিয়ে এল, "একটা এ্যাম্বুলেন্সও ডাকতে হবে।"

"কি হয়েছে?" প্রশ্নটা করতে না করতেই আসল ঘটনার দিকে চোখ পড়ল।

একটা হার্ডওয়্যারের দোকান আর বিউটি পার্লারের ঠিক মাঝামাঝি পড়ে রয়েছে ছোট্ট একটা দেহ, ফুটপাথের দিকে মুখ করে। যেন আমাদের অপেক্ষায় আছে মেয়েটা, ওর বাদামী চোখদুটো চেয়ে আছে এদিকেই; কিন্তু, মুখের হাসিটা শুধু নেই। নাটালি কীণ এর ঠোঁট দুটো ফাঁকা মাড়ির উপর গোল হয়ে বসে রয়েছে, ঠিক যেমনটা থাকে ছোট্ট প্লাস্টিকের পুতুলগুলোর। মুখে একটাও দাঁত নেই ওর।

মুহূর্তে রক্ত উঠে গেল আমার নাকে-মুখে, ঘেমে নেয়ে উঠলো শরীর, পা দুটোও সহসা হারিয়ে ফেলল চেতনা। নিমিষের জন্য মনে হল আমিও ওই বুড়ো মহিলার পাশেই হয়তো ধপাস করে বসে পড়বো। মহিলাকে দোয়া পড়তে দেখে নিজেকে সামলে নিলাম, পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাড়ীতে হেলান দিয়ে। তারপর ঘাড়ে হাত দিয়ে আমার রক্তের গতিতে বাঁধা দেবার চেষ্টা করলাম মনে মনে। আমার চোখের সামনে কিছু অর্থহীন ছবি সেঁটে রইল- দাঁড়িয়ে থাকা বুড়ো লোকটার ছড়ির রাবারের হাতলটা, বুড়ো মহিলার ঘাড়ের পেছনের একটা জড়ুল, আর নাটালির গোড়ালিতে সেঁটে থাকা এক টুকরো ব্যান্ডএইড। মেয়েটার নামটা আমার শার্টের নিচে চামড়ার উপর জ্বলে উঠতে অনুভব করলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আরও কয়েকটা গলা শোনা গেল ওখানে। অফিসার ভিক্যারি আমাদের দিকে ছুটে এলো একটা লোককে সঙ্গে করে।

"গড-ড্যাম-ইট," শরীরটা দেখার সাথে সাথেই গর্জে উঠলো অফিসার। "হায়, যীশু।" বিউটি পার্লারের দেয়ালের সাথে মাথা ঠেকালো সে, নিঃশ্বাস ঘন হয়ে এল সেই সাথে। দ্বিতীয় যে লোকটা ওর সাথে এসেছে তার বয়স কম, অনেকটা আমার মতোই হবে। লোকটা নাটালির কাছে গিয়ে ঝটুকে পড়লো। বাচ্চাটার গলার চারপাশে ক্ষত দেখা গেল, সেই ক্ষতর কিছুটা উপরে হাত দিয়ে পালস পরীক্ষা করে দেখল। এটা আসলে নিজেকে সামলে নেবার জন্য কিছুটা সময় খুঁজে বেড়ানোর চেষ্টায় করা, মেয়েটা মৃত বোঝাই যাচ্ছে। এই লোকটাই নির্ঘাত ক্যানসাসে'র সেই ডিটেকটিভ।

BanglaBook.org

তবে ডিটেকটিভকে দেখে বেশ দক্ষ মনে হল, এর মধ্যেই বুড়ো মহিলার থেকে মেয়েটাকে আবিষ্কারের ঘটনাটা জেনে নিয়েছে। বুড়ো-বুড়ি স্বামী-স্ত্রী, শহরের বুকেই একটা খাবার দোকান চালায়। ঐযে সেদিন যে দোকানটার নাম আমি মনে করতে পারছিলাম না; এখন শুনলাম, ব্রুজার্ড। ওরা যাচ্ছিলো সকালে দোকান খুলতে, ঠিক তখনই মেয়েটার মৃতদেহ আবিষ্কার করে। আর তার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমি এসে হাজির হয়েছি।

এর মধ্যেই আরও এক অফিসার এসে হাজির হল, তারপরে ঘটনা দেখে তাকে কি জন্য ডাকা হয়েছে বুঝতে পেরেই হাত দিয়ে মুখ মুছলো।

"উপস্থিত যারা আছেন তাদের একবার থানায় আসতে হবে, আপনাদের জবানবন্দী প্রয়োজন," বলল ক্যানসাসের ডিটেকটিভ। "বিল।" ওর কণ্ঠে একটা আদেশের সুর শোনা গেল। ভিক্যারি অনড় হয়ে বসে ছিল, মেয়েটার পাশে। তার ঠোঁট দুটো কাঁপছিল থেকে থেকে, যেন মেয়েটার জন্য দোয়া পড়ছে নীরবে। দু'বার তার নাম ধরে ডাকার পড়ে সম্বিত ফিরে এল অফিসারের।

"শুনেছি, রিচার্ড। একটু সময় দাও।" এই বলে ভিক্যারি মিসেস ব্রুজার্ডের কাঁধে হাত রেখে বিড়বিড় করে কীসব বলল। ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ পড় তার হাতের উপর হাত রাখতেই থেমে গেল অফিসার।

কিছুক্ষণ পড়ে নিজেকে একটা কুসুম রঙয়ের ঘরে নিজেকে বসে থাকতে আবিষ্কার করলাম। সেখান দু'ঘণ্টা ধরে আমার স্বীকারোক্তি টুকে নিলো অফিসার। পুরো সময়টা আমার মাথায় ঘুরপাক খেলো নাটালির শরীরে চলতে থাকা অস্ত্রোপচারের কথা। ওর পায়ের নোংরা ব্যান্ড এইড'টা সরিয়ে একটা পরিষ্কার ব্যান্ড-এইড সেঁটে দিয়ে আসতে বড় ইচ্ছা হল আমার।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩

শোকসভায় নীল রঙের পোশাক জড়িয়ে হাজির হল মা; কালো মানেই হতাশা, এছাড়া অন্য যে কোনও রং সহানুভূতি প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়। ম্যারিয়েনের শোকসভায়ও নাকি মা নীল রঙই পড়েছিল, আর ম্যারিয়েনের পোশাকটাও একই রঙয়ের ছিল। আমি এসব কথা ভুলে গেছি শুনে অবাক হল মা। কিন্তু যতদূর মনে পড়ে কবরে পাঠানোর সময় একটা হালকা গোলাপি রঙের জামায় সাজানো হয়েছিলো ম্যারিয়েনকে। যদিও মায়ের এই ভুলোমনা প্রকৃতিতে বিভ্রান্ত হলামনা, আমার মৃত বোনের ব্যাপারে অনেককিছুই ভুলে বসে আছে সে।

পোড়া জিভে কফির কাপে চুমুক বসাতে বসাতে অন্যদের সাথে মায়ের কথোপকথনে কান রাখলাম। "না না, ওদের সাথে সেরকম আলাপ ছিলোনা আমার।" বলল মা। "ওরা একটু আলাদা থাকতে পছন্দ করতো, কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের সবার উচিত ওদের পাশে দাঁড়ানো। নাটালির মতো একটা ফুটফুটে মেয়ে... আমার পাশে কিন্তু সবাই দাঁড়িয়েছিল যখন " বিমর্ষভাবে মাটিতে চোখ রাখল মা, হয়তো তার এই অনুভূতিটুকু অভিনয় নয়, কে জানে!

উইন্ডগ্যাপে এসেছি পাঁচ দিন পার হয়েছে, এর মধ্যে অ্যামা একবারও আমার সামনে আসেনি। মাও ওর কথা খুব একটা তোলেনি আলোচনার সময়। এছাড়া কীণ দম্পতির থেকেও কোনও তথ্য পাইনি এখনও, এমনকি মেয়েটার শোকসভায় যোগ দেবার অনুমতিও ওদের থেকে নিতে যায়নি। কারি শোকসভার একটা ফিচারের জন্য অনেক চাপাচাপি করছিলো, আর আমিও ওকে হতাশ করতে চাইছিলাম না। হয়তো ফিচারের খবরটা ওদের কানেই পৌঁছবে না কোনোদিন, আমাদের পত্রিকা পড়েই বা ক'জন!

দুঃখী মহিলাদের চাঁপা গুঞ্জন আর সুগন্ধি কোলাকুলি চলল আরও বেশ কিছুক্ষণ। কয়েকজন তো মা'র সাথে কথা শেষ হতেই আমাকেও ভদ্রতা দেখিয়ে মাথা নাড়লো, এটা বোঝাতে যে আমার মা শোকসভায় যোগ দিয়ে অনেক বড় একটা সাহসিকতার কাজ করে ফেলেছে।

BanglaBook.org

'আমাদের দুঃখী নারী ' আসলে '৭০ এর দশকে গড়ে ওঠা একটা চকচকে ক্যাথলিক চার্চ- তামাটে সোনা আর রত্নখচিত, ঠিক যেন একটা গোল আংটির মতো। উইন্ডগ্যাপ শহরটা মূলত ক্যাথলিক মতানুবাদিদের আস্তানা, দক্ষিনি ধর্মে দিক্ষিত লোকে ভরপুর। একদল আইরিশ লোক এই শহরের গোড়াপত্তন করেছিলো বিধায় এমনটা হয়েছে ধারণা করা যায়। আইরিশ ম্যাকহোন আর ম্যালনদের সবাই দুর্ভিক্ষের সময় নিউ ইয়র্কে পাড়ি জমায়। কিন্তু যারা একটু বুদ্ধিমান ছিল তারা বিভিন্ন অত্যাচার সহ্য করে তারপরে পশ্চিমে চলে যায়। অনদিকে ফ্রেঞ্চরা সেসময় দখল করে ফেলে সেইন্ট. লুইস, তাই ওরা দক্ষিণে গিয়ে নিজেদের মতো করে গড়ে তোলে নগর বন্দর। কিন্তু অনানুষ্ঠানিক ভাবে ওদেরকেও একটু একটু করে বিতাড়িত করা হয় শহর পুনর্গঠনের সময়। মিসউরিতে সবসময় একটা মারামারি লেগে থাকতো সর্বদা। এবং একসময় আইরিশরা ওখান থেকেও বিতাড়িত হল অন্য কিছু বাড়তি প্রজাতির সাথে। শুধু ধর্মটা রেখে গেল পেছনেই।

অনুষ্ঠান শুরু হতে আরও প্রায় মিনিট দশেক বাকি, এর মধ্যেই চার্চের বাইরে একটা লাইন বেড়ে উঠতে শুরু করলো ভেতরে ঢোকার জন্য। আমিও উঁকি দেবার চেষ্টা করলাম, অনেকেই অসে রয়েছে সেখানে, তবুও কিছু একটা যেন নেই। একটাও বাচ্চা দেখা গেলনা চার্চের ভেতরে; কোনও ছেলেকে দেখা গেলনা কালো ট্রাউজার পড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে, কোনও মেয়েকে দেখা গেলনা পুতুল জড়িয়ে ধরে ভেতরে বসা অবস্থায়। পনের বছরের নিচে একজনও নেই এখানে। এরকম হবার কারণটা বুঝে উঠতে পারলাম না, হয়তো মৃত মেয়েটার মা-বাবার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে সবাই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অথবা নিজেদের বাচ্চাকে পরবর্তী মৃতের তালিকায় দেখতে চায়না বিধায় তাদের আসতে দেয়নি। কল্পনায় ভেসে উঠলো উইন্ডগ্যাপের শত শত বাচ্চারা যাদের লুকিয়ে রাখা হয়েছে কোনও অন্ধকার ঘরে। হয়তো ওরা এখন নিরাপদে বসে অজানা আশঙ্কায় জামার হাতা মুখে পুরে কোনও প্রোগ্রাম দেখছে টেলিভিশনের পর্দায়।

কিন্তু কোনও বাচ্চা-কাচ্চা ছাড়া চার্চে আসা লোকগুলোকে খুব নির্জীব মনে হল, যেন ওরা আসল মানুষের কাগজ কেটে বানানো প্রতিচ্ছবি মাত্র। পেছনের দিকে বব ন্যাশকে কালো স্যুটে দেখতে পেলাম আমি, এবারেও সাথে স্ত্রী নেই ওর। আমাকে দেখে মাথা নেড়ে ভ্রুকুটি করলো লোকটা।

বাদ্যজন্ত্রে সুর উঠলো গানের, 'ভয় পেওনা,' নাটালি পরিবারের কান্না যোগ হল সেই সুরের সাথে। দরজার কাছে চলল সবার সাথে ওদের শোকবিনিময় আলিঙ্গন, আর গুঞ্জন। মেয়েটার চকচকে সাদা কফিনটা বহন করার জন্য মাত্র দু'জন লোকের প্রয়োজন পড়লো; এর বেশি হলে একজনের সাথে আরেকজনের ঠোকাঠুকি লেগে যেতে পারতো।

BanglaBook.org

এগিয়ে চলা দলটার নেতৃত্বে রইল নাটালির মা। ভদ্রমহিলা স্বামীর থেকে প্রায় তিন ইঞ্চি লম্বা, ভদ্রোচিত; ওর বালু রঙের চুলগুলো হেয়ারব্যান্ড দিয়ে পেছনে ধরে রাখা রয়েছে। চেহারাটা খোলামেলা, ঠিক যেমনটা থাকে কোনও পথচারি মহিলার যাদের দেখলে পথ-নির্দেশনা জিজ্ঞাসা করে বসে পথভুলো লোক। অপরদিকে মিস্টার কীণ বেঁটেখাটো-রোগা, তার গোল মুখটা আরও গোল হয়েছে চশমার গোল ফ্রেমটার কল্যানে, সেটা দেখে মনে হচ্ছে কোনও সোনালী সাইকেলের দুটো বড় বড় চাকা। কীণ দম্পতির ঠিক পেছনেই দেখা গেল আঠারো-উনিশ বছরের সুদর্শন এক ছেলেকে, ওর শ্যামলা মাথাটা ঝুঁকে রয়েছে বুক পর্যন্ত, চোখে জল। 'ছেলেটা নাটালির ভাই,' পেছন থেকে ফিশফিশ করে একজনকে বলতে শুনলাম।

অশ্রুধারা আমার মায়ের গাল থেকে গড়িয়ে টপটপ করে পড়লো তার কোলে রাখা চামড়ার পার্সটার উপর। ঠিক তার পাশে বসা মহিলা হাত রাখলো মা'র হাতে, সান্তনা দেবার ভঙ্গিতে। আমি এই সুযোগে জ্যাকেটের পকেট থেকে নোটপ্যাডটা বের করে ঘসঘস করে নোট নিতে শুরু করলাম।

আমার হাতের উপর দ্রুত চাপড় বসিয়ে দিলো মা, তারপর ফোঁস করে বলল, "তুমি যেটা করছো সেটা মৃতের পরিবারের জন্য চূড়ান্ত অসম্মানের। এসব বন্ধ করো, নাহলে তোমাকে এখান থেকে বের করে দেবার ব্যবস্থা করা হবে।"

আমি লেখা বন্ধ করলাম, কিন্তু প্রতিবাদী ভঙ্গিতে প্যাডটা হাতেই ধরে রইলাম। লজ্জায় কানদুটো লাল হয়ে উঠলো।

দলটা এগিয়ে চলল আমাদের পেরিয়ে। ছোট্ট কফিনটার ভেতরে নাটালিকে শুয়ে থাকতে কল্পনা করলাম- ওর ছোট্ট দুটো পা, রেশমি চুল, হাঁটু, আর সেখানে লাগানো ব্যান্ডএইড। যন্ত্রণা অনুভব করলাম ভেতরে, মেয়েটা যেন অসমাপ্ত বাক্যের মতো থেমে গেছে।

চার্চের ফাদারের প্রার্থনার সাথে সাথে আমরা উঠলাম এবং বসলাম, তারপরে আবার উঠে দাঁড়ালাম। প্রার্থনা লেখা কার্ডগুলো আগেই বিতরণ করা হয়েছে সবার হাতে। সেই কার্ডের সামনের ভাগে ভার্জিন মেরি মিষ্টি হাসি দিয়ে তাকিয়ে দেখছেন শিশু যীশুকে, আর পেছনের দিকে লেখা:

নাটালি জেইন কীণ

প্রিয় মেয়ে, বোন ও বন্ধু,

স্বর্গে হল নতুন দূতের স্থান।

কফিনের পাশে নাটালির একটা ছবি টানানো, বিজ্ঞাপনে যে ছবিটা ছিল সেটা থেকে আলাদা এটা, আরও বেশি গোছানো। বাড়ির আদুরে মেয়ের ছাপ ওর রয়েছে চেহারায়। লম্বা গাল, সামান্য বেরিয়ে আসা চোখ, বড় হলে দেখতে কেমন হতো কে জানে! দশ বছর বয়সী মেয়েদের চেহারা বড়ই অস্থিতিশীল।

BanglaBook.org

অবশেষে নাটালির মা মঞ্চে পা রাখলো, তার হাতে আঁকড়ে ধরা একটুকরো কাগজ। চোখ জলে ভেজা হলেও কথা বলার সময় কণ্ঠের দৃঢ়তা বোঝা গেল।

"এই চিঠি আমার সোনামণি নাটালির জন্য লেখা।" কাঁপা নিঃশ্বাস নিয়ে পড়তে শুরু করলো সে। "নাটালি, তুই ছিলি আমার সেরা ধন। আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারিনা তোকে আমাদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর কখনও তোকে ঘুম পাড়ানি গান শুনাতে পারবোনা, কখনও তোকে সুড়সুড়ি দিতে পারবোনা পায়ের আঙুল দিয়ে দুষ্টুমি করে। আর কখনও তোর ভাই তোর বেনী ধরে টানতে পারবেনা আদর করে, তোর বাবা কখনও তোকে কোলে নিয়ে জড়িয়ে ধরতে পারবেনা। তোকে হাঁটাতে নিয়ে যেতে পারবেনা কোনও পথে। তোর ভাই কোনওদিন মামা হতে পারবেনা। তোকে খুঁজে বেড়াবো ছুটির রাতে, খাবারের টেবিলে; খুঁজে বেড়াবো গ্রীষ্মের ছুটিতে। শুনতে পারবোনা তোর হাসি-কান্না। তোকে খুব মিস করবো, মামনি, খুব মিস করবো। আমরা তোকে অনেক ভালোবাসি, নাটালি মা আমার, প্রাণের থেকেও বেশি ভালোবাসি তোকে।"

মিসেস কীণ চেয়ারে ফিরে যেতেই স্বামী দ্রুত এগিয়ে গেল সেদিকে, কিন্তু ভদ্রমহিলার কোনও বাড়তি সান্ত্বনার প্রয়োজন আছে বলে মনে হলনা। মহিলা বসতেই ছেলেটা আবার তার ঘাড়ে মাথা রেখে কাঁদতে শুরু করলো। মিস্টার কীণ বসে থাকা মানুষগুলোর দিকে আক্রোশের সাথে তাকালেন, যেন খুঁজে চললেন কাউকে মারার জন্য।

"সন্তান হারানো বড়ই শোকের," বললেন চার্চের ফাদার। "তার উপরে এরকম একটা দুর্ঘটনা সেই শোককে বাড়িয়ে দ্বিগুণ করে। এই কাজ কোনও শয়তানের। বাইবেলে বলা আছে, 'চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত।' কিন্তু আমাদের প্রতিহিংসক হলে চলবেনা। পবিত্র যীশুর বানী স্মরণ করতে হবে- 'ভালোবাসো তোমার প্রতিবেশীকে।' আসুন আমরাও এই দুঃসময়ে একে অপরের পাশে এসে দাড়াই। আমাদের হৃদয় তুলে ধরি ঈশ্বরের দরবারে।"

"চোখের বদলে চোখ, ব্যাপারটাই অবশ্য আমার বেশি পছন্দ," আমার পেছন থেকে বলে উঠলো একজন।

দাঁতের বদলে দাঁত কথাটা আমার মতো কাউকে অস্বস্তি দিচ্ছে কিনা কে জানে।

চার্চ থেকে দিনের আলোয় বেরিয়ে আসতেই রাস্তার ওপাশে ছোটখাটো একটা দেয়ালের উপর চারটে মেয়েকে বসে থাকতে আবিষ্কার করলাম। ওদের পা ঝুলছে নিচের দিকে, শক্ত ব্রা দিয়ে বুকের আকৃতি ধরে রাখা হয়েছে। আমার মনে পড়ে

BanglaBook.org

গেলে ওদের সাথেই দেখা হয়েছিলো জঙ্গলের ধারে। ওরা বসে গল্প করছিলো, হাসির ঠাট্টার সাথে। এবারেও সুন্দরী মেয়েটা আমাকে দেখতে পেয়ে অন্যদের জানালো। ওরা ঘাড় ঘুড়িয়ে তাকালো এদিকে, হাসির দমকে ওদের পেটে এখনও চলছে আলোড়ন, তবে মুখের হাসিটা রাতারাতি মুছে যেতে দেখলাম।

নাটালির মৃতদেহটা কবর দেওয়া হল পারিবারিক গন্ডির মধ্যেই, ওর মা-বাবার জন্য তৈরি করে রাখা কবরের পাশেই। আসলে কোনও মা-বাবারই সন্তানের মৃত্যু দেখার পরিস্থিত আসা উচিত নয়, এরকম ঘটনা প্রকৃতিক নিয়মের বিপরীত। কিন্তু সন্তানের কবর মা-বাবার পাশেই হওয়া উচিত। বাচ্চারা যখন বড় হয়ে যায় তখন তাদের সম্পর্কের ডালপালা আরও বিস্তৃত হয়। তারা প্রেম কিংবা জীবনসঙ্গী খুঁজে নেয়, আর তখন বাবা-মায়ের সাথে এক কবরে যাবার সৌভাগ্য তাদের হয়ে ওঠেনা। কিন্তু কীণ পরিবারের কথা আলাদা, ওরা সবাই পাশাপাশিই থাকবে, মৃত্যুর পড়েও, মাটির নিচে।

কবর দেওয়া শেষ হতেই সবাই চলল কীণ দম্পতির বাড়িতে। পাথরের তৈরি সুবিশাল খামারবাড়িতে ওদের বাস। উইন্ডগ্যাপের অন্য বাড়িগুলোর মতো নয় বাড়িটা। মিসউরির অর্থাবস্থা শহরটাকে আলাদা করেছে গ্রামীণ ভাব থেকে। ধরো- আমেরিকার নগরায়নের যুগে ধনী নারীরা ভিন্ন ধরণের নীল আর ধূসর পোশাক পড়ে তাদের আধুনিকতার নমুনা দেখাতে চেষ্টা করতো, অপরদিকে অপেক্ষাকৃত ধনী ইংরেজ নারীরা অচিন পাখির মতো উদ্ভট ধরণের পোশাক-আশাকের আদলে নিজেদের প্রকাশ করতে চাইতো। ছোট্ট করে বলতে গেলে কীণ পরিবারের বাড়িটা দেখতে এতটাই মিসউরির মতো মনে হচ্ছিলো যে সেটা বেমানান লাগছিল।

বুফে টেবিলে খাবার দাবারের মধ্যে প্রধান উপাদান হিসাবে দেখা গেল বিভিন্ন মাংস- টার্কি, শুয়োর, গরু কিংবা হরিণের। সাথে বিভিন্ন ধরণের আচার আর জলপাইয়ের সমারোহ, ডিমের একটা স্পেশাল প্রিপারেশন রাখা হয়েছে সেগুলোর সঙ্গে। আরও আছে আকর্ষণীয় রুটি; ক্রাস্টেড ক্যাসেরোল, প্রভৃতি। দর্শনার্থীরা কিছুক্ষণের মধ্যেই দুটো দলে ভাগ হয়ে পড়লো, কাঁদুনে আর অ-কাঁদুনে। কিছু সমাজবাদী লোক রান্নাঘরের পাশে দাঁড়িয়ে কফি আর মদের পেয়ালা হাতে নির্বাচন, কিংবা স্কুলের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি আলোচনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মাঝে মধ্যে তারা সেসব আলোচনায় বিরতি দিয়ে খুনের ঘটনার নড়বড়ে তদন্ত কাজ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করতেও ভুললো না।

BanglaBook.org

"আমার মেয়ের আশেপাশে যদি অপরিচিত কাউকে দেখি, তাহলে ওই শুয়োরের বাচ্চাকে আগে গুলি করবো তারপরে অন্য কথা।" বিপদজনক ভাবে একটা বিফ-স্যান্ডউইচ নাড়াতে নাড়াতে বলল কোদালমুখো একজন। তার বন্ধুরা সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ালো।

"ভিক্যারি এখনও কেন ওই জঙ্গলটা ছেঁটে ফেলছেনা কে জানে! সবাই জানে, ওই শয়তানটা ওখানেই লুকিয়ে আছে," এবারে হুঙ্কার দিলো কমলা চুলের এক যুবক।

"ডনি, চলো কালই যাই একসাথে," বলল কোদালমুখো। "ইঞ্চি ইঞ্চি খুঁজে শুয়োরের বাচ্চাকে বের করবো। কি যাবে?" মদ খেয়ে চূড় হয়ে থাকা বেশ কয়েকজন উচ্চস্বরে সম্মতি জানালো। আমি নোটবুকে টুকে রাখলাম আগামীকাল জঙ্গলের পাশের রাস্তাটায় একবার চোখ বুলিয়ে নেবার পরিকল্পনা, হয়তো হুঁশ হারিয়ে এরা কিছু একটা ঘটিয়ে ফেলতে পারে! কিন্তু সকালের অবস্থাটা কিছুটা হলেও কল্পনায় দেখতে পেলাম। টেলিফোনে ওদের কথপোকথন চলবে হয়তো এভাবে-

'- কি যাবে?

হুম, ঠিক বলতে পারছিনা, হয়তো যাবো। তুমি?

আসলে ম্যাগিকে কথা দিয়েছি ওকে নিয়ে ঘুরতে...'

তারপরে পরবর্তী বিয়ার পার্টির জন্য একটা ভাসা ভাসা পরিকল্পনা হবে, এবং অতঃপর খুট করে ফোনের লাইনটা কেটে যাবে।

পার্টি যারা চোখের পানি ফেলছিল তাদের বেশিরভাগি নারী। ওরা সামনের ঘরের সোফা আর চামড়া মোড়া আসনগুলোর উপরে বসেছে। নাটালির ভাই এখনও মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁপছিলো, মহিলা ছেলের কালো চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে নিজেও নীরবে কেঁদে চলল।

ছেলেটাকে ভালোই বলা যায়, এভাবে সবার সামনে কান্নাতে কোনও সঙ্কোচ দেখা যাচ্ছেনা ওর, আমি কখনও কোনও ছেলেকে এভাবে প্রকাশ্যে কান্না করতে দেখিনি। কয়েকজন ভদ্রমহিলা ওদের দিকে খাবার এগিয়ে দিতে ওরা মাথা নাড়িয়ে সেগুলো প্রত্যাখান করলো।

আমার মা'কেও দেখা গেল উন্মুক্ত নীল পাখির মতো ওদের আসেপাশে ঘুরে বেড়াতে, কিন্তু ওরা সেসব লক্ষ্য করলনা। কিছুক্ষণ পরে ওদের ছেড়ে মা নিজের বন্ধুদের সাথে যোগ দিলো। মিস্টার কীণ আর মিস্টার ন্যাশ দু'জন ঘরের এক কোনায় দাঁড়িয়ে নীরবে ধূমপান করে চললেন।

BanglaBook.org

নাটালির সাম্প্রতিক অস্তিত্ব ঘরের চতুর্দিকে ছড়ানো। মেয়েটার একটা ছোট্ট ধূসর সোয়েটার ভাঁজ হয়ে ঝুলছে চেয়ারের পিছে; ওর এক জোড়া জুতো দরজার কাছে রাখা, জুতোয় উজ্জ্বল নীল রঙের ফিতে। বইয়ের তাকে ছোট একটা নোটবুক, স্পাইরেল বাইন্ডিং এর সেই খাতার বুকে ইউনিকর্নের ছবি আঁকা; ম্যাগাজিনের ভিড়েও শিশুতোষ বইয়ের দেখা মিলল, 'অ্যা রিঙ্কেল ইন টাইম' নামে।

পরিবারকে সহানুভূতি জানাবার ভদ্রতা না দেখিয়ে ঘুরে চললাম ঘরময়, বিয়ারের গ্লাসে মুখ গুজে। সতর্ক চোখ খুঁজে চলল তথ্য। এমন সময় 'কেটি ল্যাসি'কে দেখতে পেলাম, ও আমার ছোটবেলার সেরা বন্ধু, একসাথে পড়েছি ক্যালহুন হাই স্কুলে। ওকে আমার মায়ের দলের মতো অন্য একটা দলের সাথে দেখলাম, আমাকে দেখে গালে চুমু খেল কেটি।

"শহরে আসার খবর পেয়েছি, ভেবেছিলাম ফোন পাবো," সরু করে ছাঁটা ভ্রু কুঁচকে বলল ও। তারপরে আমাকে ঠেলে দিলো অন্য তিন মহিলার মাঝে, সবাই আমাকে জড়িয়ে ধরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ওরা প্রত্যেকেই হয়তো কোনও না কোনও সময়ে খুব ভালো বন্ধু ছিল। নিজেদের মধ্যে শোকবার্তা বিনিময় করলাম, আর এই দুঃখজনক ঘটনা নিয়ে আক্ষেপ করলাম। অ্যাঞ্জি পেপারমেকার (নী নাইটলি) কে দেখে মনে হল ও শৈশবের খাদ্য সমস্যাটা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ওর ঘাড় একদম বুড়ো মহিলাদের মতো সরু আর দুর্বল মনে হল। মিমি, বড়লোকের বখে যাওয়া মেয়ে (ওর বাবার আরকানসাসে একরের পর একর লম্বা মুরগির খামার আছে), আমাকে কখনও ভালো চোখে দেখেনি, আজ সেও আমাকে শিকাগোর খবরা-খবর জিজ্ঞাসা করলো। তারপরে আবার ঘুরে ছোটখাটো মেয়ে টিশের সাথে কথা বলতে লাগলো। টিশও আমার সাথে হাত মেলালো অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে।

অ্যাঞ্জি ঘোষণা দিলো ওর একটা পাঁচ বছরের মেয়ে আছে মেয়েটাকে এখন ওর বাবা বন্দুক হাতে ঘরে পাহাড়া দিচ্ছে।

"এই গ্রীষ্মটা বাচ্চাদের অনেক বড় মনে হবে," বিড়বিড় করলো টিশ। "সম্ভবত সবাই নিজের ছেলে-মেয়েকে ঘরে তালা বন্ধ করে রাখছে এখন।" আমি বাইরে বসে থাকা চারটে মেয়ের কথা ভাবলাম, ওরাও নাটালির থেকে বয়সে খুব বেশি বড় হবেনা, ওদের মা-বাবা কি একদম ভয় পাচ্ছেনা?

"তোমার বাচ্চা কয়টা?" প্রশ্ন করলো অ্যাঞ্জি, ওর গলাও ওর শরীরের মতো চিকন শোনালো। "আচ্ছা বিয়ে হয়েছে কি, নাকি সেটাও বাকি!?"

BanglaBook.org

"দুটো উত্তরই, না।," বিয়ারে চুমুক দিয়ে বললাম। চোখের সামনে ভেসে উঠলো অ্যাঞ্জির অতীত, যখন ও স্কুল থেকে আমার বাসায় ঘুরতে এসে হড়বড় করে বমি করে দিয়েছিলো, তারপরে বাথরুম থেকে বিজয়ীর মতো বেরিয়ে এসেছিলো। আমার মনে হয় কারি'র আমাকে এখানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত ভুল ছিল, পরিচিত লোকের মাঝে কাজ করতে গেলে আসল কাজের থেকে হাবিজাবি কাজ বেশি হয়।

"মেয়েরা, একটা ভিন-শহুরে মানুষকে এতক্ষন আটকে রাখা ঠিক না।" কথাটা ভেসে এলো মায়ের এক বান্ধবীর কণ্ঠে, জ্যাকি ও'নীল (নী ও'কিফ)। মহিলার চেহারা দেখে মনে হল সেখানে সাম্প্রতিক কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। ওর চোখদুটো ফোলা কিন্তু চেহারা রক্তিম, টানটান। যেন কোনও বদরাগী শিশু গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ছটফট করছে। ওর তামাটে আঙুলে হীরের দ্যুতি ঝিলিক দিতে দেখা গেল, গায়ের থেকে ভেসে এলো রসালো ফল আর পাউডারের গন্ধ। মহিলা এগিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল।

সন্ধ্যেটা আমার জন্য যেন পুনর্মিলনের আসর হয়ে উঠেছে ক্রমশ, নিজেকে শৈশবে ফিরে যেতে আবিষ্কার করলাম। নোটবুক বের করার সাহস অবশ্য দেখাতে পারলামনা বাকি সময়টা, মা দূর থেকে সতর্ক নজর রেখে চলছিল আমার উপর।

"বাহ! তোমাকে কিন্তু দারুণ দেখাচ্ছে।" আদুরে ভঙ্গিতে বলল জ্যাকি। ওর মাথাটা তরমুজের মতো, চুলগুলো অতিরিক্ত রং বদলানোর ফলে জৌলুসবিহীন, আর মুখে একটা হাড় জ্বালানী হাসি। জ্যাকিই সেই মহিলা যে সবার প্রথম আমার হাতে ট্যাম্পন এর প্যাকেট ধরিয়ে ছিল, আমার মা নয়। আমাকে চোখ টিপে আশ্বাস দিয়েছিলো কোনও রকম যৌন সমস্যার জন্য তাকে ফোন করলে সমাধান দেবে। আমাকে ছেলেদের কথা বলে খোঁচানো ওর অভ্যাসের মতো ছিল। "কেমন আছো? তোমার আসার খবর তো পেলামই না। আজকাল তোমার মা আমার সাথে কথা বলেনা মনে হয় ওকে আবার কোনভাবে হতাশ করেছি আমি। জানোই তো আমাদের সম্পর্কটা কেমন!" আমার হাতে টিপে ধমপায়ীর মত খুক খুক করে কাশি দিলো জ্যাকি। সম্ভবত নেশা চড়ে গেছে ওর।

"হয়তো কার্ড-ফার্ড পাঠাতে ভুলে গিয়েছিলাম," বকবক করে চলল ও, ওয়াইনের গ্লাস ধরা হাতটা দিয়ে বাড়াবাড়ি রকমের অঙ্গভঙ্গি করে। "হয়তোবা যে মালী'কে ওর কাছে পাঠিয়েছিলাম সে ওকে খুশি করতে পারেনি। ওহ শুনলাম তুমি মরা বাচ্চাগুলোকে নিয়ে কি সব গল্প লিখছ; খুনগুলো একদম বর্বর।" ওর কথাগুলো এতটাই অসংলগ্ন যে পুরোটা আলাদা ভাবে বুঝতে খানিকটা সময় লেগে গেল। আমি কথা বলা শুরু করতে যাবার আগেই হাতটা আলতো করে ধরে সিক্ত চোখে

BanglaBook.org

আমার দিকে তাকালো জ্যাকি, তারপর বলল, "ক্যামিল, সোনা, তোমাকে কতদিন পড়ে দেখছি আবার। আর এখন তোমার ছোট্টবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, সেসময় তোমার বয়সও এই মৃত বাচ্চাগুলোর মতোই ছিল হয়তো। ভাবলেই খারাপ লাগে, সবকিছু কেমন যেন ভুলপথে এগুচ্ছে। আমি ঠিক বোঝাতে পারছিনা।" এক ফোঁটা জল তার গাল বেয়ে নেমে এল। "যোগাযোগ রেখো, কেমন? পরে কথা হবে।"

কীণ দম্পতির সাথে কোনও কথা না বলেই বেরিয়ে আসতে হল শেষ পর্যন্ত। সারাদিনের কথোপকথনে আমি ক্লান্ত, যদিও নিজে তেমন কিছুই বলিনি, কেবল শুনেছি।

বেশ কিছুক্ষণ পড়ে ফোন দিয়েছিলাম ওদের বাড়িতে আবার, ব্যাখ্যা করেছিলাম ফিচারের বিষয়বস্তু সম্পর্কে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওদের সাহায্য পাইনি।

রাতে বসে ফিচারটা তৈরি করলাম, শেষমেশ এরকম দাঁড়ালো ব্যাপারটাঃ-

মিসউরির ছোট্ট শহর উইন্ডগ্যাপে ১০ বছরের শিশু নিখোঁজের পোস্টারগুলো এখনো ঝুলছে, কিন্তু মেয়েটা এখন শুয়ে আছে কবরে। গত মঙ্গলবার কবর দেওয়া হয় ওকে। একটা শোকসভাও আয়োজিত হয়, সেখানে ফাদার বলেন ক্ষমা এবং শান্তির কথা, কিন্তু সেসব শুনে কারও হৃদয়ের ক্ষত শুকায়নি। কারণ ফুটফুটে বাচ্চাটা ছিল খুনির দ্বিতীয় শিকার। পুলিশ ধারণা করছে এর পেছনে কোনও সিরিয়াল কিলারের হাত রয়েছে, এমন কেউ যার লক্ষ্য কেবল নয় দশ বছরের বাচ্চারা।

"শহরের সব শিশুই আমারদের নয়নের মণি," এই উক্তি করেছেন স্থানীয় কৃষক রোনাল্ড জে. ক্যামেন্স। ভদ্রলোক সদ্য মৃত নাটালি জেইন কীণ এর অনুসন্ধানে সাহায্য করেছেন। "বিশ্বাসই হয়না আমাদের শহরেও এসব হচ্ছে।"

কীণ এর মৃতদেহ শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় ১৪ই মে, প্রধান সড়কের বুকে, দুটো দালানের মাঝে। "আমরা ওর হাসিমুখ আর দেখতে পাবোনা," বলেছেন জিনি কীণ, ৫২ বছর বয়সী এই ভদ্রমহিলাই নাটালির মা। "আমরা আর শুনতে পাবোনা ওর কান্নার শব্দ, আমরা ওকে অনেক মিস করবো, অনেক।"

যদিও এরকম ঘটনা এশহরে এবারই প্রথম নয়। গত আগস্টের ২৭ তারিখ নয় বছর বয়সী অ্যান ন্যাশের মৃতদেহ পাওয়া যায় জঙ্গলের মধ্যে, জলাশয়ের ধারে। বাড়ি থেকে সাইকেল চালিয়ে এক বন্ধুর বাসায় যাবার পথে গুম হয় মেয়েটা। দুটো খুনেই খুনি মৃত মেয়েগুলোর সব দাঁত উপড়ে নিয়েছে।

BanglaBook.org

এই খুনগুলো পাঁচ সদস্যে উইন্ড গ্যাপ পুলিশকে ধন্ধে ফেলে দিয়েছে। অভিজ্ঞতার অভাবের দরুন তারা ক্যানসাসের হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন জানালে সেখান থেকে এক প্রশিক্ষিত গোয়েন্দাকে পাঠানো হয় তদন্ত ভার দিয়ে।

শহরের বাসিন্দারা (প্রায় ২,১২০ জন) অবশ্য একটা বিষয়ে নিশ্চিত, এই বিকারগ্রস্থ খুনি বিশেষ কোনও কারণ ছাড়াই একের পর এক হত্যা করে চলেছে।

"কেউ একজন আছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে ভালমানুষের ছদ্মবেশে, কেবল শিশুহত্যা করতে," বলেন অ্যানের বাবা, বব ন্যাশ। মধ্যবয়সী ভদ্রলোক (৪১ বছর) পেশায় একজন চেয়ার বিক্রেতা। "এর মধ্যে কোনও ষড়যন্ত্র নেই, কোনও রহস্য নেই, কেউ কেবল শখের বশে খুন করেছে আমার ছোট্ট মেয়েটাকে।"

কিন্তু দাঁত উপড়ে নেবার বিষয়টার মধ্যে একটা রহস্য থেকেই যাচ্ছে, আর এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনও সূত্র এখনো মেলেনি। এই হত্যা রহস্য সমাধানের আগে পর্যন্ত পুরো শহরে অঘোষিত কারফিউ চালু হয়েছে ঘরে ঘরে। সবাই সতর্ক চোখে পাহারা দিচ্ছে একসময়ের নীরব এই শহরটা।

এখানের বাসিন্দারা নিজেদের মন ঠান্ডা করার চেষ্টা চালাচ্ছে। "আমি আপাতত কারও সাথে এবিষয়ে কথা বলতে চাইনা," বলেন জিনি কীণ। "একটু একা থাকতে চাই। আমরা সবাই ঝামেলা থেকে দূরে থাকতে চাই।"

খুবই জঘন্য মানের হয়েছে লেখাটা-এটা আলাদা করে বলে দেবার প্রয়োজন নেই, নিজেই বেশ বুঝতে পারছি। কারিকে এটা মেইল করতে করতেও পুরো বিষয়টা নিয়ে মনে অসন্তোষ বাসা বেঁধে রইলো। প্রথমত, পুলিশ ব্যাপারটাকে এখনো সিরিয়াল কিলারের কাজ উল্লেখ করে কোনও বিবৃতি দেয়নি। তাছাড়া জিনি কীণ এর প্রথম উদ্ধৃতিটা ঝাড়তে হয়েছে চার্চের শোক সংলাপের পাতা থেকে। দ্বিতীয়ত, আমি পরের বার যখন মহিলাকে ফোন করেছিলাম ইন্টারভিউ নেবার জন্য তখন আমার আসল পরিচয় ধরে ফেলে যেসব গালাগালি আমাকে করা হয়েছিলো সেসবেও বদল করতে হয়েছে রিপোর্টে। মহিলা বুঝতে পেরেছিলো তার মেয়েরে মৃত্যুটাকে মুখোরোচক করে অন্যদের খাবার বানাবো আমি। তাই বলেছিল, "আমাদের একা থাকতে দাও, সবে মেয়েটাকে কবর দিয়ে এসেছি। লজ্জা করেনা এভাবে বিরক্ত করতে। ছিঃ।" এখান থেকেই বানী উদ্ধার করতে হয়েছে। ভিক্যারির জ্বালায় তো কোনও উক্তিই বের করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে এখানকার মানুষের মুখ থেকে।

BanglaBook.org

কারি অবশ্য লেখটার বেশ ভালোই হয়েছে বলল-'বেশ ভালো, কিন্তু ফাঁফাটি নয়, কেবল ভালো একটা সূচনা,' এমনটাই বলল। লেখাটার জন্য একটা পাঞ্চলাইনও বসিয়ে দিলো ও- "শিশুখুনি, এক সিরিয়াল কিলার।" টাইটেলটা চলনসই, বেশ বুঝতে পারছিলাম, কিন্তু আরও একটু নাটকীয়তা থাকলে ভালো হতো। হয়তো লেখাটা পড়ার সময় বসে মদ গিলছিল কারি, সেজন্য এরকম একটা সাদামাটা অবস্থায় এসে ঠেকেছে শিরোনাম।

মৃত মেয়েগুলোর পরিবারের ব্যাপারে আরও ভালোভাবে তথ্য জোগাড়ের নির্দেশ পেলাম। বলা যায় নিজেকে প্রমাণ করার এটা আরও একটা সুযোগ। সম্ভবত আমার ভাগ্যটা ভালো- এখনও পর্যন্ত শিকাগো পোস্ট ছাড়া অন্য কোনও পত্রিকা উইন্ডগ্যাপ নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেনি। ওদিকে অন্য সবাই কংগ্রেসের ভেতরকার যৌন কেলেংকারি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, দলের একজন দু'জন নয় বরং তিন তিন জন ধরা পড়েছে জালে। তাদের মধ্যে দু'জন মহিলা। তাছাড়াও অপেক্ষাকৃত মনোরম শহর সিয়েটেলের বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে অপর এক সিরিয়াল কিলার। কুয়াশা আর কফি হাউজের আড়ালে কেউ খুন করে চলছে অন্তঃসত্ত্বা নারীদের। মহিলাদের পেট চিরে তারপরে ভেতরের জিনিশগুলো ঘেঁটে সাজায় সে, কেবলমাত্র আত্মতৃপ্তির জন্য। তাই আমাদের ভাগ্যই বলতে হয় যে অন্যান্য পত্রিকার সব রিপোর্টার বিভিন্ন দিকে ব্যস্ত আছে, আর আমার শৈশবের শহরে নাক গলানোর সুযোগ পেয়েছি কেবল আমি।

ঘুমাতে ঘুমাতে বুধবার চলে এলো, মাথার উপর কম্বল টেনে ঘেমে যাওয়া অবস্থাতেই সেঁটে রইলাম বিছানায়। কয়েকবার ঘুম ভেঙ্গে গেলে টেলিফোন, কাজের মহিলার ভ্যাকিউম আর উঠোনের আগাছা পরিষ্কার করার মেশিনের শব্দে। ঘুম থেকে না ওঠার জন্য জোড়তোড় চেষ্টা চালিয়ে গেলাম, কিন্তু দিনের আগমন বারবার জানান দিচ্ছিল তার উপস্থিতি। চোখ বন্ধ করে কল্পনায় শিকাগো ফিরে গেলাম আমি, সেখানে আমার ছোট্ট বিছানার উপরে গিয়ে বসলাম, আমার এপার্টমেন্টে। সুপারমার্কেটের দিকে পেছন ফিরে রয়েছে দালানটা। চার বছর আগে যখন ওখানে উঠেছিলাম তখন ওই সুপারমার্কেট থেকেই কিনেছিলাম একটা ওয়্যারড্রোব, আর প্লাস্টিকের টেবিল। সেই টেবিলে বসেই সস্তা প্লাস্টিকের প্লেটে বাঁকানো ছোট্ট চামচ দিয়ে খাওয়া দাওয়া চলে আমার। হলদে ফার্ন গাছটার কথাও মনে পড়লো, প্রতিবেশীর ডাস্টবিনের পাশে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম ওটা, পানি না পেয়ে ওর কি অবস্থা হয়েছে কে জানে। ওহ! ওটাকে তো ফেলেই দিয়েছি মাস দুয়েক আগে। আমি ওটার কথা বাদ দিয়ে আমার শিকাগো জীবনের অন্য প্রতিচ্ছবি গুলো মনে

BanglaBook.org

করার চেষ্টা করলাম। আমার ছোট্ট অফিসঘর, কিংবা ওখানে ব্যবস্থাপক, যে আমার নামই এখনও জানেনা। খ্রিস্টমাসের পর সুপারমার্কেটের সাজানো বাতিগুলো হয়তো এখনও খোলা হয়নি। আরও মনে পড়লো কয়েকজন সহকর্মীর কথা যারা হয়তো আমার অভাব এখনও টের পাচ্ছেনা।

উইন্ডগ্যাপ আমার প্রচন্ড অপছন্দ হলেও শিকাগোকে ভালো লাগার তেমন কারণ খুঁজে উঠতে পারিনি এখনও।

গোলাকার ঝুল ব্যাগটা থেকে ভদকার ফ্লাক্স বের করে ফিরে এলাম বিছানায়। তারপর চুমুক দিতে দিতে চোখ রাখলাম ঘরটার দিকে। আমার ধারণা ছিল আমি চলে যাবার পর মা ঘরটার যাবতীয় জিনিশপত্র গুটিয়ে ফেলবে, কিন্তু জায়গাটা এখনও একদম আগের মতোই আছে। ঘরের সাজসজ্জা দেখে নিজের কৈশোরের পানসে দিনগুলোর জন্য লজ্জা হল- দেয়ালে কোনও পপস্টার কিংবা প্রিয় সিনেমার পোস্টার নেই, কোনও মেয়েলী ছবির সংগ্রহ নেই, ঘরে সাজিয়ে রাখার মতো ফুলের তোড়াও নেই। এগুলোর বদলে দেয়ালজুড়ে আছে কতগুলো নৌকার ছবি, আছে রঙ্গে আঁকা কবিতার বুলি, আর আছে মহিলা রাজনীতিবিদ 'এলানোর রোসভেল্ট' এর একটা পোর্টরেট। বিশেষ করে পোর্টরেটটা রাখা পুরো অযৌক্তিক, কারণ ভদ্রমহিলা সম্পর্কে তেমন কিছুই আমি জানতাম সেসময়। শুধু এটুকু জানতাম উনি একজন ভালোমানুষ, তখন হয়তো সেটুকুই যথেষ্ট ছিল। যদি এখন আমাকে ছবিটার বদলে অন্য কিছু রাখার সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে আমি প্রেসিডেন্ট ওয়্যারেন হার্ডিং এর স্ত্রী'র একটা ছবি রাখার চেষ্টা করতাম। ভদ্রমহিলা তার উপর হওয়া ছোট ছোট অন্যায়ের কথা একটা ছোট লাল ডাইরিতে টুকে রাখতো তারপরে সেটা দেখে দেখে প্রতিশোধ নিতো অন্যায়ের পরিমান বুঝে। এরকম ফার্স্ট লেডিই আমার বেশি পছন্দ, যারা পাল্টা আঘাত করতে জানে।

আরও কিছুটা ভদকা চালান করলাম গলায়, আবার অজ্ঞান হয়ে যেতে পারলে ভালোই হয়, আঁধারে মুড়ে হারিয়ে যেতে পারলেই উত্তম। ভেতরটা দুর্বল লাগল, কান্নার মতো কিছু একটা দলা পাকিয়ে রয়েছে গলায়, যেন আমি ঠিক জলভরা একটা বেলুন, বসে আছি ফেটে যাবার অপেক্ষায়। উইন্ড গ্যাপ আমার জন্য স্বাস্থ্যকর না, বাড়িটা আরও অস্বস্তিকর।

প্রায় নিঃশব্দ একটা টোকা পড়ল ঘরের দরজায়। "কে?" ভদকার গ্লাসটা বিছানার এক পাশে লুকিয়ে প্রশ্ন করলাম।

"ক্যামিল? আমি মা।"

"কি ব্যাপার?"

BanglaBook.org

"তোমার জন্য কিছু লোশন এনেছি।" বলল মা।

আবাছাভাবে এগিয়ে গেলাম দরজাটার দিকে, ভদকা এই জায়গাটা সহ্য করার মতো বাড়তি ক্ষমতার যোগান দিচ্ছিলো আপাতত। গত ছয়মাস ধরে মদ্যপানে অনেক সতর্কতা ধরে রেখেছি, কিন্তু এখানে সেসব করে লাভ নেই। দরজার ওপাশে মা'কে দেখা গেল, ভাবটা এমন যেন তার মরা মেয়ের সংগ্রহশালা দেখতে এসেছে। ওর হাতে একটা ফ্যাঁকাসে সবুজ রঙের ক্রিমের টিউব ধরা।

"এতে ভিটামিন-ই আছে, সকালেই এনেছি।"

মায়ের বদ্ধমূল ধারণা ভিটামিন-ই এর ঔষধি গুণ আমার ত্বক শৈশবের মতো মসৃণ আর নিটোল করে তুলবে, কিন্তু এখনো তার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছেনা।

"ধন্যবাদ" শুকনোভাবে বললাম।

মা'র চোখ আমার টি-শার্টে ঢাকা ঘাড়, হাত-পা ঘুরে আমার মুখের উপর এসে স্থির হল অবশেষে, চোখে ভ্রুকুটি জেগে রইলো। অতঃপর মাথা নেড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঠায় ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলো।

"শোকসভায় খুব অস্বস্তি হয়েছে?" অগত্যা সামান্য আলাপচারিতার চেষ্টা করলাম।

"হুম, কিছুটা তো বটেই। ওই ছোট্ট কফিনটাও পুরনো কথা মনে করিয়ে দিলো।"

"আমারও অস্বস্তিকর লেগেছে ওটা।" মাথা ঝাঁকালাম আমি। "আমি এখনও ওকে অনেক মিস করি, এখনও। কি অদ্ভুত! তাইনা?"

"মিস না করলে সেটাই অদ্ভুত হতো, ও তোমার বোন ছিল। বোন হারানোর যন্ত্রণা মেয়ে হারানোর যন্ত্রণার থেকে কিছু কম না। তোমার বয়স সেসময় কম হলেও কষ্টটা বোঝার মতো ছিল।" সিঁড়ির নিচ থেকে অ্যালেনের শিসের শব্দ ভেসে আসছিল, কিন্তু মা কান দিলো না। "তবে মেয়ের জন্য জিনির চিঠি পড়ার ব্যাপারটা আমার একদম ভালো লাগেনি," কথা এগুলো মা। "ওটা একটা শোকসভা ছিল, রাজনৈতিক র‍্যালি না, ভাষণের কি দরকার? আর ওরা পোশাকও পরেছিল যাচ্ছেতাই, আনুষ্ঠানিকতার ছাপ ছিলোনা একদম।"

"আমার কিন্তু চিঠিটা ভালো লেগেছে, অনেক আবেগ ছিল ওখানে," বললাম আমি। "ম্যারিয়েনের শোকসভায় তুমি কোনও চিঠি পড়নি?"

"না, সেসময় চিঠি পড়ার মতো মনের অবস্থা ছিলোনা। কিন্তু তুমি এসব বেমালুম ভুলে গেলে কিভাবে ক্যামিল? তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত।"

"আমার বয়স মাত্র তেরো ছিল, মা।" ঘটনাটা প্রায় বিশ বছর আগেকার।

BanglaBook.org

"হুম, তা ছিল বটে। তা আজ কি পরিকল্পনা তোমার? ড্যালি পার্কে নতুন গোলাপ ফুটেছে, ওখানে যাবে নাকি একবার?"

"উম, একবার থানায় যাওয়া দরকার।"

"ওই জায়গাটার নাম উচ্চারণ করবেনা," ঝাঁঝের সাথে বলল মা। "বলবে তুমি কোনও বন্ধুর সাথে দেখা করতে যাচ্ছো, কিংবা কাজে যাবে।"

"আচ্ছা, তাহলে কাজে যাবো।"

"বেশ, তোমার কাজ শুভ হোক।"

গটগট করে করিডোর ধরে চলতে শুরু করলো মা, এবং একটু পরেই তার সিঁড়ি ধরে নিচে নামার শব্দ শুনতে পেলাম।

ঠান্ডা পানিতে গোসল সেরে নিলাম। নেভানো বাতির মাঝে একটা ভদকার গ্লাস সাথে করে বাথটবের মধ্যে ডুবে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপরে জামাকাপড় পরে হলঘরে রাস্তা ধরলাম। ঘরের মধ্যে একধরণের এলোমেলো নিস্তব্ধতা, ঠিক যেমনটা দু'শ বছর পুরাতন বাড়িগুলোতে হয়। রান্নাঘর থেকে পাখা ঘোরার শব্দ এলো, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বুঝলাম ওখানে কেউ নেই। তারপরে ভেতরে ঢুকে একটা চকচকে সবুজ আপেল তুলে কামড় বসলাম, এবং বাইরের রাস্তা ধরলাম। আকাশের বুকে মেঘের আনাগোনা চোখে পড়লোনা সেভাবে।

বাইরে বেরুতেই বারান্দায় এক মেয়েকে দেখতে পেলাম, ও গভীর মনোযোগের সাথে চার ফুট উঁচু একটা খেলাঘরের দিকে তাকিয়ে আছে, ওটা ঠিক মায়ের বাড়িটার আদলে তৈরি। মেয়েটার স্বর্ণালী চুল পিঠের পেছন ধরে সুন্দরভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, ওর পিঠ ঘোরানো আমার দিকেই। ও আমার দিকে ঘুরতেই চমকে উঠলাম, এতো সেই সুন্দর মেয়েটাই যার সাথে জঙ্গলের ধারে আমার কথা হয়েছিলো, সেদিন নাটালির শোকসভার সময়েও বন্ধুদের সাথে বাইরে বসে ছিল মেয়েটা।

"অ্যামা?" বিব্রতভাবে প্রশ্ন করলাম, শুনে ফিক করে হেসে ফেলেল ও।

"তা তো বটেই। নাহলে অ্যাডোরার বাড়ির বারান্দায় বসে ছোট্ট অ্যাডোরার খেলাঘরটাতে খেলার সাহস আর কি কেউ দেখাবে?" উত্তর দিলো মেয়েটা।

ও একটা শিশুতোষ গ্রীষ্মের পোশাক পরে ছিল, তার সাথে মিল রেখে একটা খড়ের হ্যাটও হাতে ঝুলতে দেখলাম। এই প্রথমবারের মতো ওকে একজন তের বছরের মেয়ের মতো মনে হচ্ছিলো আমার। না ভুল বললাম, আরও কম মনে হচ্ছে ওর বয়স, যেসব পোশাক ও পড়েছে তাতে ওর বয়স দশের বেশি মনে হচ্ছেনা। ওকে পরখ করছি বুঝতে পেরে অ্যান বলল,

BanglaBook.org

"এসব সাজপোশাক অ্যাডোরাকে দেখানোর জন্য করতে হয়, বাড়িতে আমি পুতুলের মত ছোট্ট মেয়ে।"

"কিন্তু তুমি আসলে সেটা না, তাইতো?"

"ঠিক তাই। তুমি তো ক্যামিল, আমার সৎ বোন, অ্যাডোরার প্রথম মেয়ে। মৃত ম্যারিয়েনের বড় বোন। তুমি অতীত, আমি বর্তমান। কিন্তু তুমি আমাকে এতবার দেখেও চিনতে পারলে না। আফসোস।"

"আসলে অনেকদিন তো এদিকে আসা হয়না। আর মাও খ্রিস্টমাসে ছবি পাঠানো বন্ধ করে দিলো বছর পাঁচেক আগে।"

"ছবি কিন্তু যথেষ্টই তোলা হয়, তোমাকে পাঠানো হয়না কেবল। প্রতি বছর অ্যাডোরা আমাকে লাল-সবুজ ডোরাকাটা জামা কিনে দেয় খ্রিস্টমাসে। আর ফটো তোলা শেষ হলেই সেসব ছুঁড়ে ফেলে দেই আগুনে।"

অ্যান ছোট্ট কমলালেবু সাইজের টুল খেলাঘরের মধ্যে থেকে বের করে আমার সামনে তুলে ধরল। তারপর বলল, "এটা আবার নতুন করে সাজাতে হবে। অ্যাডোরা বাড়ির রঙের নমুনা পিচ রঙা থেকে বদলে হলদে করেছে, তাই এটাকেও অমনটাই করতে হবে। আমাকে অবশ্য বলেছে নিয়ে যাবে কাপড়ের দোকানে, যাতে আমি ম্যাচিং কভার কিনে নিতে পারি ওখান থেকে। খেলাঘরটা আমার শখের মতো, বুঝলে।" ওর কথাগুলো খুব বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হল। 'আমার শখের', কথাগুলো ওর মুখ থেকে মিষ্টি মধুর সুরে মাখমের মতো বেরিয়ে এলো, কিন্তু এসব কথা আসলে ওর নিজের না, আমার মা কে নকল করার চেষ্টা কেবলমাত্র। অ্যাডোরার ছোট্ট মেয়ে অ্যাডোরার ঢং নকল করছে।

"দেখে মনেহচ্ছে শখটা ভালোই এগুচ্ছে," এই বলে ওকে দ্রুত বিদায় জানিয়ে এগুলাম আমি।

"থ্যাংক-উ," ওর চোখ দুটো দেখলাম খেলাঘরের ভেতরে আমার ঘরটার উপর গিয়ে স্থির হয়েছে। ও ছোট্ট আঙুল আমার পুতুল বিছানাটার উপর ঠেকিয়ে বলল, "আশাকরি তুমিও এখানে ভালো থাকবে।" ওর বিড়বিড়ে সুর শুনে মনে হল আমার সাথে না, বরং ওই ছোট্ট ঘরটার ভেতরে আমার অদৃশ্য ক্ষুদে সত্তার সাথে কথা বলছে নিভৃতে।

থানার থেকে কিছু দূরে চিফ ভিক্যারির দেখা পেলাম, সে সেকেন্ড অ্যান্ড এলি'র মোড়ে দাঁড়িয়ে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে একটা দোকানের সামনের পথ-নির্দেশক বোর্ডটা সমান করার চেষ্টা করছে। প্রতিটা বাড়ির সাথে সাথে চোখ কুঁচকে যাচ্ছে তার, আর গায়ের জামাটা ইতিমধ্যেই ভিজে চুপচুপে হয়েছে। চশমাটাও নেমে এসেছে নাকের একদম কোনায়।

"আমার মুখ খুলবেনা, মিস প্রিকার।" (ধুম) হাতুড়ির শব্দ।

BanglaBook.org

"সেটাই স্বাভাবিক, আসলে আমিও এই কাজের দায়িত্ব নিতে চাইনি, এই শহরের মেয়ে দেখে জোর করে আমাকে ধরিয়ে দিয়েছে কাজটা।"

"শহরের মেয়ে, কই এতদিন তো এদিকমুখো হননি, মিস প্রিকার।" (ধুম)

চুপ করে ফুটপাথের ফাটল ধরে বেড়ে ওঠা আগাছাগুলোর দিয়ে চেয়ে রইলাম। লোকটার 'মিস' বলার ভঙ্গিতে খোঁচার ভাব স্পষ্ট। হয়তো এতদিন ধরে এই জঘন্য কাজটা করতে করতে ভদ্র ভাষার সম্বোধনে অনভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, অথবা এটা আমার অবিবাহিত পরিস্থিতিকে কটাক্ষ করেই বলেছে ভিক্যারি। তিরিশোর্ধ্ব অবিবাহিত নারীদের এসব অঞ্চলে বিচিত্র জীব হিসাবে গণ্য করা হয়।

"ভদ্রলোক হলে এভাবে মৃত বাচ্চাদের খবর বানায় না কেউ" (ধুম), "এটাকে সুযোগসন্ধানী মনোভাবও বলা যায়, মিস প্রিকার।"

রাস্তার ওপারে এক বয়স্ক লোককে দেখা গেল হাতে একটা দুধের কার্টুন ধরা অবস্থায় পা টেনে টেনে সাদা কাঠের বাড়িটার দিকে এগিয়ে যেতে দেখা গেল।

"হয়তো আপনিই ঠিক, নিজেকে অতটা ভদ্র ভাবতে পারছিনা আপাতত।" ভিক্যারিকে একটু বাড়তি তোষামোদের চেষ্টা চালালাম। ও আমাকে পছন্দ করে ফেললে কাজ সহজ হবে অনেকটাই, তার তাছাড়া ওর ঝগড়াটে ভাবটা আমাকে কারি'র কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। "কিন্তু ব্যাপারটা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারলে ওদের সাহায্য পাওয়া যাবে, হয়তো এতে সমাধানও দ্রুততা পাবে, আগেও তো এরকম ঘটনা ঘটেছে।"

"আহহহ!" হাতুড়িটা দুম করে নিচে ছুঁড়ে ফেলে আমার দিকে ফিরল ভিক্যারি। "সাহায্য! এর মধ্যেই চাওয়া হয়েছে সেটা। ক্যানসাস থেকে বিশেষ গোয়েন্দা এসেছে এখানে মাসের পর মাস। আর ওই লোকও মাথামুন্ডু কিছুই আবিষ্কার করতে পারেনি। বলে, এটা নাকি কোনও পাগল ভবঘুরের কাজ, যার এখানে এসে জুড়ে বসেছে বছরখানেক আগে। কই আমার চোখে তো তেমন কাউকে পড়েনি, এতো ছোট শহরে নতুন কেউ এসে তো আর চোখ এড়িয়ে যেতে পারেনা।" আমার দিকে তির্যকভাবে তাকিয়ে বলল অফিসার।

"ঘন জঙ্গলটার কথাও মাথায় রাখতে হবে।" বাৎলে দিলাম।

"ওটা তো অচেনা নয়, আপনিও তো পরিচিত ওটার সাথে, নাকি?"

"আমার তো মনে হয় আমি না চিনলেই আপনি বেশি খুশি হন!"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিগারেটে আগুন দিলো অফিসার, তারপরে পথ-নির্দেশক বোর্ডটার উপরে হাত রাখলো রক্ষনশীল ভঙ্গিতে, "তা তো বটেই," বলল সে।

BanglaBook.org

"কিন্তু আমি গবেট তো নই। এর আগে কোনও খুনের মামলায় কাজ না-ই করতে পারি, কিন্তু গবেট আমি নই।"

আমার চিন্তাগুলো একত্রিত হয়ে উঠছিলনা, হয়তো বেশি ভদকা গেলা উচিত হয়নি। আসলে ওর কথাগুলো ধরতে পারছিলাম না, সঠিক প্রশ্নটা ওকে করে উঠতে তাই বার বার ব্যর্থ হচ্ছি।

"উইন্ড গ্যাপের কাউকে সন্দেহ হয় আপনার?"

"নো-কমেন্ট।"

"আচ্ছা এটা গোপন থাকবে, আপনি বলুন কেন উইন্ড গ্যাপের কেউ বাচ্চাগুলোর জীবন নেওয়া শুরু করতে যাবে?"

"মরার কিছুদিন আগে অ্যান প্রতিবেশীদের পোষা পাখিটাকে খুন করেছিলো, আমি গিয়েছিলাম খবর পেয়ে। ওর বাবার হান্টিং নাইফ ব্যবহার করে লাঠিটাকে চোখা করেছিলো মেয়েটা। আর ওই নাটালি? ওরা তো মাত্র দু'বছর হল এখানে এসেছে। কেন এসেছে জানেন? কারণ ওই মেয়ে দু'বছর আগে ফিলাডেলফিয়ায় থাকাকালীন এক সহপাঠীর চোখের মধ্যে কাঁচি গেঁথে দিয়েছিলো। তাই ওর বাবা বেশ বড়সড় একটা চাকরি ছেড়ে এখানে এসে জুটেছিল পরিবার নিয়ে, যাতে ওরা সবাই আবার নতুন করে শুরু করতে পারে জীবনটা। এই শহরেই অবশ্য পূর্বপুরুষদের বাস ছিল। ভেবেছিল ঝামেলা থেকে বাঁচবে এখানে এলে, কিন্তু এখানেও যে ঝামেলা থাকে সেটা বুঝে উঠতে বড্ড দেরি হয়ে গেছে।"

"হুম, একটা মেয়ে বখে গেছে এটা সবাই জেনে ফেলার থেকেও বড় ঝামেলা লুকিয়ে ছিল এখানে।"

"সেটাই।"

"তাহলে বলছেন যে বাচ্চাগুলোকে পছন্দ করেনা এমন কেউই এটা করে থাকতে পারে? হয়তো খুনির সাথেও খারাপ কিছু করেছিলো মেয়েগুলো? হয়তো খুনগুলো প্রতিশোধের পরিনাম।"

ভিক্যারি নাকের মাথা ঘষে গোঁফে মোচড় দিলো, তারপরে নিচে পড়ে থাকা হাতুড়িটার দিকে তাকিয়ে সম্ভবত সিদ্ধান্ত নিতে চেষ্টা করলো আমার সাথে বকবকানিটা আরও এগিয়ে নেবে কিনা। ঠিক এমন সময় একটা কালো সেডান গাড়ি আমাদের সামনে হুঁশ করে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। প্যানেঞ্জার সিটের পাশের জানালা ধরে দেখা গেল গাড়ি চালকের চেহারা, কালো সানগ্লাসের ভেতর দিয়ে আমাদের দিকে তাকাল লোকটা।

BanglaBook.org

"এইযে বিল! আমাদের না তোমার অফিসে এখন মিটিং বসার কথা ছিল?"

"হুট করে কিছু কাজ পরে গেল আমার..." বলতে শুরু করলো ভিক্যারি।

লোকটা ক্যানসাসের সেই গোয়েন্দা, সানগ্লাসটা নিচে নামিয়ে আমার দিকে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে চোখ রাখলো। ওর বাদামী চুল বার বার বাম চোখের উপর এসে হানা দিচ্ছিল। নীল রঙে ওর চোখের। আমাকে দেখে চকচকে দাঁতে একটা চমৎকার হাসি দিলো লোকটা।

"হাই।" বলে মাটি থেকে হাতুড়ি তুলতে থাকা ভিক্যারির উপর থেকে আমার দিকে চোখ ফেরাল লোকটা।

"হাই।" বললাম আমি। শার্টের হাতা টেনে একদম নিচে নামিয়ে আনলাম, হাতের অর্ধেক পর্যন্ত ঢেকে গেল।

"তাহলে বিল, আমার গাড়ীতে যাবে? নাকি হেঁটে পৌঁছতে চাও- আমি আগেভাগে কফি নিয়ে থানায় চলে যেতে পারি তুমি চাইলে।"

"আমার কফি চলেনা, এটা তোমার এতদিনে বুঝে ফেলা উচিত ছিল। যাই হোক, আমি পনের মিনিটের মধ্যে যাচ্ছি।"

"দশ মিনিটের বেশি সময় নিওনা, এমনিতেই কাজ খুব ধীর গতিতে এগুচ্ছে।" তারপরে আমার দিকে আবার আড়াআড়ি তাকিয়ে ব্যাটা বলল, "চাইলে কিন্তু লিফট নিতে পারতে, বিল।"

ভিক্যারি নীরবে মাথা নেড়ে না করে দিলো।

"তোমার বন্ধুটি কে? আমিতো ভেবেছিলাম এশহরের সবার সাথেই দেখা সাক্ষাৎ হয়ে গেছে আমার, এ এলো কোত্থেকে?" রহস্যময় হাসি দিলো লোকটা। আমি বাধ্য ছাত্রীর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম, উদ্দেশ্য- চাইলে ভিক্যারিই পরিচয় করিয়ে দিক আমায়, নিজে কিছু বলব না।

(ধুম) ভিক্যারি কিছু না শোনার ভান করলো। এটা শিকাগো শহর হলে এতক্ষণে আমি নিজেই হাসিমুখে পরিচয় ঘোষণা দিতাম। আর এখানে মৌনব্রত ধরে নিতে বাধ্যই হলাম বলা চলে।

"আচ্ছা ঠিকাছে, থানায় দেখা হচ্ছে তবে।"

জানালাটা দ্রুত বন্ধ হয়ে যেতেই গাড়িটা দূরে সরে গেল ক্রমশ।

"এই লোকই তাহলে ক্যানাসাস থেকে আসা গোয়েন্দা?" উদ্দেশ্যহীন প্রশ্ন করলাম আমি।

উত্তরে আরও একটা সিগারেট ধরালো অফিসার, তারপরে হাঁটা দিলো থানার পথে। রাস্তার ওধারের বুড়ো লোকটা দেখলাম বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে উপরে পৌঁছে গেছে ততক্ষণে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪

জ্যাকব জে গ্যারেট মেমোরিয়াল পার্কের ওয়াটার টাওয়ারের নিচের অংশে কেউ নীল স্প্রে পেইন্ট দিয়ে আঁকিবুঁকি দিয়ে রেখেছে। ব্যাপারটা দেখতে অদ্ভুত লাগছে, যেন দালানটা ছোট্ট জুতো পড়ে দাঁড়িয়ে আছে। নাটালি কীণকে মৃত্যুর আগে এখানেই শেষ দেখা গিয়েছিলো, জায়গাটা এখন জনমানবশূন্য। পাশের বেসবল মাঠ থেকে ভেসে আসা ধুলো মাটির কয়েক ফুট উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, ধুলোর স্বাদ অনেকটা অতিরিক্ত সময় ধরে ফুটানো চায়ের মতো। জঙ্গলের ধার ঘেসে ঘাসগুলোও বেশ লম্বাটে। এখনও কেউ এগুলো কাটার উদ্যোগ নেয়নি কেন কে জানে? অ্যান ন্যাশকে লটকে দেওয়া পাথরগুলোকে তো রেহাই দেওয়া হয়নি, তবে ঘাসের বেলায় কেন এই বাড়তি প্রেম!?

যখন হাইস্কুলে পড়তাম তখন এই গ্যারেট পার্ক ছিল আমাদের আড্ডাখানা, সপ্তাহের শেষে এখানে একত্রিত হয়ে মদ-গাজার আসর বসতো এখানেই আমার রয়েছে প্রথম চুমুর এর স্মৃতি, তখন বয়স ছিল মাত্র তের। লোকটা ছিল ফুটবল খেলোয়াড়, ওর ঠোঁটের নিচে গোঁজা ছিল তামাক, সেই তামাকের গন্ধ চুমুর থেকে বেশি ধাক্কা দিয়েছিলো। ওর গাড়ির পেছনেই বমি করে ফেলেছিলাম, পেট থেকে উঠে এসেছিলো ওয়াইন এর মতো রঙ্গিন ফলের টুকরোগুলো।

"জেমস ক্যাপিসি এখানে এসেছিলো।"

আমি ঘুরে দাঁড়াতেই ছোট চুলের দশ বছর বয়সী একটা ছেলেকে দেখতে পেলাম, ওর হাতে একটা টেনিস বল শক্ত করে ধরা।

"জেমস ক্যাপিসি?" অনিশ্চিতভাবে প্রশ্ন করলাম আমি।

"আমার বন্ধু, ও এখানে ছিল যখন নাটালিকে ধরে নেওয়া হয়," বলল ছেলেটা। "জেমস দেখেছে, মহিলার পড়নে নাইট গাউন ছিল। নাটালি আর ও ফ্রিসবি খেলছিল, মাঝখান থেকে ওই মহিলা এসে তুলে নিয়ে যায় নাটালিকে। হয়তো জেমসকেও ধরে নিতে পারতো, কিন্তু ও মাঠের ওপাশে দাঁড়িয়ে ছিল, আর নাটালি দাঁড়িয়েছিল গাছগুলোর ধার ঘেঁষে। সেদিন ভালো রোদ পরেছিল দেখেই ওপাশটায় দাঁড়িয়েছিল জেমস। এমনিতে রোদের মধ্যে ওর নামা বারণ, ওর মা'র যদিও স্কিন

BanglaBook.org

ক্যাম্পার আছে, তবে কারও কথা শুনত না জেমস। এখন হয়তবা শোনে, কে জানে!" ছেলেটা হাতের বল মাটিতে ছুঁড়ে মারতেই ওখান থেকে ধুলো উড়ে ছড়িয়ে পড়ল ওর ধার ঘেঁষে।

"তাহলে ও এখন আর রোদ পছন্দ করেনা?"

"ও এখন কিছুই পছন্দ করেনা।"

"নাটালির ঘটনার পর থেকেই?"

ছেলেটা জোরে কাঁধ ঝাঁকালো, "আসলে ও একটা ভিতুর ডিম।"

আমার চোখের থেকে চোখ নামিয়ে মাটিতে রাখল ছেলেটা, তারপরে হঠাৎ করেই হাতের বলটা ছুঁড়ে মারল এদিকেই, আমার কোমরে আঘাত করে ওটা ছিটকে পড়লো।

খিকখিক করে হেসে উঠল ছেলেটা, "সরি," বলে বলটার পেছনে দৌড় দিলো। ঝাঁপিয়ে পড়লো ওটার উপর নাটকীয়ভাবে, তারপরে তড়াক করে উঠেই ওটাকে মাটিতে আছাড় মারল সজোরে, বলটা এবারে প্রায় দশ ফিট উচ্চতা পাড়ি দিলো হাওয়ার বুকে, তারপরে নিচে নেমে আরও কয়েকটা আছাড় খেতে খেতে থেমে গেল।

"তোমার কথাগুলো বেশ ঘোলাটে মনে হচ্ছে, সেদিন নাইটগাউন পড়ে কে এসছিল?" বলটার উপর চোখ রেখেই প্রশ্ন করলাম।

"নাটালিকে যে তুলে নিয়ে গিয়েছিলো, সেই মহিলা।"

"মানে!" নাটালির ব্যাপারে এর আগে যা শুনেছিলাম তাতে করে, নাটালি বন্ধুদের সাথে খেলছিল। এরপরে সবাই একে একে চলে যায় বাড়িতে, পড়ে থাকে একা মেয়েটা। তারপরে ও যখন বাড়ির পথ ধরেছিল ঠিক তখনই সেখান থেকে ওকে গুম করা হয়।

"জেমস দেখেছিল, নাটালিকে এক মহিলা এসে নিয়ে গেল। ওরা দুজনই খেলছিল সেসময়, ফ্রিসবি। নাটালি চাকতিটা ধরতে না পেরে ওটা কুড়িয়ে আনতে জঙ্গলের দিকে গিয়েছিলো, সেখানেই মহিলা হাত বাড়িয়ে ওকে ধরে নেয়। তারপরে ওরা স্রেফ গায়েব হয়ে যায়। জেমস দৌড়ে পালায় এসব দেখে। এই ঘটনার পরে ও আর এমুখো হয়নি।"

"তুমি এতসব কিভাবে জানলে?"

"ওর বাড়িতে গিয়েছিলাম একবার। সেখানেই শুনেছি, আমরা খুব ভালো বন্ধু।"

"জেমস কি কাছেপিঠেই থাকে?"

BanglaBook.org

"ও গোল্লায় যাক। গরমের ছুটিতে যাচ্ছি চলে দাদীর ওখানে, আরক্যানসাসে। ওখানেই ভালো।"

এবারে ও বলটাকে ছুঁড়ে মারল বেসবল মাঠটা ঘিরে রাখা লোহার নেটের উপর, ওটা আটকে গেল সেখানেই, চারকোণা খোপের ফাঁকে।

"তুমি কি এখানেই থাকো?" পা দিয়ে ধুলো উড়িয়ে বলল ছেলেটা।

"হুম, থাকতাম। এখন থাকিনা। ঘুরতে এসেছি।" এই বলে আমি আবার প্রশ্ন করার চেষ্টা চালালাম, "জেমস কি কাছেপিঠেই থাকে?"

"তুমি হাইস্কুলে পড়?" ছেলেটার চেহারা গাঢ় শ্যামলা, দেখতে অনেকটা ছোটখাটো সৈনিকে মতো।

"না"

"কলেজ?" ওর গাল লালায় ভেজা।

"নাহ, আমি আরও একটু বড়।"

"আমার যেতে হবে।" লাফাতে লাফাতে পেছন দিয়ে চলে গেল ছেলেটা। বলটা বেড়ার থেকে দুর্বল দাঁতের মতো উপড়ে নিয়ে আমার দিকে ফিরে তাকাল একবার। তারপরে, "চললাম।" বলে বলটা রাস্তার উপর ছুড়ে দিলো, আমার গাড়ির সাথে দুম করে বাড়ি খেলো ওটা। বলটার পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে অদৃশ্য হয়ে গেল ছেলেটা।

গ্যাস স্টেশন ফা-স্টপে বসে আমি পাতলা টেলিফোন বইটার পাতা উল্টালাম, ক্যাপিসিদের খুঁজে বের করার প্রচেষ্টায়। কিছুক্ষণ পড়ে স্ট্রবেরী ড্রিংকসে চুমুক দিতে দিতে ৩৬১৭ হোমস স্ট্রীটের দিকে ছুটলাম।

ক্যাপিসিদের বাড়িটা শহরের একদম পূর্বদিক ঘেঁষে দরিদ্র অঞ্চলে অবস্থিত। ওখানকার সব বাড়িই ভাঙাচুরা, দুটো একটা মাত্র ঘর সেগুলোতে, আর বাসিন্দাদের অধিকাংশই কাজ করে কাছের শুয়োরের খামারে। এই খামার থেকেই পুরো দেশের শতকরা দুই ভাগ শুয়োর বাজারজাত হয়। যদি উইন্ড গ্যাপে কোনও গরীবকে ধরে জানতে চাও সে কি করে তাহলে বেশিভাগ ক্ষেত্রেই এই কারখানার শ্রমিক হিসাবেই তাকে আবিষ্কার করতে হবে। অনেকে তো আবার বংশ পরম্পরায় এখানে কাজে লেগে রয়েছে। কারখানার প্রজনন অংশে শুয়োরগুলোকে ছেঁচে বাক্সবন্দী করা হয় তারপর মাদী শুয়োরদের গর্ভবতী করার প্রক্রিয়া চালু হয়। তবে কারখানার কসাইখানার দিকটা একদম বাজে, ওখানে কয়েকজন কর্মী মিলে জোর করে শূয়রের পাল ফেলে দেয় একটা লাইনের ভেতর দিয়ে, যার শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে থাকে আরেকটা দল। ওরা পটাপট পেছনের পা ধরে তুলে ফেলে জন্তুগুলোকে তারপরে

BanglaBook.org

আগের থেকে তৈরি করা ফাঁসে ওদেরকে আটকে তারপরে লটকে দেয় ওপরের দিকে। সেখানেই উল্টো হয়ে ঝুলতে হাত পা ছুঁড়ে চিৎকার করে জন্তুগুলো। তীক্ষ্ণ ছুড়ির ফলা দিয়ে চিড়ে ফেলা হয় ওদের গর্দান, মেঝেতে রক্তের ফোয়ারা এঁকে দেয় লাল আলপনা। এরপরে ওদের অন্তিম আর্তনাদে ছটফট করতে থাকা শরীরেগুলোকে ছুঁড়ে ফেলা হয় ডালাখোলা একটা ট্যাংকের মধ্যে। সেখান থেকে ধাতব দেয়ালে প্রতিধ্বনি হয়ে ভেসে আসা যন্ত্রণার চিৎকারে কানে তালা লেগে যায় শ্রমিকদের। সারাদিন ওরা একপ্রকার বধির হয়ে দিন কাটায়। এরপর রাতে উল্লাস করে উচ্চসুরের সঙ্গীতের সাথে পানপাত্র হাতে। এই উচ্ছ্বাসের জন্য স্থানীয় পানশালা 'হিলা'য় ভিড় জমে ওদের, ওখানে কোনও শূয়রজাত খাবার পরিবেশন করা হয়না, শুধুই মুরগির আধিপত্য। হয়তো এসব মুরগিও একইভাবে কাটাচেরার মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত হয়েই আসে বাজারে।

ওহ! বলে নেওয়া ভালো, আমার মা এই পুরো শুয়োর সংক্রান্ত ব্যবসার একাধিপতি। এখান থেকে বছরে প্রায় ১.২ মিলিয়ন ডলার তার পকেটে যায়, তবে কারখানার কাজে হাত লাগায়না সে, অন্য লোকের মাধ্যমে পুরো বিষয়টা নিয়ন্ত্রিত করে।

একটা হুলো বেড়ালকে ক্যাপাসিদের সামনের বারান্দায় ডাকাডাকি করতে দেখা গেল, আমি ধীরে এগিয়ে গেলাম সেদিকেই। ভেতর থেকে ভেসে এল টিভিতে চলতে থাকা আলোচনা অনুষ্ঠানের শব্দ। অতঃপর দরজায় কয়েক-ঘা মেরে চুপচাপ অপেক্ষায় রইলাম। সুযোগ বুঝে বেড়ালটা আমার পায়ে আদরে গা ঘসতে লেগে গেল, ওর পাঁজরগুলো প্যান্টের ভেতর দিয়ে টের পেলাম। আমি আবার দরজায় টোকা দিলাম, টিভিটা বন্ধ হয়ে গেল সহসাই। বেড়ালটা একধারে ঝোলানো দোলনায় তলায় ঢুকে আবার ডাক দিলো।

আমি আবার টোকা দিতেই খোলা জানলা গলে একটা বাচ্চার গোলা ভেসে এলো, "মা?"

সেদিকে এগিয়ে যেতেই ধুলো বালির ভেতর দিয়ে একটা রোগা ছেলেকে দেখতে পেলাম, ওর চুলোগুলো কালো কোঁকড়ানো, চোখ বড়বড় করে আমার দিকেই তাকিয়ে রইলো ছেলেটা।

"হাই! বিরক্ত করলাম বোধহয়। আচ্ছা তুমিই কি জেমস?"

"কি চাই?" কাটাকাটা ভাবে বলল ও।

"জেমস, সত্যিই দুঃখিত, তুমি কি মজার কিছু দেখছিলে টিভিতে?"

"তুমি পুলিশ?"

BanglaBook.org

"আসলে তোমার বন্ধুকে কে মেরেছে সেটাই খুঁজছি, একটু কথা বলা যাবে?"

আমার কথা শুনে পালিয়ে গেলনা ছেলেটা, বরং জানালার ধার ঘেঁষে আঙুল ঘসে চলল। আমি বাইরেই দোলনাটার উপর বসে পড়লাম।

"আমি ক্যামিল। তোমার এক বন্ধুর থেকে শুনলাম ঘটনার দিন কিছু একটা দেখেছিলে। বেঁটেখাটো হলদে চুলের ছেলেটা তো তোমার বন্ধু, তাইনা?"

"ডি।"

"হবে হয়তো! পার্কের ওদিকে দেখা হল একটু আগেই, নাম জানিনা। ঐযে যে পার্কে নাটালি আর তুমি ঘটনার দিন খেলা করছিলে।"

"এক মহিলা ওকে তুলে নিয়ে গিয়েছে। আমার কথা কেউ বিশ্বাস করেনি। আমি যদিও ভয় পাইনা, কিন্তু তবুও বাসাতেই আটকে থাকতে হয়। মায়ের ক্যান্সার, খুব অসুস্থ।"

"ডি ও একই কথা বলল। তোমার কোনও দোষ নেই। আশা করি আমি খুব বেশি ঘাবড়ে দেইনি এভাবে হুট করে এসে।" আমার কথা শুনতে শুনতে জানালার কাচে নখ চালালো ছেলেটা, ক্যাচ ক্যাচ শব্দে কানে শিরশির করে উঠলো।

"তুমি সেই মহিলা না, তোমাকে যদি ওর মতো দেখতে হতো তাহলে আমি এতক্ষণে পুলিশে খবর দিতাম। নাহলে তোমাকে গুলি করে দিতাম।"

"ওই মহিলা দেখতে কেমন ছিল?"

কাঁধ ঝাঁকাল ছেলেটা, "এই নিয়ে একশ বার বলেছি।"

"আরেকবার বলো, প্লিজ।"

"বয়স্ক ছিল।"

"আমার মতো বয়স্ক?" প্রশ্ন করলাম আমি।

"নাহ! মায়ের বয়সী হবে।"

"আর কিছু?"

"পরনে ছিল সাদা পোশাক, চুলের রঙও ছিল সাদা। পুরো সাদা ছিল দেখতে, কিন্তু ঠিক ভূতের মতো সেটাও বলা যায়না।"

BanglaBook.org

"তাহলে কেমন সাদা?"

"একদম ধবধবে সাদা, যেন আগে কখনও রাস্তায় নামেনি ওই পোশাক পরে। সেরকম সাদা।"

"তারপরে কি হল? মহিলা নাটালিকে ধরে ফেলল জঙ্গলের ওদিকে যেতেই?" আমার মায়ের মতো শীতল ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করলাম।

"আমি কিন্তু চাঁপা মারছিনা।"

"আরে না না, সেটা বললাম কখন! তাহলে কি ওই মহিলা নাটালিকে তোমরা যখন খেলছিলে তখনই তুলে নিলো?"

"এক ঝটকায়। বিদ্যুতের বেগে," মাথা নেড়ে বলল ছেলেটা। "নাটালি ঘাসের উপর ফ্রিসবিটা খুঁজে দেখছিল। এমন সময় মহিলাকে দেখলাম এগিয়ে এল জঙ্গলের ভেতর দিয়ে, ওর উপর চোখ রেখেই। নাটালি ওকে তখনও দেখতে পায়নি, আমি দেখেছি, কিন্তু ভয় পাইনি।"

"হুম।"

"যখন ও নাটালি ধরে ফেলেছিল, তখনও প্রথমটায় আমি একদম ভয় পাইনি।"

"তারপরে কি পেয়েছিলে?"

"না।" আবাছা কণ্ঠে বলল ছেলেটা। "একদম ভয় পাইনি।"

"আচ্ছা জেমস, ওই মহিলা নাটালিকে ধরে ফেলার পড়ে ঠিক কি হয়েছিলো?"

"ও নাটালিকে এমনভাবে নিজের দিকে টেনে নিলো, যেন আদর করবে ওকে। তারপর চোখ তুলে আমার দিকে চাইলো।"

"তোমার দিকে চাইলো?"

"হুম। প্রথমে হাসল আমার দিকে তাকিয়ে। আমার মনে হল ঝামেলার কিছুই নেই। কিন্তু তারপরে হুট করেই হাসিটা বন্ধ করে দিলো মহিলা। নিজের ঠোঁটে আঙুল দিয়ে আমাকে চুপ করে থাকার নির্দেশ দিলো। তারপর জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেল নাটালিকে নিয়ে।" কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল ছেলেটা। "এসব কথা আগেও বলেছি বহুবার।"

"পুলিশকে বলেছ?"

"প্রথমে মা'কে, তারপরে পুলিশকে। মায়ের চাপে পড়েই বলেছি, কিন্তু পুলিশ কোনও পাত্তা দেয়নি।"

"কেন?"

"ওদের ধারণা আমি মিথ্যা বলেছি, কিন্তু আমি এসব নিয়ে মিথ্যা বলতে যাবো কেন? আমি তো বোকা না।"

"ঘটনার সময় নাটালি কিছু করেনি, নিজেকে বাঁচানোর জন্য?"

"না, ও ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল। আমার মনে হয় কি করবে সেটা বুঝতে পারছিলনা।"

"ওই মহিলাকে কি এর আগে কখনও দেখেছো?"

"বললাম তো, না।" এই বলে জানালার ধার থেকে সরে গেল ছেলেটা, তারপরে শোবার ঘরের দিকে ঘাড় ঘুরালো।

BanglaBook.org

"তোমাকে বিরক্ত করার জন্য আসলেই দুঃখিত। কিন্তু তুমি বন্ধুদের বাসায় আসতে দিলে তো পারো, সময়টা ভালো কাটবে।" আমার কথা শুনে নখ চিবোতে শুরু করলো ও। "অথবা নিজেও বাইরে যেতে পারো, হয়তো ভালো লাগবে।" ঘুড়িয়ে বললাম আমি।

"আমি চাইনা বাইরে যেতে। আর তাছাড়া, এখানে একটা বন্ধুক আছে অন্তত।" ও পেছন দিকে একটা পিস্তলের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল, সোফার হাতলে রাখা আছে ওটা, একটা আধ খাওয়া স্যান্ডউইচ এর পাশে। হায় খোদা!

"জিনিশটা কিন্তু বিপদজনক, জেমস! ওটা এভাবে রাখা কি ঠিক হচ্ছে?"

"অতটা বিপদজনকও না, মা তো তেমন কিছুই বলেনা এটা নিয়ে।" আমার চোখের দিকে প্রথমবারের মতো সরাসরি তাকিয়ে বলল ছেলেটা। "তুমি বেশ সুন্দর, তোমার চুলগুলোও দারুণ।"

"থ্যাংকউ।"

"আমাকে এখন যেতে হবে।" বলল ছেলেটা।

"ওকে। জেমস, সাবধানে থেকো।"

"সাবধানেই আছি।" দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানালার সামনে দিয়ে হেঁটে ভেতরে চলে গেল ছেলেটা, কিছুক্ষণ পর ভেতর থেকে আবার টিভি চালানোর আওয়াজ ভেসে এল।

উইন্ড গ্যাপে ১১টা বার আছে। আমি এখন এমন একটাতে আছি যেটাতে আগে আসিনি কখনও। বারের নাম সেন্সরস', ভাবসাবে আশির দশকের মুর্খামির ছাপ স্পষ্ট, অন্তত দেয়ালে এবড়ো থেবড়োভাবে লাগানো নিয়ন আলোর ঝলকানি আর মাঝামাঝি বসানো নাচের মঞ্চটা তেমনটাই নির্দেশ করছে। আমি বারবর্ণের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে সারাদিনের কাজের বিবরণ টুকছিলাম, এমন সময় ক্যানাসেরর গোয়েন্দা ধুপ করে আমার সামনের সিটে বসে পড়লো। তারপর নিজের বিয়ারের বোতলটা নাড়াতে নাড়াতে বলল, "আমার ধারণা ছিল অনুমতি ছাড়া নাগরিকদের সাথে কথা বলার অধিকার সাংবাদিকদের নেই।" ওর ঠোঁটে হাসি খেলে গেল, পেয়ালায় চুমুক বসালো লোকটা। সম্ভবত জেমসের মা ওকে ফোন করে খবরটা দিয়েছে।

"সক্রিয় হওয়াটা সাংবাদিকদের কর্তব্য, বিশেষ করে যখন পুলিশ তাদের সাথে সহযোগিতা করেনা।" উপরে চোখ না তুলেই বললাম।

"সব খুঁটিনাটি তথ্য শিকাগোর পত্রিকায় ছেপে বেরুলে পুলিশের পক্ষেও কাজ চালানো অসম্ভব।"

BanglaBook.org

এ ধরণের বিষয় আমার পূর্বপরিচিত, বিন্দুমাত্র পরোয়া না করে নোট নিয়ে চললাম।

"আচ্ছা একটু অন্যভাবে বলি। আমি রিচার্ড উইলস।" একটা বড় চুমুক দিয়ে ঠোঁট বন্ধ করলো লোকটা। "গালাগালি দিতে চাইলে এটাই সুযোগ, বেশিরভাগ সময়েই চেষ্টাটা বৃথা যায়না।"

"লোভনীয় প্রস্তাব!"

"আপনি তো ক্যামিল প্রিকার, যে ছোট্ট উইন্ড গ্যাপ থেকে বেরিয়ে বড় শহরে নাম কামাচ্ছে।"

"হুম, ঠিক তাই।"

লোকটা সতর্ক হাসি দিয়ে চুলে আঙুল চালালো। ওর হাতে কোন বিয়ের আংটি দেখতে পেলাম না। এসব আজগুবি জিনিশ কবের থেকে নজর কাড়তে শুরু করলো কে জানে!

"তাহলে কি বলেন, মিস ক্যামিল? আমরা বিষয়টার এখানেই ইতি টানি। অন্তত এখনের জন্য। তারপরে দেখি শেষ পর্যন্ত কি হয়, আর ক্যাপাসিদের ছেলেটাও ছেড়ে দিন, নাকি!"

"এর মধ্যে ছেড়ে দেওয়ার কি আছে? আমি তো এটাই বুঝতে পারছিনা যে পুলিশ কেন একজন প্রত্যক্ষদর্শীর কথায় কোনও আমল দিচ্ছেনা!" কলমটা তুলে ওকে বুঝিয়ে দিলাম কথার রেকর্ডিং চলছে।

"কে বলল আমল দেওয়া হচ্ছেনা?"

"জেমস ক্যাপিসি।"

"অভিযোগের সূত্রটা তো ভালোই জুটিয়েছেন দেখছি।" হেসে উঠলো লোকটা। "আচ্ছা আপনাকে কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যাক," অনেকটা ভিক্যারির ভঙ্গিতে কথা বলার চেষ্টা চালাল ডিটেকটিভ। "একটা নয় বছরের বাচ্চাকে চলতি তদন্তের সাথে খুব বেশি জড়িয়ে পড়তে দেওয়া আমরা উচিত বলে মনে করিনা। তাছাড়া তার গল্পটা বিশ্বাস করি কিনা সেটাও তার সাথে আলোচনা করার মানেই নেই।"

"বিশ্বাস করেন কি?"

"সেটা আপনাকে বলা যাবেনা।"

"আমার কিন্তু মনে হয় আপনারা খুনির একটা পরিষ্কার বিবরণ জানা সত্ত্বেও মানুষকে যখন এটা নিয়ে সতর্ক করেননি, তখন আপনারা জেমসের কথা বিশ্বাস করেছেন সেটা ভাবাও ভুলই হবে।"

"আমার কিছুই বলার নেই।"

BanglaBook.org

"অ্যান ন্যাশকে হত্যার আগে ধর্ষণ করা হয়নি," বলে চললাম আমি। "নাটালির ক্ষেত্রেও কি ঘটনা একই রকম?"

"মিস প্রিকার, এসব নিয়ে এখন কিছুই বলা যাবেনা।"

"তাহলে আমার সাথে অযথা এখানে বসে কথা বলছেন কেন?"

"প্রথমত, আমি জানি যে আপনি সেদিন থানায় গিয়ে আমাদের অফিসারের কাছে নাটালির মৃত্যুর বিষয়ে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি জানিয়ে এসেছেন। সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।"

"আমার দৃষ্টিভঙ্গি?"

"প্রত্যেকের আলাদা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি আর স্মৃতি রয়েছে," বলল লোকটা, "ধরুন, আপনি বললেন মৃত্যুর সময় নাটালির চোখ দুটো খোলা ছিল, আবার ক্রুসার্ড'রা বলল ও দুটো বন্ধ ছিল।"

"কিছুই বলার নেই আমার।" মেজাজ খিঁচে গেল সহসাই।

"আমি কিন্তু দুটো বুড়ো বুড়ীর থেকে একজন সাংবাদিকের কথাতেই বেশি গুরুত্ব দিতে পছন্দ করবো," বলল উইলিস। "কিন্তু আপনি কতটা নিশ্চিত?"

"নাটালিকে কি ধর্ষণ করা হয়েছিলো? আমি রেকর্ড করবোনা, আপনি বলতে পারেন।" কলমটা নামিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলাম।

কয়েক সেকেন্ড গুম মেরে বসে বিয়ারের বোতলটা এদিক সেদিক করে উইল বলল, "না।"

"মেয়েটা চোখ খোলাই ছিল, আর তাছাড়া আপনি নিজেই তো ছিলেন ওখানে।" বললাম আমি।

"তা ছিলাম," বলল উইল।

"তাহলে তো এটা জানার জন্য আবার আমার কাছে আসার প্রয়োজন নেই। এবারে বলুন এখানে আসার দ্বিতীয় কারণটা কি?"

"মানে?"

"মানে আপনি বললেন, প্রথমত, তাহলে ...

"ওহ! হ্যাঁ। দ্বিতীয় কারণটা হচ্ছে আপনার সাথে আলাপ করতে- আসলে শহরের বাইরের কারও সাথে কথা বলার জন্য মনটা আঁকুপাঁকু করছিলো।" ঝকঝকে হাসি দিয়ে বলল ও। "মানে, আমি জানি আপনি এখানেরই একজন। কিন্তু, এখানে থাকতেন কিভাবে? আমি আগস্ট থেকে আছি, মাঝে মধ্যে মনে হয় যেন পাগল হয়ে যাচ্ছি! এমন না যে ক্যানসাস শহরটা স্বর্গরাজ্য, কিন্তু সেখানে চাকরির বাইরেও একটা জগত আছে। রাতের জগত, সেই সাথে কিছু সংস্কৃতি আছে, কিছু মানুষ আছে।"

"আমার তো আপনাকে ঠিকঠাকই মনে হচ্ছে।"

BanglaBook.org

"ঠিকঠাক মনে হলেই ভালো, অন্তত আরও কিছুক্ষণ তো বটেই।"

"হুম।" আমি নোটবইটার দিকে দেখিয়ে প্রশ্ন করলাম, "তাহলে পুরো ঘটনা সম্পর্কে আপনার কি মতামত, মিস্টার উইলস?"

"মিস্টার না, ডিটেকটিভ। ডিটেকটিভ উইলস।" আবার হেসে বলল সে। গ্লাসের শেষ তরলটুকু ঢোক গিললাম।

"আরেক গ্লাস চলবে?" প্রশ্ন করলো ডিটেকটিভ উইলস।

গ্লাস ঝাকিয়ে বললাম, " স্রেফ বারবর্ণ।"

"দারুণ।"

লোকটা যতক্ষণ বারে দাঁড়িয়ে ছিল ততক্ষনে আমি কব্জিতে কলম ঘষে 'উজবুক' লিখে চললাম আঁকাবাঁকা করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ও ফিরল দুটো ওয়াইল্ড টার্কি ব্রান্ডের বারবর্ণের বোতল হাতে।

"তারপর," ভুরু নাচিয়ে বলল ও। "আমার ইচ্ছা ছিল দু'জন সাধারণ মানুষের মতো কিছুক্ষণ আলাপ করব, বিল ভিক্যারি'র তো আমার ব্যাপারে ভীষণ অনাগ্রহ, তাই ওর সাথে আলাপ জমেনা।"

"হুম, আমার ব্যাপারেও বিলের অনাগ্রহ প্রচুর।"

"সেটাই। আপনি তাহলে উইন্ড গ্যাপের মেয়ে, এখন শিকাগোর সংবাদপত্রে কাজ করছেন। কোন কাগজে লিখছেন? ট্রিবিউন?"

"নাহ, ডেইলি পোস্ট।"

"ওটার ব্যাপারে জানা নেই।"

"জানার কথাও না।"

"আরে, কিছু মনে করলেন নাকি?"

"না না ঠিক আছে।" সদালাপী হবার মতো মনের অবস্থা ছিলনা, আর তাছাড়া কিভাবে সদালাপী হতে হয় সেটাই ভুলতে বসেছি। অ্যান্ডোরা আবার এসব বিষয়ে পটু এমনকি যে লোকটা বাগানে কীটনাশক ছিটায়, সেও প্রতি বছর খ্রিস্টমাসে কার্ড পাঠায় ওর কাছে।

"ধুর, এভাবে কথা বলা যায় নাকি! ক্যামিল, আপনি চাইলে কিন্তু আমি চলে যেতে পারি।"

আসলেই ওকে একদম সুযোগ দিচ্ছিলাম না কথা বলার, দেখতে শুনতে অবশ্য ভালো লোকটা, গলার স্বরটাও বেশ। আর তাছাড়া ও স্থানীয় না হলেই বা কি! কথা বলতে তো সমস্যা নেই।

BanglaBook.org

"দুঃখিত, আমি বোধহয় একটু বেশিই কাঠখোট্টা, আসলে ঘটনাগুলো এমন তালগোল পাকিয়ে আছে, তাই এসব নিয়ে লিখতে গিয়েই মেজাজটা খিঁচে যাচ্ছে।"

"কতদিন পরে এখানে এলেন আবার?"

"তা, আট বছর তো হবেই!"

"আপনার পরিবার কি এখনো আছে উইন্ড গ্যাপে।"

"আছে বৈকি! তাদেকে 'ধনাঢ্য উইন্ড গ্যাপিয়ান', বললে সম্ভবত ঠিক বলা হবে। এবারে বুঝলেন তো আমি কে! সকালে কিন্তু এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন।"

"আহ! বুঝেছি। আসলে অপমানের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্নটা করিনি। সেসব বাদ দিন। এখন বলুন আপনাদের এখানে থাকতে ভালো লাগে?"

"উম-হুম, ওরা এখান ছেড়ে যাবে বলে মনে হয়না, বন্ধু-বান্ধবের শেকড় গজিয়ে গিয়েছে। তাছাড়া বাড়িটাও আদর্শ।"

"তাহলে, আপনার বাবা-মা দু'জনেই স্থানীয়?"

আমার পরিচিত কয়েকজন যুবক পাশের টেবিলে বসে পড়লো এর মধ্যে এসে, সবাই ঢক ঢক করে বিয়ার গিলছে। আমাকে দেখে না ফেললেই হয়!

"মা স্থানীয়, আর সৎ বাবা, উনি ট্যানাসে থেকে এসেছেন। বিয়ের পড়ে এখানে এসে উঠেছেন।"

"কতদিন আগে?"

"তা প্রায় বছর তিরিশেক তো হবেই।" পানের গতি কমিয়ে দিলাম, বোতলটা উইলসের আগেই ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

"আর আপনার বাবা? মানে আপন বাবা।"

সরু হাসি দিয়ে কথা ঘুরালাম, "আপনি কি ক্যানসাস শহরেই বড় হয়েছে?"

"হুম। ওখান থেকে বেরুনোর কথা স্বপ্নেও ভাবিনা। এক গাঁদা বন্ধু-বান্ধব, সুন্দর বাড়িও আছে একটা।"

"পুলিশে যোগ দিলেন পেশাটা কি আদর্শ?"

"হুম, কিছু থ্রিল আর একশন তো আছেই। আর সেগুলো আছে দেখেই ভিক্যারির মতো হয়ে উঠতে পারবোনা সম্ভবত। গত বছর তো বেশ বড়সড় কিছু কেস এসেছিলো। খুনের তদন্ত বেশিরভাগই। এক ব্যাটাকেও পাকড়াও করেছিলাম, পুরো শহরময় মহিলাদের উপর আক্রমণ চালিয়েছিল লোকটা।"

"কি আক্রমণ? ধর্ষণ?"

"নাহ! ব্যাটা মহিলাদের মুখ হা করিয়ে সেখান দিয়ে হাত ঢুকিয়ে গলাটা ভেতর থেকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিতো।"

BanglaBook.org

"ইয়া মাবুদ!"

"ওকে ধরেছি আমরা। লোকটা মদ বিক্রেতা ছিল, মধ্যবয়সী। মায়ের সাথে থাকতো একসাথে। ওর নখে শেষ খুন হওয়া মহিলার টিস্যু পাওয়া গিয়েছে, খুনের দশদিন পর।"

উইলস খুনির নোংরা স্বভাব নিয়ে বিদ্রুপ করলো নাকি ওর বোকামি নিয়ে উপহাস করলো সেটা পরিষ্কার বোঝা গেলনা।

"ভালো।" বললাম আমি।

"আর এখন, আটকে আছি এখানে। ছোট্ট একটা শহর, কিন্তু নিজেকে প্রমাণ করার জন্য জায়গাটা বিশাল। প্রথম যখন ভিক্যারির ফোন পেয়েছিলাম কেসটা তখনও এতো বড় ছিলনা, তাই তদন্তের কাজে মাঝারি গোছের কাউকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হল। আমি এলাম।" স্মৃতি স্মরণে আলগা একটা হাসি বেরিয়ে এল ওর ঠোঁটে। "তারপরে ঘটনা বদলে ধারাবাহিক খুনের দিকেই চলে গেল, তাই এখন আমাকে আপাতত কেসের তদন্ত থেকে সরতে বারণ করা হয়েছে আর কাজে যাতে ভুল না হয় সেজন্য যথেষ্ট চাপেও রাখা হয়েছে।"

রিচার্ড'র ঘটনা বেশ পরিচিত মনে হল।

"আসলে এরকম একটা দুর্ঘটনা থেকে আকর্ষণীয় কিছু হাসিল করা একটু অদ্ভুত" বললে চলল ও, "কিন্তু এসব জেনেই এসেছেন সম্ভবত- যাই হোক, কি ধরণের ফিচার লেখেন শিকাগোতে?"

"সব পুলিশি খবর নিয়েই থাকি, খুন, ধর্ষণ, মারধোর, এসব।" নিজের ইমেজটা ওর সামনে খেলো করতে ইচ্ছে হচ্ছিলনা। তাই বলে চললাম, "এইতো গত মাসেই এক বিরাশি বছরের বুড়ো নিজের ছেলেকে মেরে দিলো, তারপরে বাথটবে টয়লেট পরিষ্কার করার লিকুইডের মধ্যে চুবিয়ে রেখেছিল। লোকটা স্বীকার করেছিলো পুরোটাই, কিন্তু কোনও যৌক্তিক কারণ দেখাতে পারেনি চুবিয়ে রাখার পেছনে।"

সরাসরি খুন, ধর্ষণ, এসব নিয়ে কথা বলতে খারাপ লাগছিল আমার।

"তাহলে আমরা দু'জনেই মোটামুটি কুৎসিত দৃশ্যগুলো দেখে অভ্যস্ত," কাঁধ ঝাকিয়ে বলল রিচার্ড।

"হুম।" বোতলের পানীয় নেড়ে সম্মতি দিলাম।

"আমি দুঃখিত।"

"আমিও।"

আমার দিকে তাকিয়ে রইলো রিচার্ড। ঘরের বাতির কমিয়ে দেওয়া হল সহসাই, আনুষ্ঠানিকভাবে রাতের সময়টা শুরু হল।

BanglaBook.org

"আমরা কিন্তু একসাথে সিনেমায় যেতে পারি মাঝে-সাঝে।" উইলস এমন একটা ভাব করে কথাগুলো বলল যেন স্থানীয় সিনেমা হলগুলো আমার জীবনটা একদম সহজ করে দেবে।

"হয়তো।" পানীয়ের বাকিটুকু শেষ করে ফেললাম একঢোঁকে। "হয়তো।"

খালি বোতল থেকে লেবেলটা তুলে নিয়ে টেবিলের উপর সেঁটে দিলো ও, এতেই বোঝা যায় কোনোদিন বারে কাজ করেনি লোকটা।

"আজ উঠি তাহলে, ড্রিংকস'র জন্য ধন্যবাদ।"

"আপনার সাথেও কথা হয়ে ভালো লাগলো ক্যামিল। চলুন গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিই।"

"না না, ঠিকাছে।"

"চালাতে পারবেন তো? ড্রিংক করেছে..."

"না, সমস্যা নেই।"

"ঠিকাছে, শুভ রাত্রি।"

"আপনাকেও, আর পরেরবার কিন্তু আমার পত্রিকার জন্যও কিছু তথ্য চাই।" বলে উঠে দাঁড়ালাম।

ঘরে ফিরে অ্যালেন, অ্যাডোরা আর অ্যামাকে একত্রে পেলাম বসার ঘরে। দৃশ্যটা চমকে দিলো, পুরনো দিনগুলোতে ম্যারিয়েন'কে সঙ্গে নিয়ে মা ঠিক এভাবেই সোফায় বসে থাকতো। এখন ওরা দুজনে ছিল সোফায়, অ্যামাকে জড়িয়ে ধরে ছিল মা, একটা উলের নাইট গাউনের উপর দিয়ে। ঘরে হিটারের গরম- আর অ্যামা'র ঠোঁটে এক কুচি বরফ। আমার দিকে অনাগ্রহীর মতো একবার তাকিয়ে আবার উজ্জ্বল মেহগনি কাঠের ডিনার টেবিলটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো অ্যামা।

"চিন্তার কিচ্ছু নেই," পত্রিকা থেকে চোখ না তুলেই ঘোষণা দিলো অ্যালেন। "ঠান্ডা-গরমে একটু কাবু হয়ে পড়েছে মেয়েটা।"

কথাটা শুনেই হুট করে সচেতত হয়ে উঠলাম, তারপরেই বিরক্তি এল নিজের উপর- পুরাতন জীবনধারা আবার ফিরে আসছে যেন! আমি প্রায় ছুট দিয়েই ফেলেছিলাম রান্নাঘরে চা বানাতে, ঠিক যেমনটা করাতাম ম্যারিয়েন অসুস্থ হলে। আরেকটু হলেই বসে পড়েছিলাম মায়ের পাশে গিয়ে, তারপরে হয়তো অপেক্ষা করতাম আমার কাঁধেও মমতাভরা স্পর্শের। কিন্তু ওরা দু'জনেই ভাবলেশহীন বসে রইলো। মা আমার দিকে একদম না তাকিয়ে অ্যামাকে আরও কাছে টেনে নিলো, তারপর কানে-কানে কি সব যেন বলল ওর!

BanglaBook.org

"আমরা, ক্রেলিন'রা আসলে একটু বেশিই রক্ষনশীল," অপরাধীর মতো বলল অ্যালেন। আসলে উডবেরী শহরের ডাক্তারের'রা সপ্তাহে একবার হলেও ক্রেলিন পরিবারের কাউকে না কাউকে পরীক্ষা করে। এদিক থেকে দেখতে গেলে আমার মা-আর অ্যালেন একই ধাতের, অতিমাত্রায় স্বাস্থ্য সচেতন। ছোটবেলার কথা এখনো স্পষ্ট মনে আছে, প্রায়শ-ই মা বিভিন্ন ক্রিম আর তেল ঘসার চেষ্টা করতো আমার ত্বকে, সেই সাথে যাচ্ছেতাই হোমমেইড হোমিওপ্যাথি গেলানোর জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা চালাত। মাঝে মধ্যে তো গিলেও ফেলতে হতো সেসব, তবে বেশিরভাগ সময়েই চেষ্টা করতাম এড়িয়ে যেতে। আর এরপরেই ম্যারিয়েন অসুস্থ হয়ে পড়লো, কি ভীষণ সে অসুখ! মা সেসব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো রাতারাতি, আমার দিকে আর খেয়াল দেবার সময় পেল না। সেসব পাঁচনের স্বাদ এখনও দুঃস্বপ্নের মতো লেগে আছে জিভে। হয়তো সেই সময়টাতেই মা'য়ের দায়িত্বটুকু শেষ পালন করতে দেখেছিলাম অ্যাডোরাকে।

ক্রেলিন। এবাড়ির সবাই ক্রেলিন পরিবারের সদস্য, আমি ছাড়া। ভাবনটা ছেলেমানুষি হলেও হুট করেই চলে এলো মাথায়।

"তোমাকে অসুস্থ দেখে খারাপ লাগছে, অ্যামা," আমি সহানুভূতির সাথে বললাম।

"দ্যাখো ওই পায়ার দিকে ডিজাইনে ঘাপলা আছে মনে হয়," টেবিলটা ধরে মাকে গোঁজগোঁজ করে বলল অ্যামা।

"বাহ! দারুণ চোখ তো তোমার!" ছোট্ট খেলনা টেবিলটার দিকে তাকিয়ে বলল অ্যাডোরা। "তবে এটা খুব একটা বড় সমস্যা না, কারও চোখেও হয়তো পড়বেনা।" অ্যামা'র জেভা চুল সমান করতে করতে বলল ও।

"না, সমস্যাটা দূর করতে হবে," বিরক্তির সাথে তাকালো অ্যামা। "জিনিশটা ফেরত পাঠানো দরকার, স্পেশাল অর্ডার দিয়ে বানানো জিনিশে খুঁত থাকলে কিভাবে হবে?"

"সত্যি বলছি মামনি, বোঝাই যাচ্ছেনা!" ওর গালে হাত বুলিয়ে বলল মা, কিন্তু হাত সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো অ্যামা।

"তুমি কিন্তু কথা দিয়েছিলে, কাজটা নিখুঁত হবে!" কেঁপে উঠলো অ্যামার কণ্ঠ, সেই সাথে কয়েক ফোঁটা জল ওর চোখ বয়ে নেমে এল গালের উপর। "পুরোটা নষ্ট হয়ে গেল, শেষ হয়ে গেল। ডাইনিং রুমের টেবিল, আমি কিছুতেই ওখানে এটা রাখতে পারবো না। টেবিল চাইনা আমার, চাইনা।"

BanglaBook.org

"অ্যামা..." অ্যালেন পত্রিকাটা গুটিয়ে অ্যামা'র কাঁধে হাত রাখতে চাইলো, মুচড়ে সরে গেল মেয়েটা।

"সামান্য একটা জিনিশ চাইলাম, আর সেটাই আমাকে করে দিতে পারলেনা! আবার এমন একটা ভাব দেখাচ্ছ যে ভুলটা তুচ্ছ!" ছলছলে চোখে এখন চিৎকার দিলো অ্যামা, রাগে ওর নাক মুখ ফেটে যেন আগুন বেরিয়ে এলো।

"মাথা ঠান্ডা করো, অ্যামা," শীতল কণ্ঠে বলল অ্যালেন। আবার ধরার চেষ্টা করলো মেয়েটাকে।

"সামান্য একটা জিনিশ!" তীক্ষ্ণ চিৎকার দিলো মেয়েটা, তারপরে আছাড় মেরে খেলনা টেবিলটা ভেঙ্গে ফেলল মেঝের উপর। ওটা পাঁচ টুকরো হয়ে ছড়িয়ে রইলো সেখানেই। এরপর সোফায় মুখ গুঁজে কেঁদেই চলল ও।

"বাহ," বলল মা। "এবার মনে হচ্ছে সত্যিই নতুন একটা আনতে হবে।" দ্রুত শোবার ঘরের দিকে হাঁটা দিলাম। মেয়েটা বিপদজনক, পুরো ম্যারিয়েন এর বিপরীত। সর্বাঙ্গে আগুন জ্বলে উঠছিল যেন, চলার গতি বাড়ালাম, সেই সাথে মনে করার চেষ্টা করলাম কিভাবে নিঃশ্বাস নিলে আমার দেহের জ্বালা কিছুটা কমবে। আসলে আমার শরীরের ক্ষতগুলোও নিজেদের মতো ভাবতে শিখেছে।

আমি কাটাছেঁড়া পছন্দ করি। ছোট কিংবা বড়, খোঁচা কিংবা সোজা, তীক্ষ্ণ কিংবা ভোঁতা, নিজের শরীরে কাটাকাটি করা আমার স্বভাবের অংশ। তবে কারণ ছাড়া নয় অবশ্যই। তাই আমার চামড়াও মাঝে মধ্যে আর্তনাদ করে। এখানে ওখানে পাকাপাকি লেখা রয়েছে 'রান্না', 'কেক', 'বেড়াল', কিংবা গুল্মলতার ছবি, যেন কোনও সদ্য স্কুলে পা রাখা শিশু লিখতে শিখেছে প্রথম প্রথম। মাঝে মধ্যে এসব দেখে হাসি পায় নিজেরই। হয়তো বাথটব থেকে বেরিয়ে চোখের কোনায় ধরা পরে পায়ের এক পাশে লেখা- 'ছোট্ট'-'পুতুল'। কিংবা সোয়েটার পড়ার সময় চোখে পড়ে কব্জির উপর- 'বিপদজনক'। এসব কেন লিখি? সেই সম্পর্কে হাজার হাজার ঘণ্টা চিকিৎসার পরে কিছু ভালো ধারণা পাওয়া গিয়েছে অভিজ্ঞ ডাক্তারদের থেকে। সেগুলোর অধিকাংশই অবশ্য মেয়েলী কারণ, অথবা খুবই আপত্তিজনক। মোটামুটিভাবে ১১টা লেখা আমার শরীরে কেটে বসানো আছে। আর একটা কথা হলপ করে বলতে পারি, যখন এগুলো লিখেছিলাম তখন প্রয়োজনেই লিখেছি। আমার নিতম্বে এখন জ্বলছে 'পেটিকোট' শব্দটা। আর ওটার একদম পাশেই আমার লেখা প্রথম শব্দ, যেটা গ্রীষ্মের এক অস্বস্তিকর দুপুরে লিখেছিলাম আজ থেকে ঠিক তেরো বছর বয়সে- 'পাপী'। সেই সকালে উষ্ণতায় ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলাম, বাকি দিনটা তখনও পরে ছিল সামনে। একটা খোলা আকাশের মতো শূন্য দিনে কিভাবে

BanglaBook.org

নিজেকে সুরক্ষিত রাখা যায় ভেবে বের করতে কষ্ট হচ্ছিলো, অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে এমন একটা নচ্ছার দিনে। এখনো অনুভব করতে পারি সেই কথাগুলো কেটে কেটে আমার যৌনাঙ্গের পাশে লিখে ফেলার সময়টা। ছুড়িটা ছিল আমার মায়ের, সেটা দিয়েই শিশুসুলভ উৎসাহে কেটে গিয়েছি কল্পনার বক্ররেখা ধরে। নিজেকে পরিষ্কার করেছি, আবার কেটেছি। আবার পরিষ্কার করেছি ক্ষত। তারপরে শান্তি। দিনের বাকিটা সময় যত্ন নিয়েছি ক্ষতটার, এলকোহলে কটন-বাড ডুবিয়ে সেটা দিয়ে পরিষ্কার করেছি বার বার। আর নিজেকে সান্তনা দিয়েছি ব্যাথা চলে যাবার আগে পর্যন্ত। সেই সাথে চলেছে মলম এবং ব্যান্ডেজের পরিবর্তন, নিয়মমাফিক।

তবে কাটাকাটির সমস্যাটার শুরু এরও অনেক আগে। যে কোনও সমস্যাই এমন, তুমি বুঝতে পারার অনেক আগেই সেগুলো শুরু হয়, কিন্তু দেখা যায়না চট করে। আমার যখন নয় বছর বয়স তখনই সবুজ মলাটের খাতায় মোটা পেন্সিল ঘসে ঘষে লিখে ফেলেছিলাম ধারাবাহিক নাটক 'লিটল হাউস অন দ্য প্যারি'র সমস্ত ঘটনাবলী।

যখন দশ বছরে পা দিয়েছিলাম তখন শিক্ষকের সব কথা নীল বলপয়েন্ট কলম পিষে লিখে ফেলতাম আমার জিনসের উপর। সেগুলো অবশ্য অপরাধবোধ থেকে পরিষ্কার করার চেষ্টা করতাম গোপনে, বাথরুমের বেসিনে, শ্যাম্পু দিয়ে। ঝাপসা হয়ে যেত লেখাগুলো, তারপরে প্রাচীন মিশরীয় ভাষা মনে হতো কেবল।

এগার বছর বয়সের সময় কোনও কথা শুনলেই টুক করে সেটা টুকে ফেলার স্বভাব ছিল, একটা নীল নোটপ্যাডে। সেসময় ক্ষুদে সাংবাদিক হয়ে উঠেছিলাম। প্রতিটা শব্দ না টুকতে পারলে শান্তি হতনা। শব্দগুলো যেন বাতাসে ভাসতো 'ক্যামিল দুধের প্যাকেটটা এদিকে দাও তো' মায়ের এরকম কথা শুনে মনে হতো ওগুলো বাতাসে ভেসে পালিয়ে যাবে ভেন্টিলেশনের পথ ধরে। কিন্তু আমি লিখে ফেলতাম, জলদি। লিখে ফেললেই সেগুলো আর হারিয়ে যেতে পারতোনা। ক্লাস এইটে জড়সড় হয়ে বসে শব্দে শব্দে লিখে ফেলতাম মানুষের চরিত্র সম্পর্কে ('মিস্টার ফিনি পুরোই গে', 'জেমি ডবসন দেখতে একদম বিশ্রী।' ইত্যাদি)

আমার তেরোতম জন্মদিনে মারা যায় ম্যারিয়েন। বরাবরের মতো ঘুম থেকে উঠে হলঘরে গিয়েছিলাম ওকে সুপ্রভাত জানাতে কিন্তু গিয়ে মৃতদেহ আবিষ্কার করলাম। চোখ দুটো খোলা, একটা চাদর ওর গাল পর্যন্ত টানা। খুব বেশি অবাক করেনি সেসব, অনেক দিন ধরেই একটু একটু করে মরছিল মেয়েটা, আমি জানতাম।

BanglaBook.org

সেই গ্রীষ্মে আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল, হুট করেই সুন্দরী হয়ে গেলাম। কুৎসিতও হতে পারতাম হয়তো, কে জানে! ম্যারিয়েনও সুন্দর ছিল- ওর ছিল নীল দুটো চোখ, ছোট্ট একটা নাক, লম্বাটে গাল। আমার চেহারাও রাতারাতি বদলে গেল, যেন ততদিন পর্যন্ত একটা মেঘ জমাট বেঁধে ছিল মাথার উপর, আর ঝড়ো বাতাসে বিদেয় হয়েছে সেটা। সৌন্দর্যটা প্রকট হতেই, মাথাচাড়া দিলো অন্য অভ্যাস। রক্ত বেরিয়ে এল দুপায়ের মাঝ দিয়ে, আর প্রায় সাথে সাথেই মেতে উঠলাম যৌন ক্ষুধায়। সামনে আয়না পেলেই নিজের সাথেই নিজে মত্ত হতাম আমন্ত্রণে। মানুষও আমাকে পছন্দ করতে শুরু করল। আমি সবার মাঝে সুন্দরী হিসাবে স্থান পেলাম, সহানুভূতির (বোন মারা গিয়েছে তাই!) বদলে মর্যাদা পেলাম রূপের জন্য। হয়ে উঠলাম জনপ্রিয়।

সেই গ্রীষ্মেই কাটাকাটি শুরু হল ত্বকের উপর, আমি মোটামুটিভাবে নেশাগ্রস্থ হয়ে উঠলাম এবিষয়ে। নিজের পরিচর্যার ব্যাপারে অনেক যত্নশীল ছিলাম, ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্ত সাফ করতে মন্দ লাগতনা। নাভির উপড়ে খোদাই করে ফেললাম- 'অসুস্থ'। এলকোহলে তুলো ভিজিয়ে পরিষ্কার করলাম শরীরে কেটে বসানো 'বেহায়া' শব্দটা। স্কুলের শেষের দিকটা খুব বেপরোয়া কেটেছিল, আর কয়েকটা ছোট্ট ক্ষত আমাকে বাঁচিয়ে রাখতো আরও বেহায়া [illegible]র থেকে, দু-একবার পুরুষের ছোবলও ফিরিয়ে দিতো সচেতনভাবে, এভাবেই যৌবনে পা দিয়েছিলাম আমি।

শেষ শব্দটা লিখেছিলাম কাটাকাটি শুরু করার ষোল বছরের মাথায়- 'গায়েব'।

মাঝে মধ্যে এসব শব্দকে আমার শরীরের পথ ধরে কথা বলতে শুনি, কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত আছে এরা। আমার অন্তর্বাসের নিচে আছে, বুকের ভাজেও আছে, পায়ের বুড়ো আঙুলের নিচেও আছে। ওর সবসময় জ্বালাতন করে, তাই ওদের চুপ করাতেই 'গায়েব' লিখেছি। আমার ঘাড়ে বসে থাকা শব্দটা আমাকে কিঞ্চিৎ নিরাপদ করে।

এছাড়াও আমার পিঠের ঠিক মাঝামাঝি, যে জায়গাটা ছুঁতে বেশ কষ্ট হয়, সেখানে একটা নিখুঁত গোল বৃত্ত আঁকা রয়েছে, হাতের মুঠো আকৃতির।

মেডিকেল টার্মে এর কিছু বিশেষ নাম আছে, তবে আমার জন্য এই কাটাকাটি অন্য মানে বহন করে, নিরাপদ আছি এটা ভাবতে সহজ হয়। আমার চিন্তা আর চোখ দুটোই থাকে ওগুলোর উপর। সত্যিগুলো খোদাই করা চামড়ার ভাঁজে, বিচ্ছিরি রকমের অক্ষরের সাথে। কেউ যদি আমায় এসে বলে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে, তাহলে হয়তো আমি হাতে কেটে লিখে ফেলব- 'চিন্তিত'। আবার কেউ যদি

BanglaBook.org

জানায় আমায় ভালবাসে তাহলে বুকের কোথাও হয়তো কেটে লিখব 'ট্র্যাজিক'। কিন্তু যখন এসব আমাকে আর মুক্তি দিতে পারেনি, আঙুলের ভাঁজে বেল্ড দিয়ে কেটেও জমে ওঠা কান্নাগুলো যখন রুখতে পারিনি তখনই শেষ বারের মতো- 'গায়েব' কথাটা লিখেছিলাম, অনেকটা বলা যায় নিজের ঘাড় বাঁচাতেই ঘাড়ের উপর ছুড়ি চালাতে হয়েছিলো শেষবারের মতো। আর তারপরেই হাসপাতালের হাতে সঁপে দিতে হয়েছিলো নিজেকে, পরবর্তী বারো সপ্তাহ। আমার মতো যারা কাটাকাটি পছন্দ করে তাদের জন্য সেখানে বিশেষ একটা স্থান আছে, এই গোত্রের বেশি ভাগই মেয়ে, আর অধিকাংশের বয়সই পঁচিশের নিচে। আমি যখন গিয়েছিলাম তখন আমার বয়স ছিল সাড়ে ত্রিশ এর মতো, বেশ নড়বড়ে ছিল সময়টা।

কারি এসেছিল একবার আমাকে দেখতে, সাথে হলদে গোপাল নিয়ে। তাকে সেগুলো নিয়ে ভেতরে ঢোকানোর আগে সব কাঁটা ছেঁটে ফেলা হয়েছিলো গোলাপ থেকে, তারপর নাকি কাঁটাগুলো একটা প্লাস্টিকের বোতলে করে রেখে দেওয়া হয় ময়লায় ফেলার জন্য; এসব কারি-ই বলেছে পরে। আমরা একটা ঘরে বসে কিছুক্ষণ গল্প করেছিলাম, পত্রিকা, কারির সংসার আর শিকাগোর সাম্প্রতিক ঘটনাবলী নিয়ে। ঘরটাতে গোল সোফা পাতা ছিল, কোনও কোনা ছিলনা সেখানে। আমি কারির শরীরে ধারালো কিছু খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছিলাম, বেল্ট, কোনও সেফটিপিন অথবা ঘড়ি।

"আমি সত্যিই দুঃখিত," চলে যাবার আগে বলেছিল কারি, বুঝতে পারছিলাম কথাগুলো ও সত্যিকার অর্থেই বলেছিলো, ওর কণ্ঠস্বরে ভাবটা স্পষ্ট ছিল।

ও চলে যাবার পরে নিজের উপর বিরক্তিতে বমি এসেছিলো, বাথরুমে গিয়ে বমি করতে করতে টয়লেটের পেছনে খুঁজে পাই রাবারে মোড়ানো স্ক্রু-গুলো। আমি খুঁচে রাবারটা খুলে হাতের তালু বসিয়ে দিয়েছিলাম একটা স্ক্রু'র উপর, হাসপাতালের বেয়াড়াগুলো আমাকে ওখানে সরিয়ে নিয়েছিল শেষমেশ, প্রচুর রক্ত বেড়িয়েছিল সেই ক্ষত থেকে।

তার পরের সপ্তাহেই আমার রুমমেট মেয়েটা আত্মহত্যা করল। না হাত কেটে নয়, ঘর পরিষ্কার করার 'উইন্ডেক্স' গিলে খেয়েছিল মেয়েটা। মাত্র ষোল বছর বয়স ছিল ওর। এর চিয়ারলিডার ছিল ও, উরুর উপড়ে কাটাকাটি করার অভ্যাসও ছিল, যাতে কেউ দেখতে না পারে সেজন্য এই ব্যবস্থা। ওর পরিবার আমার দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে ছিল যেদিন ওর জিনিশগুলো নিতে আসে শেষ বারের মতো।

BanglaBook.org

লোকে বলে বেদনার রঙ নীল, সেটা হলে অবশ্য মন্দ হতোনা, দেখতে একদম নীলচে হয়ে থাকতাম। আমার মনে হয় বেদনার রঙ হলুদ, প্রস্রাবের মতো অনেকটা। ফ্যাঁকাশে, ক্লান্ত হয়ে যাওয়া শরীর থেকে বেরুনো বারিধারার মতো হলদে।

আমাদের ত্বকের জ্বালা কমানোর জন্য নার্স এসে ওষুধ দিয়ে যেত, সেগুলো মাথা ঠান্ডা রাখতো। আর সপ্তাহে দুবার করে পরীক্ষা করে দেখা হতো কোনও ধারালো কিছু সঙ্গে আছে কিনা। এছাড়াও সবাই একসাথে বসে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতাম ভালো হবার উপায় নিয়ে, কিংবা কিভাবে নিজের উপর রাগ বা ঘৃনা কমাতে হয় সেসব নিয়েও। নিজেদের উপর আক্রমণ কিভাবে কমাতে হয় সেসব শিখেছিলাম, আয়ত্ত করেছিলাম অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানোর পদ্ধতিও। প্রায় একমাসের ভালো আচরনের পরে আমাদের দেওয়া হত মোলায়েম গোসল আর ম্যাসেজ, সেই সময়টুকু মনে হতো বেহেশতে পৌঁছে গেছি যেন!

ওখানে আর মাত্র একজন দেখতে এসেছিল কারি ছাড়া, আমার মা। প্রায় পাঁচ বছর পরে সেবার দেখা হয়েছিল আমাদের। মায়ের শরীর থেকে ফুলের গন্ধ বেরুচ্ছিলো, হাতে দুলছিল চমৎকার ব্রেসলেট। একাকী সময়টুকু আমরা বাগান নিয়ে কথা বলেছিলাম। মা আরও বলেছিল শহরে জারি করা সাম্প্রতিক কিছু নিয়ম কানুনের কথা, তাতে নাকি জানুয়ারির ১৫ তারিখের মধ্যে খ্রিস্টমাসের জন্য তৈরি সমস্ত আলোকসজ্জা খুলে ফেলার আদেশ হয়েছে। এরপর ডাক্তার চলে আসতেই কেঁদে ফেলেছিল মা। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিল কেন আমি নিজের সাথে এরকম করি। কিছুটা প্রত্যাশিত ভাবেই উঠে সেদিন উঠে এসেছিলো ম্যারিয়েনের প্রসঙ্গ। এর মধ্যেই এক সন্তান হারিয়ে মা কিছুটা বিপর্যস্ত ছিল বৈকি! তারপরেও কেন আমার মতো একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে নিজেকে আঘাত করতে চাইবে সেটাই বুঝে উঠতে পারছিল না। আমি নাকি বরাবর ম্যারিয়েন থেকে আলাদা, ওই মেয়েটা নিজের জীবনকে ভালোবেসেছিল, আর চলে যাবার আগেও নাকি হাসিমুখে কথা বলেছিল হাসপাতালে শুয়ে।

এসব কথাবাত্রা একদম ভালো লাগেনা, একটা দশ বছরের মৃত মেয়ের দৃষ্টান্ত টেনে কি লাভ? মৃত মানুষের সাথে তো প্রতিযোগিতা দেওয়া সাজেনা! আর সে চেষ্টাও করতে চাইনি কখনও।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫

সকালে নাশতার সময় অ্যালেনকে দেখা গেল, সাদা প্যান্ট, আর সবুজ শার্টে। পোশাকের কড়কড়ে ভাব দেখে মনে হচ্ছিলো যেন পত্রিকা ভাঁজ করা হয়েছে। মেহগনি কাঠের ডাইনিং টেবিলটাতে ও একাই বসে পড়লো, ওর দ্যুতি যেন ম্লান করে দিল চকমকে কাঠের আভিজাত্যকেও। আমি টেবিলের পায়ার দিকে চোখ দিলাম, গতরাতের কান্নাকাটির কারণটা যদি আবিষ্কার করা যায়, সেই উদ্দ্যেশে। অ্যালেন আমার দিকে না তাকিয়ে চামচ দিয়ে নরম ডিম খেতে শুরু করল। শেষমেশ যখন আমার দিকে চোখ রাখল, লক্ষ্য করলাম ওর গালে এর মধ্যেই ডিমের কুসুম লেগে গিয়েছে খানিকটা।

"দাঁড়িয়ে কেন? বসো। গেইলাকে কিছু আনতে বলি তোমার জন্য?" জবাবের অপেক্ষা না করে রূপালী ঘণ্টা বাজাল ও। প্রায় সাথে সাথেই রান্নাঘরের দরজা ঠেলে হাজির হল গেইলা। বছর দশেক আগেও শুয়োরের খামারে কাজ করতো গেইলা, আর সেই সাথে আমাদের বাসায় রান্না আর ধোঁয়া-মোছা করে দিতো। ওর উচ্চতা আমার সমান- হয়তো একটু লম্বাও হতে পারে, কিন্তু ওজন মোটামুটিভাবে একশ পাউন্ডের থেকে বেশি হবেনা। পরনের সাদা পোশাকটা উপর থেকে আলগাভাবে নিচের দিকে ঝুলে রয়েছে, দেখে একটা চলমান ঘণ্টার মতো মনে হল ওকে।

এর মধ্যেই মা চলে এল, গেইলাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল অ্যালেনের দিকে। ওর গালে চুমু খেয়ে বসে পড়লো পাশের চেয়ারে।

"গেইলা, ক্যামিলকে মনে আছে তো?" বলল মা।

"অবশ্যই, মিসেস ক্রেলিন," এবড়ো থেবড়ো দাঁতের ফাঁক দিয়ে ভাঙ্গা হাসি দিলো গেইলা। ওর ঠোঁটদুটো দেখে ভয় পেলাম, "হাই ক্যামিল, ডিম আর পাউরুটি টোস্ট আছে নাশতায়, সাথে ফল চলবে তো?"

"স্রেফ কফি চলবে, ক্রিম আর চিনি দিয়ে।" ঘোষণা দিলাম আমি।

"ক্যামিল, তোমার জন্যও কিন্তু খাবার কেনা হয়েছে,"- নিজের সামনে রাখা ন্যাপকিনটা খুঁটতে খুঁটতে বলল মা। "কমপক্ষে একটা কলা তো খেতেই পারো, তাইনা।"

BanglaBook.org

"কলাও থাকুক তাহলে।" ফিক করে হেসে গেইলা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল দ্রুত।

"গতরাতের জন্য সত্যিই দুঃখিত, ক্যামিল," বলে চলল অ্যালেন। "আসলে অ্যামার বয়সটাই এমন যে বুঝতেই পারছ।"

"বড্ড জেদি মেয়েটা," যোগ করল মা। "বেশিরভাগ সময়েই মিষ্টি একটা মেয়ে, কেবল মাঝে মধ্যে নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যায়।"

"হুম, একটু বেশিই জেদি," বললাম আমি। "তেরো বছরের মেয়ের এতো বায়না মানায়না, আমি একটু ভয়ই পেয়েছিলাম।" আমার এভাবে কথা বলার অভ্যাস হয়েছে শিকাগোতে থাকার ফলে; ছালছোলা, আর নির্ভীক। তবে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম, নিজস্বতা ধরে রাখতে পেরেছি সম্ভবত।

"তুমিও কিন্তু শান্ত ছিলেনা ওর বয়সে," মা কি বোঝাতে চাইলো ঠিক মাথায় এলনা- আমার কাটাকাটির বিষয়টা, নাকি বোন হারানোর শোকে কাতর হয়ে থাকার সময়টা! নাকি আমার অত্যাধিক সক্রিয় যৌন জীবনের শুরুটাকে নির্দেশ করলো সে? আমি নির্বিকার মাথা নাড়লাম।

"যাই হোক, ও সামলে উঠেছে আশা করি," বলেই উঠে দাঁড়ালাম।

"দাঁড়াও, ক্যামিল," মুখ মুছতে মুছতে দুর্বলভাবে বলল অ্যালেন। "আরও কিছুক্ষণ থাকো, এই শহরে তোমার কাজের ব্যাপারে কিছু বলো।"

"কাজ চলছে, ভালো ফিডব্যাক পাচ্ছি।"

"ভালো ফিডব্যাক কোন অর্থে?" আমার দিকে ঝুঁকে পড়লো অ্যালেন, দুই হাত এক করে এমন একটা ভঙ্গি করলো যেন চমৎকার একটা প্রশ্ন করে ফেলেছে।

"হুম, আসলে এর থেকেও ভারি কিছু ঘটনা নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে, এইতো বছরের শুরুতেই তিনটে খুনের ঘটনার নিউজ করলাম।"

"এটা কি খুব ভালো কিছু মনে হচ্ছে, ক্যামিল?" ন্যাপকিন খোঁটাখুঁটি বন্ধ করে বলল মা। "এসব বীভৎস জিনিশ নিয়ে কাজ করে কি মজা পাও বুঝিনা বাপু। দেখে তো মনে হয় তোমার জীবনে ঝামেলার অভাব নেই, এসব তো জোর করে না খুঁজলেও চলে।" তীক্ষ্ণ হাসি হাসল ও, মনে হল যেন একটা বেলুনের থেকে হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে।

কথা শেষ হবার আগেই গেইলা চলে এল কফি আর কলা নিয়ে, একটা পাত্রে অদ্ভুতভাবে রেখেছে ওগুলো। আর ও চলে যেতেই ঘরে ঢুকল অ্যামা। এসেই মায়ের গালে একটা চুমু বসিয়ে দিয়ে অ্যালেনকে সুপ্রভাত জানালো, তারপর আমার উল্টো দিকের চেয়ারে বসে পড়লো। টেবিলের নিচ থেকে আমার পায়ে একটা লাথি কষে বলল, "ওহ! তুমিও আছো দেখছি।"

BanglaBook.org

"কাল রাতের ঘটনার জন্য আমি লজ্জিত, ক্যামিল" বলল অ্যামা। "আসলে আমাদের মধ্যে তেমন আলাপ নেই, আর তাছাড়া আমি একটা বাজে সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। তাই বেশি লজ্জিত।" আমাকে লক্ষ্য করে একটা বিগলিত হাসি ছুঁড়ে দিল মেয়েটা। "কিন্তু এখন আমরা একত্রিত হয়েছে। দেখে মনে হয়, তুমি হোচ্ছ অসহায় সিন্ড্রারেলা, আর আমি তোমার দুষ্ট সৎ বোন।"

"তোমার মধ্যে একবিন্দুও দুষ্টুমি নেই মামনি," বাঁধা দিলো অ্যালেন।

"কিন্তু, ক্যামিল তো প্রথম সন্তান, প্রথম সন্তানেরাই হয় সেরা। আর এখন ও ফিরে এসেছে, আমার থেকে ও-ই বেশি আদর পাবে, তাইনা?" প্রশ্নটা করেই চুপ হয়ে গেল অ্যামা, যেন অপেক্ষা করছে মায়ের মুখ থেকে কিছু শোনার জন্য।

"একদম না," শান্তভাবে উত্তর দিল অ্যাডোরা। গেইলা এসে এর মধ্যেই এক প্লেট শুয়োরের মাংস রেখে গেল অ্যামার সামনে, আর মেয়েটা মধু দিয়ে তার উপর বৃত্ত আঁকতে বসল।

"কারণ তুমি আমাকে ভালোবাসো," মুখে মাংস পুরে বলল অ্যামা। মাংসের সাথে মধু মিশে উৎকট গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। "আমিও খুন হয়ে গেলে ভালোই হতো।" বলল ও।

"এসব কক্ষনো বলতে নেই অ্যামা," ফ্যাঁকাসে কণ্ঠে বলল অ্যাডোরা, ওর আঙুলগুলো দ্রুত চোখের পাপড়ি ছুঁয়ে আবার নেমে এল টেবিলের উপর।

"কিন্তু সেটা হলেই সব চিন্তা থেমে যেত। আসলে মানুষ মরলেই পূর্ণতা পায়। আমিও হয়তো প্রিন্সেস ডায়নার মতো হয়ে যেতাম, দেখনা ওকে সবাই এখন কতো ভালবাসে।"

"তুমিও তো স্কুলে সবথেকে জনপ্রিয়, আর তাছাড়া বাসাতেও যথেষ্ট আদর পাও। অ্যামা, বেশি লোভ ভালো না।"

আবার টেবিলের নিচ থেকে অ্যামার লাথি খেলাম আমি, ভাবটা এমন যে একটা গুরুত্বপূর্ণ সত্য প্রমাণ করে ফেলেছে ও। এরপরে ও ঘাড়ের কাছে ঝুলে থাকা কাপড়ের টুকরোটাকে নাড়া দিলো, আমি এতক্ষণ ওটাকে পোশাক ভেবে ভুল করেছিলাম, এবার বুঝলাম ওটা আসলে কৌশলীভাবে জড়ানো একটা নীল চাদর। মাও বুঝে ফেলল ব্যাপারটা।

"কীসব গায়ে দিয়েছ অ্যামা?" বলল মা।

"এটা ছদ্মবেশ। আজ জঙ্গলে, 'জন অফ আর্ক' খেলা হবে, মেয়েরা আমাকে পুড়িয়ে মারবে।"

BanglaBook.org

"মামনি, তোমার ওখানে যাওয়া চলবেনা," অধৈর্যের মতো শোনালো মায়ের কণ্ঠস্বর। অ্যামার হাত থেকে মধুর বয়ামটা কেড়ে নিয়ে মা বলল, "তোমার বয়সী দুটো মেয়ে এর মধ্যেই মরেছে, আর তুমি জঙ্গলে যেতে চাও খেলতে!"

'জঙ্গলে বাচ্চারা মেতে ওঠে বেপরোয়া খেলায়, গোপন খেলায়।' - লাইনটা একটা কবিতার, একসময় পুরোটা মুখস্ত ছিল আমার।

"চিন্তার কিছু নেই।" অসুস্থ হাসি দিলো অ্যামা।

"তুমি কোথাও যাবেনা।"

প্লেটের মাংসে নির্মমভাবে ছুড়ি বসিয়ে বিশ্রীভাষায় কিছু বলল মেয়েটা। আমার দিকে তাকিয়ে ঘাড় বাঁকালো মা, তার হাতের হীরের আংটিটা যেন আমাকে সংকেত দিলো সাহায্যের জন্য।

"ক্যামিল, তুমি যখন একবার এসেই পড়েছ তখন কিন্তু আমরা একটা পার্টি দিতেই পারি, কি বল?" তড়িঘড়ি করে প্রশ্ন করল মা। "মনে করো পেছনের বাগানে একটা পিকনিক হল। অথবা গাড়ি নিয়ে কোথাও ঘুরতে যেতে পারি। উডবেরীর দিকে গেলে গলফও খেলা যাবে। গেইলা, আমাকে বরফ দিয়ে এককাপ ঠান্ডা চা দাও তো।"

"প্রস্তাব মন্দ না, এখানে ক'দিন আছি তার অবশ্য ঠিক নেই।"

"হুম সেটা ঠিক করে ফেললে ভালো। তুমি অবশ্য যতদিন খুশি থাকতে পারো," বলল মা। "তবে তোমার হিসাবটা জানলে আমাদের প্ল্যান করতে সুবিধা হতো আরকি!"

"বিলক্ষণ।" কলায় কামড় বসাতে বসাতে উত্তর দিলাম, একদম পানসে লাগলো ফলটা।

"আমি আর অ্যালেন একবার তোমার ওখানেও যেতে পারি বেড়াতে। শিকাগোর ওদিকটা এখনো দেখা হয়নি।" আমি যে হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম ওটা শিকাগো শহর থেকে নব্বই মিনিট দক্ষিণে। মা ওখানে থেকে ট্যাক্সি ধরে সেখানে গিয়েছিল। মোটামুটি ১২৮ ডলার মতো খরচ, টিপস সহ হিসাব করলে ১৪০ ডলারও হতে পারে।

"তাহলে তো ভালোই হয়, ওখানে বেশ কিছু জাদুঘর আছে। আর লেকটাও তোমার ভালো লাগবে।"

"জলাশয়ের প্রতি আমার এখন আর কোনও আগ্রহ নেই।" বিমর্ষ ভাবে বলল মা।

"কেন?" উত্তরটা জানা সত্ত্বেও প্রশ্ন করলাম।

BanglaBook.org

"ওইযে মেয়েটা, অ্যান ন্যাশ ওখানে মারা গেল, তারপর থেকে ভালো লাগেনা আর।" একটু থেমে কাপে চুমুক দিলো মা, তারপর বলল, "ওকে ভালো করেই চিনতাম আমি।"

অ্যামা গোঁজগোঁজ করতে করতে চেয়ারের উপর দুলে চলল।

"ও কিন্তু ডুবে মরেনি," আমার সংশোধনীটা মায়ের কানে বিষের মতো লাগবে জেনেও বললাম। "শ্বাস রোধ করে মারা হয়েছে ওকে, তারপরে লাশটা ফেলে দিয়েছে জলাশয়ের ধারে।"

"কীণ মেয়েটাও মারা গেল, ওদের খুব পছন্দ করতাম।" আমার মন্তব্যটুকু সতর্কভাবে পাশ কাটিয়ে গেল মা। অ্যালেন একটা হাত ছড়িয়ে দিলো অ্যাডোরার কাঁধে। অ্যামা উঠে চিৎকার দিয়ে সিঁড়ি ধরে দৌড়ে উপরে চলে গেল।

"আহারে," বিমর্ষভাবে বলল মা। "আমার মতো মেয়েটাও কষ্ট পাচ্ছে অনেক।"

"হুম, একসাথেই তো পড়তো, কষ্ট পাওয়াই স্বাভাবিক।" সহানুভূতির সুরে বললাম। "আচ্ছা, মেয়েগুলোর সাথে তোমার আলাপ কিভাবে হয়েছিল?"

"আমাদের শহরটা ছোট ক্যামিল। আর ওরকম ছোট্ট ফুটফুটে দুটো মেয়ে...

"কিন্তু তুমি তো ওদের চিনতে না।"

"চিনতাম, ভালো করেই চিনতাম।"

"কিভাবে?"

"তোমার জেরাটা থামাবে দয়া করে? আমি কিন্তু বলেছি বিষয়টা নিয়ে আমি খুব কষ্টে আছি, আর তুমি আমাকে সান্তনা না দিয়ে উল্টো জেরা করছ!"

"হুম, তাহলে তুমি পানির আশেপাশেও না যাবার শপথ নিয়েছ?"

মুহূর্তেই মা ক্যাঁচক্যাঁচে গলায় বলল, "চুপ করো ক্যামিল" তারপরে সামনের ন্যাপকিনে খাবারটুকু ঢেকে দিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অ্যালেনও পিছু নিল ঠোঁটে শিশ বাজিয়ে, যেন কোন অভিজ্ঞ পিয়ানো বাদক গতি দিচ্ছে নির্বাক চলচিত্রে।

জগতের সব দুর্ঘটনাই যেন মায়ের গায়ে এসে লাগে, আর মায়ের প্রতিটি বিষয় আমার পেটের যন্ত্রণা বাড়ায়। যাদের সাথে জীবনে দেখাও হয়নি কখনও তাদের জন্য বসে বসে শোক করবে সে। পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে কারও দুর্ঘটনার জন্য চোখের জল ফেলবে। মানব জাতির নির্মমতাগুলো মা'কে একটু বেশিই পীড়া দেয়।

ম্যারিয়েন মারা যাবার পরে প্রায় এক বছর নিজের ঘরে বন্দির মতো ছিল মা। ঘরটা যদিও সুন্দর। সেখানে পালতোলা জাহাজের মতো সুবিশাল একটা খাট, আর পাশেই সুগন্ধি আতরে ভরপুর টেবিল। ঘরের মেঝেটাও এতই চকচকে যে বহু

BanglaBook.org

ম্যাগাজিনে সেটার ছবি ছাপা হয়েছে। হাতির দাঁত চারকোণা করে কেটে বসিয়ে বানানো হয়েছে মেঝেটা, নিচ থেকে দ্যুতি ছড়িয়ে আলো করে রাখে পুরো ঘর। আমি যতবার দেখেছি অবাক চোখে চেয়ে থেকেছি কেবল, তবে ওই ঘরে আমার প্রবেশ নিষেধ। মাঝে মধ্যে উইন্ডগ্যাপের গণ্যমান্য কেউ হাজির হলে সেই ঘরের দরজা খোলা হতো, তখনই ফাঁক দিয়ে আবাছা দেখেছি কয়েকবার। বরাবর মা'কে দেখেছি খাটে বসে থাকতে, তুষারশুভ্র বালিশের উপর হেলান দিয়ে, পরনে থাকতো ফুল বসানো পাতলা পোশাক।

ফিচারটা জমা দেবার জন্য আমাকে যে সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল তার মাত্র আর দুদিন বাকি, কিন্তু সেরকম কোনও তথ্যই যোগাড় হয়নি। আমার ঘরে বিছানার উপর বসেই এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্যগুলো সাজিয়ে নিতে চেষ্টা করলাম মনে মনে। আগস্টে, যখন অ্যান ন্যাশকে অপহরণ করা হয়, তখন কোনও প্রত্যক্ষদর্শী ছিলোনা সেখানে, হুঁশ করে গায়েব হয়ে গিয়েছিল মেয়েটা। তারপরে ওর দেহটা পাওয়া যায় ফলস ক্রিকে দশ ঘণ্টা বাদে। অপহরণ করার ঘণ্টাচারেকের মাথায় মৃত্যু হয় ওর। মেয়েটার সাইকেলটা শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। অনুমান করা যায় ও অপহরণকারীকে চিনত, নাহলে এভাবে সাইকেলসহ একটা মেয়েকে তুলে নিয়ে যাওয়া অনেক ঝামেলার। তাহলে কি আততায়ী চার্চের কেউ ছিল, নাকি প্রতিবেশীদের কেউ? নাকি অন্য কেউ!

কিন্তু প্রথম খুনটা এত সাবধানে করার পরে, কেন দ্বিতীয় মেয়েটাকে বন্ধুদের উপস্থিতিতে তুলে নিতে গেল? ব্যাপারটা পুরো অসংলগ্ন। যদি জেমস ক্যাপাসি বসে বসে রোদ পোহানো বাদ দিয়ে জঙ্গলের ধারে থাকতো তাহলে কি ওকেও মরতে হতো? নাকি নাটালি কীণকে জেনেশুনেই নির্বাচন করা হয়েছিল হত্যার জন্য? ওকে ধরেও রাখা হয়েছিল বেশি সময় পর্যন্ত, প্রায় দু'দিন নিখোঁজ ছিল মেয়েটা। তারপর শরীরটা পাওয়া যায় একটা হার্ডওয়্যারের দোকান আর বিউটিপার্লারের মাঝামাঝি, একদম প্রধান সড়কের বুকে।

জেমস ক্যাপাসি আসলে কি দেখেছিল সেদিন? এই ছেলেটার কথাগুলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ, ওকে মিথ্যাবাদী মনে হয়নি একদম, ভয়কে ও ঘৃনা করে সেটা বোঝা গেছে বেশ। ছেলেটা একটা দুর্ঘটনাকে দেখেছে এগিয়ে আসতে, আর সেটাই হয়ে গেছে রূপকথার শয়তান স্নো-কুইনের মতো। কিন্তু এমন তো হতেই পারে যে মহিলা দেখতে একদম সাদামাটা ছিল, অথবা হয়তো মহিলাই ছিলোনা, কেবল লম্বা চুলের একজন পুরুষও হতে পারে, কিংবা সং সেজে চেহারা পাল্টে নেয়া কোনও মানুষ ছিল! একজন মহিলার পক্ষে ওভাবে খুন করা একটু অস্বাভাবিক। মহিলাদের

BanglaBook.org

অপরাধের তালিকা ঘাটলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মৃত হিসাবে কোনও পুরুষকে পাওয়া যায়- বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যৌন দুর্ঘটনার জের ধরে। কিন্তু সেভাবে দেখতে গেলে মৃত মেয়েগুলর উপরে তেমন কোনও শারীরিক নির্যাতনও হয়নি, ঘটনাগুলো ঠিক মিলছে না।

তাহলে কিভাবে নির্বাচন করা হয়েছে মেয়েগুলোকে? যদি নাটালি কীণ ওভাবে না মরতো তাহলে অবশ্য খুনগুলোকে কেবল দুর্ভাগ্য হিসাবে ধরে নেওয়া যেত। কিন্তু যদি জেমস ক্যাপাসি সঠিক কথা বলে থাকে, তাহলে পার্কে মেয়েটাকে ধরার জন্য বেশ ভালো রকমের পরিকল্পনা সাজাতে হয়েছিল। আর যদি মেয়েগুলোকে ভেবে চিন্তেই বেছে নেওয়া হয় তাহলে অ্যানের মৃত্যুটাকে কাকতালীয় ধরা ভুল। মেয়েদুটোর একজনও অবশ্য দেখতে তেমন সুন্দরী ছিলনা, তাই সেই দিক দিয়ে চিন্তা সরিয়ে রাখা যায়। বব ন্যাশ-ই পরিষ্কার করে দিয়েছে ওর পরিবারের সবচেয়ে সুন্দর 'অ্যাশলি'। নাটালির পরিবারের অবশ্য টাকা ছিল প্রচুর, উইন্ড গ্যাপের নতুন বাসিন্দা ওরা। অ্যানের পরিবারের অতো টাকা নেই, ওরা নিম্ন-মধ্যবিত্ত। আর তাছাড়া ন্যাশ পরিবার এই শহরের অন্যতম প্রাচীন বাসিন্দা। দুটো মেয়ের মধ্যে বন্ধুত্বও ছিলনা, ওদের মধ্যে মিলটা কেবলমাত্র মৃত্যুর ধরনে, যদি ভিক্যারির মত মেনে নিই, তবে তেমনটাই দাঁড়ায়।

এগুলো বাদ দিলে আছে আগন্তুক সূত্র, হয়তো উড়ে এসে জুড়ে বসা কেউ করেছে এই কাজ। আচ্ছা রিচার্ড উইলস কি তেমনটাই ভাবছে? যদিও শহরটা ম্যামফিসের দিকে চলে যাওয়া অন্যতম প্রধান রাস্তার ধারেই, কিন্তু তা হলেও, দীর্ঘ নয় মাস ব্যাপী গা ঢাকা দিয়ে থাকা প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া জঙ্গল খুঁজেও তো তেমন কিছুই পাওয়া যায়নি, এমনকি একটা হিংস্র পশুও নয়, বহু কাল আগেই শিকার হয়ে গেছে সেগুলো।

আমার ভাবনাগুলো একে অপরকে উড়িয়ে দিচ্ছিল সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম। সহসা রিচার্ডের সাথে কথা বলার প্রয়োজন বোধ করলাম। এই লোকটা উইন্ড গ্যাপের স্থানীয় না, তাছাড়া পুরো ঘটনাটা কাছ থেকে দেখেছে এতদিন। এই কেসটাও ওর অধিনেই আছে, সমাধানের অপেক্ষায়; হয়তো ওর মতো করেই ভাবা উচিত আমারও।

আলোটা নিভিয়েই ঠান্ডা পানিতে গোসল করলাম, তারপর বাথটবের ধারে বসে মায়ের দেয়া লোশনটা গায়ে ঘষলাম, দ্রুত হাতে। পুরনো খতগুলোতে এলোপাথারি চলল আমার হাত।

BanglaBook.org

ফুলহাতার গোল গলার শার্ট আর হালকা সুতির একটা প্যান্ট পরে আয়নায় তাকিয়ে নিজের চুলগুলো আঁচড়ে নিলাম। শরীরের সাথে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করলেও আমার চেহারা এখনও বেশ লাবণ্যময়। সেখানে কোনও বিশেষ একটা জিনিশ হয়তো আকর্ষণীয় নয়, কিন্তু সবকিছু মিলে একটা সাম্যাবস্থা রয়েছে; বেশ চটকদার। টানা টানা নীল চোখ, উন্নত গাল, আর তারই মাঝে ছোট একটা নাক। আমার ঠোঁট ধার বরাবর একটু নিচের দিকে বাঁকানো। পোশাক আশাক ঠিক থাকলে আমাকে বেশ আকর্ষণীয়ই দেখায়। জীবনটা অন্য পথে চালালে হয়তো আমারও প্রেমিকের অভাব হতোনা। হয়তো কোনও চমৎকার সুপুরুষের সাথে এতদিনে বিয়েও হয়ে যেতে পারতো।

শহরের উপড়ে ছেয়ে থাকা নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে চোখে জল এল সহসাই।

ব্রুজার্ডদের খাবার দোকানে রিচার্ডের দেখা মিলল, সিরাপ ছাড়াই ওয়াফেল খাচ্ছিল বসে। ওর সামনের টেবিলে কাঁধ সমান উঁচু ফাইল-পত্তরের স্তূপ। ওর বিপরীতে গিয়ে দাঁড়ালাম, মনে মনে খুশিই হলাম, সেই সাথে ষড়যন্ত্রীর মতো স্বচ্ছন্দও পেলাম কিছুটা।

চোখ তুলে হাসল লোকটা, "মিস প্রিকার, আসুন, টোস্ট চলবে তো? এখানে আসলেই টোস্ট দিতে মানা করি, কিন্তু তবুও ওরা দিয়ে দেয়। ভাবটা এমন টোস্ট বিক্রির হিসাবে নাহলে ঘাপলা হয়ে যাবে নাহলে।"

এক চিলতে টোস্ট নিয়ে তাতে মাখন লাগিয়ে নিলাম, রুটিটা ঠান্ডা হয়ে শক্ত হয়েছে। কামড়ের সাথে গুড়ো ছড়িয়ে পড়ল টেবিলের উপর, হাত দিয়ে সেগুলো ঝেড়ে ফেললাম, তারপর সরাসরি চলে গেলাম কাজের কথায়।

"রিচার্ড, আমার তথ্য প্রয়োজন। আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে ভাবার সময় নেই আর, কাজে সমস্যা হয়ে যাবে কিছু খবর না বের করতে পারলে।"

আলতো করে ফাইলের স্তূপে স্পর্শ করে ও বলল, "এখানেই আছে সব তথ্য - ১৯২৭ থেকে শুরু করে। এর আগের কোনও ঘটনা দুর্ভাগ্যজনকভাবে রেকর্ডে নেই। হয়তো সেগুলো ফেলে দেওয়া হয়েছে, থানার বোঝা কমানোর জন্য!"

"কিসের রেকর্ড এগুলো?"

"উইন্ডগ্যাপের ক্রিমিনাল প্রোফাইলগুলো সংগ্রহ করেছি, এই শহরের নৃশংসতার সব অতীত নিদর্শন আছে এখানে," একটা ফাইল এগিয়ে দিয়ে রিচার্ড বলল, "আপনি কি জানেন? ১৯৭৫ সালে ফলস ক্রিক এর ধারে দুই কিশোরীর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল? কব্জি কাঁটা অবস্থায়। ঠিক সেখানটাই যেখানে অ্যান ন্যাশের

BanglaBook.org

মৃতদেহটা পাওয়া যায়। পুলিশ ঘটনাটাকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে ছিল অবশ্য। 'মেয়েদুটো ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল, একটু বেশিই অন্তরঙ্গ। সন্দেহ করা যায় ওরা পরস্পরকে ভালবাসতো,' এমনটাই লেখা ছিল পুলিশ ফাইলে। কিন্তু আত্মহত্যার অস্ত্রটা শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। অদ্ভুত! তাইনা?"

"ওদের একজনের নাম ম্যারি।"

"আহ! জানেন তাহলে।"

"একটা বাচ্চাও হয়েছিল ওর সেসময়।"

"হুম, ছোট্ট একটা মেয়ে।"

"মেয়েটার নাম ফে ম্যারি, আমার সাথে হাই-স্কুলে পড়তো। আমরা ওকে ফ্যাগ ম্যারি বলে ডাকতাম। ছেলেরা ওকে স্কুলের পরে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে পালা করে আদিম খেলায় মত্ত হতো। ওর মা আত্মহত্যা করলো, আর মাত্র ষোল বছর পরেই ফে স্কুলের সব ছেলের সাথে যৌনতাকে নিজের মিশন বানিয়ে ফেলল।"

"ঠিক বুঝলাম না।"

"ও সমকামী না এটা প্রমাণ করার জন্য। মানে ওর মাকে তো তেমনটাই সন্দেহ করা হয়েছিল তাইনা? তাই যদি সবগুলো ছেলের সাথে একটা শারীরিক সম্পর্কে জড়ানো যায় তাহলে ওকে তেমনটা সন্দেহ করার আরও কোনও কারণ থাকেনা। কিন্তু ওটা প্রমানের পাশাপাশি নিজেকে একটা বেশ্যাও প্রমাণ করে ফেলেছিল মেয়েটা। তাই ওকে কেউ ঘাটাতে যেত না। আমাদের শহরটা এমনই, এখানে সবাই সবার গোপন কথা জানে, আর সুযোগ পেলেই সেগুলোকে নিজের স্বার্থে কাজে লাগায়।"

"দারুণ শহর!"

"আপনার নিজস্ব কোনও মতামত আছে?"

"সেটাই তো দিলাম।"

নিজেকে অবাক করে হেসে ফেললাম সহসাই। চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম কারির কাছে পাঠাবার জন্য ফিচারের হেডলাইন, 'অন্ধকারে পুলিশ, কিন্তু তাদের বিশ্বাস উইন্ড গ্যাপ 'দারুণ শহর!"

"আচ্ছা ঠিকাছে, মিস ক্যামিল। তাহলে আমাদের মধ্যে একটা সমঝোতা হতে পারে, মনে করুণ আপনাকে কাগজের জন্য কিছু মন্তব্য দিলাম, আর বদলে আপনি অতীতের এসব ঘটনা আমাকে জানালেন। আসলে আমার এমন কাউকে দরকার যে শহরটার সাথে পরিচয় করাতে পারবে। ভিক্যারির থেকে খুব একটা সাহায্য পাবোনা জানি, ও খুবই রক্ষনশীল।"

BanglaBook.org

"হুম, তাহলে মন্তব্য আমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে দিতে হবে। আর আমার থেকে যেসব তথ্য পাবেন, সেগুলো গোপন থাকা চাই। তবে আপনি যদি মানা করেন তাহলে আপনার দেওয়া মন্তব্যগুলো ব্যবহার করা হবেনা। আমি যেসব তথ্য আপনাকে দেব সেগুলো চাইলে কাজে লাগাতে পারেন আপনি।" সমঝোতাটা খুব একটা স্পষ্ট না হলেও, এছাড়া উপায়ই বা কি!

"কি মন্তব্য দেওয়া যায় আপনাকে, বলুন তো?" সহাস্যে বলল রিচার্ড।

"আপনি কি বিশ্বাস করেন খুনগুলো বাইরের কেউ করেছে?"

"এটা কি ছাপানো হবে?"

"হতে পারে।" উদাস ভাবে বললাম।

"কোনও সম্ভাবনাই বাদ দেওয়া যায়না।" ওয়াফেলে শেষ কামড় বসিয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে ঘরের ছাদের দিকে তাকালো। "তবে শহরের ভেতরে যারা আছে তাদেরকে সন্দেহের তালিকায় এগিয়ে রাখা হচ্ছে। আর সেই সাথে এটাও ভাবা হচ্ছে যে খুনটা বাইরের কারও পক্ষেও করা সম্ভব।"

"তারমানে আপনাদের এখনো কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই।"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে দাঁত বের করলো রিচার্ড, "আমার মন্তব্য কিন্তু দেওয়া শেষ।"

"আচ্ছা ঠিক আছে, পরের কথাগুলো ছাপায় যাবেনা। বলুন, কোনও স্পষ্ট ধারণা কি আছে?"

হাতে ধরা বোতলটার ঢাকনা কয়েকবার উপরনিচ করলো ও, তারপরে কাঁটাচামচটা প্লেটের উপর আড়াআড়ি রেখে আমার দিকে ফিরে বলল, "আচ্ছা আপনি বলুনতো, এই খুন কি বাইরের কারও পক্ষে করা যুক্তিযুক্ত? আপনিতো একজন ক্রাইম রিপোর্টার, এটুকু তো আন্দাজ করতেই পারেন!"

"আমার মনে হয়না।" তীক্ষ্ণ কাঁটা চামচটার দিকে একাগ্র তাকিয়ে উত্তর দিলাম।

"আপনি বুদ্ধিমতী।"

"ভিক্যারি বলছিল আপনার মতে এটা কোনও আগন্তুকের কাজ হতে পারে।"

"ধুচ্ছাই, ওসব বলেছিলাম আরও নয় মাস আগে, তখন সবে পা রেখেছি শহরে। আর ও এটাই ধরে বসে আছে, আমার দক্ষতাকে প্রশ্ন করার জন্যই করেছে এটা। ভিক্যারির সাথে আমার একটা সূক্ষ্ম দূরত্ব আছে।"

"কাউকে সন্দেহ হয়?"

BanglaBook.org

"এক কাজ করি বরং। সামনের সপ্তাহে আমার সাথে পানশালায় চলুন, আমার আর তর সইছেনা শহরটা সম্পর্কে আরও জানার। উইন্ডগ্যাপের সবাইকে চেনা প্রয়োজন।"

রিচার্ড হাতের বোতলটা ঠেলে দিলো দেয়ালের দিকে। ওটা টেবিলের উপর পানির একটা রেখা তৈরি করেছিল, আমি আগে পিছে না ভেবেই আঙুল ডুবিয়ে দিলাম ওতে, তারপরে মুখে পুরলাম আঙুল। শার্টের হাতা সামান্য সরে ক্ষতটা বেরিয়ে এল, রিচার্ড তাকাতেই হাত দুটো টেবিলের নিচে লুকিয়ে ফেললাম আমি।

ওকে উইন্ড গ্যাপের অতীত জানাতে আমার কোনও সমস্যা নেই, এই শহরের প্রতি তেমন ভালোবাসা আমার নেই যে সবকিছু লুকিয়ে রাখতে হবে। এখানে আমার বোন মরেছে। নিজের শরীরের উপর নির্যাতন করতে শুরু করেছি এখানেই। ছোট্ট একটা দম বন্ধ করা শহর এটা, যাদের তুমি ঘৃনা করো তাদের সাথেই প্রতিদিন দেখা হবে তোমার। সবাই জানে সবার সম্পর্কে, এরকম একটা জায়গা জীবনে কালো দাগ রেখে যাবার জন্য যথেষ্ট।

তবে সত্যি কথা বলতে গেলে আমার যত্নের কোনও অভাব হয়নি এখানে, মা এই বিষয়ে বরাবর কড়া নজর দিতো। শহরটাও মা'কে ভালোবাসা দিয়েছে অঢেল, যেন সে কেকের উপরে বসানো একটুকরো চেরি- উইন্ড গ্যাপের সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে মিষ্টি মেয়ে। তার বাবা-মা, মানে আমার নানা-নানী শহরের শুয়োরের খামারটার মালিক ছিল। এমনকি আসে-পাশের প্রায় অর্ধেক ঘরবাড়ি ছিল তাদের দখলে। তারা আমার মা-কেও কর্মীদের মতোই কঠিন শাসনে রাখতেন। ড্রিংকস, ধূমপান, গালাগালি, এসব নিষিদ্ধ ছিল তার জন্য। আর নিয়মিত চার্চে যেতে হতো প্রার্থনা করতে। আমি বেশ কল্পনা করতে পারি মায়ের মাত্র সতের বছর বয়সেই অন্তঃসত্ত্বা হবার খবরটা তাদের ঠিক কতটুকু অবাক করেছিলো। কেন্টাকি থেকে আসা এক আগন্তুক খ্রিস্টমাসে চার্চে বেড়াতে এসে আমায় ছেড়ে গিয়েছিলো মায়ের পেটে। হয়তো সেই ক্ষোভেই হবে, মায়ের পেটের সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছিলও নানা নানীর পেটের জোড়া টিউমার। আমার জন্মের কয়েক বছরের মাথায় ক্যান্সারে মারা যায় দু'জন।

নানা-নানীর এক পারিবারিক বন্ধু থাকতো ট্যানাসে'র দিকে, আর ওদের ছেলেটাই অ্যাডোরার পেছনে তেল দিয়ে যাচ্ছিলো আমি জমাট বেঁধে ওঠার আগেই; প্রায় প্রতি সপ্তাহেই দেখা করতে আসতো লোকটা। ব্যাপারটা যদিও আমার কাছে একদম বেখাপ্পা লাগে, কিন্তু অ্যালেন আবহওয়াটা কাজে লাগিয়েছিল বেশ ভালোমতোই। অসহায়, একাকী মা হয়তো জীবনে প্রথমবারের মতো একজন সঙ্গী

BanglaBook.org

খুঁজে নিতে চেয়েছিল, কি ...কথাটা শুনে হাসি পেল? কৌতুক করা অ্যালেনের স্বভাব নয়, তবে আমি নিশ্চিত, ও মায়ের মুখে হাসি ফুটিয়েছিল সেসময়। আর পুরো ছবিটাতেই আমি অদৃশ্য সত্ত্বা। হয়তো ঘরের কোনও ছোট্ট কোনায় পরে ছিলাম, কোনও গৃহপরিচারিকার হাতে লালিত হয়েছি, বাড়তি পাঁচ টাকা ওদের হাতে ধরিয়ে কাঁধ থেকে দায়িত্ব ঝেড়েছিলো অ্যাডোরা।

আমি কল্পনায় বেশ দেখতে পাই অ্যালেনের মুখটা, যখন মা'কে ও প্রপোজ করেছিলো বিয়ের জন্য। হয়তো কোনও গুল্মলতায় হাত বুলাতে বুলাতে চোখে চোখ না রেখে বলেছিল কথাগুলো। আর মাও অবলীলায় স্বীকার করে নিয়েছিল প্রস্তাব, কাপে চা ঢালতে ঢালতে। তারপরে পুরোটা পাকা করেছিলো ছোট একটা শুষ্ক চুমুর মারফৎ।

সে যাই হোক, আমি যতদিনে কথা বলতে শিখেছি, ততদিনে বিয়ে করে নিয়েছে ওরা। আমার আসল বাবার সম্পর্কে আসলে কিছুই জানিনা, জন্ম নিবন্ধন সার্টিফিকেটেও ভুল নাম দেওয়া আছে- নিউম্যান কেনেডি। নামটা দেওয়া হয়েছে মায়ের সবথেকে পছন্দের অভিনেতা এবং প্রেসিডেন্টের নাম অনুযায়ী। এ বিষয়ে জানতে চেয়েও সাড়া পাইনি তেমন। আসলে আমাকে অ্যালেনের সন্তান হিসাবে চালাতেই বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল। তবে ব্যাপারটা একটু বেশিই কঠিন হয়ে উঠলো যখন অ্যালেন আর অ্যাডোরার সত্যিকারের সন্তান এলো পৃথিবীতে, ওদের বিয়ের আট মাসের মাথায়। সেসময় অ্যাডোরার বয়স ছিল কুড়ির মতো, আর অ্যালেনের পঁয়ত্রিশ। পরিবারের প্রাচুর্যে আমার মা শুরু থেকেই ধনী, তাই ওদের বাড়তি কিছু করার প্রয়োজন হয়নি কখনও। তবে অ্যালেন সম্পর্কে এত বছরেও খুব বেশি কিছু জানতে পারিনি, যতদূর জানি সে ঘোড়দৌড়ে খেলোয়াড়, কিন্তু এখন আর চড়তে পারেনা, কারণ অ্যাডোরা ভয় পায় এই খেলাকে। মাঝে মধ্যেই অসুস্থ থাকে লোকটা, সুস্থ থাকলেও খুব একটা নড়াচড়া করেনা। গৃহযুদ্ধের উপর অসংখ্য বই পড়া আছে ওর, তবে কথা বেশি বলেনা, ওই কাজটা মায়ের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। লোকটা মোটামুটিভাবে পিচ্ছিল আর ঘাসের মতোই পলকা। তাছাড়া আমাদের দু'জনের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার দিকে কখনও নজর দেয়নি অ্যাডোরা। আমি অ্যালেনের সন্তান হিসাবে পরিচয় পেলেও কোনোদিন ওর স্নেহ পাইনি, তাই ওকে বাবা ডাকার উৎসাহও পাইনি। অ্যালেন ওর পারিবারিক নামটা আমায় ধার দিয়েছিলো, আমি কখনও যেচে ওটা চাইনি। ছোটবেলায় একবার ওকে বাবা ডাকার চেষ্টা করেছিলাম, তখন অ্যালেনের চেহারাটা দেখার মতো হয়েছিলো। আমার মনে হয় আমাদের দু'জনকে একে অপরের সাথে অতিথির মতো আচরনে দেখতেই পছন্দ করে অ্যাডোরা, সংসারের প্রতিটি সম্পর্কেই সেতু হয়ে থাকতে চায় ও।

BanglaBook.org

হুম, বাচ্চার প্রসঙ্গে ফিরে আসি বরং, ম্যারিয়েন ছিল একটা চলমান রোগের বোঝা। জন্মের শুরু থেকেই ওর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট, হঠাৎ হঠাৎ রাতে জেগে উঠে বাতাসের জন্য হাঁসফাঁস করতো। হলঘরে বসে মায়ের ঘরে থেকে আসা হাঁপানির শব্দ শুনতে পেতাম। মাঝে মধ্যে রাতে বেলাতেই জ্বলে উঠত ঘরের আলো, তারপরে ভেসে আসতো গুনগুন, কিংবা কান্না অথবা চিৎকারের শব্দ। উডবেরী'র হাসপাতালের ইমারজেন্সি ঘরে পঁচিশ মাইল পাড়ি দিয়ে প্রায়শই নিয়ে যেতে হতো ওকে। এরপরে ওর হজমে সমস্যা দেখা দেয়। ওর ঘরে পাতা হাসপাতালের মতো বিছানায় বসে পুতুলের সাথে বিড়বিড় করতো মেয়েটা একমনে, আর মা স্যালাইনের নলে খাবার লাগিয়ে দিতো সেসময়।

ওই সময়টাতে মায়ের চোখের পাপড়ি বলে কিছু ছিলোনা, টেনে টেনে তুলে ফেলেছিল সেগুলো। টেবিলের উপর স্তূপ করে রাখা ছিল ওগুলো, আমি ওগুলোকে পরীর বাসা বলতাম। এখনো মনে পড়ে, এরকম দুটো বড় পাপড়ি আমার পায়ের সাথে লেগে থাকতে দেখে কয়েক সপ্তাহ বালিসের তলায় রেখে দিয়েছিলাম। রোজ রাতে বের করে ওগুলো দিয়ে সুড়সুড়ি দিতাম আমার গালে আর ঠোঁটে। তারপরে একদিন আবিষ্কার করলাম ওদুটো আর নেই, ঝড়ো হাওয়ায় বিদেয় হয়েছে।

বোনটা ধুঁকতে ধুঁকতে যখন মারা গেল তখন আমি এক অর্থে স্বস্তি পেয়েছিলাম। আসলে মেয়েটা এই পৃথিবীর জটিলতার জন্য পুরোপুরিভাবে তৈরি হয়ে আসেনি, তাই হয়তো বোঝাটাও নিতে পারেনি শেষ পর্যন্ত। মানুষের মুখে মুখে ভেসে বেড়িয়েছিল সান্তনার গুঞ্জন, ম্যারিয়েন বেহেশতবাসি হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু সেগুলো মা'কে দুঃখ থেকে মুক্তি দেয়নি। আজকের দিনেও মা তার পুরাতন দুঃখটুকুকে শখের মতো সযত্নে লালন করে রেখেছে।

আমার ঝাপসা নীল রঙের গাড়িটা পাখির বিষ্ঠায় ছেয়ে রয়েছে, সিটের থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে বলা যায়, তাই শহরে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। মূল সড়কে একটা পোল্ট্রির পাশ দিয়ে যাবার সময় কিছু মুরগি দেখা গেল, আরক্যানসাসের মুরগির খামার থেকে মারার জন্য আনা হয়েছে সম্ভবত। সেই গন্ধ নাকে লাগতেই জ্বলে উঠল নাক। আরও প্রায় ডজনখানেক চামড়া ছাড়ানো মুরগি ঝুলতে দেখলাম জানলার ধারে, নিচে পড়ে রয়েছে ওদের সাদা পালক।

পথের শেষ যেখানে নাটালির জন্য স্মৃতিসৌধ গড়ে উঠেছে সেখানে বন্ধুদের সাথে অ্যামাকে দেখা গেল। ওরা সৌধে রাখা উপহারগুলো ঘেঁটে দেখছিল; তিনজন দাঁড়িয়ে ছিল পাহারায়। আমার সৎ বোন দুটো মোমবাতি, একগুচ্ছ ফুল আর একটা টেডি বিয়ার কুড়িয়ে নিলো। এর মধ্যে কেবল পুতুলটা গেল ওর ঝোলায়। দাঁড়িয়ে

BanglaBook.org

থাকা মেয়েগুলো আমাকে দেখে ঝাপাঝাপি শুরু করে দিল, ওদের ভঙ্গি খুব আপত্তিজনক। আমি এগিয়ে একদম কাছে যাবার আগে পর্যন্ত থামলনা ওরা। কাছে যেতেই আমার নাকে ভেসে এলো ভারী প্রসাধনীর গন্ধ।

"দেখেছো পুরোটা? এবারে তাহলে কাগজে ছেপে দাও, কেমন?" তীক্ষ্ণ সুরে বলল অ্যামা। বোঝাই যাচ্ছে ও খেলনা টেবিলটার দুঃখ উৎরে গেছে এর মধ্যেই। এসব ছেলেমানুষি সম্ভবত বাসাতেই ফেলে আসে মেয়েটা। আর এখন ওর পোশাক পরিচ্ছদও যথেষ্ট উদ্ধত।

"আমার নামটা ভালো করে লিখবে কিন্তু- অ্যামিটি অ্যাডোরা ক্রেলিন। মেয়েরা এই হল আমার বোন। শিকাগোতে থাকে, আমাদের পরিবারের একমাত্র বেজন্মা।" আমার দিকে ইশারায় দেখাল অ্যামা, অন্য মেয়েরা খিলখিল করে উঠলো। "ক্যামিল এই হল আমার প্রিয় বন্ধুর দল, কিন্তু ওদের নিয়ে লেখার কি দরকার! আমি ওদের নেতা, আমাকে নিয়েই লেখো বরং।"

"ওর গলা সবথেকে বেশি চড়া, তাই ও আমাদের নেতা," একটা বেঁটেখাটো লালচুলো মেয়ে ফ্যাসফ্যাসে গলায় ঘোষণা দিলো।

"আর ওর বুকও সবথেকে বড়," বলল দ্বিতীয় মেয়েটা, ওর চুলের রঙ স্বর্ণালি।

হলদেটে গোলাপি চুলের মেয়েটা অ্যামার বাম স্তনে টিপে বলল, "এর অর্ধেক আসল, আর অর্ধেকটা প্যাড বসিয়ে বাড়ানো।"

"ভাগো, জোডেস," পোষা বেড়ালকে ঠান্ডা করার ভঙ্গিতে ঝাঁড় দিয়ে মেয়েটার থুতিতে ঘুসি বসিয়ে দিল অ্যামা, রক্ত বেরিয়ে এল ওর ঠোঁট কেটে, সাথে সাথে ক্ষমা চাইলো ও।

"হুম, তা এখানে কি মনে করে, আপু?" জবাব চেয়ে প্রশ্ন ঠুকল অ্যামা। "দুটো মরা মেয়ের গল্প লিখে কি লাভ? ওরা কি তোমাকে জনপ্রিয় করার জন্য মরেছে নাকি!" টেডি বিয়ারটার দিকে তাকিয়ে বলল অ্যামা, পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দুটো মেয়ে জোর করে হাসল, আর তৃতীয় জন ঠায় তাকিয়ে রইলো মাটির দিকে, ভেজা চোখে।

ওর কথার ধরণটা অনেক চেনা, খামারের কর্মীদের এই সুরেই আলাপ করতে শোনা যায়। আমার একটা অংশ ঘটনাটা বেশ উপভোগ করছিলো, কিন্তু নাটালি আর অ্যানের অপমানটা মেনেও নিতে পারছিলামনা, সেই সাথে বোনের আগ্রাসী অপমানে মেজাজ তেতে উঠলো। সত্যি বলতে ওকে একটু হিংসাও হল, (ওর মাঝের নামে তাহলে অ্যাডোরা আছে!)

BanglaBook.org

"আমার মনে হয় অ্যাডোরা তোমার কীর্তির কথা শুনে খুব একটা খুশি হবেনা। তার মেয়ে মৃত সহপাঠী বন্ধুদের কবরের উপহার চুরি করছে, বিষয়টা বেশ লজ্জার," শান্তভাবে বললাম আমি।

"সহপাঠী আর বন্ধু কিন্তু এক বিষয় না," লম্বা মেয়েটা উত্তর দিয়েই সঙ্গীদের দিকে চাইলো, আমার নির্বুদ্ধিতার বিষয়টা নিশ্চিত করার জন্য।

"ওহ ক্যামিল, আমরা তো স্রেফ মজা করছিলাম," বলল অ্যামা। "আসলে খুবই খারাপ লাগছে আমার, খুব ভালো ছিল মেয়েদুটো। একটু গড়বড়েও ছিল।"

"হুম নির্ঘাত গড়বড়ে," দলের একজন প্রতিধ্বনি করলো।

"আহ মেয়েরা, তোমাদের কি মনে হয়না ওই ছেলেই খুন করেছে এই বদ মেয়েগুলোকে?" খিলখিলিয়ে উঠল অ্যামা। "কি বল? সেটাই তো, তাইনা?" কাঁদতে থাকা মেয়েটা এবারে চোখ তুলে হাসি দিল, অ্যামা উপেক্ষা করলো ওকে।

"ছেলে?" চটপট প্রশ্ন করলাম।

"সবাই জানে কে করেছে কাজটা," ফ্যাসফ্যাসে গলার মেয়েটা বলল।

"নাটালির ভাই, ওই পরিবারেই আছে বদ রক্ত," ঘোষণা দিলো অ্যামা।

"ছোট মেয়েদের প্রতি দুর্বলতা আছে ওর," টেনে টেনে বলল জোডেস নামের মেয়েটা।

"আমার সাথেও কথা বলার জন্য নানা বাহানা করে পাজিটা," বলল অ্যামা। "অন্তত এখন আমি নিশ্চিত, আমাকে খুন করবেনা ও।" অ্যামা বাতাসে একটা চুমু ছুঁড়ে পুতুলটা জোডেসের হাতে ধরিয়ে দিলো, তারপরে অন্য মেয়েদুটোর কাঁধে হাত রেখে বাঁদরামি করতে করতে আমাকে পেরিয়ে চলে গেল সামনে, জোডেসও ওদের পিছু নিলো।

অ্যামার আস্ফলনের মধ্যে এক ধরণের হতাশা ছোঁয়া পেলাম। সকালে খাবার টেবিলেও বলেছিল- 'আমিও খুন হয়ে গেলে ভালোই হতো।' আসলে ওর থেকে কেউ বেশি গুরুত্ব পাক এটা অ্যামা সহ্য করতে পারেনা, বিশেষ করে সেসব মেয়ে যারা বেঁচে থাকলে কোনোদিন ওর সাথে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠত না।

মধ্যরাতের কাছাকাছি সময়ে কারিকে ফোন দিলাম, ওর বাসাতেই। কারির বাড়িটা অফিস থেকে প্রায় নব্বই মিনিট দূরে, শহরতলীর দক্ষিণে গ্রিনউড পাহাড়ের ধারঘেঁষে দাঁড়ানো। সংসারে ওরা দু'জন কেবল; ও আর এলিন, ওদের কোনও সন্তানাদি নেই। ও বলে, নেবার চেষ্টাও করেনি কখনও। কারি বরাবর উঁচু গলার হলেও ওর চোখে সন্তান না থাকার যন্ত্রণটা দেখেছি। অফিসে দৈবাৎ কোনও শিশু

BanglaBook.org

চলে এলেই ওর মধ্যে ব্যতিব্যস্ত ভাবটা প্রবল হয়ে ওঠে। বিয়েটা একটু দেরি করে হয়েছে ওদের, তাই হয়তো সন্তানের চেষ্টা সফল হয়নি।

লালচুলো গোলগাল গড়নের নারী এলিন। কারির সাথে ওর প্রথম দেখা হয়েছিল একটা কার-ওয়াশ শপে, ততদিনে বেয়াল্লিশে পা রেখেছে কারি। এর তিনমাস বাদেই ওদের মধ্যে আলাপ হয়, আর সেই থেকেই গত বাইশ বছর একত্রে সংসার করেছে ওরা। এই গল্পটা কারি বেশ আনন্দের সাথেই বলে, ব্যাপারটা আমারও বেশ লাগে।

ফোনে উত্তর দিলো এলিন, ওর উষ্ণ কণ্ঠে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। জানালো যে ওদের এখনো ঘুমের সময় হয়নি, তারপরে শুনতে পেলাম হাসির শব্দ। কারি পাজেল জুড়তে ব্যস্ত ছিল, মোটামুটি ৪,৫০০ টা খন্ড সেই পাজেলে, জানালো এলিন। সে নাকি কারিকে এক সপ্তাহ সময়ে দিয়েছে ওটা শেষ করার জন্য।

ফোনে আবাছা কারির গলা শোনা গেল, খুকখুকে কাশি জানান দিলো ধূমপানের বিষয়টাও, "কি খবর, প্রিকার? সব ঠিক আছে ওদিকে?"

"আমি ঠিক আছি, কিন্তু খুব বেশি যোগাড় করা যায়নি এখনও, কেবলমাত্র পুলিশের একটা আনুষ্ঠানিক মন্তব্য পেতেই অনেকটা সময় লেগে গেল।"

"কি পেলে মন্তব্য?"

"ওরা সবাইকে রাখছে সন্দেহের তালিকায়।"

"ধুর, যাচ্ছেতাই! এতে কিছুই হবেনা, আরও তথ্য দরকার। বাচ্চাগুলোর বাবা-মা'র সাথে আবার যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলে?"

"নাহ, এখনও করা হয়নি।"

"তাহলে কথা বল, যদি আর কিছু না পাওয়া যায় তাহলে অন্তত বাচ্চা দুটোর ব্যাপারে বিস্তারিত জানা যাবে। ওটাকে মানবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখানো যাবে, সরাসরি ক্রাইম রিপোর্ট না করে। আর শহরের অন্য পরিবার গুলোর সাথেও কথা বলতে পারো, হয়তো ওদের এই বিষয়ে কিছু ব্যক্তিগত মতামত থাকতে পারে, ওরা বাড়তি কোনও সতর্কতা নিচ্ছে কিনে সেটাও জানা প্রয়োজন। সেই সাথে তালার কারিগর আর বন্ধুক বিক্রেতাদের সাথেও আলাপ করবে, ওদের ব্যবসা ভালো যাচ্ছে কিনা যাচাই করার প্রয়োজন। হয়তো কোনও পাদ্রী যুক্ত আছে এই হত্যাকান্ডের সাথে, অথবা কোনও শিক্ষক; একজন ডেন্টিস্ট'র পক্ষেও অসম্ভব নয় কাজটা, এরকম সবার সাথে কথা বল। কিভাবে এই দাঁত উপড়ানো হয়েছে সেটা বের করা জরুরি। আর শহরের বাচ্চাদের সাথে আলাপ জমাও। আমি তথ্য চাই, অনেক মানুষের মতামত চাই। আগামী রবিবারের মধ্যে তিরিশ ইঞ্চির একটা আর্টিকেল

BanglaBook.org

দিতেই হবে, ঘটনটা এখনো গরম আছে, এটাকে ঠান্ডা হতে দেওয়া যাবেনা। অন্য পত্রিকাগুলো টের পাবার আগেই আমাদের আরও কাজ করতে হবে এটা নিয়ে।"

ওর কথাগুলো প্রথমেই টুকে ফেললাম আমার নোটপ্যাডে, তারপরে আওড়ে নিলাম মাথায়, আমার ডানহাতের ক্ষতগুলোতে কালির রেখা আঁকতে আঁকতে।

"মানে! আরও একটা খুন হয়েছে এর আগে!" অবাক কণ্ঠে বলল কারি। "পুলিশ যদি সত্যিই এখনও অন্ধকারে থেকে থাকে, তাহলে শীঘ্রই আবার খুন হওয়াও অসম্ভব না। আমার তো মনে হয়না এই লোক একটা খুন করে বসে থাকার মানুষ, খুনের ধরন একটু বেশিই আনুষ্ঠানিক।"

খুনের আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপারে খুব বেশি কিছু জানেনা কারি, ওর জ্ঞান কিছু সস্তার ক্রাইম ম্যাগাজিনের পাতায় সীমাবদ্ধ। হলদে তেলতেলে মলাটের এই ম্যাগাজিনগুলো ও সেকেন্ড-হ্যান্ড বুকষ্টোর থেকে কেনে। আমাকে বলে, "দু'টাকায় একপিস, প্রিকার এর থেকে সস্তার বিনোদন আর কিছুই হয়না।"

"তারপর, ছুটকি, খুনটা কে করেছে বলে মনে হয়? স্থানীয় কেউ?"

ছুটকি নামটাকে আমার ডাকনাম হিসাবে বেশ পছন্দ কারির, আমি ওর প্রিয় ছোট রিপোর্টার। ওর কণ্ঠে একটা আনন্দ অনুভব করি যখন ও আমাকে এই নামে ডাকে। আমি কল্পনায় ওর ঘরটা পরিষ্কার দেখতে পেলাম, সেখানে ও মগ্ন হয়ে আছে পাজেল নিয়ে, আর এলিন মিষ্টি আচার মাখানো টুনা ফিসের সালাদটা বানাতে বানাতে একটা দ্রুত টান বসাচ্ছে কারির সিগারেটে। এই সালাদই সপ্তাহে অন্তত তিনদিন কারির দুপুরের খাবার।

"আনুষ্ঠানিকভাবে না হলেও, পুলিশের ধারণা সেটাই।"

"আরে, ওটাকে আনুষ্ঠানিকতায় বলানোর ব্যবস্থা করো, ঠিক এই কথাটাই বেরুনো দরকার ওদের মুখ দিয়ে। তাহলেই হবে।"

"কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত তথ্য পাওয়া গেছে একটা বাচ্চার থেকে, নাটালিকে যখন তুলে নেওয়া হল তখন ও সেখানে ছিল। ও বলেছে কাজটা এক মহিলার।"

"মহিলা? অসম্ভব! পুলিশ কি বলে?"

"কিছুই বলতে চায়নি।"

"বাচ্চাটা কে?"

"শুয়োর খামারের এক কর্মীর ছেলে, বেশ মিষ্টি ছেলেটা। কিন্তু আমার মনে হয় ও ভীষণ আতঙ্কে আছে।" চিন্তিত ভাবে উত্তর দিলাম।

"পুলিশ কি আসলেই ওকে বিশ্বাস করেনা? ওদের মন্তব্য কিছু জানো এই বিষয়ে?"

BanglaBook.org

"জানিনা, ওরা এটা নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ।"

"উফ! প্রিকার, ওদের মুখ খোলাতে হবে, কিছু মন্তব্য তো পেতেই হবে, যে করেই হোক।" অধৈর্য ভাব স্পষ্ট হল কারির কণ্ঠে।

"বলা অনেক সহজ, আর আমি স্থানীয় হওয়াতে হিতে বিপরীত হয়েছে। ঘরের খবর পরের কানে দেবার চেষ্টা করতে দেখে ওরা খুব একটা সন্তুষ্ট না। আমাকে একদম পছন্দ করছে না ওরা।"

"পছন্দ করার ব্যবস্থা করো, তুমি তো পছন্দ করার মতোই মেয়ে। আর তোমার মায়ের সাহায্য হয়তো পাবে এবিষয়ে।"

"আমার এখানে আসাটা মাও ভালো চোখে দেখছে না।" বললাম আমি।

খানিকক্ষণ পড়ে কারির দীর্ঘশ্বাস গুঞ্জন তুলল কানে, "সব ঠিক আছে তো প্রিকার? তুমি ঠিক আছো তো?"

আমি চুপ করে রইলাম, সহসা ভীষণ কান্না পেল।

"ঠিক আছি, কিন্তু জায়গাটা আমাকে শান্তি দেয়না একদম। মনে হয়... ভুল একটা সময়ে আছি।"

"ধৈর্য রাখো, তুমি ভালোই এগুচ্ছো। সব ঠিক হয়ে যাবে। বেশি খারাপ লাগলে আমাকে জানিও, আমি তোমাকে ফেরত নিয়ে আসবো।" আশ্বস্ত করল ও।

"ঠিকাছে।"

"এলিন তোমাকে সাবধানে থাকতে বলল, আমিও তাই বলছি। ভালো থেকো।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৬

ছোট শহরগুলোতে সাধারণত নির্দিষ্ট ধরণের পানশালা থাকে। এই ধরণটা যদিও বিভিন্ন রকমের হতে পারে, যেমন- অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শহরগুলোর পানশালা থাকে শহরতলীর দিকে, ওখানের মালিকরা নিজেদের কিছুটা বেপরোয়া ভাবে। আর ধনী শহরগুলোতে পানশালা থাকে শহরের ভেতরেই, সেসব জায়গায় সস্তার মদের দামও বাড়িয়ে রাখা হয়, যাতে গরীবের পা দেবার সম্ভাবনাটুকুও ছেঁটে ফেলা যায়। আর মধ্যম-শ্রেণীর শহরের পানশালা গুলো থাকে বড় দালানের ভাঁজে, সেখানে চলে বিয়ারের ফোয়ারা, আর তার সাথে বাড়তি আসে পেঁয়াজের স্তূপ, ওরা এই স্তূপকে আদর করে স্যান্ডউইচের উপাধি দিয়েছে।

উইন্ড গ্যাপে সৌভাগ্যবশত সবাই পানীয়প্রেমী, তাই আমাদের এখানে সবরকমের ব্যবস্থাই রয়েছে। শহর হিসাবে আমরা ছোট হতে পারি, কিন্তু গিলতে বললে অনেক বড়বড় শহরকেও এক হাত নিতে পারি সহজেই। আমাদের বাড়ির কাছের পানশালাটা বেশ অভিজাত; বড়সড় কাচের দালানটা বিশেষত সালাদ আর পানীয়ের জন্য জনপ্রিয়। এটাই উইন্ড গ্যাপের ধনীদের জন্য তৈরি একমাত্র রেস্টুরেন্টও। খাবার টেবিলে গিয়ে আবার অ্যালেন আর ওর ডিম খাবার দৃশ্য দেখার কোনও আগ্রহ ছিলনা, তাই আমি হেঁটেই চলে গেলাম 'লা মেরে' তে। নামটা ফ্রেঞ্চ। আমার ফ্রেঞ্চ শেখার শেষটা হয়েছিলো একাদশ শ্রেণীতেই, তবে রেস্টুরেন্টের সাজ-সজ্জা দেখে আর নৌ কেন্দ্রিক গোছগাছে যা বুঝলাম দোকানের মালিক এর নামটা রেখেছে 'লা মার' শব্দটা মাথায় রেখে, যার অর্থ হচ্ছে 'সমুদ্র'; ব্যাপারটা ভুলে 'লা মেরে' হয়েছে সম্ভবত, এই শব্দের অর্থ হচ্ছে 'মা'।

হয়তো 'মা' নামটাও ঠিক আছে, কারণ আমার মা প্রায়ই এখানে চলে আসে তার বন্ধুদের নিয়ে। এখানের চিকেন সিজার তাদের খুব প্রিয়, তবে এই খাবারটা ফ্রেঞ্চও না, আবার সামুদ্রিকও না। যাই হোক, এটা নিয়ে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

"ক্যামিল!" টেনিসের পোশাক পড়া এক স্বর্ণকেশী ঘরের ওপাশ থেকে হাঁক দিলো, ওর গলায় চকচক করছে সোনার হার, আর হাতে বেশ কিছু আংটি ঝুলছে।

BanglaBook.org

মহিলার নাম অ্যানাবেল গ্যাসার, আমার মায়ের বেষ্ট ফ্রেন্ড, বিয়ের আগে ওর পদবী ছিল অ্যান্ডারসন, ডাকনাম অ্যানি-বি। শহরের মোটামুটি সবাই জানে বরের পদবীটা একদম সহ্য করতে পারেনা মহিলা-এমনকি ওটা মুখে উচ্চারণ করলেও নাক কুঁচকে ফেলে। হয়তো বিয়ে করলে নাম না বদলালেও চলে এই বিষয়টা ওর সঠিক জানা ছিলোনা।

"এইযে মেয়ে, তোমার মায়ের থেকে শুনেছি এখানে আসার কথা।" ওধারের একটা টেবিলে জ্যাকি ও'নিলি কে দেখা গেল, শোকসভার দিনের মতোই আজও মাতাল মনে হল ওকে। অ্যানাবেল আমার দু'গালে চুমু খেয়ে পরখের নজরে দেখে বলল, "তোমায় বেশ দেখাচ্ছে কিন্তু, এসো, আমাদের সাথে বসবে। এইমাত্র ওয়াইনের বোতল খুলেছি, সাথে খাবার আছে। তুমি এলে কিছুটা নবীন লাগবে নিজেদের।"

অ্যানাবেল আমাকে টানতে টানতে ঠিক জ্যাকি'র টেবিলটার দিকে নিয়ে গেল। ওখানে আরও দু'জন স্বর্ণকেশী শ্যামলা মহিলা বসে খোশগল্পে মশগুল। অ্যানাবেল যখন আমাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল ওদের সাথে, তখনও বকবক করে চলল জ্যাকি। শেষমেশ আমার দিকে ঘুরতেই ধাক্কা দিয়ে একগণ্ডাস জল উল্টে ফেলল।

"ক্যামিল? তুমি এখানে! তোমাকে আবার দেখে বেশ ভালো লাগছে।" আন্তরিক ভঙ্গিতে বলল জ্যাকি, ওর শরীর থেকে রসালো ফলের ঘ্রাণ ভেসে এল।

"আরও পাঁচ মিনিট আগেই এসেছে," বরফ আর পানি কাপড় থেকে মেঝেতে ঝাড়তে ঝাড়তে বলল ওদের একজন, মহিলার হাতের দুটো আঙুলে হীরের ঝলক দেখা গেল।

"আহ, এবারে মনে পড়েছে, তুমি খুনের তদন্ত করার জন্য এসেছো, দুষ্ট মেয়ে কোথাকার," বললে চলল জ্যাকি। "অ্যাডোরা নিশ্চয়ই ভালো চোখে দেখছেনা ব্যাপারটা! ওর বাড়িতে তোমার নোংরা মগজটা নিয়ে বাস করছ।" এই বলে এমন একটা হাসি দিলো যেটা আরও বছর বিশেক আগে হয়ে আকর্ষণীয় বলে চালিয়ে দেওয়া যেতো, কিন্তু এখন শুধুমাত্র ক্রোধের জন্মদিলো।

"জ্যাকি!" চোখ পাকালো স্বর্ণকেশীদের একজন।

"হ্যাঁ অ্যাডোরা বাড়িটা দখল করার আগে অবশ্য ওটা জয়া'র ছিল, আর তখন আমরা সবাই আমাদের নোংরামি একসাথে নিয়ে ওখানে থাকতে পারতাম। বাড়িটা একই আছে, কেবল দখল এখন এক পাগলের হাত বদলে আরেক পাগলের হাতে," অসংলগ্ন ভঙ্গিতে বলল জ্যাকি। বলতে বলতেই কানের পেছনে হাত দিলো ও, দেখে মনে হল চেহারা টান করাতে গিয়ে সেলাই পড়েছে চামড়ায়।

BanglaBook.org

"তোমার নানী জয়া'র সাথে তো দেখা হয়নি তোমার, তাইনা?" প্রশ্ন করলো অ্যানাবেল।

"আইব্বাস! ওই ছিল এক মহিলা, বুঝলে!" বলল জ্যাকি। "ভয় লাগতো দেখলে।"

"কেন?" জানতে চাইলাম। নানীর সম্পর্কে এসব কথা আগে শুনিনি কখনও। অ্যাডোরা অবশ্য বলেছে খুব কড়া ছিল সে, কিন্তু এর বেশি কিছুই জানার সৌভাগ্য হয়নি আমার।

"আরে না না, বাড়িয়ে বলছে জ্যাকি," সামাল দিলো অ্যানাবেল। "আসলে হাইস্কুলে পড়ার সময়টাতে কোনও ছেলে মেয়েই মা'কে খুব একটা পছন্দ করে উঠতে পারেনা, আর জয়াও তো বেশিদিন বাঁচেনি, তাই পরিনত বয়সে ওদের মধ্যে ভালো সম্পর্কের সুযোগটা তৈরি হয়নি শেষমেশ।"

কয়েক মুহূর্তের জন্য একটা সম্ভাবনা আমার মাথায় উঁকি দিলো, হয়তো এজন্যই আমার আর মায়ের সম্পর্কের দূরত্বটা এত বেশি- ছোটবেলাতে এটা শিখে উঠতে পারেনি মা। তবে অ্যানাবেল আমার গণ্ডাসে ড্রিংকস ঢালার আগেই সম্ভাবনাটা গায়েব হয়ে গেল মাথা থেকে।

"তা যা বলেছ।" অ্যানাবেলকে সমর্থন জানালো জ্যাকি। "জয়া বেঁচে থাকলে এতদিনে ওদের ভালোই বনিবনা হয়ে যেত, অন্তত জয়া তো একটা ভালো সময় কাটাতো নিঃসন্দেহে। ক্যামিলকে টুকরো টুকরো করতো ও আনন্দের সাথে। ওর লম্বা নখগুলোর কথা মনে আছেতো? কখনও রঙ চড়াতো না ওগুলোয়, অদ্ভুত তাইনা?"

"আহ! বাদ দাও ওসব," রিনরিনে বেজে উঠলো প্রতিটি শব্দ, অ্যানাবেলের কণ্ঠে। "চলো অন্য কিছু নিয়ে কথা বলি বরং।"

"আমার কিন্তু ক্যামিলের পেশাটা দারুণ লাগে," স্বর্ণকেশীদের একজন দায়িত্বশীলের মতো ঘোষণা দিলো।

"বিশেষ করে সাম্প্রতিক যে কাজটা করতে এসেছে, সেটা কিন্তু জম্পেশ।" অন্যজন সায় দিলো।

"তাহলে ক্যামিল, বলো তো মামনি, কাজটা কে করেছে?" চোখের পাতা টেনে টেনে উপহাসের সুরে বলল জ্যাকি। ওকে দেখে আমার কথা বলা পুতুল বলে মনে হল, যেন মাত্রই জীবন পেয়েছে।

চারজন মদ্যপ হিংসুক বিবাহিত মহিলা, প্রত্যেকেই জীবন সম্পর্কে যথেষ্ট উদাসীন, এদের থেকে উইন্ড গ্যাপের সমস্ত কানাঘুসো জেনে নেওয়া সম্ভব

BanglaBook.org

সহজেই। আমি হিসাব করে দেখলাম, ওদের থেকে হাতানো তথ্যগুলোকে খবরে চালান করা যেতে পারে অনায়াসেই।

"আমার কথায় কি আসে যায়!" অতি পরিচিত একটা সুর ধরলাম, "তার চেয়ে তোমরা কি ভাবছো সেটাই শুনি বরং।"

জ্যাকি ওর হাতের রুটিটা সসে ডুবিয়ে মুখে পুরে বলল, "আমার মতামত তো সবাই জানে। ঐযে মরা মেয়েটার বাপ, বব ন্যাশ। বড্ড কামুক ব্যাটা, ওর দোকানে গেলেই আমার বুকের দিকে তাকিয়ে থাকে।"

"তোমার বুক বলে কিছু আছে নাকি!" আমাকে কনুই দিয়ে ঠেলে জ্যাকিকে ব্যাঙ করল অ্যানাবেল।

"আরে বাবা সত্যি বলছি! আমি তো ষ্টিভেন কে ব্যাপারটা বলব ভেবেছিলাম।"

"আমার কাছে কিন্তু একটা সরেস খবর আছে," বলল চতুর্থ মেয়েটা, ওর নাম ডানা কিংবা ডায়না, সঠিক মনে পড়ছেনা, অ্যানাবেল পরিচর করানোর সাথে সাথেই ভুলে গেছি।

"হ্যাঁ হ্যাঁ! ক্যামিল, ডিয়ান কিন্তু বরাবর মোক্ষম খবরটাই জানে," উত্তেজিতভাবে আমার হাতে চাপ দিয়ে বলল অ্যানাবেল।

ডিয়ান, রহস্য বাড়ানোর জন্য তাৎক্ষনিক চুপ হয়ে গেল। তারপরে গ্লাসে ভালো করে ওয়াইন ভরে আবার আমাদের দিকে ফিরল।

"জন কীণ, বাপের বাড়ি ছেড়েছে," ঘোষণা দিলো সে।

"বলো কি?" অবাক কণ্ঠে বলল ওপর স্বর্ণকেশী।

"মম...মমমজা করছ না তো?" বলল আরেকজন।

"সত্যি!?" হাঁ হয়ে গেল তৃতীয়জন।

"আর..." কোনও লটারির অনুষ্ঠানে উপস্থাপক শেষ সংখ্যাটা বের করার আগে যেমন হাসি দেয়, ঠিক সেভাবে হেসে ডিয়ান বলল, "উঠেছে জুলি হুইলারের বাসায়। ঘোড়ার লাগাম ছুটে গেছে বুঝলে!"

"আরেবাবা! এতো দারুণ ব্যাপার, বিশ্বাসই হয়না!" বলল মেলিস্যা বা মেলিন্ডা, নাম মনে রাখতে পারিনা, ধুচ্ছাই!

"সময়টা কিন্তু বেশ উপভোগ করছে এখন, কি বল!" খিলখিলিয়ে বলল অ্যানাবেল। "ম্যারিডিথ এখন আর খুকিটি সেজে থাকতে পারবেনা। জানতো ক্যামিল " আমার দিকে ফিরল ও। "নাটালি, মানে যেই মেয়েটা মারা গেল, ওরই ভাই, জন কীণ। ওরা শহরে পা রাখতেই শহরের মেয়েরা যেন পাগল হয়ে উঠলো। দেখতে শুনতে বেশ ভালো ছেলেটা, খুবই সুন্দর। আর জুলি হুইলার কে তো চেনই,

BanglaBook.org

তোমার মা আর আমাদের বান্ধবী। আসলে প্রায় তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত নিঃসন্তান ছিল জুলি, তারপরে বাচ্চা হতেই ওর ভাবভঙ্গি অসহ্য হয়ে উঠলো। যেন ওর মেয়ে জগত সেরা! আর যখন ম্যারিডিথ জনকে পটিয়ে ফেলল, ইয়া মাবুদ, আমরা তো ভেবেছিলাম সারাজীবন এই কাহিনী শুনে কান পচে যাবে। ক্যাম্পাসের সবচেয়ে সুপুরুষ ছেলেকে বশ করেছে পবিত্র কুমারি ম্যারিডিথ, যেন দারুণ একটা গর্বের বিষয়! কিন্তু ওরকম একটা জোয়ান ছেলে, ওর খিদে না মেটালে চলবে কেন? এবারে বোঝ, একদম বাড়িতে গিয়ে উঠেছে, সুখ এখন হাতের মুঠোয়। আমাদের উচিত পোলারয়েড ক্যামেরা নিয়ে জুলির জানালায় জানালায় লাগানো।"

"ও কিন্তু ব্যাপারটা অন্য দিকে ঘোরাতে চাচ্ছে," বাঁধা দিলো জ্যাকি। "বলছে জনের দুঃখের সময়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা, যাতে নিভৃতে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলার সুযোগ পায় ছেলেটা।"

"সে বুঝলাম, কিন্তু ছেলেটা বাসা থেকে বেরুতেই বা গেল কেন?" প্রশ্নটা করলো মেলিস্যা/মেলিন্ডা, একমাত্র ওকেই মনে হচ্ছে কিছুটা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করার চেষ্টা করছে। "এই সময়টাতে তো ওর উচিত পরিবারে পাশে থাকা, তাইনা? অন্য বাসায় গিয়ে চোখের জল ফেলার কি দরকার?"

"দরকার কারণ, ও-ই হচ্ছে খুনি," ডিয়ানা জবাব দিল, আর সেই সাথে হাসির রোল পড়ে গেল।

"পবিত্র ম্যারিডিথ একটা খুনির সাথে এক বিছানায়, উফ ভাবা যায়!" শিউড়ে ওঠার ভঙ্গি করলো জ্যাকি। সহসাই হাসি থামিয়ে দিল সবাই। একটা টক ঢেঁকুর তুলে অ্যানাবেল শেষমেশ ঘড়ির দিকে তাকালো। গালে হাত দিলো জ্যাকি, ওর দীর্ঘশ্বাসে রুটির গুড়োগুলো সরে গেল প্লেটের ওপর।

"ভাবাই যায়না," মাথা ঝুকিয়ে নখের দিকে তাকিয়ে বলল ডিয়ান, "এই শহরেই বেড়ে উঠেছি আমরাও, আর মেয়েগুলো এখানেই... ভাবলেও মুচড়ে ওঠে পেটে, অসুস্থ লাগে।"

"তাও ভালো, আমার মেয়েগুলো এখন অনেকটাই বড়," বলল অ্যানাবেল। "ওদের সাথে এরকম হলে আমি হয়তো পাগলই হয়ে যেতাম। অ্যামাকে নিয়ে অ্যাডোরা যে কি দুশ্চিন্তায় আছে বেশ বুঝতে পারছি।"

কৌশলে বিষয়টা অ্যাডোরার দিক থেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করলাম, "জন কীণ এর পক্ষে কি আসলেই খুনগুলো করা সম্ভব? নাকি পুরোটাই হিংসুক গুজব?" এরপর অ্যামার সাথে এই নিয়ে কথা হবার ব্যাপারটা পুরো চেপে গিয়ে বললাম, "আসলে গতকাল একদল মেয়ের থেকেও একই কথা শুনলাম।"

BanglaBook.org

"দাঁড়াও দাঁড়াও, মেয়ে মানে ওই চারজনই তো! নিজেদের ওরা একটু বেশিই সুন্দরী ভাবে, আর বকবকানি করে অনর্থক।" বলল জ্যাকি।

"জ্যাকি, কার কাছে কি বলছো? একটু ভেবে বল।" তাড়াহুড়োয় জ্যাকির কাঁধে একটা চাপড় বসিয়ে বলল মেলিস্যা/মেলিন্ডা।

"যাচ্চেল! আমি ভুলেই যাই যে অ্যামা আর ক্যামিল দুই বোন।" সহাস্যে বলল জ্যাকি। পেছন দিকে না তাকিয়েই ওয়েটারের হাত থেকে ওয়াইনের গ্লাসটা তুলে নিলো ও। "তবে তোমার আসলে সত্যিটা জানা উচিত ক্যামিল, ঝামেলার অপর নাম, 'অ্যামা'"

"আমিতো শুনেছি ওরা হাই-স্কুলের সবগুলো পার্টিতে যায়," বলল ডিয়ান। "আর ছেলেদের সাথে ঘেঁষাঘেঁষি তো লেগেই থাকে। আক্কেল গুরুম হয় যায় ওদের কাজ কারবারের কথা শুনলে- ওসব কাজ তো আমরা বিয়ের আগে করার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি, তাও আবার আমাদের মানাতে হতো অলংকার উপহার দিয়ে।" এই বলে হাতের ডায়মন্ড ব্রেসলেটে ছোট একটা মোচড় দিলো ও। সবাই গড়িয়ে পড়লো হাসিতে।

"কিন্তু ওরা

"সত্যিকার অর্থেই মানুষ জন'কে খুনি ভাবে কিনা সেটা বলা মুশকিল। যতদূর জানি পুলিশ ওকে জেরা করেছে," বাঁধা দিয়ে বলল অ্যানাবেল। "কিন্তু ওদের পরিবারটা বেশ গোলমেলে।"

"আমি তো ভেবেছিলাম ওরা তোমার খুব ভালো বন্ধু," বললাম আমি। "শোকসভার পরে ওদের বাসায় তো তোমাকেও দেখেছিলাম যতদূর মনে পড়ে।" মনে মনে ওদের গালি দিলাম।

"সে তো শহরের গণ্যমান্য সবাই-ই ছিল ওখানে, শোকসভার পরে।" জবাব দিলো ডিয়ান। "এরকম একটা অনুষ্ঠান মিস করার তো কোনও মানেই হয়না।" বলেই হেসে ফেলার চেষ্টা করলো ও, কিন্তু অ্যানাবেল আর জ্যাকি গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়লো। বেচারি লজ্জায় পালিয়ে যেতে চাইলো যেন টেবিল থেকে।

"তোমার মা কোথায় বলতো?" অ্যানাবেল কথা ঘুরানোর চেষ্টা করলো সহসাই। "এখানে এলে ওর ভালো লাগতো। খুনগুলো শুরু হবার পর থেকে কেমন যেন হয়ে গেছে বেচারি।"

"এসব ঘটনার অনেক আগে থেকেই বদলে গেছে অ্যাডোরা," চিবিয়ে চিবিয়ে বলল জ্যাকি, দেখে মনে হল এক্ষুনি বমি করে দেবে টেবিলের উপর।

"আহ! জ্যাকি, তুমি থামবে?"

BanglaBook.org

"আমি কিন্তু মজা করছিনা ক্যামিল, তোমার মায়ের যা অবস্থা তাতে তুমি শিকাগোতে থাকলেই হয়তো ভালো ছিলো। আমার মনে হয় তুমি যত দ্রুত সম্ভব ফিরে যাও।" ওর চেহারা থেকে উম্মাদ ভাবটা খসে পরে সেখানে একটা ভালোমানুষির ছাপ পড়লো। মনে হল সত্যিকার ভাবেই আমার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েছে ও, ব্যাপারটা বেশ লাগলো।

"সত্যি বলছি, ক্যামিল

ফের বাঁধা দিলো অ্যানাবেল, "আহ! চুপ করো" জ্যাকির মুখের উপর রুটির ছোট্ট টুকরো ছুঁড়ে মারল ও, টুকরোটা জ্যাকির নাকে বাড়ি খেয়ে টেবিলের উপর এসে স্থির হল। ব্যাপারটা ঠিক যখন 'ডি' আমার গায়ে টেনিস বল ছুঁড়ে মেরেছিল, সেরকম হল অনেকটা - আঘাতে ব্যাথা না লাগলেও আঘাত ঠিকই করা হয়েছে। জ্যাকি হাত নাড়িয়ে উপেক্ষা করে বলে চলল।

"আমার যা ইচ্ছা তাই আমি বলতে পারি, আর অ্যাডোরা'র ভাবসাব দেখে ওকে ক্ষতিকর বলেই মনে হয়

অ্যানাবেল উঠে জ্যাকির পাশে গিয়ে দাঁড়ালো, তারপরে ওকেও টেনে তুলল দ্রুত, "জ্যাকি, বেশি গিলে ফেলেছ, এবারে উগড়ে দেওয়া দরকার।" ওর গলায় উপদেশ ছাপিয়ে হুমকির ভাব প্রবল হল। "চলো তোমাকে টয়লেটে নিয়ে যাই, ওখানে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নাও।"

এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করলো জ্যাকি, কিন্তু অ্যানাবেল শক্ত করে ধরে থাকায় দু'জনের মধ্যে ধ্বস্তাধস্তি লেগে গেল, আমি হাঁ করে দেখে চললাম ওদের দূরে চলে যাওয়ার দৃশ্য।

"ও কিছুনা," বলল ডিয়ান। "এরকম খুনসুটি আমাদের মধ্যে লেগেই থাকে।"

জ্যাকির কথাগুলো আমার কানে লেগে রইলো- 'তোমার মায়ের যা অবস্থা তাতে তুমি শিকাগোতে থাকলেই হয়তো ভালো ছিলো।' বেশ বুঝতে পারছি উইন্ড গ্যাপ আমার জন্য খুব একটা স্বাস্থ্যকর না। তবে জ্যাকি আর অ্যাডোরার মধ্যে ঠিক কি নিয়ে ঝামেলা হয়েছে সেটা জানতে পারলে ভালো হতো। মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, পরে একবার জ্যাকির সাথে দেখা করতে হবে। তবে ও যেভাবে ক্রমাগত মদ গিলে চলে, তাতে ওকে ভদ্রোচিত অবস্থায় পাওয়াও মুশকিল।

ওখান থেকে বেরিয়ে একটা মুদির দোকান থেকে ন্যাশদের বাড়িতে ফোন লাগালাম। ওপাশ থেকে একটা মেয়ের কাঁপা কণ্ঠ শোনা গেল। আমি ওর মা-বাবাকে ডেকে দিতে বললাম কিন্তু কোনও উত্তর এলোনা, কেবল চাঁপা নিঃশ্বাসের

BanglaBook.org

শব্দ পাওয়া গেল। একটু পরে কেটে গেল ফোনটা। ঠিক করলাম সশরীরে গিয়ে দেখা করার চেষ্টা করবো।

একটা বড়সড় মিনিভ্যান দেখা গেল একটা পুরাতন হলদেটে ট্র্যান্স অ্যাম গাড়ির পাশে, ন্যাশদের বাড়ির সামনে। বুঝে নিলাম ন্যাশ আর বেতসি দুজনেই আছে বাসায়। আমি বেল টিপতেই ওদের বড় মেয়ে এল দরজার ওপাশে, কিন্তু আমার কথার কোনও উত্তর দিলনা মেয়েটা, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। ন্যাশরা এমনিতে দুর্বল গড়নের, এই মেয়েটার নাম অ্যাশলি। বয়স বারো, কিন্তু ঠিক ওর ভাইয়ের মতোই ওকে আসল বয়সের থেকেও অনেকটা ছোট লাগে, তাছাড়া ওর ভাবভঙ্গিও তেমনটাই। নিজের চুল মুখের পুড়ে দিয়ে আমার দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে রইলো মেয়েটা। ওর ছোট ভাই ওখানে এসে আমাকে দেখে কান্না জুড়ে দিলো, তাতে নজরই দিলনা অ্যাশলি। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে হাজির হল বেতসি, বাচ্চাদুটোর মত সেও হাঁ করে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ, এমনকি আমার পরিচয় দেবার পরেও কেমন বিভ্রান্ত মনে হল ওকে,

"উইন্ড গ্যাপে কোনও দৈনিক পত্রিকা আছে বলে তো জানিনা," বলল বেতসি।

"না নেই, আমি শিকাগো ডেইলি পোস্ট থেকে এসেছি," ব্যাখ্যা করলাম। "ওটা শিকাগোর ইলিনয়েস থেকে বের হয়।"

"বুঝলাম, কিন্তু আমি কিছু করতে পারবো না, সমস্ত বেচাকেনার কাজ আমার স্বামী-ই ম্যানেজ করেন।" ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল ভদ্রমহিলা।

"না না, পত্রিকা বিক্রি করতে আসিনি... আচ্ছা মিস্টার ন্যাশ কি আছেন বাড়িতে? ওনার সাথে একটু দরকার ছিল, দু'মিনিট হলেই চলবে।"

ওরা তিনজন ভেতরে চলে যাবার কয়েক মিনিটের মাথায় বব এসে আমাকে ভেতরে নিয়ে গেল। ওখানে ঢুকতেই সোফার উপর থেকে দ্রুত হাতে জামাকাপড় সরাতে শুরু করলো সে আমাকে বসার জায়গা করে দিতে।

"জায়গাটা তো পুরো কবরখানা হয়ে আছে," উঁচু গলায় স্ত্রীকে বলল বব। "ঘরের বিতিকিচ্ছিরি অবস্থার জন্য আমি সত্যিই লজ্জিত মিস প্রিকার। আসলে অ্যান চলে যাবার পর থেকেই সব কেমন যেন হয়ে গেছে।"

"আহা, এত ব্যস্ত হতে হবেনা," নিচের থেকে একটা বাচ্চাদের লেংটি সরাতে সরাতে বললাম। "আমার ঘরের অবস্থাও এমনই।" এই কথাটা যদিও একদম মিথ্যা, মায়ের থেকে যদি একটা গুণ আমি পেয়ে থাকি সেটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। এমনকি মোজাটাও পর্যন্ত ইস্ত্রি না করে পরিনা। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পরে

BanglaBook.org

বাসায় এসেই প্রথমে ব্যবহার্য অনেক কিছুই গরম পানিতে ফুটিয়ে পরিষ্কার করেছিলাম। কিছু জিনিশ ফেলেও দিতে হয়েছিলো শেষ পর্যন্ত। নোংরা থাকা আমার ধাতে নেই।

কথা বলার সময় বেতসি ন্যাশ আশেপাশে না থাকলেই ভালো হতো, ও অবশ্য একরকম অদৃশ্যই হয়ে গেল সোফার এককোনায়। শুধু মাঝে মধ্যে আমাদের কথা বলার সময় ন্যাশ আর আমার দিকে উঁকি মারছিল, হয়তো কথাগুলো বোঝার চেষ্টাতেই। বাচ্চাগুলোও ভূতের মতো যত্রতত্র হেঁটে চলল। মেজো ছেলেটার অবস্থা সবচেয়ে করুণ মনে হল, এরকম ছেলেগুলোই বড় হয়ে গ্যাস ষ্টেশনের দোকানে মদ গিলে পার্কিং লটে পড়ে থাকে। শহরে ঢোকার পথেই এরকম রগচটা আর উদাসীন দেখতে বেশ কিছু ছেলের দেখা পেয়েছিলাম।

"আসলে অ্যানের ব্যাপারে কিছু কথা বলার ছিল, একটু বিস্তারিত জানা প্রয়োজন," আমি বলতে শুরু করলাম। "আপনি না চাইতেই এতো সাহায্য করছেন, তাই ভাবলাম আরও একটু সাহায্য যদি পাওয়া যায়।"

"আমরা চাই ঘটনাটা মানুষের নজরে আসুক, আপনার কি সাহায্য চাই বলুন।" বলল বব।

"ওর বিষয়ে বিস্তারিত, মানে, ওর কোন ধরণের খেলাধুল পছন্দ ছিল? কি কি খাবার খেতে ভালবাসত? আপনি যদি ওকে কয়েকটা কথায় বর্ণনা করতে পারেন তাহলে খুব ভালো হয়। ও কি চিয়ারলিডিং দলের ক্যাপ্টেন ছিল, নাকি সাধারণ সদস্য ছিল? স্কুলে যেতে ভালবাসত কি? ওর বন্ধু-বান্ধব কেমন ছিল, খুব বেশি, নাকি একদম হাতে গোনা? ছুটির দিনগুলোতে কি করতো মেয়েটা?" নীরবে আমার দিয়ে তাকিয়ে রইলো বব, আমি সামাল দিয়ে বললাম, "মানে যতটুকু বলা যায় আরকি!"

"আমার স্ত্রী এর মধ্যে অনেকগুলোর উত্তর ভালো দিতে পারবে," বলল বব। "বাচ্চাদের দেখাশোনার বিষয়টা ও-ই সামলায়।" বেতসির দিকে চোখ রাখলো বব, ভদ্রমহিলা সেই তখন থেকে একটা কাপড়ই বারবার ভাঁজ করছেন কোলের উপর রেখে।

"পিজ্জা আর ফিস-স্টিক খেতে পছন্দ করতো মেয়েটা," সামলে উঠে বলল বেতসি। "আর বন্ধুতো অনেকেই ছিল, কিন্তু কাছের বন্ধু কম ছিল। ও একা থাকতেই বেশি পছন্দ করতো।"

"মা, দ্যাখো! বারবি'র নতুন কাপড় লাগবে," কথায় বাঁধা দিলো অ্যাশলি, ওর হাতে একটা পোশাক ছাড়া প্লাস্টিকের পুতুল দেখা গেল। আমাদের কারও থেকেই

BanglaBook.org

পাত্তা না পেয়ে পুতুলটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিলো মেয়েটা তারপরে নাচের ভঙ্গিতে ঘরময় ঘুরে চলল। সুযোগটা কাজে লাগালো টিফানি, পুতুলটা মেঝে থেকে ঝট করে তুলে নিয়েই পা-দুটো নিয়ে খেলা শুরু করে দিলো।

"খুব শক্ত ছিল মেয়েটা, আমার সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে দৃঢ়," কথা এগুলো বব, "ছেলে হলে হয়তো ফুটবল দলেও নাম লিখিয়ে ফেলতে পারতো। কতবার দৌড়তে গিয়ে মাটিতে পরে কেটে ছিলে গিয়েছিলো ওর, তার কোনও হিসাব নেই।"

"ও ছিল আমার জবান," কথাটা বলেই চুপ হয়ে গেল বেতসি।

"সেটা কেমন?"

"সারাদিন বকবক করতো মেয়েটা, যা মনে আসতো বলে ফেলত। খারাপ কিছু না, ভালো কথাই বলতো," এই বলে একটু বিরতি নিলো বেতসি। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম আরও কিছু বলা বাকি, তাই বাড়তি প্রশ্ন করলাম না আমি। "জানেন, আমি ভেবেছিলাম বড় হয়ে ও নির্ঘাত উকিল হবে, অথবা কলেজে নিশ্চিত ভাবেই বিতর্ক প্রতিযোগিতায় নাম লেখাবে। আসলে ও ...ও কখনো কথা থামাতো না। ঠিক আমার মতো, কিন্তু আমি যা বলি সেসব হয়তো বোকামি মনে করে ভুলে যেতে চাই, আর অ্যান ওর কথাগুলো সবাইকে জানাতে চাইতো, ছড়িয়ে দিতে চাইতো নিজের কণ্ঠ।"

"আপনি তো স্কুলের কথাও জানতে চেয়েছিলেন, মিস প্রিকার," বাঁধ সাধল বব। "ওখানেই কথা বলার জন্য দুই-একবার ঝামেলায় পড়েছিল মেয়েটা। আসলে একটু খবরদারি করার অভ্যাস ছিল ওর, তাই স্কুল থেকে কয়েকবার আমাদের কাছে ফোন এসেছিলো। বড্ড একরোখা ছিল মেয়েটা।"

"মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, অনেক বুদ্ধিমতী ছিল ও।" যোগ করলো বেতসি।

"বুদ্ধিমতী তো বটেই," সম্মতিতে মাথা ঝাঁকাল বব। "আমিও ওকে আমার থেকে চালাক ভাবতাম, আর কখনও ও নিজেই সেটা ভেবে নিতো।"

"মা!" জোড়া বেনীর টিফানি ডাক দিলো, ওর মুখে পুতুলের পায়ের আঙুলগুলো গোঁজা, আনমনে চিবোতে চিবোতে দৌড়ে ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানেই হাতাহাতি শুরু হয়েছে অ্যাশলি আর ওর মধ্যে, ভদ্রমহিলা কড়া চোখে তাকাতেই অ্যাশলি একটা ঝাঁকি দিয়ে ওকে ছেড়ে দিলো, আর তারপরেই চুলে দিলো একটা হ্যাঁচকা টান। লাল হয়ে উঠলো টিফানির নাক মুখ, আর সেটা দেখেই চিৎকার দিয়ে কান্না জুড়ে দিলো ববের ছোট ছেলে।

BanglaBook.org

"সব দোষ ওর," টিফানির দিকে দেখিয়ে চিৎকার করল অ্যাশলি, তারপর ভাইয়ের সাথে একসুরে ও-ও কান্না জুড়ে দিলো।

পরিবারে একাধিক ভাইবোন থাকলে নিজেদের মধ্যে একটা হিংসা কাজ করে, আর ন্যাশ পরিবারের ছেলে-মেয়েরা কেবল নিজেদের মধ্যেই না, বরং তাদের মৃত বোনের সাথেও প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত। ওদের অবস্থাটা আমি অন্তত বেশ ভালো করেই বুঝি।

"বেতসি," শাসনের সুরে বলল বব, ভুরুটা সামান্য উঁচু করে। ছোট্ট ববি প্রায় সাথে সাথেই কোলে উঠে এল, টিফানিকেও টেনে তোলা হল মেঝে থেকে, আরেক হাত পাকড়াও করলো অ্যাশলিকে, তারপরে বেতসি তিনজনকে নিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ওরা বেরিয়ে যেতেই বব ন্যাশ বলতে শুরু করল, "এই এক বছরে মেয়েদুটো কেমন যেন হয়ে গেছে, বাচ্চাদের মতো মারামারি করে। এতদিনে ওদের কিছুটা দায়িত্বশিল হওয়া উচিত ছিল। আসলে অ্যান চলে যাবার পরে সবাই সোফার মধ্যেই নড়ে চড়ে বসল ভদ্রলোক। "আসলে ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল পরিবারের। আপনি ভাবতে পারেন যে মাত্র নয় বছরের একটা মেয়ের কতটাই বা গুরুত্ব থাকতে পারে, কিন্তু একটা ব্যক্তিত্ব ছিল ওর মধ্যে। ওর ভাবনাগুলো খুব সংগঠিত ছিল। আমরা যখন একসাথে বসে টিভি দেখতাম তখন আমি বুঝতাম ঠিক কোন জিনিশটা ওর পছন্দ হচ্ছে, আর কোনটা বাজে লাগছে। আমার অন্য সন্তান কিংবা স্ত্রী'র ক্ষেত্রেও আমি সঠিক বুঝে উঠতে পারিনা। কিন্তু অ্যান ভিন্ন ছিল, শুধু যদি..." গলা আটকে গেল ববের। সহসা উঠে দাঁড়িয়ে কিছুটা ঘুরে এসে আমার সামনে থামল ভদ্রলোক। "আমি ওকে আবার ফিরে পেতে চাই। ও না থাকলে কিভাবে চলবে! এভাবে?" ওর স্ত্রীর চলে যাওয়া দরজার দিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে বলল বব। "এভাবে চলার কোনও মানেই নেই। মানে থাকতে পারেনা। ওই জংলীটাকে খুঁজে বের করা দরকার যে আমার মেয়েকে কেড়ে নিয়েছে, কেন মারল অ্যানকে? কেন? আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই ওকে। ও বেঁচে থাকলে কি এমন ক্ষতি হতো?!"

আমি মুহূর্তকাল থমকে রইলাম, ঘাড়ের কাছের শিরাটার দপদপানি অনুভব করলাম চুপচাপ। তারপরে বললাম, "মিস্টার ন্যাশ, আমার মনে হয় অ্যানের দৃঢ় স্বভাবটা হয়তো অনেকেই ভালো চোখে দেখেনি, হয়তো খেপিয়ে তুলেছিল কাউকে। আপনার কি মনে হয় খুনের পেছনে এরকম কিছু কারণ থাকতে পারে?"

BanglaBook.org

ভদ্রলোককে সতর্ক হতে অনুভব করলাম সহসাই, সে গিয়ে আবার সোফায় হেলান দিয়ে বসে দু'হাত ছড়িয়ে একটা স্বাভাবিক ভঙ্গি করলো।

"খেপিয়ে তুলবে কাকে?"

"এক প্রতিবেশীর সাথে পাখি সংক্রান্ত একটা ঝামেলার কথা শুনেছিলাম সম্ভবত! অ্যান একটা পাখিকে মেরেছিল, এরকম কিছু!" বাৎলে দিলাম।

চোখ চুলকে পায়ের দিকে তাকিয়ে বব বলল, "শহরের মানুষগুলো গুজবে ওস্তাদ, একটা মরা মেয়েকেও ছাড়লোনা। কোনও প্রমাণ আছে যে অ্যান-ই করেছে কাজটা? এলাকায় দুষ্ট লোকের কি অভাব? ঐযে রাস্তার ওপাশে থাকে জো ডিউক। ওর ধাড়ি মেয়েগুলো কি কম জ্বালিয়েছে অ্যানকে? ওরাই তো সেদিন মেয়েটাকে ডেকে নিয়ে গেল বাসার থেকে, আর যখন ফিরে এল তখন রটিয়ে দিলো যে অ্যান খুন করেছে পাখিটাকে।" অপ্রস্তুত হাসি দিলো বব, "যদি মেরেও থাকে বেশ করেছে, ওই বকবকানি বুড়ীর জন্য ওটাই উপযুক্ত।"

"আপনার কি মনে হয়, উস্কে দিলে অ্যানের পক্ষে এরকম কিছু করা সম্ভব?"

"ওকে উস্কানোর মতো বোকামি করাও ভুল, এসব দুষ্টুমি একদম পছন্দ করতোনা আমার মেয়ে। আসলে ওর স্বভাবটা একদম শান্তশিষ্ট বলা চলেনা।" নিশ্চিতভাবে উত্তর দিলো বব।

"খুনিকে কি ওর পরিচিত কেউ হতে পারে? কি মনে হয় আপনার..

সোফা থেকে একটা গোলাপি টিশার্ট তুলে রুমালের মতো ভাঁজ করতে করতে ন্যাশ বলল, "আগে ভাবতাম সেটা অসম্ভব, কিন্তু এখন মনে হয় সম্ভব হলেও হতে পারে। হয়তো সেদিন পরিচিত কেউ-ই ওকে তুলে নিয়েছিল।"

"সেই পরিচিত মানুষটা কি পুরুষ না মহিলা? কোনটার সম্ভাবনা বেশি?" সতর্ক প্রশ্ন ছুঁড়লাম।

"ওহ! আপনি তাহলে জেমসের গল্পটা শুনেছেন।"

মাথা নেড়ে সায় দিলাম আমি।

"হুম, আমার তো মনে হয় একটা ছোট্ট মেয়ের পক্ষে মা'য়ের মতো কারও সাথেই যাওয়াটা স্বাভাবিক। তাইনা?"

সেটা নির্ভর করে মা আসলে কেমন, মনে মনে ভাবলাম।

"কিন্তু আমার মনে হয় এটা কোনও পুরুষের কাজ। আসলে একটা বাচ্চার সাথে কোনও মহিলা এমনটা করতে পারে বিশ্বাস হয়না। এই যেমন জন কীণের কথাই ধরা যাক, হয়তো বাচ্চাদের খুনের একটা প্রবণতা ওর ভেতরে ছিল শুরুর থেকেই, আর ছোট্ট নাটালিকে রোজ রোজ সামনে দিয়ে হেঁটে বেড়াতে দেখে আর

BanglaBook.org

নিজেকে সামলে রাখতে পারেনি, তখন হুট করে এসে খুন করে গেছে আমার মেয়েটাকে। এরপর কিছুদিন ভুলে থাকার পড়ে যখন আবার ভূতটা চাগাড় দিয়ে উঠছে মাথায় তখন নাটালিকেও সরিয়ে দিয়েছে পৃথিবী থেকে।"

"তাহলে সর্বশেষ গুজব এটাই?"

"আংশিক তো বটেই।" উত্তর দিলো বব।

এমন সময় বেতসিকে দেখা গেল দরজায়, হাঁটুর কাছে চোখ রেখে ও ধীর কণ্ঠে বলল, "অ্যাডোরা এসেছে।" ওর কথা শুনে পাক দিয়ে উঠলো পেটের ভেতর।

মা ঝড়ের মতো একগাঁদা আতরের গন্ধ সমেত ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল। ঘরের মধ্যে ওকে মিসেস ন্যাশের থেকেও বেশি সাবলীল লাগছিল। আসলে মা'র ধরনটাই এমন, কোনও ঘরে থাকলে অন্য মহিলাদের দিকে আর নজর যায়না। ঘর থেকে দ্রুত চলে গেল বেতসি, ওর ভাব দেখে মনে হল ৩০ এর দশকের কোনও সিনেমায় চাকরের অভিনয় করছে যেন। মা আমার দিকে না তাকিয়ে সোজা ন্যাশের সাথে কথোপকথনে মন দিলো।

"বব, তোমাদের বাড়িতে রিপোর্টার আসার কথাটা বেতসি আমাকে জানাতেই বুঝেছিলাম আমার মেয়ে এসেছে বিরক্ত করতে। সত্যিই আমি খুব লজ্জিত উটকো ঝামেলার জন্য।"

বব অ্যাডোরার থেকে আমার দিকে চোখ সরিয়ে অপ্রস্তুতভাবে বলল, "আপনার মেয়ে? আজব তো!

"হুম কিছুটা আজব তো বটেই, তবে ক্যামিল আসলে ঘরোয়া মেয়ে না, তাই নিজের পরিচয়টা গোপন রাখাও ওর জন্য অস্বাভাবিক কিছুইনা।"

"আমাকে আগে কিছু বলেননি কেন?" প্রশ্নটা এবার আমাকেই ছুড়ল বব।

"বলেছিলাম আমি এখানের মেয়ে, তখন আমার মায়ের পরিচয় জানার ব্যাপারটা আপনার এতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়নি।"

"আহা, ভুল বুঝবেন না। আমি কিন্তু একদম কিছু মনে করিনি। আসলে আপনার মা আমাদের পরিবারের খুব ভালো বন্ধু।" ববের ভাবটা দেখে মনে হল মা দারুণ সহৃদয় ভদ্রমহিলা। "আমাদের অ্যানকে তো আপনার মা-ই ইংরেজি আর বানান শেখাত। খুব ভাব ছিল দু'জনের, আর একজন অভিজ্ঞ বন্ধু পেয়ে দারুণ খুশিও হয়েছিলো অ্যান।"

কোলের উপর হাত দু'খানি জড় করে সোফায় বসে পড়লো মা, আর আমার দিকে আদেশের দৃষ্টিতে তাকাল, ভাবটা এমন যেন মুখটা বন্ধ রাখাই এখন আমার প্রধান কর্তব্য।

BanglaBook.org

"এটা অবশ্য জানতাম না," সততার সাথে বললাম। মায়ের শোকসভার কান্নার ব্যাপারটাকে আমি বাড়াবাড়ি মনে করেছিলাম, ভেবেছিলাম মেয়েগুলোকে চিনতই না সেভাবে। কিন্তু, অ্যানের সাথে ঘনিষ্ঠতার বিষয়টা আপাতত অন্যভাবে ভাবাচ্ছে। কিন্তু অ্যানকে পড়ানোর কি দরকার ছিল? আমি ছোট থাকতে ও আমাকে পড়াতে বসত কেবলমাত্র অন্য অভিভাবকদের সাথে সময় কাটানোর ছুতো খুঁজতে। সেখানে শহরের একটা সাধারণ মেয়েকে যেচে এসে লেখাপড়া করানোটা ঠিক অ্যাডোরার স্বভাবের সাথে যায়না।

"ক্যামিল, তুমি এখন এখান থেকে উঠলে ভালো হয়," বলল অ্যাডোরা। "আমার কিছু জরুরি কথা আছে ওদের সাথে, তুমি থাকলে সেগুলো শান্তিতে বলা যাবেনা।"

"কিন্তু মিস্টার ন্যাশের সাথে আমার কথা এখনও শেষ হয়নি।" বাঁধা দিলাম আমি।

"যথেষ্টই হয়েছে কথা," ববের দিকে চোখ ঘোরালো অ্যাডোরা, ভদ্রলোক অপ্রস্তুত হাসি দিলেন।

"আমরা পরে আবার কথা বলতে পারি," ববের এই উক্তির সাথে সাথেই আমার শরীরের পেছনে লেখা একটা শব্দ জ্বলে উঠলো- 'শাস্তি'।

"সময়টুকু দেবার জন্য ধন্যবাদ, মিস্টার ন্যাশ," বলেই আর দাঁড়ালাম না, মায়ের দিকে না তাকিয়ে সোজা বেরিয়ে এলাম বাইরে। গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছানর আগেই আমার চোখ থেকে বেরিয়ে এল অশ্রুধারা।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৭

একদিন আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম শিকাগোর এক নির্জন রাস্তার কোনায়, ট্রাফিক আলোটা পাল্টানোর অপেক্ষায় সময় গুনছিলাম। এমন সময় এক অন্ধ লোক খুটখুট করে আমার দিকে এগিয়ে এল। 'সামনে কি চৌরাস্তা?' জিজ্ঞাসা করলো সে। আমি উত্তর না পেয়ে আবার প্রশ্ন করলো, 'কেউ আছে?'

'আমি আছি,' বলেছিলাম। কথাটা বলে সেদিন দারুণ শান্তি লেগেছিল। যখন আমি খুব ঘাবড়ে যাই তখন নিজেকে নিজেই বলি, 'আমি আছি।' কিন্তু সত্যিকারভাবে নিজের অস্তিত্বটা জোরালো ভেবে উঠতে পারিনা। মনে হয় একটা উষ্ণ হাওয়া আমাকে মুহূর্তে মুছে দিতে পারে পৃথিবী থেকে, এমনকি আমার রূপালী নখগুলোও পড়ে থাকবেনা মাটিতে। মাঝে মধ্যে অবশ্য গায়েব হয়ে যাবার ব্যাপারটা খারাপ লাগেনা, কিন্তু কখনো আবার তীব্র আতঙ্ক আমায় গ্রাস করে এই চিন্তার সাথে।

অতীত সম্পর্কে অজ্ঞতাই আমার ভাসমান অনুভূতিগুলোর জন্য দায়ী, অন্তত হাসপাতালে তেমনটাই বলেছিলেন ডাক্তার। তবে বাবা সম্পর্কে খোঁজ করা অনেকদিন আগেই বন্ধ করেছি, মাঝে মধ্যে কল্পনা করলে একটা সাদামাটা মানুষকে ভেবে নেই মনে মনে। খুব নিখুঁত ভাবে ভাবতেও ভয় লাগে। বাজার করে বাসায় এসে ছেলেমেয়েদের সাথে সে সময় কাটাচ্ছে এমনটা ভাবলে অস্বস্তি হয় আমার। আচ্ছা এমন তো হতেই পারে যে আমি হুট করে একদিন এমন এক মেয়ের সামনে পড়ে গেলাম যে হুবহু আমার মতোই দেখতে! ছোটবেলা থেকেই আমার সাথে মায়ের চেহারার অমিলটা লক্ষ্য করেছি বিশেষভাবে। লুকিয়ে মা'র ছবির সাথে আমার চেহারার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মিলিয়ে দেখেছি, দেখেছি চোখ, নাক। সামনে কোনও মিল দেখা না গেলেও হয়তো ভেতরে মিল ছিল! ঘাড়ের কাছের হাড়টার মিল আছে মায়ের সাথে? কিন্তু সেরকম কিছুই পাইনি।

অ্যালেনের সাথে অ্যাডোরার দেখা হবার ঘটনাটাও সঠিক জানিনা, যেটুকু জানি তার পুরোটাই লোকমুখে শোনা। এই বিষয়ে প্রশ্নগুলোও একদম প্রশ্রয় পায়নি। একবার আমার রুমমেট মেয়েটাকে ওর মায়ের সাথে আলাপ করতে শুনেছিলাম।

BanglaBook.org

সে কতো কথা, খুঁটিনাটি, জিওগ্রাফি ক্লাসে অ্যাডমিশন নিতে পারেনি ও, আঁকা-আঁকির প্রতিযোগিতায় গোল্ড মেডেল পেয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি; অদ্ভুত লেগেছিল এসব শুনতে।

এরপর একদিন ওর মা'য়ের সাথে দেখা হল, আমাদের ঘরে এসে এত্তগুলো প্রশ্ন করলো, অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম আমার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানেন ভদ্রমহিলা। উনি এলিসন কে একটা বড় প্লাস্টিকের ব্যাগ ভর্তি করে সেফটি পিন উপহার দিয়ে বললেন, হয়তো কাজে লাগতে পারে, তাই নিয়ে এসেছেন ওর জন্য। এরপর ওরা লাঞ্চের জন্য বাইরে চলে যেতেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলাম; যথেষ্টই অবাক হয়েছিলাম নিজের এই আচরণে। মায়েরা এমনও হতে পারে এটা জানা ছিলোনা আমার, সামান্য সেফটি পিনও কতো যত্ন করে নিয়ে এসেছিলেন ওর জন্য। আর আমার মা মাসে একবার ফোন দিয়ে কেবল নিয়মতান্ত্রিক (গ্রেড, ক্লাস, খরচাপাতি'র) প্রশ্ন করে ক্ষান্ত দিত।

ছোট থাকতে কখনও অ্যাডোরাকে বলা হয়নি আমার প্রিয় রঙের কথা, কিংবা বড় হয়ে আমার মেয়ের নাম কি রাখতে চাই। এমনকি আমার প্রিয় খাবারের নামটাও জানা ছিলনা মা'র। কোনোদিন মাঝরাতে দুঃস্বপ্নে ঘুম ভেঙ্গে ভেজা চোখে তার ঘরের পথেও হাঁটিনি। শৈশবের কথা ভাবলে সত্যিই কষ্ট হয়, কোনোদিন এতটুকু দুর্বল হবার সুযোগ পাইনি, কারণ ভেঙ্গে পড়লে আমার মা'য়ের সাহায্য পাবো এমন বিশ্বাস ছিলনা মনে। কখনো আমাকে ভালোবাসার কথা নিজের মুখে বলেনি অ্যাডোরা, আর আমিও মিথ্যে সেটা ভেবে নেইনি। মা আমার খেয়াল রাখতো, শাসন করতো। ওহ, কেবল একবার একটা বডি লোশন এনে দিয়েছিলো ভিটামিন-ই দেওয়া।

নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছি এই বলে যে ম্যারিয়েনের জন্মের পর থেকে আমাদের সম্পর্কের দূরত্বটা বেড়েছে। কিন্তু সত্যি বলতে, বাচ্চাদের সাথে ওর একটা প্রাথমিক সমস্যা আছে, তবে সেসব নিজের মুখে স্বীকার করেনা। আমার মনে হয় বাচ্চা-কাচ্চা একদম পছন্দ না ওর। হয়তো যখন কিশোরী ছিল তখন একদিন ওরও সন্তান হবে, তাকে নিয়ে নানাভাবে আদর খাতির করবে এসব ভাবতো, কিন্তু পরের দিকে সেসব মুছে দিয়েছে মন থেকে। মানুষের সামনে আমাকে অবশ্য প্রিয় সন্তানের মতোই দেখানো হত। ম্যারিয়েন মারা যাবার পরে যখন আমরা একসাথে শহরের পথে বেরুতাম, তখন আমার সাথে খুনসুটি করতো, এর ওর সাথে কথা চালাতে চালাতে মাঝে মধ্যে সুড়সুড়ি দিতো আলতো করে। তারপরে বাসায় ফিরে গেলেই সোজা গিয়ে বন্দী হয়ে যেত নিজের ঘরে, আর পুরো ঘটনাটা আমার জন্য থাকতো একটা অসমাপ্ত বাক্যের মতো। দরজায় মাথা ঠেকিয়ে ভাবার চেষ্টা করতাম যে আমার ঠিক কোন কাজটায় কষ্ট পেয়ে মা এমন করছে।

BanglaBook.org

একটা ঘটনার কথা মনে পড়লে এখনও রক্ত জমে যায়। ম্যারিয়েন মারা গিয়েছে তখন দু'বছর, একদিন মায়ের কয়েকজন বন্ধু বেড়াতে এলো বাড়িতে। ওদের একজনের সাথে ছোট্ট একটা বাচ্চা ছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাচ্চাটা এহাত ওহাত হল, প্রচুর আদর পেল; ওর শরীরে চুমুর চিহ্ন আঁকা হল গাঢ় লিপস্টিকে, আবার সেগুলো মুছেও ফেলা হল টিস্যু পেপার দিয়ে। আমার তখন নিজের ঘরে লেখাপড়ায় ব্যস্ত থাকার কথা, কিন্তু সেটা না করে উপরের সিঁড়িতে বসে চুপিচুপি দেখছিলাম ওদের কান্ড-কারখানা।

শেষমেশ মা'র কোলে বাচ্চাটা যেতেই ভীষণভাবে ওকে ঠেসে আদর শুরু করলো অ্যাডোরা। 'কি সুন্দর বাচ্চা, আহ বহুদিন পরে একটা সোনামনিকে কোলে তুলে দারুণ লাগছে!' বাচ্চাটাকে কোলে দোলাতে দোলাতে এসব বলল ও, তারপরে ওকে কোলে তুলে হেঁটে বেড়ালো ঘরময়। আমার দেখে ভালোও লাগছিল, আবার ঈর্ষাও হচ্ছিলো, আমার সাথে এভাবে কখনও গালে গাল ঘষে আদর করেনি মা।

এর ঠিক পরে পরেই যখন ওর বন্ধুরা সবাই রান্নাঘরে গেল থালাবাসন গুলো সরানোতে সাহায্য করে, তখন মা ঘরের মধ্যে একা হয়ে পড়লো বাচ্চাটার সাথে। সেসময় বাচ্চাটার দিকে ও যে চোখে তাকাল দেখে আঁতকে উঠেছিলাম আমি। বাচ্চাটার আপেলের মতো গালে নিজের ঠোঁট ঠেশে ধরল প্রথমেই আর যখন ঠোঁট তুলল তখন আবাছাভাবে ওর দাঁতে ফাঁকে মাংস লেগে থাকতে দেখলাম, নির্ঘাত কামড় বসিয়েছিলো। আর্তনাদ করে উঠেছিল বাচ্চাটা, আর অ্যাডোরা ওকে দ্রুত অন্য একজনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেছিল, বাচ্চাটা অনেক চ্যাঁচামেচি করছে হঠাৎ করে। আমি ভয়ে ম্যারিয়েনের ঘরে গিয়ে ওর বিছানার নিচে লুকিয়ে পড়েছিলাম দ্রুত।

ন্যাশদের বাড়ির ঘটনাটার চিন্তাটা সরিয়ে নিতে পাড়ি জমালাম ফুথ-এ। সেখানে আকণ্ঠ পান করলেও ঠিক মাতাল হলাম না, কোনভাবে সামলে নিলাম নিজেকে। সুঁই ফুটতে থাকা চেতনাকে কিছুটা সুরক্ষা দিতে পানীয়ের জুড়ি নেই। দোকানের মালিক এক গোলগাল চেহারার ভদ্রলোক, স্কুলে সম্ভবত আমার থেকে দুই ক্লাস নিচেই পড়তো, নাম হয়তো বেরী, কিন্তু নিশ্চিত না বিধায় ডাকলাম না।

ভদ্রলোক ফিসফিস করে বলল, "সুস্বাগতম," তারপরে আমাকে এক পেয়ালা বারর্বনের উপর এক তৃতীয়াংশ কোলা মিশিয়ে দিয়ে বলল, "পয়সা লাগবেনা। সুন্দরীদের থেকে টাকা নেবার রীতি নেই এখানে।" লোকটার ঘাড় ছোট, আমাকে পেয়ালাটা এগিয়ে দিয়েই অন্যদিকে ব্যস্ত হয়ে পড়ার ভান করলো সে।

BanglaBook.org

এরপর নিহোর পথ ধরে বাড়ির দিকে চললাম। এই পথেই বেশ কিছু বন্ধুর বাড়ি রয়েছে। শহরের বুক চিড়ে এগিয়ে যাওয়া পথটা যেতে যেতে অভিজাত শ্রেণীতে রূপান্তর হয়েছে ক্রমশ। পথের একধারে কেটি ল্যাসির পুরাতন বাড়িটা নজরে এল, আমাদের যখন বছর দশেক বয়স তখন পুরাতন ভিক্টোরিয়ান ধারার বাড়িটাকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে এটা বানাতে দেখেছিলাম ওর পরিবারকে।

কিছু দূরেই একটা মেয়েকে দেখা গেল সুসজ্জিত গলফ কার্টের উপর, গাড়িটা পটপট করে এগিয়ে চলছে। মেয়েটা আর কেউ নয়, অ্যামা। ওর চুল সুইস মেয়েদের মতো ছোট ছোট বেনি করা। অ্যাডোরা ন্যাশদের বাড়িতে যাওয়ায় সুযোগ পেয়েছে মেয়েটা বাইরে বেরুনোর- আসলে নাটালির মৃত্যুর পড় থেকে বাচ্চাদের একা বাইরে যাওয়া পুরোপুরি বন্ধ।

দেখলাম বাড়ির পথ না ধরে পূবের রাস্তাটা ধরল ও, ওদিকটাতে রয়েছে শুয়োরের খামার। আমিও অনেকটা থেমে থেমেই ওর পিছু নিলাম।

ঢালু রাস্তাটা দিয়ে সরসর করে এগিয়ে চলল অ্যামার গাড়ি, ওর বেনিগুলো উড়ে চলল বাতাসে। এভাবেই দশ মিনিটের মাথায় আমরা শহরের বাইরে এসে পড়লাম। লম্বা লম্বা ঘাসের বুকে সেখানে চড়ে বেড়াচ্ছে উদাসী গরুর পাল। গোলাগুলো ঝুঁকে আছে বৃদ্ধ মানুষের মতো। অ্যামাকে চুপচাপ আরও কিছুটা এগিয়ে যেতে দিলাম, দূরত্ব রেখেই চললাম। ওর পেছন পেছন খামারবাড়ি গুলো পেরিয়ে গেলাম দ্রুতই। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে এক ছেলে সিনেমার কায়দায় সিগারেট টানছিল, ওকেও পাঁশ কাটিয়ে আরও কিছুদূর যেতেই উৎকট বিশ্রী গন্ধ ভেসে এল নাকে। মিনিট দশেকের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম শুয়োরের খামারে, জন্তুগুলোর ঘ্যাঁচঘাচানিতে কানে তালা লাগার যোগাড় হল। আমার চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে নাক ফুঁসে উঠলো। কোনোদিন কোনও জন্তু প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় গেলে বুঝতে পারবে এই অনুভূতিটা ঠিক কেমন। গন্ধগুলো মৃদু নয়, অত্যন্ত তীব্র, যা একবার নাকে লেগে গেলে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব!

অ্যামা চট করে কারখানার দরজা গলে ভেতরে ঢুকে পড়লো, আমাকেই বরং বেগ পেতে হল কিছুটা। অ্যাডোরার নাম বলে শেষমেশ দারোয়ানের থেকে রেহাই পেলাম।

"হুম, ওর একটা বড় মেয়েও আছে, মনে পড়েছে," বলল লোকটা, নেইমপ্লেটে ওর নাম পড়া গেল, জোসে। ওর আঙুলগুলোর দিকে চোখ চলে গেল, ম্যাক্সিকানদের জন্য এ ধরণের শান্ত চাকরি করাটা একটু অস্বাভাবিক, যদিনা কোনও পুরাতন হিসাব বাকি থাকে। সাধারণত ওরা সবথেকে ভয়ংকর কাজগুলোই করে থাকে, যেগুলো শ্বেতাঙ্গরা করতে মুহুর্মুহু অভিযোগ তোলে।

BanglaBook.org

গাড়িটা একটা ট্র্যাকের পেছনে দাঁড় করিয়ে প্রথমেই নেমে পোশাকের ধুলো ঝাড়লো অ্যামা। তারপর, চোখমুখে একটা ব্যবসায়ী সরলতা ধরে রেখে সোজা হাঁটা দিলো কসাইখানা ছাড়িয়ে, পশু পরিচর্যার ধাতব গোলাঘরের দিকে। ওখানে শুয়োরগুলোকে ছোট্ট শাবকগুলোর খাবার উৎস হিসাবে ব্যবহার করা হয় বারবার, ঠিক যতক্ষণ পর্যন্ত না ওরা ক্লান্ত হয়ে যায়। আর নিঃস্ব ছিবড়ে হয়ে যাওয়া জীবিত কিংবা প্রাণীগুলোকে পরে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কসাইখানায়।

এই প্রক্রিয়ার ধারণটাই অত্যন্ত অস্বস্তিকর। বিষয়টা সামনের থেকে দেখলে মনুষ্যত্ব লোপ পায়। ব্যাপারটা আসলে অনেকটা কাছের থেকে ধর্ষণ দেখার মতো। অ্যামাকে গোলাঘরের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। একদল লোক সেখানে এক পাল শুয়োরছানাকে খাইয়ে আবার আরেক পাল সেখানে তুলে দিল। আমি অ্যামার থেকে দূরত্ব রেখে ওর পেছনে একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালাম, যাতে ও আমাকে চট করে দেখতে না পায়। দুধের উৎস হিসাবে ব্যবহৃত শুয়োরটাকে প্রায় অচেতত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেল, ওর দুধের বোঁটাগুলো বেরিয়ে আছে লোহার গারদের ফাঁক দিয়ে, ফাঁকা আঙুলের মতো। একজন কর্মী সেগুলোর মধ্যেই সবথেকে লাল হয়ে থাকা জায়গাটাতে সামান্য তেল মালিশ করে একটা টোকা দিয়ে খুকখুক করে হেসে উঠলো। ওদের কোনও লক্ষ্যই নেই অ্যামার দিকে, যেন ওর ওখানে থাকাটা তেমন অস্বাভাবিক কিছুই না! ওকেও ওদের একজনের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপতে দেখলাম যখন লোকটা আরেক পাল শুয়োরছানাকে তুলে দিলো খাবারের জায়গাটাতে।

শুয়োরছানাগুলোও হামলে পড়ল, ঠিক যেমন একদলা জেলি সামনে পেলেই পিঁপড়ের দল ঝাঁপিয়ে পড়ে। কাড়াকাড়ি সুর হয়ে গেল ওদের মধ্যে, শক্ত রাবারের মতো বোঁটাগুলো এমুখ থেকে ওমুখে এগিয়ে চলল। শুয়োরটার চোখ উল্টে এল যন্ত্রণায়। অ্যামা পা ভাঁজ করে বসে এক দৃষ্টিতে অবাক বিস্ময়ে দেখে গেল এই কর্মকান্ড। পাঁচ মিনিট পড়েও ওকে একই অবস্থায় দাঁড়িয়ে উপভোগ করতে দেখলাম, ওর ঠোঁটে বর্তমানে এক ধরনের তীক্ষ্ণ হাসি ঝুলে রয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেশিক্ষণ দেখতে পারলাম না, প্রথমে ধীরে তারপরে দ্রুত ওখান থেকে বেরিয়ে চলে এলাম গাড়ির কাছে। রেডিওটা জোরে চালিয়ে, বারবর্ণে গলা ভিজিয়ে দ্রুত ছুটে চললাম খামার আর অ্যামার থেকে দূরে, বহুদূরে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৮

অ্যামা। এতদিন ওর বিষয়ে আমার আগ্রহের ভাঁটা ছিল, কিন্তু আজ খামারে ওভাবে দেখার পর থেকেই আগ্রহে জোয়ার এসেছে। মায়ের কাছে শুনেছি স্কুলে সেও সবথেকে জনপ্রিয় মেয়েদের একজন ছিল, কথাটা বিশ্বাসযোগ্য। জ্যাকি অবশ্য বলেছিল, নির্মমতার দিক থেকেও এগিয়ে ছিল মা, সেটাও যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য। সুতরাং ওর ছত্রছায়ায় যে কারও মাথা কিছুটা উদ্ভটভাবে কাজ করবে সেটাই স্বাভাবিক। আচ্ছা, ম্যারিয়েন এর প্রতি অ্যামার ভাবনা চিন্তা আসলে কিরকম? ও তো এক মৃত সন্তানের ছায়ার মতোই বেড়ে উঠছে তাইনা? তবে অ্যামা যথেষ্ট বুদ্ধিমতী, ঘরে-বাইরে ও পুরোই ভিন্ন মানুষ। মায়ের কাছে আদর্শ সন্তান। কিন্তু ওর কুটিল সত্ত্বাটা মনে করিয়ে দেয় অন্য একটা সম্ভাবনার কথা। খুন হওয়া মেয়ে দুটোর সাথে ওর মিল আছে কিছুটা।

সন্ধ্যে হয়েছে অনেকক্ষণ, রাতের খাবার সময় আসন্ন, তবুও কীণদের বাড়িতে ফের ঢুঁ মারার চেষ্টা করলাম। পত্রিকার জন্য কিছু উদ্ধৃতি প্রয়োজন ওদের মুখ থেকে, সেগুলো এখনো যোগাড় হয়নি। খবরটা ঠিকঠাক না হলে কারি আমাকে আবার সুযোগ দেবে বলে মনে হয়না। যদিও উইন্ড গ্যাপ ছেড়ে চলে যাওয়াটা আমার জন্য এক অর্থে ভালোই হবে, কিন্তু নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগটা হারাতে চাইনা। এভাবে চললে পরবর্তীতে ভালো কাজ পাওয়া মুশকিল হয়ে যাবে। নিজের শরীরে নিজেই ক্ষত করে এমন মেয়েকে এমনিতেই গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য বেছে নেওয়ার রীতি নেই।

নাটালির মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া রাস্তাটা পেরিয়ে গেলাম, ওখানে অ্যামার চুরি না করা তিনটি মোমবাতি আধপোড়া অবস্থায় রয়েছে, সাথে আছে কিছু সস্তার ফুল। চুপসে আসা হার্টের মতো দেখতে একটা বেলুন নির্জীব ভাবে উড়ছে পাশেই।

কীণদের বাড়ির পাশের রাস্তায় লাল ছাদখোলা গাড়ির যাত্রী সিটে বসে বসে থাকতে দেখলাম নাটালির ভাইকে। এক স্বর্ণকেশী রূপসীর সাথে কথা বলছিল ছেলেটা। আমি ওদের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম, ওদের মধ্যের লুকোচুরি ভাবটা নজর এড়ালো না। মেয়েটার কৃত্তিম হাসি শোনা গেল এরপর, ওর রঙচঙে লাল নখগুলো এখন চেপে বসেছে ছেলেটার কালো চুলে। ওদের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ালাম, দেখতে পেল কিনা কে জানে! দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম অতঃপর।

BanglaBook.org

নাটালির মা দরজা খুলল, পুরো ঘরের বাতি নেভানো, আমার দিকে হা করে তাকিয়ে রইল ভদ্রমহিলা, যেন চিনতে পারনি ঠিকমত।

"এ সময়ে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত মিসেস কীণ, কয়েকটা জরুরি কথা ছিল।"

"নাটালির ব্যাপারে?"

"হুম, ভেতরে আসতে পারি?" নিজের পরিচয় ফাঁস না করে ভেতরে ঢোকার বেশ ভালো পদ্ধতি এটা। কারির মতে, রিপোর্টাররা অনেকটা ভ্যাম্পায়ারদের মতো, তারা তোমার ঘরে অনুমতি ছাড়া ঢুকতে পারেনা। কিন্তু একবার অনুমতি দিয়ে ফেললেই পুরো রক্ত শুষে ছিবড়ে করে দেবার আগে বেরুবেনা। ভদ্রমহিলা আমাকে ভেতরে ঢুকতে দিলো।

"আহ! ভেতরটা বেশ ঠান্ডা। ধন্যবাদ," হাঁফ ছেড়ে বললাম। "আজকে ত্রিশের মতো থাকার কথা ছিল তাপমাত্রা, মনে হয় মাত্রাটা ছাড়িয়েছে।"

"শুনেছি পঁয়ত্রিশ পড়েছে।" বলল সে।

"হতেই পারে। আরও একটু ঝামেলা দিচ্ছি, একগ্লাস পানি হবে?" এটাও একটা কৌশল- কোনও মহিলা তোমাকে একবার আপ্যায়নের আওয়াত নিয়ে গেলে সহজে ভাগিয়ে দেয়না। সর্দি কাশির ধাঁচ থাকলে টিস্যু পেপার চাইলেও বেশ কাজে দেয়। বেশিরভাগ নারীই অন্যের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিতে ভালোবাসে।

"অবশ্যই!" ভদ্রমহিলা একটু থেমে আমার দিকে তাকালো, ভাবটা এমন যে আমি কে সেটা না বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়েছেন। এই ক'দিনে এতো লোকের সাথে ওর দেখা হয়েছে যে আলাদা করে কাউকে মনে রাখা মুশকিল।

মহিলা রান্নাঘরের দিকে মিলিয়ে যেতেই আমি ঘরের ভেতরে উঁকি ঝুঁকি মারলাম। ঘরটা আজকে পুরো অন্যরকম লাগছে, আসবাবগুলো ঠেলেঠুলে যথাস্থানে বসানো হয়েছে ফের। কাছেই একটা টেবিলে বাচ্চাদের ছবি রাখা। ছবির বাচ্চাদুটো একটা ওক গাছের দুদিকে হেলান দিয়ে রয়েছে, ওদের পরনে জিন্সের প্যান্ট আর লাল সোয়েটার। ছেলেটার মুখে অপ্রস্তুত হাসি, ভাবটা এমন যেন ওর দুষ্কর্ম কেউ ধরে ফেলবে প্রাণখুলে হাসলে। মেয়েটার উচ্চতা ওর প্রায় অর্ধেক, কিন্তু চেহারায় আত্মবিশ্বাসী ভাবটা সুস্পষ্ট।

"কি নাম আপনার ছেলের?"

"জন। নম্র ভদ্র ছেলে, ওকে নিয়ে আমার গর্ব একটু বেশিই। কিছুদিন হল হাইস্কুলের পার্ট চুকিয়েছে।"

BanglaBook.org

"হুম গ্রাজুয়েশনের সময়টা তাহলে ওরা এগিয়ে এনেছে- আমাদের সময় তো জুনের আগে রেজাল্টই দিতো না স্কুল।"

"একদিক থেকে ভালোই হয়েছে, বাচ্চারা এখন বড়সড় গ্রীষ্মের ছুটি উপভোগ করতে পারে।"

আমরা দুজনেই হেসে ফেললাম। তারপর বসতে বসতে পানির গণ্ডাসে চুমুক দিলাম। কারও বাড়ির ভেতরে কৌশলে ঢুকে পড়ার পর ঠিক কি করতে হবে সেটা মনে করতে পারলাম না, এই বিষয়েও কারি'র কিছু পরামর্শ রয়েছে।

"আসলে এর আগে আমাদের দেখা হয়নি। আমি ক্যামিল প্রিকার। শিকাগো ডেইলি পোস্টে আছি, সেদিন রাতে ফোনে আপনার সাথে সামান্য আলাপ হয়েছিল।"

আমার কথা শুনে ভদ্রমহিলার হাসি থমকে গেল, তার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলো। "আগে বললেই পারতেন।" বলল সে।

"আমি বুঝতে পারছি এখন আপনার মনের অবস্থা কেমন, শুধুমাত্র কয়েকটা প্রশ্ন ..."

"কোনও প্রশ্ন নয়।"

"আসলে আপনার পরিবারের কিন্তু ন্যায় প্রাপ্য, আর সেটাই আমার উদ্দেশ্য। মানুষের কাছে যতটা তথ্য পৌঁছে দেওয়া সম্ভব ততটাই..."

"ততটাই বাড়বে আপনাদের পত্রিকার বিক্রি। অসুস্থ সব চিন্তাভাবনা আপনাদের। এই শেষবারের মতো বলছি- এখানে আর দ্বিতীয়বার আসবেননা। আমাদের সাথে কোনও প্রকার যোগাযোগেরও চেষ্টা করবেননা। আপনাকে কিছুই বলার নেই আমাদের।" ঝট করে দাঁড়িয়ে বাঁকা চোখে আমার দিকে তাকালো মিসেস কীণ। ওর গায়ে এখন শেষকৃত্যের দিনে পরা পোশাকটাই চাপানো রয়েছে, গলায় একটা কাঠের পুঁতির হার ঝুলছে, যার মাঝ বরাবর একটা লাল হার্ট আকৃতির লকেট লাগানো। লকেটটা সম্মোহনী ঘড়ির মতো আমার চোখের সামনে দুলে চলল ভদ্রমহিলা নিচু হওয়াতে। "আপনারা হলেন পরজীবী," ঘৃণার সাথে বলল সে। "জঘন্য আপনাদের মন। আমি চাই এমন একটা দিন আসুক যেদিন আপনি বুঝতে পারবেন যে আজকের কাজটা কতটা নোংরা ছিল। এবার দয়া করে আসুন।"

আমাকে দরজার দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলল সে, ভাবটা এমন যে নিজের চোখে আমাকে চলে যেতে না দেখলে সেটা বিশ্বাস করতে পারবেনা। আমি দরজার বাইরে পা রাখতেই মহিলা এত দ্রুত দরজা বন্ধ করলো যে উপরে লাগানো ঘণ্টাটাও কেঁপে উঠলো সামান্য।

BanglaBook.org

লজ্জায় থমকে দাঁড়িয়ে রইলাম, মনে মনে ভাবলাম ওই নেকলেসটাকে ঠিক কতটা আকর্ষণী করে আমার ফিচারে তুলে ধরবো। ওদিক থেকে গাড়ির ভেতরে বসা স্বর্ণকেশী মেয়েটাকে দেখলাম আমার দিকেই তাকিয়ে আছে, ছেলেটা এখন ওখানে নেই।

"তুমি ক্যামিল প্রিকার, তাইনা?" প্রশ্ন ছুড়ল মেয়েটা।

"হুম।"

"দেখেই চিনেছি," বলল ও। "তুমি যখন এখানে থাকতে তখনও আমি অনেক ছোট, কিন্তু আমরা সবাই তোমাকে চিনতাম।"

"কি নাম তোমার?"

"ম্যারিডিথ হুইলার। চিনবেনা সম্ভবত, একদম বাচ্চা ছিলাম সেসময়।"

নামটা পরিচিত লাগলো, আমার মায়ের বন্ধুদের সৌজন্যেই বলা যায়, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে সত্যিই আমার ওকে মনে নেই। চেনার কথাও না, আমি যখন উইন্ড গ্যাপ ছেড়েছিলাম তখন ওর বয়স মাত্র ছয় কি সাত। তবে আমাকে চেনার ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়। এখানের মেয়েরা সব সময় সিনিয়রদের খোঁজ খবর রাখে- কে ফুটবল স্টারদের সাথে ডেটে যেত, কিংবা হোমকামিং কুইন হয়েছিলো কে কোন বছর, কে গুরুত্বপূর্ণ, ইত্যাদি ইত্যাদি। বেসবল খেলোয়াড়দের ছবি ছাপা কার্ডের মতো আদান প্রদান হত এসব তথ্য। এখনো মনে পরে সিসি ওয়েটের কথা, ক্যালহুন হাই স্কুলের হোমকামিং কুইন ছিল মেয়েটা, আমি তখন কেবল স্কুলে পড়ি। একবার দোকান থেকে এগারোটা লিপিস্টিক কিনেছিলাম ওর ঠোঁটের গোলাপি রঙটা পাবার জন্য।

"তোমাকে খুব মনে আছে আমার," বললাম আমি। "ভাবতেই পারছিনা তুমি এখন গাড়িও চালাতে পারো!"

আমার মিথ্যা, মেয়েটার পছন্দ হল। খিলখিলিয়ে উঠলো ও।

"তুমিতো এখন রিপোর্টার? তাইনা!"

"হুম, শিকাগোতে আছি।"

"জনকে বলব তোমার সাথে আলাপ করতে। আবার দেখা হবে।" আর কথা না বাড়িয়ে গাড়ি ছোটালো মেয়েটা। ওর ভাবভঙ্গি দেখে বেশ সন্তুষ্ট মনে হল ওকে, আবার দেখা হবে কথাটা বলতে বলতে এমনভাবে ঠোঁটে লিপিস্টিক ঘসছিল দেখে মনে হয় আলাপটা যে একটা দশ বছরের বাচ্চাকে নিয়েই হবে সে বিষয়ে ওর কোনও চিন্তাই নেই।

BanglaBook.org

নাঁালির ডেডবডিটা যে হার্ডওয়্যারের দোকানের পাশে পাওয়া গিয়েছিলো সেটাতেই ফোন লাগালাম আমি। নিজের পরিচয় না দিয়ে খাতির জমাতে বাথরুমের সজ্জা আর নতুন টাইলসের বিষয়ে মস্ত আলাপ জুড়ে দিলাম। তারপর সাম্প্রতিক খুনের ঘটনার বিষয়টা টেনে আনলাম আশঙ্কার ছুতোয়, জানালাম, ঘরের নিরাপত্তা বাড়ানোর কথা ভাবতেই হচ্ছে সেজন্য।

"তা তো বটেই, গত কয়েকদিন ধরে চেইন লক আর মোটা নাট-বল্টুর বিক্রি বাড়ছে।" ওপাশ থেকে ঘোঁতঘোঁতানি করে উঠলো একটা কণ্ঠস্বর।

"সত্যি? কতগুলো বিক্রি হল শেষ পর্যন্ত?"

"তা প্রায় তিন ডজন তো হবেই।"

"অধিকাংশই কি পরিবার? মানে ছোট বাচ্চা আছে এমন পরিবার?"

"হুম, সেটাই। ওদেরই তো এখন বেশি চিন্তা, তাইনা? কি বীভৎস একটা ঘটনা, আমরা ভাবছিলাম নাটালির পরিবারকে যদি কিছু ডোনেশন দেবার চেষ্টা করা যায়।" একটু থামল কণ্ঠটা। "তাহলে আপনি এসেই বরং টাইলসের স্যাম্পল গুলো দেখে যান? নাকি?"

"ধন্যবাদ, দেখি তেমনটাই ইচ্ছা।"

আরও একটা ঝামেলা কমলো, আর নামটাও বলার প্রয়োজন হলনা।

রাতের খাবার জন্য রিচার্ড গ্রিটি হোটেল বেছে নিলো। ওটা একটা ফ্যামেলি রেস্টুরেন্ট। সাথে সালাদ বারও রয়েছে, যেখানে সব ধরনের খাবার পাওয়া যায়, কেবল সালাদ ছাড়া। বারো মিনিট দেরি করে ওখানে ঢুকে দেখি রিচার্ড মোটাসোটা এক ওয়েট্রেসের সাথে বসে আড্ডা দিচ্ছে। মেয়েটার চেহারা ওর পেছনের শো-কেসে রাখা কেকগুলোর মতোই ধ্যাবড়া, আমার নাড়তে থাকা হাতটাকে অনায়াসেই উপেক্ষা করে গেল ও। রিচার্ডের মোহে এখন পুরোপুরি আচ্ছন্ন মেয়েটা, হয়তো এর মধ্যেই ডায়েরিতে রাতের সময়টাতে ওর নাম টুকে ফেলেছে চুপিচুপি।

"প্রিকার," মেয়েটার থেকে চোখ না সরিয়েই বলল রিচার্ড। "এভাবে দেরি করাটা কিন্তু ভীষণ অন্যায়, আপনার ভাগ্য ভালো যে জোঅ্যান সঙ্গ দেবার জন্য এখানে ছিল।"

খিলখিলে হাসি দিয়ে মেয়েটা আমার উপর চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর আমাদের কোণার একটা বুথে এগিয়ে নিয়ে গেল। সেখানে বসতেই আমার সামনে দু। করে একটা চটচটে মেনুকার্ড টেবিলে চাপড় মেরে বসালো ও। সেটার উপর এখনো আগের কাস্টমারের রাখা গণ্ডাসের ছাপ দেখা যাচ্ছে।

BanglaBook.org

একটু পরে মেয়েটা আবার ফিরে এসে আমাকে একঢোক পানি ভরা একটা গ্লাস এগিয়ে দিলো। আর রিচার্ডকে প্লাস্টিকের গ্লাসে দিলো সোডা পানীয়। "এইযে রিচার্ড- কেমন মনে রেখেছি, দেখছো?"

"এজন্যই তো তুমি আমার সবচেয়ে পছন্দের ওয়েট্রেস, ক্যাথি।" ফাজলামি!

"হাই, ক্যামিল; তোমার শহরে আসার খবরটা পেয়েছি।" একই কথা আবার শোনার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিলনা, কিন্তু মেয়েটার দিকে এবারে ভালোমত তাকাতেই বুঝলাম ও আগে আমার ক্লাসমেট ছিল, প্রায় এক সেমিস্টার বন্ধুত্বও ছিল দু'জনের। বন্ধুত্বের কারণটা অবশ্য আমাদের তখনকার প্রেমিকরা। ওর প্রেমিক ছিল জেরি আর আমার প্রেমিক ফিল। দু'জনে ফুটবল খেলোয়াড় ছিল, আর শীতকালে মল্লযুদ্ধও করতো। বছরের শেষে পার্টি হতো ফিলের বেসমেন্ট ঘরে। এক ঝলক স্মৃতিতে মেয়েটার সাথে একত্রে হাত ধরে ফিলের ঘরের বাইরে টয়লেট করার ঘটনাও মনে পড়ল। আমরা এতটাই মাতাল ছিলাম সেসময় যে উপরের টয়লেটে যেতে ওর মায়ের মুখোমুখি হবার সাহস হয়নি।

"আহ! ক্যাথি, দারুণ হল তোমার সাথে দেখা হয়ে। দিনকাল কেমন যাচ্ছে?"

কাঁধ ঝুলিয়ে রেন্টুরেন্টের চারপাশটা দেখে ও বলল, "সেটাতো বুঝতেই পারছ! এই মরার শহরে পরে থাকলে এটাই স্বাভাবিক, তাইনা? ববি তোমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে, ববি কিডার।"

"ওহ! তাই নাকি!" আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম ওরা বিয়েও করে ফেলেছে। "কেমন আছে ও?"

"সেই আগের মতোই। ওদিকে একবার এসো, মানে যদি তোমার সময় হয় তাহলে। আমরা ফিশারের ওদিকটায় আছি।"

আমি কল্পনায় চলে গেলাম ববি আর ক্যাথি কিডারের বাড়িতে। সেখানে সশব্দে টিকটিক করছে ঘড়ির কাঁটা, আর বলার মতো কথা হাতড়ে চললাম। এর পর সব কথা ক্যাথিই বলে ফেলল, বরাবর এমনটাই হতো। ও মানুষটাই এমন যে রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে সবগুলো পথনির্দেশক ব্যানার পড়ে ফেলবে, তবুও চুপচাপ বসে থাকতে পারবেনা। আর ববি যদি এখনো আগের মতোই থেকে থাকে, তাহলে ও মোটামুটি চুপচাপ, অধিকাংশ বিষয়েই অনাগ্রহী, কেবল শিকারের কথা উঠলেই জ্বলে উঠত ওর নীল মণিদুটো। স্কুলের দিনগুলোতে হরিণের ক্ষুর সংগ্রহ করতো ছেলেটা, মোটামুটি সবগুলোই ওর নিজের হাতে মারা হরিণের থেকেই পেত।

"তোমরা তো বুফে মেনু নিচ্ছ, নাকি?" নীরবতা ভাঙল মেয়েটা।

BanglaBook.org

আমি একটা বিয়ার অর্ডার দিলাম, মেয়েটার কথায় লাগাম টানার জন্য। ক্যাথি ঘাড় ঘুড়িয়ে পেছনের দেওয়ালে ঘড়িটাকে দেখল, "উম, রাত আটটার আগে তো পানীয় বিক্রির নিয়ম নেই। তবুও দেখি পুরনো বন্ধুর জন্য কিছু করা যায় কিনা!"

"বেশি ঝামেলা হলে দরকার নেই।" এসব হাবিজাবি নিয়ম উইন্ডগ্যাপে অনেকদিন ধরেই আছে। বিকেল পাঁচটা হলে তেমন কিছুই বলার ছিলনা, কিন্তু রাত আটটা স্রেফ পানকারীর অপরাধ বোধটা বাড়ানোর চেষ্টায় করা হয়েছে।

"ধুর, ধুর। বরং এটা ইদানীং কালের মধ্যে সবচেয়ে মজাদার একটা অভিজ্ঞতা হবে।" উৎসাহের সাথে বলল ক্যাথি।

ক্যাথি পানীয় আনতে আনতে থালায় তুলে নিলাম চিকেন ফ্রাইড স্টেইক, আলুভর্তা, ইত্যাদি। অন্যদিকে রিচার্ড বাড়তি একদলা জেলো তুলে নিলো ওর খাবারের উপর, যেটা টেবিলে আসতে আসতেই প্রায় গলে গিয়েছিলো। আমার আসনের পাশেই একটা বিয়ারের বোতল আলতো করে বসে থাকতে দেখা গেল, ক্যাথিই রেখেছে নির্ঘাত।

"এতো সকাল সকাল পানীয়? অভ্যাসটা কি পুরাতন?"

"একটা বিয়ার নিয়েছি কেবল।"

"যখন ঢুকলেন তখনই আপনার নিঃশ্বাসের সাথে মদের গন্ধ পাওয়া গিয়েছে, তবে কিছু উইন্টারগ্রিন চুইংগামের পরত ভেদ করে।" আমার দিকে তাকিয়ে হাসল লোকটা, ওর ভাবটা উৎসুক, বিচারক নয়। জেরার ক্ষেত্রে মোটামুটি ভালো অভিজ্ঞ ও, বাজি ধরে বলতে পারি।

"হুম চুইংগাম ছিল, কিন্তু মদ নয়।"

সত্যি কথা বলতে এজন্যই দেরি হয়েছে এখানে আস্তে। পথে একটা পার্কিং লটে গাড়ি থামিয়ে কিনতে হয়েছে চুইংগামগুলো, নাহলে কীণদের বাসা থেকে বেরিয়ে গেলা পানীয়ের গন্ধটা চাঁপা দেওয়া মুশকিল হয়ে যেত। এসব গন্ধ চাঁপা দিতে মিন্ট খুব কার্যকর।

"আচ্ছা, ঠিকাছে," ভদ্রভাবে বলল রিচার্ড। "চিন্তার কিছু নেই, এসব নিয়ে ঘাটাবো না।" জেলোর রঙে রাঙিয়ে যাওয়া আলুভর্তায় একটা কামড় বসিয়ে দম মেরে গেল লোকটা।

"তারপর, উইন্ড গ্যাপ সম্পর্কে কি জানতে চান বলুন?" বাচ্চাকে চিরিয়াখানায় নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া অভিভাবকের মতোই বললাম আমি। হয়তো তেমন কিছুই জানাতে পারবোনা শেষ পর্যন্ত, কিন্তু যা জানি তা বলতে আপত্তি নেই। আর ওকে যতটা জানাবো, নিজের জানার রাস্তাও ততটাই পরিষ্কার হবে। হয়তো এই

BanglaBook.org

প্রশ্নোত্তর পর্বের সার্থকতার জন্যই আমার মদ খাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল ও -লোকটার বুদ্ধি আছে বলতে হবে।

আমার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রিচার্ড বলল, "এখানের নৃশংসতার ইতিহাসগুলো জানতে চাই। প্রতিটি জায়গারই কিছু কলঙ্ক থাকে, এখানের কলঙ্কগুলো কি লুকানো, নাকি প্রকাশ্যেই রয়েছে? আর এসব কি দল বেঁধে হয়- যেমন বার ফাইট, গন ধর্ষণের মতো বিষয়গুলো- নাকি বেশিরভাগই পার্সোনাল? কারা করেছে এগুলো? কারা আক্রান্ত হয়েছে?"

"আরেবাবা! এতো কিছুতো ভেঙ্গে বলা যাবেনা। আমি কেবল এখানকার সামগ্রিক অবস্থার উপর একটা মন্তব্য দিতে পারি।"

"তাহলে এমন কোনও নৃশংস ঘটনার কথা বলুন যেটা দেখেছিলেন বেড়ে ওঠার সময়।"

বাচ্চাটার সাথে মায়ের ঘটনাটা মনে পড়ে গেল। "এক মহিলাকে দেখেছি একটা বাচ্চার সাথে।"

"মারধর করেছিলো? পিটিয়েছিল?"

"কামড়ে ছিল।" বললাম আমি।

"আচ্ছা, মেয়ে না ছেলে?"

"মেয়ে, সম্ভবত।"

"বাচ্চাটা কি ওর নিজের ছিল?"

"না।"

"বেশ বেশ, দারুণ খবর। তাহলে একটা মেয়ে শিশুর উপর অত্যাচারটা হয়েছে। কে করেছে সেটা খুঁজে বের করা যাবে।"

"অপরাধীর নাম বলতে পারবোনা, তবে এই শহরেরই কারও আত্মীয় হবে সে।"

"হুম, তাহলে কে বলতে পারবে নামটা? মানে, এখানে ওর কোনও আত্মীয় থেকে থাকলে তাকেও ঘাঁটিয়ে দেখা উচিত।"

BanglaBook.org

আমি অনুভব করলাম, আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো সব আলাদা হয়ে তৈলাক্ত কোনও লেকে ভেসে বেড়াচ্ছে কাঠের টুকরোর মতো। গল্পটা কাউকে বলার চিন্তাও শিউড়ে তোলে আমায়, আর রিচার্ড একদম সবিস্তারে জানতে চাবে এই চিন্তাও মাথায় আসেনি বলার আগে।

"আমি কিন্তু ভেবেছিলাম কেবল নৃশংসতার স্বরূপটা জানানোই আমার কাজ," ফাঁপা উত্তর বেরিয়ে এল কণ্ঠ থেকে, কান লাল হয়ে এসেছে। "আমার কাছে এর

বেশি তথ্য নেই। একজন মহিলা ছিল, যাকে আমি চিনতাম না। আমার ধারণা সে শহরের বাইরের কেউ।"

"আমি ভাবতাম রিপোর্টাররা কেবল ধারণার উপর নির্ভর করেনা।" সহাস্য বলল রিচার্ড।

"সেসময় আমি রিপোর্টার ছিলাম না, সাধারণ একটা মেয়ে ছিলাম

"ক্যামিল, আপনাকে বিব্রত করার জন্য আমি সত্যিই লজ্জিত।" বলে আমার হাত থেকে কাটাচামচ টা সরিয়ে নিয়ে সেটাকে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখলো রিচার্ড, ঠিক ওর কাছাকাছি জায়গাটাতে। তারপর আমার হাতাটা তুলে ধরে ছোট্ট একটা চুমু দিলো সেখানে। আমার শার্টের হাঁতার ভাঁজে লুকানো 'লিপস্টিক' শব্দটার উপর চোখ চলে গেল মুহূর্তেই। "আসলে আপনাকে কাবাব বানানোর কোনও ইচ্ছাই আমার ছিলনা, হয়তো আপনার সামনে নিজেকে একজন বাজে পুলিশ প্রমাণ করে ফেলেছি এর মধ্যেই।"

"আপনাকে বাজে পুলিশ ভাবা সত্যিই কঠিন।"

দাঁতগুলো বেরিয়ে গেল ওর। "তাই নাকি! আমার সুন্দর চেহারা বোধহয় এর জন্য দায়ী। কি বলেন?"

নিজেদের পেয়ালায় চুমুক দিলাম পরবর্তী কয়েক সেকেন্ড। এরপর লবনদানিটায় হাত ঘুরিয়ে ও বলল, "আরও কয়েকটা প্রশ্ন করা যাবে কি?" আমি মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিতেই আবার বলল, "আর কিছু মনে করতে পারেন, অন্য কোনও ঘটনা?"

টুনা সালাদের মনমাতানো গন্ধে পাক দিয়ে উঠলো পেটে, ক্যাথিকে খুঁজে চললাম আরেকটা বিয়ারের উদ্দ্যেশে।

"ক্লাস ফাইভের সময়কার কথা। দৌড়ের ক্লাসে দুটো ছেলে এক মেয়েকে জোর করেছিলো ওর ভেতরে একটা কাঠি ভরার জন্য।"

"মেয়েটার ইচ্ছার বিরুদ্ধে? জোর করে?"

"উম... অনেকটা তেমনই বলতে পারেন। ছেলেগুলো বদমাশ ছিল, ওকে বলেছিল, আর মেয়েটাও না করেনি।"

"ঘটনাটা নিজের চোখে দেখেছিলেন? নাকি শুনেছিলেন?"

"আমাদের কয়েকজনকে বাধ্য করা হয়েছিলো দেখতে। পড়ে টিচার সবকিছু জানতে পেরে যায়, আর আমাদের ক্ষমা চাইতে হয়েছিল।" বললাম আমি।

"ওই মেয়েটার কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন সবাই?"

BanglaBook.org

"নাহ, মেয়েটাকেও ক্ষমা চাইতে হয়েছিলো। আমরা সবাই মিলে পুরো ক্লাসের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলাম। টিচার বলেছিল, 'নিজের শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করা মেয়েদের কর্তব্য, কারণ ছেলেরা সেটা পারেনা।'"

"হায় খোদা! ভাবলেও অবাক লাগে মাত্র কিছুদিন আগেই সমাজটা কতো ভিন্ন ছিলো, কতো একচোখা ছিল।" নোটবুকে কলম ঘষতে ঘষতে বলল রিচার্ড। এরপর মুখে কিছুটা জেলো চালান করে আবার প্রশ্ন করল, "আর কিছু মনে পড়ে?"

"একবার, এইটের একটা মেয়ে মদ গিলে মাতাল হয়ে গিয়েছিলো স্কুল পার্টিতে, আর সেখানেই ফুটবল টিমের চারপাঁচ জনের সাথে দৈহিক মিলন ঘটে ওর। বলতে পারেন, ওরা মেয়েটাকে নিয়ে খেলায় মেতে উঠেছিল। এটাকে কি কোনও তথ্য বলা যায়?"

"কেন নয়! বেশ গুরুত্বপূর্ণ এটাও, আপনিও বুঝতে পারছেন, তাইনা?"

"কে জানে! এটাকে নৃশংসতাও বলা যায়, অথবা..."

"আমি তো নৃশংসতাই বলবো, একটা তেরো বছরের মেয়েকে কয়েকটা বদমাশ ছেলে মিয়ে ধর্ষণ করলো, এটা নৃশংসতা না হলে, কি হবে?"

"কি কেমন চলছে আলাপ?" কোত্থেকে ক্যাথি এসে এর মধ্যেই হাজির হয়েছে আমাদের ঘাড়ের উপর।

"আরেকটা বিয়ার ম্যানেজ করা যাবে?" প্রশ্ন করলাম।

"একটা নয়, দুটো।" বাৎলে দিলো রিচার্ড।

"যাবে, তবে কেবল রিচার্ড অনুরোধ করলো তাই, শহরের সেরা টিপস তো আবার ওর হাত দিয়েই আসে। না করি কিভাবে!" চোখটিপে বলল ক্যাথি।

"থ্যাংকস, ক্যাথি।" হাসিটা ফিরিয়ে দিল রিচার্ড।

ক্যাথি চলে যেতেই আমি টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে বললাম, "আমি তর্কে যেতে চাইনি রিচার্ড, কেবল আপনার নৃশংসতার সংজ্ঞাটা জানতে চেয়েছি।"

"হুম, এখানকার নৃশংসতার ছবিটা এখন মোটামুটি পরিষ্কার। ঘটনাটা কি পুলিশকে জানানো হয়েছিল?"

"নাহ, হয়নি।"

"কিন্তু অবাক লাগছে এটা ভেবে যে মেয়েটাকে দিয়ে কোনও ক্ষমা চাওয়ানো হলনা কেন? আর না হলেও ও নিজেই নিজেকে ধর্ষণের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। ক্লাস এইট, অসুস্থ লাগছে ভেবেই!" আমার হাতটা আবার ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করলো ও, আমি আগেই ওটা কোলের মধ্যে গুঁজে রেখেছি।

"তাহলে বয়সটাই এটাকে ধর্ষণের খেতাব দিচ্ছে, তাইতো?"

BanglaBook.org

"বয়সের জন্য না, যে কোনও বয়সেই এটাকে ধর্ষণ বলা যায়।" শান্তভাবে বলল রিচার্ড।

"তার মানে আমি যদি আজকে এখানে বদ্ধ মাতাল হয়ে দৈহিকভাবে চারজনকে সঙ্গ দিই, তাহলে সেটাও ধর্ষণ হবে?"

"আইনের ভাষায় সেটাকে কি বলবে জানিনা, সেসব আপনার উকিল বাৎলাতে পারবেন, কিন্তু নৈতিকভাবে অবশ্যই সেটা ধর্ষণ।"

"আপনি একজন সেক্সিসিষ্ট"

"মানে?"

"মানে আপনি মেয়েদের ছোট চোখে দেখেন। যারা মেয়েদের রক্ষার নাম করে তাদের অধিকারকে ছোট করে দেখে তাদের আমি ঘৃণা করি।"

"আমি কিন্তু তেমন কিছুই করছিনা, মিস প্রিকার।"

"আমার অফিসে এক লোক কাজ করেন- কোমল স্বভাবের। যখন আমাকে প্রমোশনের জন্য নির্বাচন করা হলনা তখন লোকটা উপদেশ দিলো আমাকে উপেক্ষা করার জন্য অফিসের বিরুদ্ধে মামলা করতে। কিন্তু আমাকে উপেক্ষা করা হয়নি কোনওভাবেই, আমি একজন মধ্যম মানের সাংবাদিক ছিলাম সেসময়, তাই প্রমোশন না দেওয়ার সিদ্ধান্ত ভুল ছিলনা। ঠিক সেভাবেই কখনো কখনো মদ্যপ মহিলারা সত্যিকার অর্থেই ধর্ষিত হননা; হয়তো তারা কিছু ভুল সিদ্ধান্তের শিকার হন- কিন্তু মেয়ে বলে তাদের বাড়তি অধিকার দিতে বলাটা মোটেই যৌক্তিক নয়। এই বিষয়টাকে নারী অধিকারের উপর আক্রমণ হিসাবে দেখি।"

এর মধ্যেই ক্যাথি বিয়ার নিয়ে এল টেবিলে। আমরা বোতল শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিঃশব্দে চুমুক দিয়ে চললাম।

"উফ! প্রিকার, আচ্ছা, আমি হার মানলাম।"

"ঠিকাছে।"

"কিন্তু প্যাটার্নটা তো আপনার চোখে পড়ছে নাকি? মানে নারীদের উপর আক্রমণ এবং তার ধরন..."

"কিন্তু ন্যাশ অথবা কীণ, মেয়েদুটোর কেউ-ই কিন্তু ধর্ষিত হয়নি।"

"এক্ষেত্রে হয়তো খুনির কাছে দাঁত উপড়ে নেওয়ার অনুভূতিটাই ধর্ষণের সমান, দাঁত উপড়ানও তো কম পরিশ্রমের কাজ না, একটা একটা করে তুলতে লাগে।"

"এটা কি আনুষ্ঠানিক কমেন্ট হিসাবে ব্যবহার করা যাবে?"

"যদি আপনার পত্রিকায় এই মন্তব্যের নাম গন্ধও দেখি, তাহলে কিন্তু আপনার সাথে আর কখনো কথা হবেনা আমার। আর সেটা খুবই খারাপ হবে, কারণ

BanglaBook.org

আপনার সাথে কথা বলতে বেশ লাগে। চিয়ার্স।" রিচার্ড ওর ফাঁকা বোতলটা আমার খালি বোতলের সাথে ঠুকে দিলো। আমি নীরব রইলাম।

কথা বাড়ালো ও, "আসলে, আপনাকে সাথে নিয়ে ঘুরতেও আমার আপত্তি নেই। মজাই হবে। কিন্তু বাজার সদয় নিয়ে কোনও কথা হবেনা কিন্তু, বাজার করতে করতে আমি ক্লান্ত। আমরা এই ছোট্ট শহরে ঘুরে অন্য কিছু করতে পারি।"

ভ্রুকুটি করলাম আমি।

"তৈলাক্ত শুয়োরের ধরার চেষ্টা করতে পারি।" আঙুল গুনে গুনে কাজের বর্ণনা দিয়ে চলল ও। "নিজেরা আইসক্রিম বানাতে পারি, ছোট্ট গাড়ীতে করে রাস্তায় ছুটে বেড়াতে পারি। ওহ্, যদি আশেপাশে কোনও শহুরে মেলা বসে তাহলে সেখানে গিয়ে আপনার জন্য একটা শক্তির পরিক্ষাও দিয়ে আসতে পারি।" সামাল দিয়ে বলল রিচার্ড।

"এই ধরণের স্বভাব স্থানীয়দের মাঝে নিশ্চয়ই আপনাকে জনপ্রিয় করে তুলেছে।"

"ক্যাথি কিন্তু আমাকে পছন্দ করে।"

"হুম, টিপস পায় বলে করে।" বাৎলে দিলাম।

শেষমেশ গ্যারেট পার্কে পৌঁছলাম আমরা। একটা ছোট দোলনায় চাপাচাপি করে বসেও পড়লাম। তারপর গরম হাওয়ায় বসে সন্ধ্যার ধুলোর বুকে দোল খেয়ে চললাম। এখানেই নাটালি'কে শেষবারের মতো জীবিত অবস্থায় দেখা গিয়েছিল, কিন্তু সেটা নিয়ে আলোচনায় গেলামনা। পার্কের ওধারে একটা পুরাতন ঝরনা থেকে পানি ঝড়ে চলছে অঝোরে, এটা লেবার-ডে ছাড়া কখনও বন্ধ থাকেনা।

"রাতের বেলায় এখানে হাইস্কুলের বাচ্চাদের পার্টি করতে দেখা যায়," বলল রিচার্ড। "আজকাল ওদের তাড়াতে সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হয় ভিক্যারিকে।"

"আমার ছেলেবেলাতেও এমনটাই ছিল। মদ্যপান এখানে কোনও গুরুতর বিষয় না। একমাত্র গ্রিটি-ই দেখলাম ব্যতিক্রম।"

"আপনাকে ষোলতে দেখতে খুব ইচ্ছা হচ্ছে। দাঁড়ান কিছুটা আন্দাজ করি- জংলী টাইপের ছিলেন আদতে, সুশ্রী, অর্থবতী, আর বুদ্ধিমতি। আর ওটাই সম্ভবত এখানে বিপদ ডেকে আনার জন্য যথেষ্ট। আমি কল্পনায় ঠিক ওখানটায় দেখতে পাচ্ছি আপনাকে," আঙুল দিয়ে একটা জায়গা দেখিয়ে বলল রিচার্ড। "মদ্যপানে ছেলেদের ছাড়িয়ে যাচ্ছেন আপনি।"

মদ্যপান বলতে গেলে আমার সবথেকে লঘু দুরন্তপানার মধ্যে একটা। কেবল প্রথম চুমুই নয়, আমার প্রথম অনেককিছুর অভিজ্ঞতাও এখানেই। বেসবল টিমের

BanglaBook.org

সিনিয়র এক খেলোয়াড় আমাকে বগলদাবা করে নিয়ে গিয়েছিলো বনের ওদিকটায়। আমি তাকে সন্তুষ্ট করার আগে উপহারে চুমু দিতে নারাজ ছিল লোকটা। আর কাজ শেষ হতেও চুমুটা দেয়নি ও, আমার নোংরা মুখের ছুতো দেখিয়ে। এসব ছেলেমানুষি ভালোবাসা। ঘটনাটা সেই ঝড়ো রাতের কয়েকদিন পরের, যে রাতে চারজন ফুটবল খেলোয়াড়ের সাথে দৈহিক মিলন হয়েছিল আমার। যেটা শুনে রিচার্ড ধর্ষণ বলে দাবি করেছে। তখন সবে ক্লাস এইট, চারজন ছেলের সাথে আমি একা; সেসময় যে অভিযান হয়েছিলো তা গত দশ বছরের ঘটনাগুলো জোড়া দিলেও হবেনা। আর তারই নিদর্শনস্বরূপ শরীরের এক খাঁজে লেখা হয়েছে কিছু শব্দ, ব্লেডের খোঁচায়।

"মজা কম করিনি," নির্লিপ্তভাবে বললাম। "চেহারা আর টাকা উইন্ড গ্যাপে একজন মানুষকে অনেকদুর নিয়ে যেতে পারে।"

"আর বুদ্ধি?"

"বুদ্ধিটা লুকিয়ে রাখতে হয়। আমার অনেক বন্ধু ছিল এখানে, কিন্তু ভালো বন্ধু কেউ ছিলনা।"

"বুঝতে পারছি। আচ্ছা মায়ের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল?"

"ভালো না।" বেশ অনেকটা গিলে ফেলেছি; আমার চেহারা গরম হয়ে উঠেছে, কেমন একটা দমবন্ধ লাগছে।

"কেন?" আমার দিকে ফিরল ও।

"আমার ধারণা কিছু মেয়ে মা হবার যোগ্য নয়, আর কিছু মেয়ে সন্তান হবার যোগ্য নয়।"

"আপনাকে কখনো আঘাত করেছেন উনি?" প্রশ্নটা আমাকে দুর্বল করে দিলো। আঘাত তো করেছেই, তাইনা? হয়তো কোনোদিন স্বপ্নে তার স্মৃতি আসবে, তারপর কামড়ে, আঁচড়ে, খুঁজে ক্ষতবিক্ষত করে দেবে আমাকে। আমার মনে হল কাপড়টা তুলে ওকে দেখিয়ে দিই। - হ্যাঁ, দ্যাখো!

"প্রশ্নটা অস্বস্তিকর, রিচার্ড।" শান্তভাবে বললাম আমি।

"দুঃখিত, আপনাকে খুব ভারাক্রান্ত মনে হয়েছিল, কিছুটা উম্মাদনা ছিল কণ্ঠে। তাই..."

"ওটা মা বাবার সাথে সুন্দর সম্পর্কের নিদর্শন।"

"আচ্ছা, অন্যায় হয়েছে।" হেসে ফেলল ও। "বরং অন্য কিছু বলি?"

"হুম।"

BanglaBook.org

"ভাবতে হবে সাধারণ আলোচনা, কি হতে পারে।" রিচার্ড চেহারায় জোর করে একটা নকল চিন্তার ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলল। "পেয়েছি! আপনার প্রিয় রঙ কি? কোন ফ্লেভারের আইসক্রিম পছন্দ, আর কোন ঋতু সেরা লাগে?"

"নীল, কফি, আর শীতকাল।" দ্রুত জবাব দিলাম।

"শীতকাল! ধুর, শীতকাল কেউ ভালবাসেনা।"

"খুব দ্রুত আঁধার নামে শীতকালে, ওটাই ভালো লাগে আমার।"

"কেন?" অবাক হল রিচার্ড।

কারণ, আঁধার মানেই দিনের শেষ। আমি ক্যালেন্ডারে দিন কাটতে পছন্দ করি - ১৫১ দিন কাটলাম, খারাপ কিছুই হয়নি। ১৫২, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যায়নি। ১৫৩, আমি ধ্বংস হয়ে যায়নি। ১৫৪, কেউ আমাকে ঘৃণা করেনা। মাঝে মধ্যে মনে হয় জীবনের শেষ দিনগুলো গুনে না যেতে পারলে কখনো শান্তি পাবোনা। হয়তো গুনবো- মাত্র তিন দিন বাকি, এর পরেই জীবনের সমস্ত চিন্তা থেকে মুক্তি মিলবে!

"আমিও ঠিক রাতের মতো।" আরও বলতে যাচ্ছিলাম, খুব বেশি না, তবে বলতাম। কিন্তু এমন সময় একটা হলদে আইরক-কে রাস্তার ওধারে থমকে দাঁড়াতে দেখলাম। গাড়িটার পেছনে লেগেছে অ্যামা আর ওর বাহিনী। অ্যামা ড্রাইভারের জানালা ধরে ঝুঁকে পড়েছে, যেন নিজের শরীর দেখিয়ে জ্বালাতে চাইছে ড্রাইভার ছেলেটাকে। ছেলেটার দীর্ঘ ধুলোটে স্বর্ণকেশ, ঠিক যেন গাড়িটার সাথে মানানসই। অন্য মেয়েগুলো অ্যামার পেছনেই, আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর সবথেকে লম্বা মেয়েটা ঝুঁকে নিজের পেছন প্রদর্শনী করছে জুতোর ফিতে বাঁধার ছলে। ভালো কৌশল!

মেয়েগুলো আমাদের দিকে সরে এলো, অ্যামা পাগলের মতো হাত দিয়ে গাড়ির ধোঁয়া সরানর চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো। মেয়েগুলো সত্যিই চটকদার, স্বীকার করতেই হয়। লম্বা স্বর্ণালী কেশ, ছোট্ট মুখ, সরু সরু পা। ছোট্ট স্কার্টগুলোর উপরে ত্বক দেখা যাচ্ছে। দীর্ঘাঙ্গী জোডেস ছাড়া আর সবাই মোটামুটি উন্নত স্বাস্থ্যের অধিকারী, এই বয়সেই। বোঝাই যায় গন্ডায় গন্ডায় দুধ, গরু আর শুয়োরের মাংসের পুষ্টি জমা হয়েছে ওদের ভেতর।

"হাই, সোনা," আওয়াজ দিলো অ্যামা। একটা বড়সড় লাল বেল্লা-পপে (ললিপপে) চাটা লাগাচ্ছিল ও।

"কি খবর মেয়েরা?"

"কি ক্যামিল, এর মধ্যেই আমাকে তারকা বানিয়ে ফেলেছ নাকি?" ললিপপে ঠোঁট বুলিয়ে প্রশ্ন করল মেয়েটা। সকালে যে পোশাকে দেখেছি এখন সেই পোশাকে

BanglaBook.org

নেই ও, থাকলে এতক্ষনে পোকা-মাকড় আর মাটির গন্ধে ভরে যেতে নির্ঘাত। এখন ওর পড়নে একটা পাতলা ট্যাংক আর ছোট্ট একটা স্কার্ট, চামড়ার সাথে সেঁটে রয়েছে ওটা।

"না, এখনো না।" ওর ত্বক পীচ রঙা, তাই ব্রন ফুস্কুরি মুক্ত, চেহারাটা আদর্শ। যেন সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশু মত। বাকিরা ওর পাশে অসম্পূর্ণ, ওদের ভাগিয়ে দিতে ইচ্ছা হল আমার।

"তা সোনা, আমাদের ঘুরাতে নিয়ে যাচ্ছ কবে? হু?" হুট করে পা দিয়ে ধুলো উড়িয়ে দুষ্ট প্রশ্ন করলো অ্যামা।

"তাহলে তো তোমাকে গ্রেপ্তার করতে হয়, তোমাদের সাথে ঘোরে যেসব ছেলেরা ওদেরও অ্যারেস্ট করার দরকার, হাইস্কুলে পড়ে এখনই মেয়েদের পেছনে ঘুরছে!" জবাব দিলো রিচার্ড।

"ওরা হাইস্কুলে পড়েনা," বলল লম্বা মেয়েটা।

"হ্যাঁ," খিলখিলিয়ে উঠলো অ্যামা। "স্কুল ছেড়ে দিয়েছে।"

"তোমার বয়স কতো, অ্যামা?" আওয়াজ তুলল রিচার্ড।

"তেরো, মাত্র তেরো।"

"তুমি কেবল অ্যামাকে নিয়েই পড়ে থাকো কেন?" বেহায়া ভঙ্গিতে বাঁধা দিলো আরেক স্বর্ণকেশী।

"ক্যামিল, পরিচয় করিয়ে দেই, ক্যাইলি, ক্যালসে, আর ক্যালসে?" রিচার্ড একে একে লম্বা, বেহায়া আর অপর মেয়েটাকে দেখিয়ে বলল।

"এটা জোডেস।" বাৎলে দিলো অ্যামা। "ওরা দুজনেই ক্যালসে, তাই ওকে ফ্যামিলি টাইটেল ধরে ডাকা হয়, ঝামেলা এড়াতে। তাইনা, জোডেস?"

"ক্যালসে বলে ডাকলেও আমার কোনও আপত্তি নেই," উত্তর দিলো মেয়েটা। দলের মধ্যে সবচেয়ে কম সুন্দরী হওয়ায় ওর অবস্থাটা সম্ভবত একটু নড়বড়ে।

"আর অ্যামা তোমার সৎ বোন, কি ঠিকতো?" রিচার্ড বলে চলল। "এই ব্যাপারটা কিন্তু আগেই জানি।"

"হুম ঠিকই জানো," বলল অ্যামা। কথাটায় একটা লাস্যময়ী ভাব নিয়ে আসতে চেষ্টা করলো মেয়েটা। "তাহলে তোমরা ডেটিংয়ে আছো, নাকি? ক্যামিলের আগের রেকর্ড কিন্তু বেশ ভালো, একদম গরম সরম।"

অট্টহাস্যে ফেটে পড়লো রিচার্ড। 'অযোগ্য', লেখাটা জ্বলে উঠলো আমার পায়ের উপর।

"কথাটা কিন্তু সত্যি, আগে আমার দামটা একটু বেশিই ছিল।" বললাম আমি।

BanglaBook.org

"একটু বেশি," খোঁচার সুরে বলল অ্যামা। হেসে উঠলো বাকি দুটো মেয়ে। জোডেস একটা কাঠি দিয়ে বালুর মধ্যে আঁকিবুঁকি করে চলল। "ওর ঘটনাগুলো যদি তুমি শুনতে সোনা, তাহলে পুরো গরম হয়ে যেতে। নাকি এখন গরম হয়েই আছো? হু?"

"মেয়েরা, আমাদের এখন যেতে হবে, কিন্তু বরাবরের মতোই তোমাদের সাথে আলাপটা ভালোই হল," রিচার্ড আমাকে হাত ধরে দোলনা থেকে নামতে সাহায্য করলো। শক্ত করে হাতটা আঁকড়ে ধরে এগিয়ে চললাম গাড়ির দিকে।

"মহান ভদ্রলোক," পেছন থেকে ডাক দিলো অ্যামা, তারপরে চারজনে মিলে আমাদের পিছনে হাঁটতে লাগলো। "একটা অপরাধের সমাধান করতে পারেনা কিন্তু ক্যামিলকে ওর বিদঘুটে গাড়িটার দিকে এগিয়ে দেবার সময় ঠিকই আছে।" এতক্ষনে আমাদের উপরেই এসে পড়েছে ওরা, অ্যামা আর ক্যাইলি আমাদের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে, আক্ষরিকভাবেই। ওর স্যান্ডেলের খোঁচা টের পেলাম জুতোর উপর। এরপর ওর হাতের ভেজা ললিপপটা আমার চুলে মুচড়ে সেঁটে দিলো মেয়েটা।

"থামো," বিড়বিড় করে বললাম। ওর হাতটা এতো জোরে চেপে ধরলাম যে ওর রক্ত চলাচল অনুভুত হল হাতের মুঠোয়। রক্তের গতি আমার থেকে ধীর। মেয়েটা কোনও শব্দ করলনা, কেবল সামনে এগিয়ে এলো আরও কিছুটা, ওর স্ট্রবেরী ফ্লেভারের নিঃশ্বাস পড়লো আমার গলার ফাঁকা জায়গাটায়।

"কি, কিছু করবে? করোনা," হাসল অ্যামা। "তুমি এখন যদি আমাকে মেরেও ফেলো তবুও এই সোনা সেটা বুঝে উঠতে পারবেনা।" আমি ওর হাতটা ছেড়ে ধাক্কা মেরে ওকে সরিয়ে দিলাম দূরে। তারপর প্রয়োজনের থেকে অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালিয়ে আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে গেলাম।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৯

রাত ন'টার মধ্যেই কিভাবে কিভাবে যেন ঘুমিয়ে পড়লাম, সেই ঘুম ভাঙল পরদিন সকাল সাতটায়, তেজী সূর্যের প্রকোপে। শুকনো গাছের শাখা মর্মরিয়ে উঠলো জানালার বাইরে, যেন ঘরে ঢুকে পড়তে চাইছে সামান্য শান্তির খোঁজে।

গায়ে ফুলহাতার পোশাক আর লম্বা একটা স্কার্ট চাপিয়ে সিঁড়ি দিয়ে এলোমেলো নেমে চললাম। পেছনের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল গেইলা, ওর সাদা নার্সিং পোশাকটা যেন ঝলমল করছিলো সবুজ বাগানের বুকে। ওর হাতে ধরা রূপালী ট্রেতে বাতিল গোলাপগুলো তুলে রাখছিল মা। মায়ের গায়ে মাখন রঙয়ের গরমের পোশাক, চুলের সাথে মিলে গেছে রঙটা। গোলাপি-হলুদ ফুলের ঝোপে হাতড়ে বেড়াচ্ছিল সে। প্রতিটি ফুলে তার ক্ষুধার্ত চোখ ঘুরে বেড়াচ্ছে পরীক্ষার স্পৃহায়। মাঝে মধ্যে পাপড়ি উঠে আসছে হাতে, কিংবা সরে যাচ্ছে আলতো ছোঁয়ায়।

"ফুলে আরও পানি চাই গেইলা, কি অবস্থা করেছো এগুলোর!"

মা ঝোপ থেকে একটা গোলাপি গোলাপ আলাদা করলো সতর্কভাবে, তারপরে ওটাকে বাইরে নিয়ে এসে সুক্ষভাবে পা দিয়ে ধরে গোঁড়ার থেকে কেটে ফেলল। গেইলা'র হাতে ট্রেতে প্রায় দু'ডজন ফুল জমেছে এর মধ্যেই, সেগুলোতে সামান্যই খুঁত।

"ক্যামিল, আমরা, আজ উডবেরীর ওদিকে যাবো শপিংয়ে," আমার দিকে না তাকিয়েই বলল মা। "যাবে তো?" আগের দিনের ন্যাশদের বাড়ির কথা পুরোই এড়িয়ে গেল, হয়তো সেটা বেশি সরাসরি হয়ে যাবে ভেবেছে।

"আমার কিছু কাজ আছে," বললাম আমি। "ওহ, আমি কিন্তু জানতাম না তোমার সাথে ন্যাশদের খাতির আছে, বিশেষ করে অ্যানের সাথে।" সেদিন ব্রেকফাস্টে কটু কথা বলার জন্য সূক্ষ্ম একটা অপরাধবোধ কাজ করছিলো ভেতর। তবে এটা ভাবলে ভুল হবে যে মা'র জন্য কষ্ট পেয়েছি- আসলে আমার তরফ থেকে অন্যায় কিছু থাকুক, এটা চাইনা।

BanglaBook.org

"উম-হু, তুমি আসার আগেই অ্যালেনের সাথে একটা পার্টির ডেট ফিক্স হয়েছিল, সামনের রবিবার। তাছাড়া তুমি তো আর জানান দিয়ে আসোনি।" বলতে বলতে আরও একটা ফুল কেটে ফেলল মা।

"আমি ভেবেছিলাম মেয়েগুলোকে সেভাবে চিনতেনা তুমি, বুঝতে পারিনি যে..."

"ঠিকাছে। পার্টিটা কিন্তু ভালোই হবে। গ্রীষ্মকালীন উৎসব, ভালো ভালো অনেকেই আসবেন, আর সেজন্য তোমার একটা ভালো পোশাক প্রয়োজন। নিশ্চয়ই সেরকম কিছু নিয়ে আসোনি?"

"না।"

"বেশ, তাহলে একত্রে কিছুটা সময় কাটানো যাবে বাজারের ছুতোয়। এখানে এসেছ এক সপ্তাহের উপর, আমার মনে হয় এখন আমাদের কিছুটা আলাপ করার সময় এসেছে।" মা শেষ ফুলটা থালার উপর ছড়িয়ে দিলো। "ঠিকাছে গেইলা, এগুলো ফেলে দাও। পরে একসময় ঘরের জন্য কিছু ফুল তুলে নেওয়া যাবে।"

"এগুলো আমি নিজের ঘরে নিয়ে যেতে চাই মা, আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।"

"এগুলো ভালো না।"

"সমস্যা নেই।"

"ক্যামিল আমি এইমাত্র এগুলো দেখেছি, ভালোভাবে ফোটেনি ফুলগুলো।" কাটারটা একপাশে ফেলে একটা গোঁড়া ধরে টান লাগাল মা।

"আমার ঘরের জন্য ঠিকই আছে।"

"উফ! দ্যাখো কি হল, খোঁচা লেগে এখন রক্ত বেরুচ্ছে।" মা খোঁচা লাগা হাতদুটো তুলে ধরল, সেখানে রক্ত আঙুল থেকে গড়িয়ে কব্জি ছুঁই ছুঁই করছে, সুতরাং তর্কের সমাপ্তি টানতে হল। তারপরে গটগট করে ঘরের দিকে এগিয়ে গেল সে, গেইলাও চলল পেছন পেছন। আমি চললাম গেইলার পিছে। দরজার হাতলে পরে রইল রক্তের ছাপ।

মা'র হাতে বাড়াবাড়ি পরিমান ব্যান্ডেজ করে দিলো অ্যালেন ভেতরে যেতেই। কিছুক্ষণ পরে অ্যামাকে দেখা গেল ওর খেলাঘর নিয়ে ব্যস্ত অবস্থায়। অ্যাডোরা আলতো করে ওর বেণীতে ছুঁয়ে আমাদের সাথে যাওয়ার কথা বলল। কথা না বাড়িয়ে রাজি হয়ে গেল মেয়েটা।

আমাকে ছোট্ট নীল কনভার্টিবল গাড়িটা উডবেরীর দিকে চালিয়ে নিতে বলল অ্যাডোরা, ওখানে দুটো উঁচুমানের বুটিক রয়েছে, কিন্তু সে দু'টোর দিকে যাবার নির্দেশ পাওয়া গেলনা। "ঠান্ডা লাগছে," গলা নামিয়ে ষড়যন্ত্রীর মতো অ্যামাকে

BanglaBook.org

একটা হাসি উপহার দিলো মা। মেয়েটা চুপচাপ পেছনে সিটে বসে ছিল, আয়নায় পেছনদিকে চোখ যেতেই আমাকে দেখে ওর মুখটা চালাকির ভঙ্গিতে বেঁকে উঠলো। আর কয়েক মিনিট বাদে বাদেই মায়ের চুলগুলো খুব সাবধানে হাত দিয়ে সমান করার চেষ্টা করছিলো মেয়েটা, ভাবটা এমন যে মা'কে টের পেতে দেবেনা!

গাড়িটা অ্যাডোরার পছন্দসই দোকানের সামনে দার করাতেই দরজা খোলার জন্য নির্দেশ এল ওর কণ্ঠে। গত বিশ মিনিটের মধ্যে এটাই মনে হয় আমার সাথে ওর প্রথম কথা। তাও ভালো আলাপের চেষ্টা তো করলো! আমি বুটিকে ঢোকার দরজাটাও খুলে দিলাম আগ বাড়িয়ে, একটা মিষ্টি ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল দোকানীর অভ্যর্থনার সাথেই।

"অ্যাডোরা!" অবাক ভাব ফুটলো দোকানীর কণ্ঠে। " তোমার হাতের আবার কি সর্বনাশ হল?"

"সামান্য দুর্ঘটনা, ঘরের কাজে হাত লাগাতে গিয়ে হয়েছে। সন্ধ্যায় ডাক্তারের কাছে যাবো।" সেটা অবশ্য আগের থেকেই জানা, সামান্য কাগজের খোঁচা খেলেও ডাক্তার দেখাবে মা, এটাই তার রীতি।

"কিন্তু কিভাবে?"

"ধুর, ছাড়োতো! তার চেয়ে চলো আমার মেয়ের সাথে তোমার আলাপ করিয়ে দিই, এই হল ক্যামিল। বেড়াতে এসেছে কিছুদিনের জন্য।"

দোকানী অ্যামার থেকে চোখ সরিয়ে আমাকে আলতো হাসি উপহার দিলো।

"ক্যামিল?" ভুলটা সামলে নিয়েছে দ্রুতই- "তোমার আরও একটা মেয়ে আছে মাঝে মধ্যে ভুলেই যাই।" মেয়ে শব্দটায় ওর কণ্ঠ বেশ মৃদু শোনালো। "ও সম্ভবত দেখতে বাবার মতো হয়েছে," আমার চেহারাটা ভালো করে পরখ করে বলল ভদ্রমহিলা, ভাবটা এমন যেন ঘোড়াশালে ঘোড়া কেনার জন্য এসেছে। "অ্যামা'র সাথে তোমার চেহারার মিল বেশি, ম্যারিয়েনও তোমার মতোই, ছবিতে দেখেছি। কিন্তু এই মেয়ে তো..."

"হুম, ও আমার মতো নয়," বলল মা। "ওর গায়ের রঙ, চেহারার গঠন, আর মেজাজটা বাবার থেকেই পেয়েছে।"

বাবার সম্পর্কে এতো থেকে বেশি কখনো এর আগে বলেনি মা, কে জানে আরও কতজন দোকানীকে বাবার স্বরূপটা ব্যখা করেছে এভাবে। দ্রুত কল্পনায় আমি যেন কথা বলে ফেললাম মিসউরির সব দোকানীদের সাথে, এভাবেই হয়তো বের করে ফেলা যাবে বাবার ঝাপসা একটা ছবি।

BanglaBook.org

ব্যান্ডেজ বাঁধা হাত আমার মাথায় ছুঁইয়ে মা বলল, "মেয়েটার জন্য নতুন পোশাক চাই। রংচঙে আকর্ষণীয় হতে হবে। ওর আবার কালো আর ধূসরের উপর ঝোঁকটা বেশি। সাইজ কিন্তু চারের মধ্যে হতে হবে।"

ভদ্রমহিলা সরু কোমর ঘুরিয়ে গোল একটা আলনায় হাতড়ে চলল পোশাকের খোঁজে, ঘুরে চলল আলনাটা, সবুজ, নীল আর গোলাপি রঙের বিচ্ছুরণ সেখানে।

"এটাতে তোমাকে দারুণ মানাবে," চকমকে সোনালী একটা পোশাক মাকে দেখিয়ে বলল অ্যামা।

"ছিঃ অ্যামা, কি বিশ্রী দেখতে!" বাতিল করে দিলো মা।

"আমাকে দেখে কি সত্যিই বাবার কথা মনে পরে?" প্রশ্নটা অ্যাডোরাকে না করে পারলাম না। মুখে রক্ত উঠতে টের পেলাম।

"জানতাম ব্যাপারটা নিয়ে টানাটানি করবে," ব্যান্ডেজ বাঁধা হাতেই দোকানের আয়নায় দেখে লিপস্টিক ঠিক করার চেষ্টায় ব্যস্ত হল মা।

"নিস্পাপ কৌতূহল, আসলে আমার চরিত্রের সাথে বাবার মিল আছে এমনটা তো আগে কখনো শুনিনি, তাই ..."

"তোমার চরিত্রের সাথে নিজের মিল খুঁজে পাইনা, তাছাড়া তুমি অ্যালেনের মতোও না, তাই ধরে নেওয়া যায় তোমার স্বভাবটা এসেছে বাবার থেকেই। বাদ দাও, এই নিয়ে আর কথা বলতে চাইনা।"

"কিন্তু মা, আমি জানতে চাই ..."

"ক্যামিল, তোমার জন্য কিন্তু আমার আবার রক্তপাত হচ্ছে।" ব্যান্ডেজবাঁধা হাতটা আমার সামনে তুলে ধরল অ্যাডোরা, সেখানে এখন আবার রক্তের রেখা দৃশ্যমান। আমার ইচ্ছা হচ্ছিলো জোরে একটা খামচি দিয়ে দিই।

এর মধ্যেই দোকানী এসে হাজির হল একগাদা পোশাক নিয়ে, "এটা কিন্তু পছন্দ হবেই," নীলাভ হালকা গোছের ফিতেহীন একটা জামা সামনে তুলে ধরল সে।

"আর এই মিষ্টি মেয়েটার জন্য কি চাই," মহিলা চোখ ঘোরালো অ্যামার দিকে, "আমাদের ছোট্ট পোশাকগুলো ওর জন্য একদম মানানসই হবে।"

"এই ধরণের পোশাক এখনো পরার সময় হয়নি ওর," বাঁধা দিলো মা। "মাত্র তেরোতে পড়ল।"

"মাত্র তেরো। উফ বারবার ভুলেই যাই আমি, যা বার বাড়ন্ত হয়েছে!" চোখ উল্টালো ভদ্রমহিলা। "আজকাল উইন্ড গ্যাপে যা চলছে, নিশ্চয়ই ওকে নিয়ে অনেক ভয়ে থাকতে হয় তোমায়?"

BanglaBook.org

এক হাতে অ্যামাকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেল মা, "মাঝে মধ্যে মনে হয় চিন্তায় পাগল হয়ে যাবো, ইচ্ছা হয় ওকে কোথাও লুকিয়ে রাখি, নিরাপদে।"

"বল্টু-বিয়ার্ডের মরা বউগুলোর মত," ফোঁড়ন কাটল অ্যামা।

"রাপুঞ্জিলের মতো," শুধরে দিলো মা। "তাহলে ক্যামিল, তোমার বোনকে দেখিয়ে দাও সাজলে কতটা সুন্দর দেখায় তোমায়।" নির্দেশের সুরে বলল সে।

আমার পেছন পেছন ট্রায়াল ঘরের কাছে চলে এল অ্যাডোরা। ছোট্ট আয়না দেওয়া ঘরটায় ঢুকে পড়লাম আমি, বাইরে চেয়ার নিয়ে বসল ও। হাতের পোশাকগুলো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলাম, ফিতেহীন, স্প্যাগেটি প্যাটার্নের ফিতে কিংবা ক্যাপ স্লিভ জামার সমাহার। মা নিশ্চিতভাবেই আমাকে চাপের মুখে ফেলে দিয়েছে। আমি একটা গোলাপি থ্রি কোয়ার্টার হাতার পোশাকের মধ্যে নিজেকে ঢুকিয়ে ফেললাম, প্যান্টের উপর দিয়ে তুলে বসিয়ে দিলাম গায়ে। গলাটা আমার ধারণার থেকেও খানিকটা নিচে, বুকে খোদাই করা ফুলে ওঠা লেখাগুলো দেখা গেল আয়নায়- 'অভিযোগ', 'ব্যাথা', 'রক্তাক্ত'।

"ক্যামিল, দেখি কেমন লাগছে।"

"উঁহু, এটা চলবেনা।" সতর্কভাবে বললাম।

"দেখাও।" 'তুচ্ছতা', শব্দটা জ্বলে উঠলো ডান উরুতে।

"আরেকটা দেখছি।" আরও কয়েকটা গায়ে চাপিয়ে দেখলাম। প্রত্যেকটাই অতিরিক্ত খোলামেলা, আয়নায় নিজেকে ভয়ংকর লাগছিল।

"দরজা খোলো ক্যামিল।" আদেশের সুর শোনা গেল মায়ের কণ্ঠে।

"কি হল, ক্যামিল?" সুর মেলালো অ্যামা।

"এভাবে হবেনা।" জামার পাশের চেইনটা কাজ করছেনা এখন, আমার অনাবৃত হাতে লালচে গোলাপি ক্ষতগুলো আয়না দিয়ে চেয়ে রইলো- সব মিলে যেন জ্বলে ঝাপসা হয়েছে শরীরটা।

"ক্যামিল," ঝাঁঝালো হল মায়ের গলা।

"ও বেরুচ্ছেনা কেন?" প্রশ্ন করলো অ্যামা।

"মা, তুমি জানো এগুলো কেন আমি পড়তে পারবোনা। এই জামাগুলো আমার জন্য ঠিক নয়।" অসহায় ভাবে বললাম।

"আগে তো দেখি।"

"আমিও একটা পোশাক পড়তে চাই, মা।" শিশুতোষ ছন্দে বলল অ্যামা।

"ক্যামিল ..."

BanglaBook.org

"ঠিকাছে।" দুম করে দরজাটা খুলে দিলাম আমি। অ্যাডোরার চোখ সোজা পড়লো আমার গলা বরাবর।

"হায় খোদা!" ওর নিঃশ্বাস আমার শরীরে অনুভব করলাম, ব্যান্ডেজ বাঁধা হাতটা এমন ভঙ্গিতে উঠে এল যেন স্পর্শ করবে আমার বুকে। কিন্তু চট করে নিচে নেমে গেল ফের। ওর পেছনে অ্যামা ছোট্ট কুকুরছানার মতো গুঁটিয়ে গেল। "কি বানিয়েছ নিজের শরীরটা," বলল অ্যাডোরা। "দেখেছো তুমি।"

"দেখেছি।"

"আশাকরি তুমি নিজের মুখমুখি দাঁড়াতে লজ্জা পাবেনা, নিজেকে পছন্দ করবে এভাবেই।" বিদ্বেষের সুর বলল মা।

দরজাটা বন্ধ হতেই, পোশাকটা ছিঁড়তে শুরু করলাম, চেইনটা এখনো আটকে আছে, কোমর থেকে নামানো যাচ্ছেনা পোশাকটা। চেইনটা আমার চামড়ায় গোলাপি আঁচড় ফেলে দিলো। কাপড়ের সুতির অংশ মুখের উপর তুলে চিৎকার দিলাম।

ওপাশ থেকে মায়ের মাপা কণ্ঠ শোনা গেল। বেরুতেই দেখতে পেলাম দোকানী লম্বা হাতার একটা জামা প্যাক করছে, পোশাকের গলাটা উঁচু আর ফিতে দেওয়া, স্কার্টের অংশটুকু ঝুলে পড়বে গোড়ালি পর্যন্ত। অ্যামা দোকান থেকে বেরিয়ে যাবার আগে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল একবার।

বাড়িতে ফিরে অ্যাডোরার পিছে পিছে সদর দরজায় পৌঁছলাম, সেখানে আগেই পকেটে হাত দিয়ে কৃতিম একটা ভঙ্গিতে অ্যালেন দাঁড়িয়ে ছিল। মা দ্রুতই তাকে অতিক্রম করে সিঁড়ির কাছে চলে গেল।

"কেমন ঘুরলে তোমরা?" পেছন থেকে ডাক দিলো অ্যালেন।

"বিশ্রী।" উত্তর দিলো মা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর ঘরের দরজা বন্ধ হবার শব্দ পেলাম। আমাকে ভ্রুকুটি উপহার দিয়ে অ্যালেনও মায়ের পথেই পা বাড়াল। অ্যামাকে কোথাও দেখা গেলনা।

হেঁটে হেঁটে রান্নাঘরের দিকে গেলাম, চামচ-ছুড়ি রাখা ড্রয়ারটা ঘেঁটে দেখা দরকার। ছুড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে চাই কেবল, এগুলোই একসময় শরীরে চালিয়েছি। নাহ, আবার কাটবোনা নিজেকে, কেবল ওগুলো দিয়ে শরীরটা আবার স্পর্শ করতে চাই। তীক্ষ্ণ ছুড়ির ফলা গুলো আমার আঙুলের তালুতে যেন অনুভব করতে পারছি এখনই, ওরা অপেক্ষায় আছে চামড়া কেটে ভেতরে বসে যাবার জন্য।

BanglaBook.org

ড্রয়ারটা টান দিতেই আটকে গেল ওটা, মা তালা মেরে রেখেছে। আমি বার বার টেনে চললাম, ভেতরের টুংটাং ধ্বনি ভেসে এল কানে। আমার রক্ত গরম হয়ে উঠলো, ইচ্ছা হল কারিকে ফোন করি। কিন্তু এমন সময় ভদ্র সুরে বেজে উঠলো ডোরবেল।

আড়চোখে ম্যারিডিথ হুইলার আর জন কীণকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। মনে হল চুরি করতে গিয়ে ধরা পরে গেছি সহসাই। ঠোঁট কামড়ে দরজা খুলে দিলাম। ভেতরে ঢুকেই চোখ উল্টালো ম্যারিডিথ, সবকিছুই সুন্দর লাগছে ওর, ব্যাপারটা বিশেষ পছন্দ হলনা। আমাকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে লক্ষ্য করলো সবুজ-সাদা চিয়ারলিডিং পোশাক পড়া মেয়েটা। সতর্কভাবে বলল, "জানি জানি, স্কুল ছুটি হয়েছে; আসলে এই পোশাক শেষবারের মতো পড়লাম বলতে পারো। আগামী বছরের চিয়ার লিডিং দলের মেয়েগুলোর সাথে একটা মিটিং আছে, ওদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হবে সেখানে। তুমিও তো চিয়ারলিডার ছিলে, নাকি?"

"তুমি যদি ভেবে শান্তি পাও, তাহলে ছিলাম হয়তো।" আমি অবশ্য তেমন পটু ছিলামনা, কিন্তু স্কার্টে বেশ মানিয়ে যেতাম। সেসব দিনে শরীরের বাইরের অংশগুলোতে তেমন কাটাকুটি করতাম না।

"আমি জানি, শহরের সেরা সুন্দরী ছিলে তুমি। আমার কাজিন সেসময় তোমার কয়েক ক্লাস নিচেই পড়তো। ড্যান হুইলার, ও তো সবসময় তোমার কথাই বলতো। তুমি সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, ভালো, এসব প্রশংসা ঝড়ে পড়তে ওর মুখে। যদি জানতে পারে এসব তোমাকে বলেছি তাহলে স্রেফ খুন করে ফেলবে আমায়! এখন স্প্রিংফিল্ড এ থাকে ও, বিয়ে করে ফেলেছে যদিও।"

মেয়েটার উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠ আমানে মনে করিয়ে দিলো, এই ধরনের মেয়ের আশেপাশে থাকতে আমি সবচেয়ে অস্বস্তিবোধ করি। এরা এমনভাবে কথা বলবে যে তোমার খুব কাছের কোনও বন্ধু, যেন একমাত্র তোমাকেই গোপন কথাগুলো জানাচ্ছে, চুপিচুপি। এরা নিজেদের "মিশুক" বলে দাবি করে।

"আলাপ করিয়ে দিই, ও জন," বলল মেয়েটা, ভাবটা এমন যেন ওর পাশে ছেলেটা আছে এটাই একটা আশ্চর্য ঘটনা।

এই প্রথমবারের মতো ছেলেটাকে একদম সামনে থেকে দেখলাম। নিঃসন্দেহে সুন্দর দেখতে, লম্বা-ছিপছিপে, আবেদনময় ঠোঁট আর বরফ শীতল চাহনি। কানের পেছনে একথোকা কালো চুল গুঁজে আমার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিলো হাসিমুখে, ভাবটা এমন যেন কোনও নতুন ভেল্কি দেখাতে প্রস্তুত পোষা হাতদুটো।

BanglaBook.org

"তাহলে, কোথায় বসে আলাপ করবো আমরা?" প্রশ্ন করলো ম্যারিডিথ। মাথার মধ্যে চিন্তা চলছিল কিভাবে বাঁচাল মেয়েটাকে বিদেয় করা যায়, থামতেই যেন জানেনা ও! কিন্তু, ছেলেটাকে মনে হল একটু অস্বস্তিতে ভুগছে, যেন মেয়েটাকে পাশে না পেলে সমস্যায় পরবে।

"তোমরা আমার ঘরে যাও, আমি চা নিয়ে আসছি।" ওদের বাৎলে দিলাম।

গটগট করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে টেপরেকর্ডারে একটা নতুন ক্যাসেট পুরলাম তারপরে কান রাখলাম মায়ের দরজায়। সেখানে ফ্যান ঘোরার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছেনা। ঘুমিয়ে পড়লো নাকি? যদি সেটাই হয়, তাহলে অ্যালেন কি করছে? পাশেই শুয়ে পড়েছে, নাকি চেয়ারে বসে চুপচাপ দেখছে? এত বছর পরেও অ্যাডোরা আর অ্যালেনের ব্যক্তিগত সম্পৃক্ততার বিষয়গুলো ঘোলাটে। অ্যামার ঘরের সামনে দিয়ে হেঁটে যাবার সময় দেখলাম ও 'গ্রিক গডেস' নামে একটা বই পড়ছে ঝুল চেয়ারের একধারে বসে। এখানে আসার পর থেকে ওর যা রূপ দেখেছি তাতে ওকে জন অফ আর্ক, বল্টু-বিয়ার্ডের স্ত্রী অথবা প্রিন্সেস ডায়নার সাথে তুলনা দেওয়া যায়- এরা সবাই বীর শহীদ। হয়তো গ্রিক দেবীদের মধ্যে এর থেকেও ভালো রোল মডেল খুঁজে পাবে মেয়েটা। ওকে ঘাঁটালাম না।

রান্নাঘরে গিয়ে প্রথমেই পানীয় প্রস্তুত করলাম। তারপর গুনে গুনে দশ সেকেন্ড হাতের তালুতে একটা কাঁটাচামচ ঠেসে ধরলাম আমি। ত্বক শান্ত হয়ে এল এরপর।

ঘরে ঢুকতেই দেখতে পেলাম জনের কোলে পা তুলে দিয়েছে ম্যারিডিথ, চুমু বসাচ্ছে ঘাড়ে। হাতে ধরা ট্রেটা সশব্দে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখলাম যাতে ওরা আলাদা হয়, কিন্তু মেয়েটা ভ্রূক্ষেপই করলনা। আমার দিকে চোখ ধরতে জন-ই নিজেকে গুটিয়ে নিলো।

"আজ বড় বেরসিক তুমি," ঘোঁত করে উঠলো মেয়েটা।

"জন, আমার সাথে কথা বলতে রাজি হয়েছ, সত্যিই আমি অনেক খুশি।" কথা শুরু করলাম। "তোমার মা তো একদম নাছোড়বান্দা, কথাই বলতে চায়না।"

"হুম, মা কারও সাথে তেমন কথা বলেনা, বিশেষ করে মিডিয়ার সাথে," বলল ছেলেটা। "গোপনীয়তা ভালোবাসে মা।"

"কিন্তু তোমার তো সমস্যা নেই? বয়সটা আঠেরো পেরিয়েছে বোধ হয়, নাকি?" প্রশ্ন করলাম আমি।

"সবে পা দিয়েছি।" আড়ষ্টভাবে কাপে চুমুক দিলো ও।

"আসলে তোমার বোনের ব্যাপারে পাঠকদের সবকিছু জানাতে চাই," বললাম আমি। "অ্যান ন্যাশের বাবার সাথে কথা হয়েছে মেয়েটার ব্যপারে, তাই নাটালির

BanglaBook.org

ঘটনাটাও একবারে গায়েব হয়ে যাক সেটা চাইছিনা। আচ্ছা, তোমার মা জানে যে তুমি এ ব্যাপারে কথা বলতে রাজি হয়েছ?"

"না, জানেনা। সমস্যা নেই। হয়তো এই বিষয়ে আমাদের মতের মিল হবেনা শেষ পর্যন্ত।" একঝলক হাসি ছড়িয়ে পড়লো ওর মুখে।

"ওর মা মিডিয়া একদম সহ্যই করতে পারেনা," জনের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল ম্যারিডিথ। "একদম মুখচোরা মানুষ উনি। আমার ধারণা আমার সম্পর্কেও বিশেষ কিছু জানেননা, অথচ আমরা গত এক বছর যাবত একত্রে আছি। তাইনা?" মাথা ঝাঁকাল ছেলেটা, মেয়েটাও দীর্ঘশ্বাস ফেলল, হতাশভাবে। সম্ভবত, ছেলেটা ওদের প্রেমের ব্যাপারে কথা বলতে ইচ্ছুক না। ম্যারিডিথ পা সরিয়ে নিলো ওর কোলের ওপর থেকে, আর চেয়ারের একধারে খুঁটতে শুরু করলো।

"শুনেছি তুমি এখন হুইলার পরিবারের সাথে থাকো?"

"আমাদের বাসার পেছনে একটা পুরাতন গাড়ি ঘর আছে," বলে চলল ম্যারিডিথ। "আমার ছোট বোন নোংরা করত জায়গাটা, ওর পাজি বন্ধুদের আড্ডা ছিল ওটা। তবে তোমার বোন ওখানে যেতনা, তোমার বোন ভালো। আমার বোনকে দেখেছ তুমি সম্ভবত, ক্যালসে। কি মনে পড়ে?"

নোংরা করার ঘটনাটায় অ্যামার ভূমিকা থাকতেই পারে, থাকাটাই স্বাভাবিক। "কোন ক্যালসে? লম্বা জন নাকি খাটো মেয়েটা?" প্রশ্ন করলাম।

"হুম, শহরে অনেকগুলো ক্যালসে আছে। আমার বোন লম্বা।"

"দেখেছি ওকে, অ্যামার ভালো বন্ধু।"

"সেটাই স্বাভাবিক।" কঠোরভাবে বলল ম্যারিডিথ। "ছোট্ট অ্যামা পুরো স্কুলের উপর ছড়ি ঘোরায়, ওর বন্ধু না হওয়াটাই বোকামি।"

অ্যামাকে নিয়ে যথেষ্ট আলাপ হয়েছে, তবুও ওর স্কুলের মেয়েদের উপর নির্যাতনের ছবিগুলো আরও স্পষ্ট হল দিব্যদৃষ্টিতে। প্রাথমিক স্কুল, দুর্বলদের ভয়ংকর একটা সময় কাটে ওখানে।

"তা ওখানে কোনও অসুবিধা হচ্ছেনা তো, জন?" ছেলেটাকে প্রশ্ন করলাম।

আবার উত্তর দিলো মেয়েটা, "ভালোই আছে ও, ছোট্ট একটা ঝুড়ি বানিয়ে দিয়েছি ওকে, সেখানে ছেলেদের জিনিশ বোঝাই। আর মা ওকে একটা সিডি প্লেয়ারও উপহার দিয়েছে।"

"তাই নাকি?" তির্যকভাবে জনের দিকে তাকালাম। মুখ ফুটে কিছু বলতো বাছা, অনেক লুতুপুতু হয়েছে।

BanglaBook.org

"আমি শুধু বাড়ির থেকে দূরে থাকতে চাই," বলল ছেলেটা। "সহ্যের সীমানায় দাঁড়িয়ে আছি, আপনি তো জানেন, নাটালির স্মৃতি ছড়িয়ে আছে ওই ঘরটায়, কাউকে হাত দিতে দিচ্ছেনা মা ওগুলোতে। ওর জুতো পড়ে আছে বারান্দায়, সাঁতারের পোশাক পড়ে আছে বাথরুমে। রোজ সকালে দেখতে হয় সেসব। এই চাপ নিতে পারিনা।"

"বুঝতে পারছি।" আসলেই বুঝতে পারছিলাম- আমার এখনো মনে আছে ম্যারিইয়েনের ছোট্ট গোলাপি কোটটার কথা, আমি কলেজে যাবার আগেও দেখেছি ওটা হলঘরের আলমারিতে ঝুলত। হয়তো এখনো ওখানেই আছে।

টেপ রেকর্ডারটা অন করে টেবিলের উপর ছেলেটার কাছে এগিয়ে রাখলাম আমি। এরপর প্রশ্ন করলাম, "বোনের সম্পর্কে কিছু বল? কেমন ছিল ও?"

"দারুণ ছিল। বিচক্ষন, একদম অবিশ্বাস্য রকমের।"

"বিচক্ষন? সেটা কেমন? স্কুলে ভালো করতো সেজন্য?"

"নাহ, স্কুলে অতটা ভালো করতোনা মেয়েটা, কিছু শৃঙ্খলাগত সমস্যা ছিল ওখানে।" বলল জন। "আমার ধারণা বোর হয়ে যেত ও, আসলে আরও দুই এক ক্লাস উপরে পড়া উচিত ছিল মেয়েটার।"

"ওর মা মনে করতেন সেটা মেয়েকে পেছনে ফেলে দেবে," যোগ করলো ম্যারিডিথ। "মহিলা বাড়াবাড়ি রকমের দুশ্চিন্তা করতেন মেয়েকে নিয়ে।"

তথ্যের সত্যতা পরখ করতে জনের দিকে ভুরু তুললাম।

"ঠিক তাই, মা সবসময় চাইতো যাতে নাটালি সমাজে মানিয়ে নিতে পারে। একদম দুরন্ত স্বভাব ছিল মেয়েটার, কিছুটা অস্বাভাবিক।" পায়ের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল জন।

"কোনও নির্দিষ্ট ঘটনা মনে পড়েছে?" কারি'র শিক্ষা অনুসরণ করে প্রশ্নটা ছুঁড়লাম, আসলে নিজেরও কিছুটা কৌতূহলও আছে।

"হুম, একবার তো পুরো একটা ভাষাই আবিষ্কার করে ফেলল ও। জানেন? যদিও সাধারণ কোনও বাচ্চার ওটাকে হিজিবিজি বলে মনে হবে। কিন্তু, নাটালি পুরো বর্ণমালাই সাজিয়ে ফেলেছিল- অক্ষরগুলো দেখতে রাশিয়ান ভাষার মতো। আমাকে শিখিয়ে ছিল সেই ভাষার খানিকটা। না মানে চেষ্টা করেছিল শেখাতে, কিন্তু খুব বেশিক্ষণ ধৈর্য রাখতে পারেনি।" ফের হাসল জন, একই ভঙ্গিতে, ভেতর থেকে যেন উঠে আসতে চাইছে সুখস্মৃতি।

"ও কি স্কুল পছন্দ করতো?"

BanglaBook.org

"নতুনদের জন্য স্কুলের পরিবেশ একটু জটিলই হয়, তাছাড়া এখানের মেয়েরা না মানে যেকোনো স্কুলের মেয়েরাই একটু বদমেজাজী হয়।"

"জন!" ম্যারিডিথ খোঁচা দেওয়ার ভাব করলো, ছেলেটা এড়িয়ে গেল।

"এইযে আপনার বোন... অ্যামা, তাইতো?" আমি মাথা ঝাঁকালাম সম্মতিতে। "ওর সাথে কিন্তু নাটালির বন্ধুত্ব হয়েছিলো কিছুদিনের জন্য। জঙ্গলে দৌড়ে বেড়াতো ওরা। এরপর একদিন নাটালি বাড়ি ফিরে এল, ছিঁড়ে কেটে একাকার অবস্থা হয়েছিলো ওর।"

"তাই নাকি?"

"কিছুদিন দুর্দান্ত বন্ধু ছিল ওরা। তারপরে হয়তো অ্যামা বোর হয়ে গিয়েছিলো ছোট্ট নাটালির উপর। জানিনা সঠিক কি হয়েছিলো সেদিন, শুনেছিলাম ওরা পড়ে গিয়েছিলো কোথাও থেকে।" এভাবে বন্ধুদের ছেঁটে ফেলার উপায়টা সম্ভবত মা'র থেকে শিখেছে অ্যামা। "তবে তেমন কোনও সমস্যা হয়নি।" বলল জন, হয়তো আমাকে বুঝ দিতে, কিংবা নিজেকে শান্ত করতে। "আরেকটা ছেলের সাথে অনেক খেলাধুলা করতো নাটালি, জেমস ক্যাপাসি। ওর থেকে বছরখানেকের ছোটই হবে ছেলেটা, কেউ কথা বলতো না ছেলেটার সাথেও, তাই ওদের বন্ধুত্ব হয়েছিলো হয়তো।"

"জেমস বলেছে নাটালিকে সর্বশেষ জীবিত দেখেছিল ও-ই," বাৎলে দিলাম আমি।

"মিথ্যা বলেছে," বলে উঠলো ম্যারিডিথ। "গল্পটা আমিও শুনেছি। এরকম বানিয়ে বানিয়ে বলা ছেলেটার স্বভাব। দেখনা, ওর মা, ক্যান্সারে ভুগে মৃত্যুশয্যায়। আর বাবা তো ওর খেয়ালই রাখেনা। তাই বিনোদনের জন্য গল্প ফেঁদেছে পিচ্চি। ওর কথা শুনে লাভ নেই।"

জনও কাঁধ ঝাঁকাল এই মন্তব্যের সাথে। "গল্পটা এলোমেলো। একজন পাগল মহিলা এসে উঠিয়ে নিয়ে গেল মেয়েটাকে, তাও দিনদুপুরে," বলল ও। "একজন মহিলা এরকম করবেই বা কেন?"

"একজন লোকই বা কেন করবে এমন?" পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়লাম।

"কে জানে কেন করবে," ম্যারিডিথ যোগ করলো। "হয়তো পুরুষের জিনেই সমস্যা রয়েছে।"

"আচ্ছা জন, পুলিশ কি তোমাকে কোনও প্রশ্ন করেছে?"

"হুম, পরিবারের সাথে, একত্রে করেছে কিছু প্রশ্ন।"

BanglaBook.org

"আর দুটো খুনের রাতেই তুমি ব্যস্ত ছিলে?" আমি ওর প্রতিক্রিয়ার দেখার চেষ্টা করলাম, ছেলেটা শান্ত ভঙ্গিতে কাপে চুমুক দিয়ে চলল।

"না, আমি গাড়ি নিয়ে বাইরে ছিলাম। মাঝে মধ্যে এখানে ভালো লাগেনা, বুঝতেই পারছেন।" চট করে ম্যারিডিথের দিকে তাকালো ছেলেটা, মেয়েটার ঠোঁট থেমে গেল ওকে তাকাতে দেখে। "এই শহরটা আমার চাহিদার তুলনায় অনেক ছোট, তাই মাঝে মধ্যে হারিয়ে যেতে ইচ্ছা করে। আমি জানি তুমি ব্যাপারটা বুঝবেনা, মের।" ম্যারিডিথ চুপ করে রইলো।

"আমি বুঝতে পারছি," সাহায্যের সুরে বললাম। "এখানে থেকে আমারই দম বন্ধ হয়ে আসতো। আর অন্য কোথাও থেকে এলে কেমন লাগবে সেটা কল্পনাও করতে পারিনা।"

"জনি ভালোমানুষ সাজতে চাচ্ছে।" বাঁধা দিলো ম্যারিডিথ। "দুটো রাতেই ও আমার সাথে সময় কাটিয়েছে। আসলে আমাকে বিপদে ফেলতে চায়না, তাই এখন অন্য কথা বলছে। আপনি এগুলো প্রিন্ট করতে পারেন চাইলে।" সোফার উপর কাঁপছিল ম্যারিডিথ, কেমন একটা ছাড়া ছাড়া শোনালো ওর কণ্ঠ, যেন কথাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে।

"ম্যারিডিথ," বিড়বিড় করলো জন। "উঁহু।"

"আমি চাইনা আমার বয়ফ্রেন্ডকে কেউ শিশু-খুনি ভাবুক।" বলল মেয়েটা।

"এই গল্পটা পুলিশকে শোনালে ওরা সত্যটা ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই যাচাই করে নিতে পারবে, তবে ব্যাপারটা আমার জন্য খুব বাজে হবে। আশাকরি কেউ আমাকে নিজের বোনের খুনি ভাবেনা।" ম্যারিডিথের চুলের একটা গুচ্ছে হাত রেখে আদুরে ভঙ্গিতে আগা পর্যন্ত টেনে সমান করলো ছেলেটা, আমার ডান পায়ে লেখা 'সুড়সুড়ি' শব্দটা জ্বলে উঠলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে। ছেলেটাকে বিশ্বাস হচ্ছে। ও সবার সামনে বোনের জন্য চোখের পানি ফেলেছে, বোনকে নিয়ে স্মৃতি চারণা করেছে আমার সামনেই, আর প্রেমিকার চুল নিয়ে খেলা করছে আনমনে, আর আমি ওকে বিশ্বাস করে বসে আছি। কারি নির্ঘাত আমার কাজে সন্তুষ্ট হতে পারবেনা।

"গল্পের কথায় মনে পড়ল," কথা ঘুরালাম। "একটা গল্প যাচাই করা দরকার। আচ্ছা ফিলাডেলফিয়ায় থাকতে নাটালি কি আসলেই কোনও সহপাঠীকে আঘাত করেছিলো?"

প্রশ্নটা শুনেই জমে গেল জন, কাঠের পুতুলের মতো ম্যারিডিথের দিকে ঘুরলো ও। এই প্রথম ওকে অপ্রস্তুত মনে হল। ঠোঁটদুটো সরু হয়ে এল, শরীরটা ঝাঁকি

BanglaBook.org

খেয়ে সোজা হয়ে উঠলো দরজার নাটবল্টুর অতো। কিন্তু মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে চেয়ারে হেলান দিলো ছেলেটা, স্বাভাবিক নিঃশ্বাস নিলো।

"চমৎকার! এজন্যই মিডিয়ার লোক দেখতে পারেনা মা," কর্কশভাবে বলল ছেলেটা। "ছোট্ট একটা আর্টিকেল লেখা হয়েছিলো ঘটনাটা নিয়ে, কেবল কয়েকটা প্যারাগ্রাফ, আর সেখানেই আমার বোনকে পশুর মতো হিংস্র প্রমাণ করে ফেলেছে।"

"কি ঘটেছিল সেদিন?"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে নখ খুঁটল ছেলেটা। "আর্টের ক্লাস চলছিল, বাচ্চারা কাটাকাটি আর রঙচং নিয়ে ব্যস্ত ছিল। সেসময় সামান্য আঘাত পায় ছোট্ট একটা মেয়ে। নাটালি বরবরই একটু মাথাগরম, তো ওই মেয়ে হয়তো খবরদারি করতে এসেছিলো, সহ্য করতে পারেনি। হাতে কাঁচি ছিল নাটালির, সেটাই বসিয়ে দিয়েছিলো। মাত্র নয় বছর বয়স ওর তখন। একদম অবুঝ, হিসাব করে কিছুই করেনি।"

কীণদের পারিবারিক ছবিতে দেখা নাটালির গম্ভীর চেহারাটা ঝলকে উঠলো আমার চোখে, হাতে কাঁচি, বসিয়ে দিলো ছোট্ট একটা মেয়ের চোখ বরাবর। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্ত মিলে গেল তেলরঙের সাথে।

"শেষ পর্যন্ত মেয়েটার কি হল?"

"বাম চোখটা বাঁচানো গিয়েছিলো, কিন্তু ডান চোখটা নষ্ট হয়ে যায়।" দুর্বলভাবে বলল জন।

"নাটালি দুই চোখেই আঘাত করেছিলো?"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ও, আমার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চাইলো, ঠিক ওর মায়ের মতো, "এরপর একবছর নাটালি কুঁকড়ে ছিল, জীবনের সাথে খাপ খাওয়াতে গিয়ে। মাসের পর মাস দুঃস্বপ্ন ঘুম ভেঙ্গে দিয়েছে ওর। মাত্র নয় বছর ছিল মেয়েটার বয়স, পুরোটাই ছিল একটা দুর্ঘটনা। আমরা সবাই একটা জঘন্য সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম। বাবা আহত মেয়েটার জন্য একটা ফান্ডও জমা করতে শুরু করে পরবর্তীতে, আর আমরা শহর ছেড়ে দিলাম যেন নাটালি আবার নতুন করে শুরু করতে পারে জীবনটা। সেজন্যই এখানে এসেছে আমাদের পরিবার- যে কাজ সামনে পেয়েছে সেটাই লুফে নিয়েছে বাবা, রাতের অন্ধকারে শহর ছেড়েছি আমরা, অপরাধীদের মতো। চলে এসেছি এই জঘন্য শহরে, উইন্ড গ্যাপে।"

"উফ জন! আমি বুঝতেই পারিনি তুমি কি যন্ত্রণায় দিন কাটাচ্ছো," বিড়বিড় করলো ম্যারিডিথ।

চেয়ারে বসেই কাঁদতে শুরু করল ছেলেটা, হাত দিয়ে মুখ লুকিয়ে।

BanglaBook.org

"এমনটা চাইনি আমরা, এখানে আসাটা ভুল ছিল, আমি দুঃখিত যে নাটালিকে এখানে আসতে হয়েছিলো, কারণ ও এখানেই প্রাণ হারিয়েছে। আমরা ওকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম, আর ও মরে গেল।" নীরবে বিলাপ করে চলল জন, ম্যারিডিথ অনিচ্ছায় জড়িয়ে ধরল ওকে। "কেউ খুন করেছে আমার আদরের বোনটাকে।"

গেইলা এসে জানিয়ে গেল আজকের ডিনার বাতিল হয়েছে, মিস অ্যাডোরার শরীর ভালনা। নামের আগে মিস লাগানোর নির্দেশটা সম্ভবত মা'র-ই দেওয়া। এই নির্দেশ দেবার সময়ের অবস্থাটা চিন্তা করলাম। গেইলা, একজন আদর্শ গৃহপরিচারিকা। এরা সাধারণত মালকিনদের ফ্যামিলি টাইটেল ধরেই ডেকে অভ্যস্ত। সমাজে সেরা হবার চেষ্টায় কতো কাহিনীই না করি আমরা, নিয়মের ছড়াছড়ি!

ঠিক কার উপর রাগ করে মা এই সিদ্ধান্ত নিলো সেটা বুঝলাম না। আমার সাথে তক্কের জন্যও হতে পারে কিংবা অ্যামা'র কোনও আচরণও হতে পারে এর কারণ। মায়ের ঘর থেকে ওদের ক্যাঁচক্যাঁচানির শব্দ ভেসে আসছিল, যেন দুটো পাখি তর্ক করেছে। অ্যামাকে বিনা অনুমতিতে গলফ কার্ট চালানোর জন্য বকাবকি করছিলো অ্যাডোরা। অন্য সব প্রত্যন্ত শহরের মতো উইন্ড গ্যাপেও যন্ত্রপাতির বিষয়ে রক্ষনশীলতা লক্ষণীয়। এখানে বাড়িপিছু এক থেকে দেড়টা করে গাড়ি রয়েছে (অর্ধেকটা আসলে পুরাতন অচল গাড়ি, অথবা সংগ্রহের জন্য রাখা কিছু, যেগুলো বড়োলোকরা শখে পুষে রাখে।) আরও আছে নৌকা, স্কুটার, ট্র্যাক্টর আর একদম সেরা বড়লোকেদের আছে গলফ কার্ট। এসব পরিবারের বাচ্চারা এই গাড়ি নিয়ে চষে বেড়ায় শহরটা। ব্যাপারটা এক অর্থে বেআইনি, কারণ ওদের এখনো ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই। কিন্তু এই কাজে সাধারণত বাঁধা পায়না ওরা। ধারণা করা যায়, খুন খারাপি শুরু হবার পরে অ্যামার থেকে এই স্বাধীনতাটুকু কেড়ে নিয়েছে মা। আমি হলেও হয়তো একইভাবে বাঁধা দিতাম। প্রায় আধা ঘণ্টা যাবত টানা চলল ওদের বচসা। আমাকে মিথ্যা বোলনা মেয়ে... মায়ের হুমকিটা পরিচিত মনে হল, পুরনো দিনের কথা স্মরণে এল। অ্যামাও তাহলে মাঝে মধ্যে ধরা পরে!

সহসা ফোন বেজে উঠতেই তুলে নিলাম আমি, যাতে ওদের ঝগড়ায় কোনও বাঁধা না পরে সেজন্য। ওপাশ থেকে আমার পুরনো বন্ধু কেটি ল্যাসির চিয়ারলিডার মার্কা কণ্ঠ শুনে অবাক হলাম। বলল, অ্যাঞ্জি পেপারমেকার ওর বাসায় একটা পার্টির আয়োজন করেছে। সেখানে ওয়াইনের সাথে চলবে দুঃখের সিনেমা, চিৎকার, গল্প, ইত্যাদি। আমাকেও যেতে বলল ওখানে। অ্যাঞ্জি শহরের বড়লোক অংশটায় থাকে- উইন্ড গ্যাপের বাইরের দিকে বড়সড় একটা ম্যানশনে থাকে ওরা, জায়গাটাকে ট্যানাসের অন্তর্ভুক্তই বলা চলে। তবে সেসব নিয়ে কেটির মনে কোনও ঈর্ষা আছে

BanglaBook.org

কিনা তা বলা মুশকিল। ওকে যতটুকু জানি তাতে ওর স্বভাবটাই হচ্ছে অন্যের জিনিশে নজর দেওয়া, সেটা যদি ওর দরকার নাও হয়, তবুও চাই।

কীণদের বাড়িতে ওদের দেখেই বুঝেছিলাম একটা রাত ওদের সাথে বাইরে কাটাতেই হবে, নিস্তার পাবোনা। এখন এই পার্টি অথবা জনের বিবৃতিটা গুছিয়ে লেখা, এই দুটোর মধ্যে থেকে যে কোনও একটাকে বেঁছে নিতে হবে আজকের রাতের জন্য। তার সাথে, অ্যানাবেল, জ্যাকি আর কেটির দলটার সাথে কথোপকথনের আলোকেও কিছু তথ্য পাওয়া যাবে বৈকি! হয়তো এক ডজন আনুষ্ঠানিক ইন্টারভিউতেও সেসব তথ্য পাওয়া যাবেনা।

কেটি ল্যাসি, বর্তমানে যে কেটি ব্রুকার হয়েছে, আমার বাড়ির সামনে আসতেই বুঝতে পারলাম ও কতটা পাল্টে গেছে। প্রথমত ফোন দেবার দেবার ঠিক পাঁচ মিনিটের মাথাতেই হাজির হল ও (জানতে পারলাম কাছেই থাকে ওরা।), দ্বিতীয়ত যে গাড়িটা নিয়ে ও আমাকে নিতে এল সেটার দামে অনেকের বাড়ি বানানো হয়ে যায়। ভেতরেও আরামের অভাব নেই। মাথার পেছনেই শুনতে পেলাম ডিভিডি প্লেয়ারে বাজতে থাকা বাচ্চাদের কোনও অনুষ্ঠানের শব্দ, যদিও বাচ্চাকাচ্চা নেই গাড়ীতে। আর সামনের ড্যাশবোর্ডে দেখা গেল গন্তব্যে পৌঁছনোর জন্য অপ্রয়োজনীয় পথনির্দেশনা, ধাপে ধাপে।

ওর স্বামী, ব্রাড ব্রুকার কেটি'র বাবার অনুগ্রহে পড়ালেখা করেছিল। এরপর ওর বাবা অবসর নিতেই ব্যবসার পুরো দায়িত্ব বুঝে নেয় সে। ওরা একটা বিতর্কিত হরমোনের সহযোগিতায় মুরগির স্বাস্থ্য বৃদ্ধির হার খুব গতিশীলতার সাথে করতে পেরেছিল। অ্যাডোরারও এসব সম্পর্কে ধারণা আছে- কিন্তু সে এই প্রক্রিয়ায় পশুর মাংস বৃদ্ধির চেষ্টা করেনি। যদিও অন্যভাবে চেষ্টা করেছে সে, শুয়োরগুলোকে ততোক্ষণ পর্যন্ত ওষুধ খাওয়ানো হতো যতক্ষণে ওরা লাল টুকটুকে চেরির মতো না হয়ে যায়, আর ওদের শরীরের ভার যতক্ষণ পর্যন্ত পা গুলো ধরে রাখতে পারে। কিন্তু সেসবের জন্য অপেক্ষাকৃত স্লথ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

ব্রাড ব্রুকার সেই ধরণের স্বামীদের দলে, যারা স্ত্রীর কথায় ওঠবস করে। কেটি যদি বলে এখানে থাকো, ও সেখানেই থাকবে, যদি বলে গর্ভবতী হতে চায়, তাহলে তখনই সেই ব্যবস্থা করবে। কেটির নির্দেশে প্রয়োজনে মাটির সোফাও এনে হাজির করবে, নাহলে চুপচাপ থাকবে। অনেকক্ষণ একটানা তাকিয়ে থাকলে লোকটাকে সুন্দর-ই মনে হয়, তবে ওর শরীরের যন্ত্রটা একদম শিশুতোষ, খুব বেশি হলে আমার অনামিকার মতো। ব্যাপারটা আমি জানি পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে। কিন্তু সেই ছোট্ট যন্ত্রটা ভালোই খেল দেখাচ্ছে- কেটি বর্তমানে তৃতীয় বারের মতো সন্তান সম্ভবা। যতক্ষণ না ওদের একটা ছেলে সন্তান হচ্ছে, ততোক্ষণ এই কার্যক্রম অব্যহত থাকবে।

BanglaBook.org

আমার ব্যাপারে জানতে চাইলে তেমন কিছুই নেই, শিকাগো, অবিবাহিত, কিন্তু এখনো আশাবাদী, ব্যাস এপর্যন্তই। কিন্তু ওর ব্যাপারে কথা বলতে বসলে কতকিছু! ওর চুল, নতুন ভিটামিন প্রোগ্রাম, ব্রাড, ওর দুই মেয়ে, এমা আর ম্যাকেঞ্জি, উইন্ড গ্যাপের মেয়েদের সহায়ক প্রতিষ্ঠান, সেইন্ট প্যাট্রিক প্যারেড ডে তে এবং তাদের কার্যক্রমের জঘন্য নমুনা । সাথে ওর দীর্ঘশ্বাসঃ 'ঈশ দুঃখী মেয়েগুলো।' সেই দীর্ঘশ্বাস অবশ্য বেশিক্ষন স্থায়ী হলনা। আসলে ও ততটা পরোয়া করেনি। সেই নারী সহায়ক সংস্থার আলোচনায় ফিরে গেল ফের। সেটা কিভাবে বেকা হার্ট (ণী মুনি) পরিচালক হবার পরে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। বেকা আমাদের স্কুলের দিনগুলোতে মোটামুটি জনপ্রিয় ছিল, পাঁচ বছর আগে এরিক হার্টকে বাগিয়ে আলোচনার শীর্ষে উঠে এসেছিলো মেয়েটা। ছেলেটার বাবার ওয়াটার স্লাইড, গো-কার্ট, আর কিছু ছোট্ট গলফ গ্রাউন্ড ছিল ওয়ার্কস'র দুর্গম জায়গাগুলোতে। আজকেও আসার কথা আছে ওর, দেখলেই বোঝা যাবে ওসব যায়গাতে ও আদেও মানানসই কিনা!

অ্যাঞ্জির বাড়িটা দেখে বাচ্চাদের খাতায় আঁকা ছবির মতো মনে হল- দেখতে এতটাই একঘেয়ে যে বিরক্ত লাগলো। আর ভেতরে ঢুকতেই বুঝতে পারলাম এখানে না এলেই ভালো হত। অ্যাঞ্জি ভেতরেই ছিল, আমাকে দেখে বিনয়ী হাসি দিয়ে ফন্ডু (খাদ্য বিশেষ) তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে গেল। হাইস্কুলে থাকাকালীন অবস্থার থেকে ওর ওজন দশ পাউন্ড কম মনে হল, একদম প্রয়োজনীয় কাটতি ওর জন্য। টিশ'কেও দেখা গেল, আগেকার দিনগুলোতে ও ছিল আমাদের দলের ছোট্ট মায়ের মতো, কেউ বমি করলে গিয়ে মাথায় হাত দিতো, কেউ ওকে ভালবাসেনা এই ছুতোয় প্রায়শই কান্নায় ভেঙ্গে পড়তো মেয়েটা। নিউক্যাসেলের এক লোককে বিয়ে করেছে ও, স্বামীর আয়-বাণিজ্য নেহাত কম হয়। মিমি, চকলেট রঙয়ের চামড়ায় মোড়া সোফার গদিতে বসে পড়লো, ও দেখতে এখনো যুবতী, বয়স যেন ওকে স্পর্শ করতে ভুলে গেছে। সবাই ওকে এখনো 'আবেদময়ী' বলেই ডাকে। আর সেই ডাকের মর্যাদা রাখতেই যেন একটা লোভনীয় পাথর জ্বলজ্বল করছে আঙুলে, এটা এসেছে জোয়ী জোহানসেন এর সৌজন্যে। ছেলেটা কৈশোরে ফুটবল দলে খেলত, দাবি করেছিলো ওকে জো-হা বলে ডাকতে (ওর সম্পর্কে এটুকুই মনে আছে আমার।) বেকা অসহায়ভাবে ওদের সবার মাঝে বসেছিল, ওকে দেখে একই সাথে আগ্রহী আর অপ্রস্তুত মনে হল আমার। হাস্যকর পোষাকে সেজে এসেছে পার্টিতে, প্রায় অ্যাঞ্জির মতই, হয়তো দুজনে একসাথেই কেনাকাটায় বেরিয়েছিল। সবার দিকেই তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করছিলো মেয়েটা, কিন্তু কেউ ওর সাথে কথা বললনা।

আমরা একসাথে বিচেস (টেলিভিশন প্রোগ্রাম/সিনেমা) দেখলাম।

BanglaBook.org

বাতি জ্বালাতেই টিশকে কান্না করতে আবিষ্কার করলাম। "আমি আবার কাজে ফিরেছি," ঘোষণা দিলো মেয়েটা, চোখের ভাঁজে গাঢ় গোলাপি নখ চালাতে চালাতে বলল ও। অ্যাঞ্জি ওর পাত্রে ওয়াইন ঢেলে সহানুভূতির ভঙ্গিতে তাকালো। ওর হাঁটু ছুঁয়ে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলো।

"সর্বনাশ? কেন?" বিড়বিড় করলো কেটি, ওর মৃদু কথাও প্রচন্ড রকমের মেয়েলী আর কটকটে, যেন হাজারখানেক ইঁদুর কিছু একটা ফুটো করার চেষ্টা করছে।

"টেইলারের সাথে, প্রি-স্কুলে, আমি ভেবেছিলাম কাজটা জরুরি," কান্নার ফাঁকে বলে চলল টিশ। "ভেবেছিলাম একটা উদ্দেশ্য প্রয়োজন বেঁচে থাকার জন্য।" শেষ কথাগুলো উগড়ে দিলো যেন মেয়েটা।

"অবশ্যই উদ্দেশ্য আছে তোমার জীবনে," বলল অ্যাঞ্জি। "জীবনটা কিভাবে চালাবে সেটা সমাজকে চাপিয়ে দিতে দিওনা তোমার উপর, নারী বাদীদের উপেক্ষা করো"-আমার দিকে আড়চোখে তাকালও অ্যাঞ্জি-"ওরা তোমার অপরাধবোধ বাড়ানোর চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পরে, কারণ নিজেরা সুখ পায়না।"

"অ্যাঞ্জি ঠিকই বলেছে টিশ, একদম ঠিক বলেছে," সমর্থন জানালো বেকা। "নারীবাদের মূলমন্ত্র হচ্ছে স্বাধীনভাবে চলো, নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নাও।"

এরপরে সবাই সন্দেহের চোখে বেকাকে দেখছিল, হঠাৎ মিমি'র কান্নার শব্দ পাওয়া গেল এক কোনা থেকে, একসাথে ওর দিকে ফিরলা আমরা, অ্যাঞ্জিও ওয়াইনের পেয়ালা হাতে ওর দিকে এগিয়ে গেল।

"স্টিভেন আর বাচ্চা নিতে চাইছেনা," ডুকরে উঠলো মিমি।

"কেন?" বাড়তি আগ্রহে সাথে প্রশ্ন ঠুকলো কেটি।

"বলে তিনটেই যথেষ্ট।"

"ওর জন্য যথেষ্ট নাকি তোমার জন্য?" নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বলল কেটি।

"আমি বলেছি আমার একটা মেয়ে চাই, চাই-ই চাই।" সবাই ওর মাথায় হাত বুলালো। কেটি নিজের পেটে হাত ছোঁয়াল, "আর আমার চাই একটা ছেলে," আক্ষেপের সুর ঝড়ে পড়লো ওর কণ্ঠে, ওর চোখ অ্যাঞ্জির তিন বছর বয়সী ছেলেটার উপর আঁটকে রইলো।

কান্নার সাথে সর্দি টেনে চলল টিশ আর মিমি - বাচ্চাদের অনেক মিস করি... আমার স্বপ্ন ছিল ঘর ভর্তি ছেলেমেয়ে, জীবনে কেবল এতটুকুই চেয়েছি... মা হতে চাবার মধ্যে দোষের কি আছে? ওদের জন্য কষ্ট লাগলো- কেমণ অশিক্ষিতের মতো আচরন- তাছাড়া ওদের স্বপ্নের মতো করে জীবনটা গড়ে ওঠেনি, সেটাও যথেষ্ট কষ্টের। কিছুক্ষণ মাথা ঝাঁকিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, বলার মতো আর কথাও খুঁজে

BanglaBook.org

পাচ্ছিলাম না, তাই কোনওমতে ঘাড় বাঁচিয়ে চলে গেলাম রান্নাঘরে, চীজ কাটার ছুতোয়। হাইস্কুলের সময়কার ঘটনাগুলো দিব্যি মনে ছিল, তাই পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারছিলাম, ওদের আক্ষেপ ভয়াবহ রূপ নিতে খুব একটা সময় লাগবেনা। কিছুক্ষণের মধ্যেই বেকা কিচেনে এসে বাসন পরিস্কারে হাত লাগাল।

"প্রতি সপ্তাহেই এমনটা হয়," চোখ উল্টালো বেকা। ভাবটা এমন যে বিরক্তির থেকে উপভোগ বেশি করছে।

"অতিরিক্ত আবেগ," বললাম আমি। ওর চোখ দেখে মনে হচ্ছে আমার বক্তব্য আরও শুনতে চাচ্ছে। এই অনুভূতিটা খুব পরিচিত, যখন কারও পেটের কথা বের করতে পারিনা তখন মনে হয় মুখ দিয়ে ভেতরে হাত দিয়ে জিহ্বার থেকে কথা ছুটিয়ে নিয়ে আসি।

"জীবনটা এতো শোচনীয় হতে পারে এখানে আসার আগে আমার কোনও ধারনাই ছিলোনা," ফিসফিসিয়ে বলল বেকা। ওর হাতের ছুড়ি চলল গ্রুইয়ার চিজের উপর। পুরো উইন্ড গ্যাপকে খাওয়ানোর মতো চীজ সম্ভবত মজুদ আছে এখানে।

"হুম, তবে দ্বন্দ্ব থাকলে জীবনটা যথেষ্টই অগভীর হবে, জোর করে গভীরতা বাড়ানোর চেষ্টা করতে হয়না তখন।"

"ভালো বলেছ," বলল বেকা। "হাইস্কুলেও কি এমনই ছিল তোমাদের আড্ডা?" প্রশ্ন করল ও।

"হুম মোটামুটি এমনটাই হত, অন্তত যখন একে অন্যের সাথে বেঈমানি করতনা।"

"তখন একদম গবেট ছিলাম, ভালোই ছিলাম," হেসে ফেলল বেকা। "এখন কিভাবে আরও মিইয়ে গেলাম কে জানে!" আমিও হাসলাম, ওর গ্লাসে ওয়াইন ঢালতে ঢালতে। যেন সহসাই ফিরে গেলাম শৈশবের আবেশে।

আমরা যখন হাস্যচ্ছোলভাবে রান্নাঘর থেকে ফেরত এলাম তখন ঘরের সবাই কান্নায় ব্যস্ত, ওরা একত্রে আমাদের দিকে এমন ভাবে তাকালো দেখে মনে হল ভিক্টোরিয়ান জমানার ভয়ানক কোনও ছবি সহসা জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

"ভালোই মজায় আছো তোমরা," উষ্মা প্রকাশ পেল কেটির কণ্ঠে।

"তাও আবার শহরের এমন অবস্থায়," যোগ করলো অ্যাঞ্জি, সামান্য একটা বিষয়কে লম্বা করার প্রচেষ্টায়।

"কেন এভাবে বাচ্চাদের উপর আঘাত করা হচ্ছে?" কেঁদে ফেলল মিমি, "ঈশ, ফুটফুটে বাচ্চাগুলো।"

BanglaBook.org

"আর ওদের দাঁতগুলো যেভাবে উপড়ে নেওয়া হচ্ছে! কখনো এই বিভীষিকার কথা ভুলতে পারবো না," বলল কেটি।

"আহা, মরা মেয়েগুলোর সাথে যদি আমরা আরও একটু ভালো ব্যবহার করতে পারতাম, কথা বলতে পারতাম," ফুঁপিয়ে উঠলো অ্যাঞ্জি। "কেন যে মেয়েরা পরস্পরের প্রতি এতো নির্মম হয় কে জানে?"

"মেয়েরা কি ওদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছিলো?" প্রশ্ন করলো বেকা।

"স্কুলের দ্বিতীয় দিনেই কয়েকটা মেয়ে নাটালিকে বাথরুমে কোণঠাসা করে ফেলে... তারপরে জোর করে ওর চুল কেটে দেয়," ফুঁপিয়ে বলল মিমি। ওর চেহারা ফুলে ফেঁপে উঠেছে। চোখের মাস্কারার কালো দাগ লেগেছে ব্লাউজে।

"আর অ্যানকে জোর করেছিলো... ওর শরীরটা ছেলেদের দেখাতে," যোগ করলো অ্যাঞ্জি।

"সবসময় মেয়েগুলোর পেছনে লাগতো ওরা, কেবল মাত্র ওরা কিছুটা ভিন্ন ছিল বলে," সাবধানে রুমালে চোখ মুছতে মুছতে বলল কেটি।

"ওরা কারা?" কৌতূহলী প্রশ্ন করলো বেকা।

"ক্যামিলকেই জিজ্ঞাসা করোনা, ও-ই তো রিপোর্ট করছে পুরো বিষয়টা নিয়ে," মুখ তুলে আমার দিকে চাইলো কেটি, ভঙ্গিটা পূর্বপরিচিত, স্কুলের দিনগুলোতে এরকম করলে বোঝা যেত ও তোমার বিপক্ষে চলে যাচ্ছে, এবং সেটা যৌক্তিক ভেবেই। "তোমার বোনের সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা আছে আশাকরি, ক্যামিল?"

"মেয়েরা অনেক খারাপ হতে পারে।"

"ও, তাহলে তুমি ওর দোষ দেখতে পাচ্ছনা? রক্ষা করতে চাইছ ওকে?" গর্জে উঠল কেটি। আমি অনুভব করলাম সুতোর টানে উইন্ড গ্যাপের ঘরোয়া কূটনীতির মধ্যে জড়িয়ে পড়ছি ক্রমশ। আতঙ্কে 'নারীযুদ্ধ' শব্দটা দপ করে উঠলো পায়ের পেছনে।

"ওহ, কেটি! ওর সম্বন্ধে ভালো মন্দ কিছুই জানিনা আমি, ওকে রক্ষা করার তো প্রশ্নই আসেনা।" কৃত্তিম অস্থিরতার সাথে উত্তর দিলাম।

"ক'ফোঁটা চোখের জল ফেলেছ মরা মেয়েগুলোর জন্য? হু?" বলল অ্যাঞ্জি। সবাই ওর সাথে একাত্ম এখন, আমার দিকে ভৎসনার দৃষ্টিতে দেখছে।

"আসলে ওর নিজের তো কোনও সন্তান নেই," বিশ্বাসের সাথে বলল কেটি। "তাই মনে হয় ও আমাদের মতো ব্যাথা পায়না।"

BanglaBook.org

"মেয়েগুলোর জন্য অনেক কষ্ট পেয়েছি," বললাম আমি। কথাটা কোনও সুন্দরী প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন প্রতিযোগীর মুখে বিশ্বশান্তির আহবানের মতো শোনালো। কষ্ট আমি পাচ্ছিলাম, কিন্তু সেটার অতিরিক্ত প্রকাশ আমার চোখে সস্তার দরদ।

"আমি তোমাকে আঘাত করতে চাইনি," টিশ বলতে শুরু করল, "কিন্তু আমার মনে হয় সন্তান আর না থাকার উপরেও মনের গতিপ্রকৃতি নির্ভর করে। নাহলে কিছু অনুভূতি বরাবরের মতো দেয়ালের পেছনে আটকে যায়।"

"আমিও একমত," সুর মেলাল কেটি। "ম্যাকেঞ্জি পেটে আসার আগে নিজেকে একজন সম্পূর্ণ নারী বলে মনে হয়নি আমার। পৃথিবীর মানুষ বিজ্ঞান আর ঈশ্বরবাদ নিয়ে তর্ক করে, কিন্তু মনে হয় এই একটা বিষয়ে দুই পক্ষই এক। বাইবেলে বলেছে, ফলদায়ী হও বহুগুণে বাড়ো, আর বিজ্ঞান, সেখানেও সব কথার শেষে নারীর গুরুত্ব তো ওখানেই, তাইনা? নারী সন্তানের ধারক।"

"নারীই শক্তি," ফিসফিসিয়ে বলল বেকা।

বেকার সাথেই বাড়ি ফিরলাম, কেটি রাতে অ্যাঞ্জিদের ওখানেই থেকে গেল। হয়তো সকালে ওদের ভাগিয়ে দেওয়া হবে। দুই একটা কৌতুক বলে বেকা মায়েদের বাচ্চা সম্পর্কিত বাড়াবাড়িকে কটাক্ষ করলো, আমিও হাসি দিয়ে সমর্থন জানালাম। তবে নিজেকে কিছুটা পিছিয়ে পরা নারী মনে হল।

রাতের পরিষ্কার পোশাক পরে বিছানার মাঝামাঝি বসলাম। আজ আর পানীয় নয়, ফিসফিসয়ে বললাম নিজেকেই, তারপরে গাল ঘষে কাঁধ দুটোকে শিথিল করলাম। ডান উরুতে শরীরে কেটে কিছু একটা লিখতে ইচ্ছা হচ্ছিলো, কিন্তু 'দুষ্টু' কথাটা জ্বলে উঠলো আমার হাঁটুর কাছে। 'বন্ধ্যা' কথাটাও লিখতে ইচ্ছা হল চামড়া কেটে। হয়তো এটাই আমার ভবিষ্যৎ, আমার ভেতরটা হয়তো সন্তান শূন্যই রয়ে যাবে শেষমেশ। উন্মুক্ত জরাছুর ভাঁজে জমাট শূন্যটা দৃশ্যমান হল কল্পনায়, যেন ওটা কোনও অদৃশ্য জন্তুর পরিত্যাক্ত আস্তানা।

ঈশ বাচ্চা মেয়েগুলো। ওদের জন্য কেঁদেছিল মিমি, আমি তখন গাঁ করিনি, সাধারণ বিলাপ বলে উড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সত্যিই তো, কিছু একটা ঠিক নেই এখানটায়, কিছু একটা ভয়ংকর রকমের ভুল হচ্ছে। অ্যানের বিছানার ধারে বসে থাকা বব ন্যাশের কথা মনে পড়লো, ওর মেয়েকে শেষ কোন কথাটা বলেছিল সেটা মনে করার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকতে। নাটালির মাকেও দেখেছি মেয়ের পুরাতন জামা জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে। আমি নিজেই সেই তের বছর বয়সে মৃত বোনের ঘরের মেঝেতে পড়ে কেঁদেছি অঝোরে, ওর ছোট্ট একটা ফুলেল জুতো বুকে নিয়ে। আর অ্যামা! ও এখন তেরোতে পা দিয়েছে, এর মধ্যেই

BanglaBook.org

মায়ের হারানো সন্তানের স্থানটা পূরণে সচেষ্ট। মাও কেঁদেছে ম্যারিয়েনের শোকে, কামড়ে পর্যন্ত দিয়েছে আরেকটা শিশুকে। অ্যামা, অত্যাচার চালাচ্ছে অসহায় মেয়েদের উপর, ওরা হাসছে নাটালির চুল কেটে ফেলতে ফেলতে, চুলগুলো কুঁকড়ে যাচ্ছে মেঝেতে পড়ে। নাটালি আঘাত করছে একটা বাচ্চা মেয়ের চোখে। এসব কল্পনায় ভেসে উঠতেই আমার ত্বক যেন আর্তনাদ করে উঠলো, কানে শুনতে পেলাম হৃদযন্ত্রের শব্দ, ঘণ্টার মতো বাজছে ওটা। আমি আতঙ্কে চোখ বুজে দুই হাতে নিজেকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললাম।

প্রায় মিনিট দশেক কান্নার পড় বালিশ থেকে মুখ তুললাম, ভোঁতা ভাবনাগুলো বয়ে চলল মাথায়- জন কীণের বক্তব্যগুলো আর্টিকেলে ব্যবহার করতে হবে, ওদিকে শিকাগোতে বাড়িভাড়া বাকি পড়েছে, আর এদিকে খাটের নিচ থেকে বাসি আপেলের টক গন্ধ ভেসে আসছে।

এরপর, আমার দরজার বাইরে শুনতে পেলাম অ্যামার কণ্ঠ, আমার নাম ধরে ডাকছে মেয়েটা। পোশাকের উপরের দিকের বোতামটা সেঁটে হাতাদুটো টেনে নিচে নামালাম, তারপরে ওকে ভেতরে ঢুকতে দিলাম। ওর পড়নে গোলাপি ফুল ছাপা রাতের পোশাক, সোনালী চুলগুলো বয়ে চলেছে ঘাড়ের পাশে, ওর পা খালি। এক কথায় চমৎকার লাগছিল দেখতে।

"কান্না করছিলে তুমি," সামান্য অবাক শোনালো ওকে।

"ও কিছুনা।"

"কারণটা কি মা?" শেষ কথাটায় জোর অনুভব করলাম। আমার বালিশটা ভিজে ভারি হয়েছে, বেশ অনেকটা জায়গা ভিজে রয়েছে।

"কিছুটা তো বটেই।" উত্তর দিলাম।

"আমিও" ও আড়চোখে তাকিয়ে আমার কলারের ভাঁজে লুকনো ক্ষতগুলো দেখার চেষ্টা করল। "আমি জানতামনা তুমি নিজেকে এতটা কষ্ট দাও," শেষমেষ বলল মেয়েটা।

"এখন আর দিই না।"

"ভালো," আমার খাটের ধারে এগিয়ে গেল ও। "আচ্ছা ক্যামিল, এমন কি কখনো হয়েছে যে তুমি বুঝতে পারছ খুব খারাপ কিছু হবে, কিন্তু তুমি সেটা আটকাতে পারবেনা? মানে কোনও কিছুই করতে পারবেনা, কেবল অপেক্ষা করা ছাড়া।"

"মানসিক যন্ত্রণার কথা বলছ?" ওর উষ্ণ মসৃণ আইস ক্রিমের মতো ত্বকের দিকে চাইলাম অজান্তেই, দ্যুতি বেরুচ্ছে যেন শরীর থেকে।

BanglaBook.org

"না, ঠিক সেরকম না।" ওর কথা শুনে মনে হল হতাশ হয়েছে আমার উত্তরে, ধাঁধার সঠিক সমাধানে ব্যর্থ হয়েছি আমি। "যাই হোক, তোমার জন্য একটা উপহার আছে।" র্যা পারে মোড়া একটা চৌকোনা বাক্স তুলে দিলো আমার হাতে। আর সাবধানে খুলতে অনুরোধ করলো। ভেতরটা বেশ পরিপাটি, একটা বোতল দেখা গেল সেখানে।

"তুমি যে ভদকা খাও, সেটার থেকে ভালো," আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে বলল অ্যামা। "আমি জানি অনেকটাই খাও তুমি। এটা ভালো, তোমার দুঃখ অতটা বাড়তে দেবেনা।"

"অ্যামা, এসবের আবার

"তোমার ক্ষতগুলো কি দেখা যাবে?" লাজুক হাসি খেলে গেল ওর ঠোঁটে।

"না।" বলেই চুপ হয়ে গেলাম। তারপর বোতলটা ওর দিকে তুলে ধরলাম আমি, "অ্যামা, আমার মনে হয়না তোমার এসব

"মনে না হলে নেই, নিতে ইচ্ছা হলে নাও, নাহলে নিওনা। আমি শুধু একটু ভালো হবার চেষ্টা করছিলাম।" ভ্রুকুটি করল অ্যামা।

"ধন্যবাদ, আমাকে সাহায্য করতে চাইছ, ভালো লাগলো।"

"আমি কিন্তু চাইলে ভালোও হতে পারি, জানোতো?" ওর ভুরুটা এখনো তোলা, একফোঁটা অশ্রু যেন জমা হয়েছে চোখের কোনায়।

"জানি, কিন্তু হঠাৎ করে আমার সাথে এতো ভালো ব্যবহার করছ কেন সেটাই বুঝতে পারছিনা।" সরাসরি জানালাম।

"মাঝে মধ্যে আমি চাইলেও ভালো হতে পারিনা, কিন্তু এখন পারছি। কারণ এখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, সব নীরব, এখন ভালো হওয়া সহজ।" প্রজাপতির মতো ছাড়ানো হাত দুটো এগিয়ে এলো আমার মুখ বরাবর, তারপর ঝট করে নিচে নেমে স্পর্শ করলো আমার হাঁটুতে। একটুও না দাঁড়িয়ে চলে গেল মেয়েটা।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১০

"আমি দুঃখিত যে নাটালিকে এখানে আসতে হয়েছিলো, কারণ ও এখানেই প্রাণ হারিয়েছে। আমরা ওকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম, আর ও মরে গেল," বোনের সম্পর্কে কাঁদতে কাঁদতে এমনটাই বলেছিল মৃত নাটালি'র, বয়স ১০, বড়ভাই জন কীণ, বয়স ১৮। "কেউ খুন করেছে আমার আদরের বোনটাকে," আরও বলে ও। নাটালি কীণের মৃতদেহ পাওয়া যায় ১৪ই মে, কাট-এন-কার্ল বিউটি পার্লার আর বিফটি'স হার্ডওয়্যার দোকানের মাঝামাঝি, ছোট্ট শহর উইন্ড গ্যাপে। গত নয় মাসের মধ্যে খুন হওয়া দ্বিতীয় মেয়ে নাটালি- এর আগে নয় বছর বয়সী অ্যান ন্যাশের মৃতদেহ পাওয়া যায় লেকের ধারে, গত আগস্টে। দুটো মেয়েকেই শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছে; আর মারার পর দাঁতগুলো উপড়ে নিয়েছে খুনি।

"একদম দুরন্ত স্বভাব ছিল মেয়েটার," কান্নাভেজা কণ্ঠে বলেছে জন কীণ, "কিছুটা অস্বাভাবিক।" জন ফিলাডেলফিয়া থেকে এখানে আসে বছর দু'য়েক আগে, পরিবারের সাথে, সাম্প্রতিক হাইস্কুল থেকে গ্রাজুয়েশন শেষ করেছে, বোনকে অনেক কল্পনাপ্রবন বলে ব্যাখ্যা করেছে ছেলেটা। মেয়েটা নাকি নিজে নিজে একা ভাষা আবিষ্কার করে ফেলেছিল, মোটামুটিভাবে পরিপূর্ণ বর্ণমালার সাথে। "সাধারণ কোনও বাচ্চার ওটাকে হিজিবিজি বলে মনে হবে," বেদনামিশ্রিত হাসির সাথে বলেছে জন।

তবে হিজিবিজি যদি কিছু হয়েই থাকে সেটা হচ্ছে এযাবৎকাল পর্যন্ত হওয়া পুলিশি তদন্ত- উইন্ড গ্যাপের পুলিশ সদস্যরা এবং রিচার্ড উইলস, ক্যানসাস থেকে তদন্তে সাহায্য করতে আসা হোমিসাইড ডিটেকটিভ, স্বীকার করেছে তাদের হাতে সূত্রের অভাব। "কোনও সম্ভাবনাই বাদ দেওয়া যায়না," বলছে উইলস। "তবে শহরের ভেতরেই যারা আছে তাদেরকে সন্দেহের তালিকায় আগে রাখা হচ্ছে। আর সেই সাথে এটাও ভাবা হচ্ছে যে খুনটা বাইরের কারও পক্ষেও করা সম্ভব।"

একজন গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যক্ষদর্শীর দাবির প্রেক্ষিতে কোনও বক্তব্য দিতে চায়নি পুলিশ, সেই প্রত্যক্ষদর্শী ছেলেটা দাবি করেছে নাটালির অপহরণকারী- একজন

BanglaBook.org

মহিলা। পুলিশের খুব কাছের একটা সূত্র থেকে জানা গেছে তারা ধারণা করছে খুনি একজন পুরুষ, সম্ভবত স্থানীয়। এছাড়া উইন্ড গ্যাপের একজন ডেন্টিস্ট জেমস এল জেলার্ড, বয়স ৫৬, দাঁত উপরে নেওয়া সম্পর্কে বলেছেন, "কাজটার জন্য যথেষ্ট শক্তির প্রয়োজন, এমনি এমনি তো আর মাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবেনা!"

যদিও পুলিশ কাজ করছে কেসটা নিয়ে, কিন্তু উইন্ড গ্যাপের মানুষ নিজের থেকে নিয়েছে বাড়তি সতর্কতা, বেড়েছে বাড়ি-ঘরের সুরক্ষা, ভারী হয়েছে তালা, আর অস্ত্রের মজুদ। এরকমই সতর্ক একজন রবার্ট, বয়স ৪১, মৃত অ্যান ন্যাশের বাবা লোকটা। "আরও দুটো মেয়ে আর একটা ছেলে আছে আমার, ওদের রক্ষা করবো যে কোনও মূল্যে।" বলেন তিনি। ভদ্রলোকও তার মৃত মেয়েকে যথেষ্ট বুদ্ধিমতী দাবি করেছেন, "আমিও ওকে আমার থেকে চালাক ভাবতাম, আর কখনও ও নিজেই সেটা ভেবে নিতো," বলেছেন তিনি। আরও দাবি করেছেন, তার মেয়েও মৃত নাটালির মতোই দুরন্ত প্রকৃতির ছিল; গাছে চড়তে ভালোবাসতো, সাইকেল চালিয়ে বেড়াতো শহরময়। গত আগস্টের যে দিনটাতে ও নিখোঁজ হয়, সেদিনও সাইকেল চালাচ্ছিল মেয়েটা।

ফাদার লুইস ডি বল্টুয়েল, স্থানীয় চার্চের ধর্মীয় উপযাচক, বলেছেন, এই হত্যাকান্ডগুলো জনমনে বিরূপ প্রভাব ফেলছে, যার ফলে বেড়েছে রবিবারে অর্থাৎ ছুটির দিনে চার্চের আগতদের সংখ্যা, আর তাদের অনেকেই আসে আধ্যাত্মিক উপদেশের জন্য। "এসব ঘটনা মানুষকে আধ্যাত্মিকভাবে সান্ত্বনা পেতে ক্ষুধার্ত করে তোলে," বলেন তিনি। "ওরা জানতে চায় কিভাবে এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটা সম্ভব!"

পুলিশও এখন সেটাই জানতে চায়।

খবরটা প্রেসে পাঠানোর আগে কারি কিছু মজা করলো তিন শব্দের নামগুলো নিয়ে। 'কেন যে এই দক্ষিনিরা নামের এতো বাহার করে, খোদাই জানে!' বলেছে ও। আমি বাৎলে দিয়েছি, মিসউরি কৌশলগত ভাবে দেশের মাঝ-পশ্চিমের দিকে অবস্থিত, দক্ষিণে নয়। 'সে তো আমিও কৌশলগত ভাবে মাঝবয়সী, কিন্তু তাতে কি আমার বাতের ব্যাথা আটকে আছে? বেচারা এলিন আমার যত্ন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেল,' উড়িয়ে দিয়ে বলেছে কারি। এছাড়াও জেমস ক্যাপাসির থেকে পাওয়া একদম সাধারণ মন্তব্যগুলো রেখে বাকিটুকু ছেঁটে ফেলেছে ও, বলেছে বাচ্চাদের বিবরণ অত্যাধিক হলে আমাদের রক্তচোষা বলে মনে হবে, বিশেষ করে যখন পুলিশ পুরো বিষয়টা নিয়ে নির্বিকার। জনের ব্যাপারে ওর মায়ের করা মন্তব্যটাও ছেঁটে ফেলেছে ও, আমাকে বাড়ির থেকে বের করে দেবার আগে ওই

BanglaBook.org

একটাই মন্তব্য বাগাতে পেরেছিলাম মহিলার থেকে। কিন্তু কারির মতে, ওটা বিভ্রান্তিকর। হয়তো ঠিকই আছে! কারি বিশেষ খুশি হয়েছে অন্য একটা বিষয়ে, "খুনি একজন পুরুষ, সম্ভবত স্থানীয়।" এই তথ্যটা নির্দিষ্ট একটা ধারণার দিকে মনোযোগ দিতে সাহায্য করছে। যদিও "পুলিশের খুব কাছের একটা সূত্র" যে আমার বানানো তথ্য সেটা বলিনি ওকে- শহরের সবাই ভাবে কাজটা কোনও পুরুষের, তাই এক অর্থে আমার কথা ভুলও না।

অবশেষে যেদিন খবরটা ছেপে বেরুলো, আমি বিছানায় শুয়ে অপেক্ষা করে চললাম সম্ভাব্য ফোনের জন্য। নির্ঘাত বেজে উঠবে ওটা, হয়তো জনের মা হম্বি তম্বি করবে ওর ছেলের সাথে কথা বলার জন্য। অথবা রিচার্ড ক্ষোভ দেখাবে, খুনি স্থানীয় কেউ, এটা ফাঁস করেছি দেখে।

পরবর্তী কয়েক ঘণ্টা পার হল অপেক্ষায়, ক্রমশ ঘেমে নেয়ে উঠলাম, জানালার বাইরে ভনভন করছে বড় বড় মাছির দল, দরজার ওপাশে শোনা যাচ্ছে গেইলার পদধ্বনি, আমার ঘরে ঢোকার জন্য যেন ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছে। আমাদের ঘরের গোসলের পোশাক, তোয়ালে এগুলো রোজ পাল্টানোর নিয়ম; এসব কাপড় অনন্তকাল ধরে জমা হচ্ছে বেসমেন্টের ঘরে। সম্ভবত ম্যারিয়েনের মৃত্যুর পর থেকে চালু হয়েছে এই রীতি। কড়কড়ে নতুন পোশাকে নিজেকে মুড়ে অতীতের ঘাম আর দুর্গন্ধ থেকে দূরে থাকার ব্যর্থ চেষ্টা। মিলনের ঘ্রাণ আমার অত্যান্ত পছন্দ সেটা বুঝতে পেরেছি কলেজে ওঠার পর। একবার এক বান্ধবীর বেডরুমে যাচ্ছিলাম, একটা ছেলে দৌড়ে আমার পাঁশ দিয়ে পালিয়ে গেল। পায়ের মোজাগুলো পকেটে গুঁজতে গুঁজতে আমাকে লক্ষ্য করে একটা হাসি দিয়েছিল ছেলেটা বেরিয়ে যাবার সময়। আমি গিয়ে দেখি আমার বান্ধবী অলস ভঙ্গিতে বিছানায় শুয়ে, ওর এক পা বেরিয়ে ছিল চাদরের তলা দিয়ে। মিষ্টি মৃদু বন্য একটা ঘ্রাণ পেয়েছিলাম ওর শরীর থেকে সেদিন, যেন ভাল্লুকের গুহার গভীরে লুকিয়ে থাকা মধুর গন্ধ ওটা। ব্যাপারটা আমার জন্য একদম নতুন ছিল, জমাট বাঁধা রাত্রির বুকে সদ্য মিলনের ঘ্রাণ। এর আগে অতটা পাগল হইনি কখনও।

BanglaBook.org

আশ্চর্যজনক ভাবে, প্রথম ফোনটা এল ধারণার বাইরের একজন থেকে।

"আমি ভাবতেই পারছিনা, গল্পটা থেকে কিভাবে আমাকে বাদ দিলে," ম্যারিডিথ হুইলারের কণ্ঠ গর্জে উঠলো ফোনের ভেতর। "আমার একটা কথাও যায়নি খবরে, যেন আমি ওখানেই ছিলামই না! অথচ আমি না থাকলে জনকে বাগেই পেতেনা, কি ঠিকতো?"

"তেমন কোনও প্রতিশ্রুতি দিয়েছি বলে তো মনে পড়েনা," বিরক্তির সাথে উত্তর দিলাম। "তুমি যদি আমার কথা বাত্রায় তেমনটা আভাষ পেয়ে থাকো তাহলে দুঃখিত।" একটা তুলতুলে নীল টেডিবিয়ার মাথার তলায় গুঁজতে গুঁজতে বললাম আমি, তারপরে আবার অপরাধীর মতো পুতুলটা পায়ের কাছে এনে রাখলাম। ছোটবেলার জিনিশের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত!

"কিন্তু বুঝতে পারছিনা কেন আমার কথাগুলো যোগ করা হলনা," বলেই চলল মেয়েটা। "যদি কেবল নাটালি কেমন সেটা জানার জন্য জনকে প্রয়োজন হয়, তাহলে তো আমাকেও প্রয়োজন। আমি তো ওর গার্লফ্রেন্ড। মানে ওর পুরোটাই তো আমার দখলে, যে কাউকে জিজ্ঞাসা করো, এই কথাই বলবে।"

"খবরটা তোমার আর জনের রিলেশন কি ছিল সেটা নিয়ে হয়নি," বললাম আমি। পেছনে ম্যারিডিথের ঘন নিঃশ্বাস ছাপিয়ে শহুরে রক সঙ্গীতের তাল আর সাথে হিসহিসে থপথপে একটা ধারাবাহিক শব্দ শোনা গেল।

"কিন্তু উইন্ড গ্যাপের আরও অনেকের কথাই তো দেওয়া হয়েছে ফিচারে, এমনকি ফাদার বল্টুয়েলও বাদ যায়নি, তাহলে আমি কেন বাদ যাবো? জন কি কষ্টের মধ্যে আছে জানো? আর এই সময়ে আমি ওর পাশে আছি। সারাটা দিন কান্না করে ছেলেটা, আমি ওকে সামলে রেখেছি কোনভাবে।"

"ঠিকাছে, পরের খবরে যদি উইন্ড গ্যাপের আর কারও বক্তব্য নেওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে তোমার ইন্টারভিউ নেওয়ার হবে। যদি তুমি বাড়তি কিছু জানাতে চাও।"

থপ, হিসস, ভেসে এলো ইস্ত্রি করার শব্দ।

"ওই পরিবারের অনেক কথাই জানি, বিশেষ করে নাটালির ব্যাপারে। জন হয়তো ভাবতেও পারেনা সেসব। অথবা বলতে পারেনা।"

"বেশ, তাহলে পরে কথা হবে তোমার সাথে।" ফোন রেখে দিলাম আমি, যদিও মেয়েটা যেমন লোভ দেখাচ্ছিল তাতে ওকে উপেক্ষা করাটা শক্ত ছিল বলাই বাহুল্য। নিচে তাকিয়েই বুঝলাম বা পায়ের ক্ষত ঘেঁষে মেয়েলী ঢঙে 'ম্যারিডিথ' লিখে ফেলেছি আমি।

বারান্দায় দেখা গেল অ্যামাকে, আগাগোড়া গোলাপি সিল্কের কাপড়ে মোড়া, একটা ভেজা পট্টি দেখলাম ওর কপালে। মাকেও দেখলাম ওখানেই, রূপালী ট্রেতে চা, টোস্ট নিয়ে বসে আছে। আর থেকে থেকে অ্যামার হাতের পেছনে চক্রাকারে চাপ দিয়ে চলছে।

BanglaBook.org

"বেবি, বেবি, বেবি," গুণগুনিয়ে বলছে অ্যাডোরা, দোলনায় নিজেদের দোলাতে দোলাতে।

অ্যামা সদ্যজাত শিশুর মতো অলসতায় কম্বলে গাঁ ঢাকা দিয়েছে, মাঝে মধ্যে ঠোঁট এক করছে। উডবেরী থেকে ফেরার পর এই প্রথম মায়ের সাথে দেখা হল। আমি মা'র সামনে দিয়ে হেঁটে গেলেও অ্যামার থেকে চোখ সরলনা তার।

"হাই, ক্যামিল," অবশেষে বাঁকা হাসির সাথে বলল অ্যামা।

"তোমার বোন অসুস্থ হয়ে পরেছে, তুমি আসার পর থেকে চিন্তায় ডুবে জ্বর এসেছে ওর," চক্রাকারে চাপ চালু রেখে বলল অ্যাডোরা। কল্পনায় দাঁতে দাঁত পিষতে অনুভব করলাম মা-কে।

বুঝলাম অ্যালেনো ভেতরে বসে বাইরের দিকেই তাকিয়ে আছে, জানালা দিয়ে।

"ওকে জ্বালিয়ো না ক্যামিল, বাচ্চা একটা মেয়ে ও," শেষ কথটা অ্যামাকে ছুঁয়ে আদুরে স্বরে বলল মা।

বাচ্চা মেয়ে পরিনাম পাচ্ছে অতিরিক্ত মদ্যপানের। অ্যামা গত রাতে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে নির্ঘাত ড্রিংক করেছে। এ বাড়িটা এমনই, এভাবেই চলে এখানকার সবাই। আমি ওদের ওখানে রেখেই দূরে চলে এলাম, 'প্রিয়' শব্দটা গুঞ্জন করে উঠলো আমার হাঁটুতে।

"এইযে, সাংবাদিক ম্যাডাম।" রিচার্ডের সেডান গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়লো পাশেই। নাটালির মরাদেহটা যেখানে আবিষ্কার হয়েছিলো সেদিকেই যাচ্ছিলাম আপাতত, ওখানে লাগানো বেলুন আর মানুষের বার্তা থেকে কিছু তথ্য যদি সংগ্রহ করা যায় সেই আশায় । 'শোকহত নগরী' টাইটেলে একটা লেখা চেয়েছে কারি, যদি খুনির বিষয়ে কোনও সূত্র না পাওয়া যায় তাহলে। আসলে খুনির ব্যাপারে তথ্য খুঁজতে চাপ দেওয়ার একটা প্রক্রিয়া এটা।

"রিচার্ড যে! কি খবর?"

"খবর তো আপনার, দারুণ হয়েছে ফিচারটা," উফ ইন্টারনেটের জ্বালায় সব ছড়িয়ে পরে দ্রুত। "আপনি পুলিশের খুব কাছের একটা সূত্র খুঁজে পেয়েছেন জেনে খুশি হলাম।" বলতে বলতে হেসে উঠলো ও।

"আমিও খুশি।"

"উঠে পড়ুন, কাজ আছে।" যাত্রী সিটটা খুলে দিলো রিচার্ড।

"আমার নিজের কাজ আছে। তাছাড়া আপনার সাথে কাজ করে তেমন কোনই ফয়দা হয়নি! বেকার, অথবা ব্যবহার করার নিষেধ এমন সব মন্তব্য পেয়েছি। এভাবে চললে আমার এডিটর চাকরি খেয়ে ফেলবে।"

BanglaBook.org

"না, সেটাতো হতে দেওয়া যায়না। তাহলে তো একা হয়ে যাবো," বলল ও। "চলুন আমার সাথে, উইন্ড গ্যাপে ঘোরার জন্য একজন গাইড দরকার। বিনিময়ে- আপনার তিনটে প্রশ্নের উত্তর দেবো, সত্যি সত্যি। তবে অবশ্যই সেসব কাগজে ছাপা চলবেনা, কিন্তু কিছুই লুকবোনা, কথা দিলাম। উফ, আসুন তো। নাকি আপনার আবার ওই পুলিশের কাছাকাছি সূত্র লোকটার সাথে ডেটিং আছে?"

"রিচার্ড।" ধমকের সুরে বললাম।

"না, সত্যি সত্যি যদি কিছু থেকেই থাকে আপনাদের মধ্যে, তাহলে নাক গলাতে যাবোনা কথা দিলাম। আপনারা দু'জন নিশ্চয়ই খুব মানানসই জুটি।"

"চুপ করুনতো।" গাড়ীতে উঠে পড়লাম, আমার উপর ঝুঁকে সিটবেল্টটা বেঁধে দিলো রিচার্ড। ওর ঠোঁটটা আমার ঠোঁটের সামনে থমকে গেল কয়েক সেকেন্ড।

"আপনাকে তো সাবধানে রাখতেই হবে।" আঙুল দিয়ে নাটালির মৃতদেহ আবিষ্কারের জায়গাটায় উড়তে থাকা বেলুনগুলোর দিকে দেখালো ও। সেখানে লেখা 'ভালো থেকো' ।

"এটাই উইন্ড গ্যাপের স্বরূপ।" বলল ও।

রিচার্ড চাইছিল আমি ওকে শহরের সব গোপন জায়গাগুলোতে নিয়ে যাই, এমনকি গলি ঘুপচি যেসব কেবলমাত্র স্থানীয়রা ছাড়া কেউ চেনেনা, সেগুলোও বাদ দিতে চাইছিলনা ও। পতিতালয়, গাজার আখড়া, মদের ঠেক, ইত্যাদি জায়গা যেখানে মানুষ যায় আর গোপনে ঠিক করে তাদের ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ। আসলে প্রতিটি মানুষের জীবনই কোনও এক মুহূর্তে কক্ষচ্যুত হতে পারে, আমারটা হয়েছে ম্যারিয়েন মারা যাবার দিনটাতে, সেদিনিই প্রথম ছুড়ি হাতে তুলে নিয়েছিলাম শরীরে লেখার জন্য।

"মেয়েগুলোকে ঠিক কোথায় নিয়ে খুন করা হয়েছে সেটা এখনো বের করা যায়নি," বলল রিচার্ড, ওর এক হাত স্টিয়ারিঙের উপর, আরেক হাত বর্তমানে আমার সিটের পেছনে হেলান দেওয়া। "কেবল লাশগুলো যেখানে খুঁজে পাওয়া গেছে সেগুলো চিনেছি আমরা, ওতে হবেনা।" বলেই একটু থামল ও। "দুঃখিত 'কোথায় নিয়ে খুন করা হয়েছে' কথাটা হয়তো বিদঘুটে শোনালো!"

"কসাইখানা, থেকে ভালো বাক্য অন্তত।" বললাম আমি।

"বাহ! ভালো বলেছেন তো।"

"হুম, মাঝে মধ্যে ভুলেই যাই ক্যানসাসের লোকরা কতটা ভদ্র হয়।" কটাক্ষের সুরে বললাম।

BanglaBook.org

একটা পাথুরে রাস্তা ধরে রিচার্ডকে যেতে বললাম। কিছুদূর গিয়ে হাঁটু সমান ঘাসের মধ্যে পার্ক করা হল গাড়ি। জায়গাটা অ্যানের লাশ যেখানে পাওয়া গিয়েছিল সেখান থেকে দশ মাইল দক্ষিণে। ভেজা ঘাড়ের কাছে হাত দিয়ে বাতাস করলাম, সেই সাথে জামার লম্বা হাতাটা উঠিয়ে ভাঁজ করলাম কনুইয়ের কাছে। কে জানে রিচার্ড আমার থেকে গতরাতের মদের গন্ধ পাচ্ছে কিনা!

আমরা বনের মধ্যে দিয়ে চললাম, রাস্তা নিচের দিকে গেল, আবার উপরে চললাম। বাতাসহীনতার মধ্যেও তুলোগাছের পাতাদের আন্দোলন লক্ষ্য করা গেল, সেগুলো জ্বলজ্বল করছিলো। মাঝে মধ্যে বন্য পশুদের হেঁটে যাওয়ার শব্দ, আর পাখিদের উড়ে যাবার বিষয়টা টের পেলাম। আমার পেছনেই গাড়ের মতো হাঁটছিল রিচার্ড, মাঝে মধ্যে পাতা উপড়ে সেগুলো ছিঁড়ছিল যেতে যেতে। জায়গাটায় পৌঁছতে ঘেমে নেয়ে উঠলাম, জামা কাপড় ভিজে জবজবে হয়ে গেল, চেহারাতেও জমা হল বিন্দু বিন্দু ঘাম। জায়গাটা একটা স্কুল, একটাই ঘর ওটার ভেতর, বেশ প্রাচীন সেটা। হেলানো দালানটার শিকগুলো ধরে বেয়ে উঠেছে গুল্মলতা।

ভেতরে একটা আধভাঙ্গা বণ্ঢ্যাকবোর্ড দেয়ালের সাথে ঝোলানো। সেখানে অপটু হাতে বেশ কিছু অশ্লীল দৃশ্য আঁকা রয়েছে। মরা পাতা আর পরিত্যাক্ত বোতল, বিয়ার ক্যান, ছেয়ে রেখেছে পুরো মেঝেটা। জিনিশগুলো অনেক পুরোনো। কিছু প্রাচীন টেবিলও আছে ভেতরে, এর একটা আবার কাপড়ে ঢাকা, সেটার মাঝামাঝি মরা গোলাপে ঠাসা একটা ফুলদানি শোভা পাচ্ছে। রোমান্টিক ডিনারের জন্য আদর্শ স্থান ছিল কোনও এক কালে, হয়তো ভালোই হয়েছে সেই ভোজসভা।

"দারুণ চিত্রকর্ম," একটা রঙ্গিন ছবি দেখিয়ে বলল রিচার্ড। ওর নীল চোখে দুষ্টুমি খেলা করলো। দেয়ালে আঁকা বুকের ছবিটা দেখলাম, ভালোই রঙ করেছে।

"এখানে পোলাপানই আসে বেশিরভাগ, তাই," বললাম আমি। "কিন্তু জায়গাটা ঝরনার কাছাকাছি, ভাবলাম আপনার দেখা প্রয়োজন।"

"উম...হুমম।" নীরবে আমার দিকে তাকালো রিচার্ড। "আচ্ছা অবসরে কি করেন, মানে যখন শিকাগোতে থাকেন তখন?" টেবিলে হেলান দিয়ে একটা শুকনো ফুল হাতে তুলে নিলো ও, পাতাগুলো গুঁড়িয়ে যেতে শুরু করলো।

"আমি কি করি জানতে চাইছেন?"

"আপনার বয়ফ্রেন্ড আছে? আছে তো নিশ্চয়ই।" প্রশ্নটা শুধরে নিয়ে স্বগতোক্তি করলো ও।

"নাহ অনেকদিন হল বয়ফ্রেন্ড ছেড়েছি।"

BanglaBook.org

গোলাপটার পাতা টেনে ছেঁড়াতে ব্যস্ত হয়ে গেল রিচার্ড, আমার কথায় গাঁ করলো কিনা সঠিক বুঝলাম না। কেবল দাঁত বের করে হাসি উপহার দিলো ও।

"আপনি কঠিন ধাতুর তৈরি, ক্যামিল। নিজেকে খুব একটা বিলিয়ে দিতে আগ্রহী না, বোঝা যায়। আমাকে খেলাচ্ছেন প্রচুর। ভালো লাগছে, বিষয়টা আমার জন্য নতুন। বেশিরভাগ মেয়ের তো কথাই থামতে চায়না! নো অফেন্স।"

"কঠিন ধাতুর কিছুই নেই এখানে, প্রশ্নটা অপ্রত্যাশিত ছিল," যুক্তিতে নিজের অবস্থান দৃঢ় করার চেষ্টা করলাম। কথার খেলা আমিও খেলতে পারি। "আপনার তো আছে গার্লফ্রেন্ড, নাকি? নিশ্চয়ই আছে, একটার বেশিই আছে। একজন শ্বেতাঙ্গী স্বর্ণকেশী আর অন্যজন কৃষ্ণকেশী শ্যামসুন্দরী, সামাজিক বন্ধনটা তো সমুন্নত রাখতে হবে, তাইনা?"

"হিসাবে ভুল হয়েছে, গার্লফ্রেন্ড নেই আমার। আর শেষ বান্ধবী ছিল লালচুলো। ওর সাথে কোনও কিছুতেই মিল হতোনা, তাই ছেড়ে দিয়েছি। মেয়েটা অবশ্য ভালোই ছিল, আফসোস।"

সাধারণত, রিচার্ডের মতো পুরুষদের আমার ঘোর অপছন্দ। এরা জন্মেছে আভিজাত্য গায়ে মুড়ে, দেখতেও ভালো, বুদ্ধি আছে যথেষ্টই আর টাকা তো হাতের ময়লা। এসব মানুষের কোনও ধার নেই, সাধারণত খুব ভীতু হয় এরা। যে কোনও বাজে পরিস্থিতিতে পালিয়ে যাওয়াই এদের ধর্ম। কিন্তু রিচার্ড কিছুটা ভিন্ন, হয়তো ওর দুষ্ট হাসিই ভিন্ন করেছে ওকে, অথবা ওর পেশা, যেখানে সমাজের জঘন্য অন্যায়গুলোকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয় ওকে।

"ছোটবেলায় এখানে হানা দিয়েছেন কখনও?" ওর কণ্ঠে লাজুক ভাবটা স্পষ্ট হল। চোখ সরিয়ে নিলো ও, পড়ন্ত বেলার সূর্যের আলোয় ওর চুলগুলো সোনার মতো জ্বলে উঠলো।

"অবশ্যই, জায়গাটা অনৈতিক কাজের জন্য আদর্শ।"

আমার দিকে হেঁটে এলো ও, পাত্রের শেষ গোলাপটা ধরিয়ে দিলো আমার হাতে, ওর আঙুল ছুঁইয়ে দিলো আমার ভেজা গালে।

"সেটা বুঝতেই পারছি," বলল রিচার্ড। "এই প্রথমবারের মতো মনে হচ্ছে উইন্ড গ্যাপে জন্মালে মন্দ হতোনা।"

"আমাদের সম্পর্কটা মন্দ হতোনা," বিশ্বাসের সাথে বললাম। সহসাই মনটা খারাপ হয়ে এল, বাড়ন্ত বয়সের ধারায় কখনও ওর মতো ছেলের সাথে দেখা হয়নি আমার। স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ ক্ষমতা আছে ওর।

BanglaBook.org

"তুমি জানো, কতটা সুন্দর তুমি?" কাঁপা গলায় বলল রিচার্ড। "আমি তোমাকে বলতে চাই সে কথা, কিন্তু ভয় হয় যদি তুমি ঝেড়ে ফেলো। তাই ..."

মুখের উপর ঝুঁকে ঠোঁট ছুঁয়ে দিলো ঠোঁটে, প্রথমে ধীরে তারপরে আমার হাতদুটো জড়িয়ে ধরল ওর হাতে। আমি বাঁধা দিলাম না। গত তিন বছরের মধ্যে এই প্রথম কেউ চুমু খেল আমায়। আমার হাত ওর বয়ে চলল ওর ঘাড়ের উপর, গোলাপের শুকনো পাতা ছেড়ে দিলাম ওর শার্টের পেছন দিয়ে, সেগুলো ওর পিঠ ধরে নিচে এগিয়ে চলল।

"তুমি আমার দেখা সবচেয়ে সুন্দরী," একটা আঙুল আমার চোয়ালে টেনে নিয়ে বলল ও। "তোমাকে যেদিন প্রথম দেখেছি, আর কিছুই ভাবতে পারিনি সারাদিন, ভিক্যারি জোর করে বাসায় পাঠিয়ে দিয়েছিলো আমায়।" হেসে বলল রিচার্ড।

"তুমিও সুন্দর," বললাম আমি। ওর হাতদুটো চেপে ধরে রাখলাম হাতের মুঠোয়, যেন সেগুলো আমার পাতলা শার্টের উপর দিয়ে ভেতরে চলে যেতে না পারে। ওকে ক্ষতগুলোর আভাস পেতে দেওয়া চলবেনা।

"তুমিও সুন্দর!" হেসে উঠলো রিচার্ড। "উফ, ক্যামিল, প্রেমের ব্যাপারে তুমি একদম কাঁচা।"

"না মানে প্রস্তুতি নেই তো তাই। আর তাছাড়া তোমার আর আমার মধ্যে এই ব্যাপারটা আসলেই খুব বুদ্ধিমানী হবেনা।"

"একদম জঘন্য একটা ব্যাপার।" কানের লতিতে চুমু খেল ও।

"হুম, এই জায়গাটা ঘুরে দেখবেনা?"

"ম্যাডাম প্রিকার, এই শহরের আসার পরের সপ্তাহেই এটা ঘোরা হয়ে গেছে আমার। আমি শুধু তোমার সঙ্গে একটু সময় কাটাতে চাইছিলাম।"

বাকি যে দুটো জায়গা চেনাতে নিয়ে গেলাম, সেগুলোও আগে দেখে ফেলেছে রিচার্ড। জঙ্গলের দক্ষিণে একটা পরিত্যাক্ত শিকারের ঘাঁটিতে হলদে চুলবাঁধার ফিতে পাওয়া গিয়েছে, যেটা নিহত মেয়েদুটোর পরিবারের কেউ সনাক্ত করতে পারেনি। এছাড়াও উইন্ড গ্যাপের পূর্বদিকে, যেখানে ঘাসের বুকে বসে নিচে বয়ে চলা মিসিসিপি নদীটাকে দেখা যায় সেখানে এক বাচ্চার জুতোর ছাপ পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু সেটাও নিহতদের সাথে মেলেনি। ঘাসের উপর কয়েক ফোঁটা শুকনো রক্তের দেখাও পাওয়া গিয়েছে, তবে ওটাতেও রয়েছে অমিল। সুতরাং আরও একবার রিচার্ডের জন্য বেকার প্রমানিত হলাম আমি। কিন্তু ওর তাতে কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। আমরা ছয় বোতল বিয়ার নিয়ে সূর্যোদয় দেখতে বসে পড়লাম ঘাসের বুকে, নিচে দিয়ে ক্লান্ত সাপের মতো আঁকাবাঁকা বয়ে চলল আবাছা আলোয় ধূসর হয়ে আসা মিসিসিপি নদী।

BanglaBook.org

জায়গাটা ম্যারিয়েনের খুব প্রিয় ছিল, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারলেই এখানে আসতে চাইতো ও। আমি কাঁধে এখনো ওর ভার অনুভব করতে পারি, কানে শুনি ওর খিলখিলে হাসি, ওর সরু হাত দুটো যেন জড়ানো আছে আমার কাঁধের উপর।

"একটা বাচ্চামেয়েকে দম বন্ধ করে মারতে হলে তুমি কোথায় নিজে যেতে?" প্রশ্ন করলো রিচার্ড।

"গাড়ীতে, অথবা আমার বাসায়," শিউড়ে উঠলাম বলতে বলতে।

"আর যদি দাঁত উঠিয়ে নিতে চাও?"

"যেখানে ঘষে পরিষ্কার করা সুবিধা হবে, যেমন বেইসমেণ্ট কিংবা বাথটবে। আচ্ছা মেয়েগুলোকে দাঁত উঠানোর আগেই মারা হয়েছিলো, তাইনা?"

"এটা কি তোমার পেশাদারী প্রশ্নের একটা?"

"হু।"

"ওরা আগেই মরেছিল।"

"অনেকক্ষণ আগেই, তাইনা? যাতে ওদের দাঁত উপড়ে নেবার সময় রক্তপাত না হয়।"

একটা নৌকা নদী ধরে ভেসে যেতে যেতে স্রোতের টানে ঘুরতে শুরু করলো, ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটা দাঁর দিয়ে পানি কেটে আবার সোজা পথে নিয়ে এলো ওটাকে।

"নাটালির ক্ষেত্রে রক্ত বেড়িয়েছিল, কারণ ওকে মারার প্রায় সাথে সাথেই উপড়ে নেওয়া হয় দাঁতগুলো।"

নাটালির চেহারা দেখলাম কল্পনায়, বাদামী চোখগুলো খোলা, শীতল সে দৃষ্টি, বাথটবে শুইয়ে একটার পর একটা দাঁত তুলে নিচ্ছে একজন। রক্ত গড়িয়ে পরছে ওর গাল বেয়ে। প্লায়ার্স ধরা মেয়েলী একটা হাতে।

"তোমরা কি জেমস ক্যাপাসিকে আসলেই পাত্তা দিচ্ছোনা?"

"সত্যিই জানিনা ক্যামিল। আমি তোমাকে ধোঁকা দিচ্ছিনা। ছেলেটা ভয় পেয়েছে প্রচন্ড, ওর মা বার বার আমাদের ফোন দেয় ওর সুরক্ষা বাড়াতে অনুরোধ জানিয়ে। ছেলেটাও নিশ্চিত যে মহিলা একদিন এসে ওকে তুলে নিয়ে যাবে। আমি ওকে ধমক দিয়েছি, মিথ্যেবাদী বলে যাচাই করার চেষ্টা করেছি ওর গল্পটা পাল্টায় কিনা। কিন্তু ওর সেই এক কথা।" রিচার্ড আমার দিকে ফিরল। "আমার ধারণা ও নিজে ঘটনাটা বিশ্বাস করে মনেপ্রানে। কিন্তু ওটা কিভাবে সত্যি বলে মেনে নিই বল? বর্ণনার সাথে মেলে এমন কাউকেই খুঁজে পাইনি। ব্যাপারটা পুরোই ভুল মনে

BanglaBook.org

হচ্ছে, বলতে পারো আমার গোয়েন্দা সত্তা ভুল বলছে এটাকে। তুমিও তো আলাপ করেছো ওর সাথে, কি মনে হয়?"

"আমিও তোমার সাথে একমত। মনে হয় ও মায়ের অসুখে ভয় পেয়েছে, আর সেই ভয়টাই কোনওভাবে তৈরি করেছে এই কল্পনার। বাদ দাও। আচ্ছা জন কীণ কি করতে পারে কাজটা?"

"অসম্ভব না- ওর বয়স, পারিবারিক অবস্থা, সবকিছু ওকে সন্দেহের তালিকাতেই রাখে।"

"কিন্তু ওর বোনও তো খুন হয়েছে।"

"ঠিক, কিন্তু নিজে একজন ছেলে হিসাবে বলতে পারি ছেলেরা কখনো কারও সামনে কাঁদবে না, মরে গেলেও না। আর ওই ছেলেটা পুরো শহরময় ঘুরে চোখের পানি ফেলছে।" বিয়ারের বোতল মুখে লাগিয়ে শিষের মতো বাজালো রিচার্ড, সেই সুরে মূর্ছিত হল আহবান ধ্বনি।

রিচার্ড যখন আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিলো ততক্ষণে চাঁদ বেরিয়ে এসেছে আকাশে। জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়েছে পতঙ্গের ডাক। ওদের ডাকের দপদপানি যেন ছড়িয়ে পড়েছে আমার গহীনে, যেখানে আমি ছুঁতে দিছিলাম ওকে। চ্যাঁটচ্যাটে মিলনের গন্ধ ভেসে এল শরীর থেকে যখন আমি ঘরে ঢোকার জন্য দরজা খুললাম। দেখি মা বসে আছে সিঁড়ির নিচে, আমারেট্টো'র বোতল হাতে।

মায়ের পরনে গোলাপি নাইট গাউন, ভেতরে ফুরফুরে মেয়েলী একটা জামা, আর সাটিনের ফিতে কোমরের কাছে পেঁচানো। হাতে এখনো শ্বেতশুভ্র ব্যান্ডেজ বাঁধা, এত পানীয়ের মাঝেও ওটাকে একদম অক্ষত রেখেছে সে। আমাকে দেখেই এমনভাবে নড়ে উঠলো যেন একটা ভূত সিদ্ধান্ত নিতে পারছেনা যে থাকবে নাকি উবে যাবে। মা অবশ্য ওখানেই রইলো।

"বসো।" পেঁচানো হাতটা তুলে নির্দেশ দিলো সে। "নাই, এক কাজ করো, গ্লাস নিয়ে এসো একটা রান্নাঘর থেকে। আজকে মা-মেয়ে একসাথে পান করবে। তুমি খাবে তোমার মায়ের সাথে।"

কথাটা কেমন যেন লাগলো শুনতে, বিরক্তির সাথে একটা গণ্ডাস নিয়ে এলাম। আর সেই সাথে চিন্তা এসে জুটল, 'মায়ের সাথে একা! ছোটবেলায় কই ছিল এই দরদ? পারলে আগে সেই সময়ে ফিরে যাও।'

গ্লাসটা কানায় কানায় পূর্ণ করে দিলো মা, এটাও হয়তো আমাকে পান করানোর একটা কৌশল, যাতে উপচে পরার আগে কিছুটা চুমুক দিতে বাধ্য হই। এরপর সূক্ষ্ম হাসির সাথে আমাকে পর্যবেক্ষণ করে চলল, পেছনের স্তম্ভে হেলান দিয়ে বসে। পা দুটো ভাঁজ করে নিলো ক্রমশ।

BanglaBook.org

"আমার মনে হয় তুমি আমাকে কেন পছন্দ করনা সেটা বুঝেছি শেষ পর্যন্ত।" বলল অ্যাডোরা।

আমি জানি মা এটা কোনদিনই বুঝবেনা, কিন্তু কখনো এটুকুও বলতে শুনিনি। নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম এখন বড়সড় কোনও আবিষ্কারের মুহূর্ত হাজির হয়েছে, ঠিক যেমনটা নতুন কিছু উদ্ভাবনের আগ মুহূর্তে বিজ্ঞানীদের সামনে হাজির হয়। আটকে আসা গলায় জোর করে শ্বাস নেবার চেষ্টা করলাম।

"তোমাকে দেখলে আমার মায়ের কথা মনে পরে। জয়া। মা ছিল শীতল স্বভাবের, দূরত্ব রেখে চলত আমার সাথে। মায়ের ভালোবাসাও কখনো পাইনি আমি। তাই ঠিক করেছি, যদি আমার মেয়েরা আমাকে ভালো না বাসে, তাহলে আমিও ওদের ভালোবাসব না।"

ক্ষোভের ঝড় চলে গেল আমার উপর দিয়ে। "আমি কখনো বলিনি তোমাকে ভালবাসিনা, এসব বাজে কথা। জঘন্য অভিযোগ। বরং তুমিই কখনও আমাকে পছন্দ করোনি, যখন আমি ছোট ছিলাম তখনও না। তোমার থেকে কেবল উপেক্ষা ছাড়া আর কিছুই পাইনি, তাই পুরো দোষ আমার ঘাড়ে ফেলার চেষ্টা করবেনা, বলে দিলাম।" সিঁড়ির খাঁজে হাতের তালু ঘসতে শুরু করলাম অজান্তেই। মা আমার হাতের দিকে তাকাতেই, থেমে গেলাম।

"স্বেচ্ছাচারী ছিলে তুমি, কখনো মিষ্টি আচরণ করোনি। একবার, তখন ক্লাস সিক্স কি সেভেনে পড়তে, আমি তোমার চুলে কার্ল করে দিতে চাইলাম স্কুলে ছবি তুলবে সেজন্য, আর তুমি গিয়ে আমার কাপড় কাটার কাঁচি দিয়ে নিজের চুলই ছেঁটে ফেললে।"

এই কাজটা করেছি বলে মনে পরেনা, যতদূর মনে পরে অ্যান মেয়েটার সাথে এরকম কিছু একটা হয়েছিল।

"মনে হয়না এমন কিছু করেছি।"

"তুমি একরোখা, ঠিক ওই মেয়েগুলোর মতো। ওদের সাথেও মিশতে চেষ্টা করেছি আমি, ওই মরা মেয়েগুলোর সাথে।"

"মিশতে চেষ্টা করেছো মানে?"

"ওদের দেখলে তোমার কথা মনে পড়তো। শহরের বুকে জংলী বিচরণ ছিল ওদের, ছোট্ট বুনো প্রাণীর মতো। ভেবেছিলাম ওদের কাছে যেতে পারবো, ওদের কাছে গেলে হয়তো তোমাকেও বুঝতে পারবো কিছুটা। যদি ওদের পছন্দ করতে পারি, তাহলে তোমাকেও পছন্দ করতে পারবো। শেষ পর্যন্ত পারিনি।"

BanglaBook.org

"পারার কথাও না।" বললাম আমি। ঘরের ভেতর থেকে গ্র্যান্ডফাদার ক্লকের এগারোটা ঘণ্টার ধ্বনি ভেসে এল। এই শব্দ মা এর আগে কতবার শুনেছে কে জানে!

"যখন তুমি পেটে এলে, আমি তখন সদ্য কিশোরী- তোমার এখন যে বয়স, তার থেকে অনেক অনেক ছোট- ভেবেছিলাম তুমি আমাকে রক্ষা করবে, ভালোবাসা দিয়ে। আর মাও তখন আমাকে তার ভালোবাসা দেবে। সেই আশার পুরোটাই যেন কৌতুক হয়ে গেছে আমার জীবনে।" উপরে চড়ে গেল মায়ের কণ্ঠ, যেন প্রবল ঝড়ে ভেসে থাকা এক খন্ড লাল রুমাল।

"আমি তখন সদ্যোজাত।" প্রতিবাদ করলাম।

"প্রথম থেকেই বেয়াড়া তুমি, ঠিকভাবে খেতেও না। যেন আমাকে শাস্তি দিয়েছ তোমায় পৃথিবীর আলো দেখিয়েছি বলে। নিজের কাছেই আমায় বোকা বানিয়েছ, বাচ্চাদের মতো করে তুলেছ আমার স্বত্বাকে।"

"তখন বাচ্চাই ছিলে তুমি।"

"এখন তুমি ফিরে এসেছ, আর আমি কেবল ভাবি, কেন তোমার বদলে ম্যারিয়েন ফিরে এলনা আমার কাছে। কেন?"

হতাশার আঁধারে জ্বলে উঠলো রাগের আগুন, আমার আঙুলগুলো খুঁজে পেল সিঁড়ির কাঠের ফাঁকে উঁচু হয়ে থাকা একটা লোহা। নখের মধ্যে ওটাকে ঢুকিয়ে দিলাম আমি। এই মহিলার জন্য চোখের পানি কিছুতেই ফেলবনা, দরকার হলে ব্যাথায় কাঁদবো।

"এখানে এসে আমিও খুব একটা খুশি না, মা। আশাকরি এটা জেনে ভালো লাগবে তোমার।"

"এতো ঘৃণা কেন তোমার ভেতর?"

"তোমার থেকেই তো শিখেছি।"

ঝাঁপিয়ে পরে আমার হাতদুটো চেপে ধরল মা, তারপরে আমার পেছনে চলে এলো। সেখানে আমার পিঠের একটা জায়গা, যেখানে এখন কোনও ক্ষত নেই, সেখানে নখ চেপে বলল, "কেবল এই জায়গাটাই এখনো অক্ষত।" কুয়োর থেকে বেরিয়ে আসা ঠান্ডা বাতাসের মতো নিঃশ্বাস পড়লো আমার ঘাড়ে।

"হুম।"

"আমার নামটা একদিন এখানে লিখে দেবো।" একটা ঝাঁকি দিয়ে আমাকে ছেড়ে দিলো মা, তারপর আধখালি পানীয়'র বোতলটার সাথে আমাকে ওখানে রেখেই সিঁড়ি ধরে ভেতরে চলে গেল।

BanglaBook.org

বাকি পানীয়টা দুঃস্বপ্নের সাথে গুলে খেলাম। স্বপ্নে দেখলাম মা আমার পেটটা চিড়ে দুভাগ করেছে, সেখান দিয়েই বের করে এনেছে ভেতরের সমস্ত অঙ্গ। আর সেগুলো বিছানার উপর সাড়ি বেঁধে জমা করে তার প্রত্যেকটাতে সেলাই করে দিচ্ছে নিজের নামের অদ্যাক্ষর। তারপর কাজ শেষ হতেই সেগুলো ছুঁড়ে মারছে আমার ভেতরে। সাথে আরও কিছু হারানো জিনিশ, যেমন, গামবল মেশিন থেকে দশ বছর বয়সে পাওয়া একটা রাবারের বল; একজোড়া বেগুনি উলের মোজা, যেটা বারো বছর বয়সে আমার সঙ্গী ছিল; সোনার জল করা একটা সস্তার আংটি, যেটা পেয়েছিলাম স্কুলের দিনগুলোতে এক ছেলের থেকে। প্রতিটি জিনিশই স্বস্তি এনে দিচ্ছিল ভেতরে, যেন হারিয়ে ওদের খুঁজে পেয়েছি আবার।

যখন উঠলাম, ততক্ষনে দুপুর হয়েছে। আমার অবস্থা তখন এলোমেলো আর ভীত। ভয়টা কমানোর জন্য ফ্লাক্স থেকে এক ঢোঁক ভদকা চালান করলাম পেটে, তারপর বাথরুমে দৌড়ে গিয়ে উগড়ে দিলাম পুরোটাই, মিষ্টি বাদামী লালাসহ আমারেট্টোও বেরিয়ে এল পেট থেকে।

জামা কাপড় ছেড়ে বাথটবে নেমে পড়লাম, পিঠ এলিয়ে দিলাম পোর্সিলিনের শীতল ছোঁয়ায়। শুয়েই ছেড়ে দিলাম পানি, তারপর ডুবে রইলাম যতক্ষণ নাক পর্যন্ত পৌঁছায় পানি। অনেকটা ডুবে যাওয়া জাহাজের উঁচু মাস্তুলের মতো হল আমার নাকের দশা। কখনও এমন পানির তলায় নিজেকে ডুবিয়েছি বলে মনে পড়েনা, এভাবে চোখ খুলল কেমন হয়? আর দুই ইঞ্চি নিচে নেমে গেলেই সমস্ত যন্ত্রণার অবসান হবে।

পানি খোঁচা দিলো চোখের ভেতরে, আমার নাক ঢেকে ফেলল ক্রমশ, পুরো গ্রাস করে নিলো আমায়। পানির বাইরের থেকে নিজেকে দেখতে চেষ্টা করলাম কল্পনায়- নির্যাতনে জর্জরিত একটা শরীর, আর একটা মুখ জ্বলছে পানির আস্তরণের নিচে। আমার শরীর আর্তনাদ করে চলল। 'অন্তর্বাস, নোংরা, দোষী, বিধবা!' চিৎকার করে চলল বারবার। আমার ফুসফুস আর গলা হাঁসফাঁস করে উঠলো একটু বাতাসের জন্য। 'আঙুল, বেশ্যা, মিথ্যুক!' আরও চিৎকার করলো আমার শরীর। এরপর কিছুক্ষণ নীরবতা এল, ইশ মৃত্যু কতো সহজ আর শুভ্র। 'পুষ্প, কুড়ি,পুষ্পক', বলল শেষে।

ঝাঁকি দিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে, বাতাস ভরলাম ফুসফুসে। উর্ধ্বশ্বাসে মাথাটা বেঁকিয়ে ছাদের দিকে তাকালাম, নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম, প্রবোধ দিতে চাইলাম। গাল চাপড়ে বাচ্চাদের মতো কথা বললাম নিজের সাথেই- কিচ্ছু হবেনা, কিচ্ছু না। কিন্তু আমার শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হলনা।

BanglaBook.org

হঠাৎ আতঙ্ক গ্রাস করল আমায়, দ্রুত পেছনে হাত নিয়ে মায়ের নখ দিয়ে চেপে ধরা জায়গটা স্পর্শ করলাম। নাহ এখনো মসৃণ আছে ওখানটা।

কালো মেঘ ভিড় করেছে শহরের উপর, সূর্য আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে হলদে করে তুলেছে চারিধার। মায়ের সাথে ওই ঘটনার পরে এখনো দুর্বল লাগছিল নিজেকে, এই আলোটা আমার দুর্বলতার সাথে ভালো যায়। ওদিকে ম্যারিডিথ হুইলারের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া আছে ইন্টারভিউর জন্য, যদিও সেটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা এখনই বোঝা যাচ্ছেনা। তবে কিছু উক্তি পেলে মন্দ হতনা, সেটাই এখন বিশেষ দরকার। শেষ খবরটা ছাপা হবার পরে অবশ্য কীণদের থেকে এখনো কোনও চাপ আসেনি। আর সত্যি বলতে জন যেহেতু এখন হুইলারদের সাথেই থাকে তাই ম্যারিডিথকে টপকে ওর কাছে যাওয়া অসম্ভব। ব্যাপারটা নির্ঘাত উপভোগ করে মেয়েটা।

রাস্তা ধরে প্রধান সড়কের কাছাকাছি হেঁটে গেলাম আমি। ওখানেই গতরাতে গাড়িটা ফেলে এসেছি। দুর্বলভাবে ড্রাইভিং সিটে বসে গাড়ি ছোটালাম গন্তব্যে। আধঘণ্টা আগেই পৌঁছে গেলাম ম্যারিডিথের ওখানে। আমার যাওয়া উপলক্ষে নিশ্চয়ই ভালো প্রস্তুতি নিচ্ছে মেয়েটা, হয়তো উঠানেই আমাকে আটকে রাখবে ও, আপাতত। আর সেটাই জনকে একা পাবার একমাত্র সুযোগ। কিন্তু মেয়েটা উঠানের ধারে পারেও ছিলোনা। আমার কানে গানের সুর ভেসে এল বাড়ির পেছন থেকে, আমি সেটা অনুসরণ করে ওখানে পৌঁছলাম। গিয়ে দেখি চার কিশোরী বিকিনি পরে বসে আছে পুলের ধারে, আর অদূরেই ছায়ায় বসে জন সেদিকেই দেখছে। অ্যামাকে বেশ আকর্ষণীয় লাগছিল, গতকালের অসুস্থতার ছিটেফোঁটাও অস্তিত্ব নেই ওর ভেতর। রঙ্গিন খাবারের মতোই সাজানো মেয়েটা।

ওর মসৃণ ত্বক জ্বালা ধরালো আমার দেহে। সরাসরি ওদের সামনে যেতে সঙ্কোচ হল, তাই বাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে নজর রাখলাম। যে কেউ আমাকে দেখে ফেলতে পারে এর মধ্যেই, সেসব নিয়ে ভাবলাম না। অ্যামা'র তিন বন্ধু গাঁজা আর তাপের প্রকোপে মুখ গুঁজে রেখেছে তোয়ালের নিচে। কেবল অ্যামা বসে আছে, জনের দিকে তাকিয়ে তেল ঘসছে কাঁধে, বুকে, বিকিনির মধ্যে দিয়ে হাত পুরে। আর জনকে দেখছে। জনের কোনও ভাবলেশ নেই, ওর ভঙ্গিটা কোনও বাচ্চার টানা ছয় ঘণ্টা টিভি দেখার পরের অবস্থার মতো। যত উত্তেজক ভাবে অ্যামা তেল ঘসছে তত কম আগ্রহ দেখা যাচ্ছে ওর ভেতর। অ্যামার বিকিনির একটা ধার সরে ভেতরের কিছুটা দৃশ্যমান হল সহসা। মাত্র তের বছর মেয়েটার, তবুও তারিফ করতে হল ওর। আমি দুঃখ পেলে নিজেকে আঘাত দিই, কিন্তু অ্যামা আঘাত করে

BanglaBook.org

অন্যকে। আমি কারও মনোযোগ টানতে চাই, নিজেকে সঁপে দেই তার হাতে, আর অ্যামার আবেদন আগ্রাসী। লম্বা ছিপছিপে পা, সরু কোমর, রিনরিনে কণ্ঠ এই সবগুলোকে বন্দুকের মতো তাক করে ও। আর আহবান জানায়- এসো, সন্তুষ্ট করো আমায়।

"জন, কি মনে হচ্ছে আমাকে দেখে?" ছেলেটাকে ডাক দিলো অ্যামা।

"একটা বাচ্চা বাড়াবাড়ি করছে," গলা উঁচিয়ে জবাব দেয় জন। ও পুলের একদম ধারে বসে আছে, শর্টস আর টি-শার্ট পরে, পা দুটো ভেজানো পানিতে। ওর পায়ে কিছুটা মেয়েলি ধাঁচের পশমের আস্তরণ লক্ষ্য করলাম।

"তাই নাকি? তাহলে ওভাবে তাকিয়ে আছো কেন?" বলল অ্যামা। তারপরে একটা পা দিয়ে নীল চেকপ্রিন্ট পর্দা লাগানো গাড়ীর ঘরটাকে দেখিয়ে বলল, "ম্যারিডিথ হিংসা করবে কিন্তু।"

"তবুও তোমাকে চোখে চোখে রাখবো অ্যামা। মনে রেখো, আমার নজর তোমার উপর আছে।"

আমার ধারণা- জনের ঘরে হানা দিয়েছিলো আমার সৎ বোন, ওর জিনিশে ঘাঁটাঘাঁটিও করেছে। অথবা বিছানায় অপেক্ষা করেছে ওর জন্য।

"এখনতো তাই-ই করছ," খিলখিলিয়ে উঠলো মেয়েটা, পা দুটো ছড়িয়ে দিলো অতিরিক্ত। ওকে দেখতে এখন ভয়ংকর লাগছে, আঁধারি আলোর ছায়া পড়েছে ওর নাকে মুখে।

"তোমার পালা আসতে খুব দেরি নেই, অ্যামা," বলল জন। "শীঘ্রই আসবে।"

"আচ্ছা, জেনে রাখলাম, বুড়ো খোকা," চেঁচিয়ে বলল অ্যামা। কাইল মুখ ঘুড়িয়ে একটা হাসি দিয়ে আবার শুয়ে পড়লো।

"অপেক্ষায় আছি।"

"তোমার এটার দরকার পড়বে," একটা ফ্লাইং কিস ওর দিকে ছুঁড়ে দিলো মেয়েটা।

টক আমারেট্টোর প্রভাব ফের অসুস্থ করে তুলছিল, এই অন্যায় প্রহসন জঘন্য লাগলো। অ্যামার সাথে জনের ফ্লার্ট করার ব্যাপারটা মেনে নেওয়া অসম্ভব, মেয়েটা যতই বাড়াবাড়ি করুকনা কেন, মাত্র তের বছর বয়স ওর।

"হ্যালো?" ডাক দিলাম আমি। অ্যামা সতর্ক হয়ে আমার দিকে হাত নাড়ল। ওর বন্ধুদের দু'জন একবার আমার দিকে তাকিয়ে আবার ফিরে গেল আগের অবস্থায়। জন এক আঁজলা পানি মুখে ঝাঁপটা দিয়ে এদিকে ফিরল। সম্ভবত পুরো কথোপকথনটা মনে আওড়ে ঠিক কতটা আমি শুনেছি তা আবিষ্কারের চেষ্টা করছে।

BanglaBook.org

আমি ওদের দুজনের থেকেই সমান দূরত্বে এসে, তারপর ধীরে ধীরে জনের দিকে এগিয়ে গেলাম। ওর থেকে ছয় ফিট দূরত্ব রেখে বসে পড়লাম।

"আমার লেখাটা পড়েছ?" প্রশ্ন করতেই সম্মতিতে মাথা নাড়ল ছেলেটা।

"ধন্যবাদ। ভালো হয়েছে লেখা। বিশেষ করে নাটালির অংশটুকু।"

"আজ এসেছি ম্যারিডিথের সাথে উইন্ড গ্যাপের ব্যাপারে কথা বলতে; হয়তো নাটালির প্রসঙ্গও আসতে পারে," বলে চললাম। "তোমার কোনও আপত্তি নেই তো?"

কাঁধ ঝাঁকাল ছেলেটা। "সানন্দে। কিন্তু ও তো বাড়ি নেই। চায়ে চিনি কম পড়েছে, তাই মেকাপ না করেই বাইরে দৌড় দিয়েছে আতঙ্কে।"

"কলঙ্কজনক ব্যাপার!"

"ম্যারিডিথের জন্য তো বটেই।"

"এদিকে সব ঠিক আছে তো?"

"ঠিকই আছে," বলল ও। ডান হাতটা নেড়ে চলল, খারাপ লাগলো ছেলেটার অবস্থা দেখে। "কোথায় গেলে শান্তি পাবো কে জানে। তাই সব ঠিক আছে না নেই সেটাও বলা কঠিন। হয়তো বোঝাতে পারলামনা ঠিক!"

"যেমন- এখানে এতো অস্বস্তি যে মরে যেতে পারলে ভালো, কিন্তু আর কোথাও যাবারও নেই। অনেকটা এরকম, তাইনা?" বাৎলে দিলাম আমি। ঘাড় ঘুড়িয়ে আমার দিকে তাকালো ছেলেটা, ওর নীল চোখ যেন পুলের গোলাকার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরল।

"হুম, সেটাই।"

'মানিয়ে নাও,' মনে মনে বললাম। "কোনও পরামর্শক কিংবা ডাক্তারের কাছে যাবার কথা ভেবেছ?" বললাম আমি। "হয়তো এসময় মানসিকভাবে কিছুটা উপকার হবে।"

"হ্যাঁ, জন, ওখানেই যাও। তোমার ভয়ংকর কিছু বাসনা পূর্ণ করতে পারবে হয়তো। জানতো? আমরা আর দাঁত ছাড়া মরা মেয়ে চাইনা শহরে।" দশ ফিট দূরে পুলের ভাসতে ভাসতে বলল অ্যামা।

জন ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়ল। হয়তো কয়েক সেকেন্ডের জন্য পুলে ঝাঁপিয়ে ওকে পিষে ফেলার কথাও ভাবল, কিন্তু তারপরে ভাবনটা বাতিল করে ওকে একটা আঙুল দেখাল। আর ওখান থেকে হেঁটে চিলেকোঠার দিকে চলে গেল।

"কাজটা ভালো হলনা," অ্যামাকে বললাম।

BanglaBook.org

"কিন্তু মজা পেয়েছি," গোলাপি বাতাস ভরা ম্যাট্রেসে ভাসতে ভাসতে বলল কাইল।

"জঘন্য ছেলে," যোগ করলো ক্যালসে।

জোডেস হাঁটু ভাঁজ করে কুঁকড়ে রইলো তোয়ালের নিচে, ওর চোখ স্থির হল গাড়ী-ঘরটার উপর।

"এর আগের রাতে তো খুব ভালো ব্যবহার করছিলে অ্যামা, রাতারতি এমন বদলে গেলে কেন?" মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করলাম আমি। "কেন অ্যামা?"

ওকে অপ্রস্তুত মনে হল এক মুহূর্তের জন্য। তারপরে সামলে নিয়ে বলল, "জানিনা, জানলে নিজেকে সামলে নিতাম হয়তো।" ও সাঁতরে চলে গেল বন্ধুদের কাছে। ম্যারিডিথ এর মধ্যেই হাজির হয়ে ডাক দিলো আমায়।

হুইলাদের বাড়িতে একটা পরিচিত ছাপ লক্ষ্য করলাম- অতিরিক্ত তুলো ভরা সোফা, কফি টেবিলের উপর রাখা ছোট্ট জাহাজের নমুনা, হালকা সবুজ রঙের ভেলেভেট মোড়া আসন, আইফেল টাওয়ারের সাদা কালো ছবি। ম্যারিডিথ হালকা হলদে প্লেটে বেরি টার্ট সাজিয়ে দিল টেবিলের উপর।

মেয়েটা কাঁচা পীচ রঙা লাইলেনের পোশাক পড়ে আছে, পোশাকটা গ্রীষ্মকালীন। ওর চুলগুলো কানের পেছন দিয়ে নিয়ে ঘাড়ের উপর দুর্বল পনিটেইল করে বাঁধা, নির্ঘাত মিনিট বিশেক লেগেছে এটা ঠিকমত করতে। ওকে দেখতে এখন আমার মায়ের মতো লাগছে অনেকটা। ওর পক্ষে অ্যাডোরার মেয়ে হওয়া অনেক সহজ। ঈর্ষা পাক দিয়ে উঠলো পেটের ভেতর, আমি থামানর চেষ্টা করলাম। মেয়েটা গ্লাসে মিষ্টি চা ঢালতে ঢালতে হাসি উপহার দিলো।

"আমার বোন তোমাকে কি বলেছে জানিনা, তবে খারাপ কিছু বলে থাকলে, ওর হয়ে ক্ষমা চাইছি," বলল মেয়েটা। "যদিও, অ্যামাই পালের গোদা।" ও টার্টের দিকে তাকালো, কিন্তু মুখে তুললনা। দারুণ লাগছে ওকে।

"অ্যামাকে হয়তো আমার থেকে ভালো চেনো তুমি," বললাম আমি। "ও আর জন, বোধহয়..."

"ওর চাহিদা একটু বেশি," বলল ম্যারিডিথ। পায়ের উপর থেকে পা নামিয়ে পোশাকটা ঠিক করলো এরপর। "ও ভাবে সবসময় মানুষের নজরে না থাকলে ও হয়তো হারিয়ে যাবে। বিশেষ করে ছেলেদের চোখে।"

"জনকে এত ঘৃণা করে কেন মেয়েটা? এমনভাবে কথা বলল যেন জন-ই খুন করেছে নিজের বোনকে।" আমি টেপ রেকর্ডারটা চালু করে দিলাম, ও গুরুত্ব পূর্ণ কিছু বলবে সেই আশায়। সাথে সাথে নিজের ঈর্ষাটাকেও চাঁপা দেবার জন্য। যদি জন আসলেই এখানকার মানুষের মতে খুনি হয়ে থাকে, তাহলে ওদের মন্তব্য আমার অবশ্য প্রয়োজন।

BanglaBook.org

"অ্যামা অমনই, হীন মানসিকতার। জন ওকে না, আমাকে পছন্দ করে, আর তাই ওর প্রতি আক্রমণাত্মক মেয়েটা। সবসময় চেষ্টা করে ওকে প্রভাবিত করতে। কিন্তু আমার থেকে কখনো জনকে ছিনিয়ে নিতে পারবেনা।"

"অনেকেই বলছে জন জড়িত থাকতে পারে হত্যাগুলোর সাথে। তোমার কি মত এ ব্যাপারে?"

কাঁধ ঝাঁকালো ম্যারিডিথ, ঠোঁট ঝুলিয়ে কয়েক মুহূর্ত টেপ রেকর্ডারটার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবল। তারপরে বলল, "ব্যাপারটা তো পরিষ্কার, ওরা অন্য শহর থেকে এসেছে। আর তাছাড়া ও বুদ্ধিমান, শহরের যে কোনও ছেলের থেকে সাত আট গুণ ভালো দেখতে। সবাই চায় ও-ই খুনি প্রমাণিত হোক, কারণ তাহলে প্রমাণ হবে খুনটা স্থানীয় কেউ করেনি, বরং বাইরের কেউ করেছে। টার্টটা খাও তুমি।"

"তার মানে তোমার বিশ্বাস ও নির্দোষ?" কামড় বসালাম টার্টে, জেলি ঝড়ে পড়লো ঠোঁট থেকে।

"নিঃসন্দেহে। সবটাই গুজব। কেউ খুনের সময় গাড়ি নিয়ে বেড়িয়েছে তার মানে তো এই না যে খুনটা সে-ই করেছে। অনেকেই বেড়িয়েছে সেসময় গাড়ি নিয়ে। তাই জনের ব্যাপারটা কেবল ভুল সময়ে ভুল কাজ ছাড়া আর কিছুই বলা যায়না।"

"আর পরিবার? মৃত মেয়েগুলোর পরিবারের ব্যাপারে কিছু বলতে পারবে?"

"বাবা মায়ের আদরের সন্তান ওরা, ভদ্র, মিষ্টি ছোট্ট মেয়েগুলো। হয়তো ঈশ্বর শহরের সেরা মেয়েগুলোকে বেছে নিয়েছে উপরে তোলার জন্য। স্বর্গে নিজের কাছে রাখার জন্য।" ওর সবগুলো কথাই সাজানো মনে হল। হাসিটাও যেন মাপা, সাহসী, আশাবাদী।

"ম্যারিডিথ, আমি জানি এগুলো তোমার নিজের মত নয়।"

"হুম, তাহলে কি ধরণের মন্তব্য চাও তুমি?" ক্ষেপে গেল মেয়েটা।

"সত্যিকারের মন্তব্য।"

"সত্যিটা বললে জন আমাকে ঘৃণা করবে। আমি বলতে পারবোনা।"

"সেরকম হলে বেনামে দিতে পারি কথাগুলো।"

"তাহলে ইন্টারভিউ দিয়ে আমার কি লাভ?"

"যদি তুমি সত্যিই মেয়েগুলোর সম্পর্কে এমন কোনও তথ্য জেনে থাকো যেগুলো কেউ জানেনা তাহলে আমাকে অবশ্যই সেগুলো জানানো উচিত। তাহলে হয়তো জনের উপর থেকে মানুষের সন্দেহটা সরে যাবে। তবে পুরোটাই নির্ভর করে তথ্যটা কি তার উপর।"

মেয়েটা ছোট্ট একটা চুমুক বসাল চায়ের কাপে, আর ন্যাপকিনে মুছল ভেজা ঠোঁটের কোনা।

BanglaBook.org

"তাহলে আমার নামটা কি কোনওভাবেই পত্রিকায় দেওয়া সম্ভব না?" প্রশ্ন করলো ও।

"অন্য কোথাও দেওয়া যাবে।"

"ঈশ্বর ওদের তুলে নিয়েছে, এই কথাটা দিলে ভালো," বাচ্চাদের মতো আব্দার করলো ম্যারিডিথ। হাত ঝুলিয়ে বাঁকা হাসি দিলো ও।

"নাহ ওটা দেওয়া যাবেনা। জন শহরের বাইরের থেকে এসেছে, এই উক্তিটা দেওয়া যেতে পারে।"

"কেন? আমি যেটা চাই সেটা দিলে কি সমস্যা?" ওকে এখন পাঁচ বছরের বাচ্চার মতো লাগছিল, যেন রাজকুমারির পোশাকে সেজে ওর পুতুলকে কেন বাজে চা খেতে দেওয়া হয়েছে সেটা নিয়ে তর্ক জুড়েছে।

"কারণ, ওই উক্তিটা অনেকগুলো ধারণার বিরুদ্ধে যায়, আর খানিকটা সাজানোও মনে হয়।" সোজাসুজি উত্তর দিলাম।

আজকের ইন্টারভিউ এযাবৎকালে আমার সবথেকে জঘন্য অভিজ্ঞতা, এমনকি নিজের কাজের ধারার মধ্যেও থাকতে পারছিলাম না ঠিকমত। কিন্তু যেভাবেই হোক মেয়েটার পেট থেকে কথা বের করা প্রয়োজন। ম্যারিডিথ ওর রূপালী চেইনটা ঘুরাতে ঘুরাতে আমার ভাবগতিক পড়ার চেষ্টা করল।

"তুমি কিন্তু ভালো মডেল হতে পারতে।" আচমকা বলল মেয়েটা।

"বাজে কথা ছাড়ো," বিরক্তির সাথে বললাম। যখন কেউ আমাকে সুন্দরী বলে, আমার মাথায় তখন কেবল শরীরের ক্ষতগুলো ঘুরপাক খায়।

"তুমি পারতে। আমি কিন্তু বড় হয়ে ঠিক তোমার মতোই হতে চেয়েছিলাম। সবসময় তোমার কথা ভাবতাম, জানতো? আসলে, মা তোমার মায়ের বন্ধু, তাই জানতাম তুমি শিকাগোতে থাকো। আর ভাবতাম বড় কোনও ম্যানশনে তুমি সুন্দর পোশাক পড়ে দাঁড়িয়ে আছো বরের সাথে। তোমার বর হয়তো কোনও ব্যাংকের অফিসার। তুমি রান্নাঘরে বসে কমলার রস খাচ্ছো, ওকেও দিচ্ছো জগ ভরে, তারপরে চলে যাচ্ছো কাজে। কিন্তু এখন সবই ভুল মনে হচ্ছে।"

"শুনতে কিন্তু ভালোই লাগলো।" আমি টার্টে ফের কামড় বসালাম। "এখন তাহলে মেয়েগুলোর ব্যাপারে বলবে?"

"খালি কাজের কথা, তাইনা? তুমি আসলে কখনও বন্ধুত্বে বিশ্বাসী ছিলেনা। আমি কিন্তু তোমার বোনের ব্যাপারেও জানি, তোমার যে বোনটা মারা গিয়েছিল ছেলেবেলায়।"

BanglaBook.org

"ম্যারিডিথ, এই বিষয়ে পরেও আলাপ করা যাবে। আপাতত, তথ্যটা প্রয়োজন। তারপর নাহয় শান্তিতে বসে আলাপ করবো।" যদিও এটা বললাম, তবে ইন্টারভিউ শেষ হলে আর এক মিনিটও এখানে থাকার ইচ্ছে নেই।

"আচ্ছা ঠিকাছে তাহলে শোনো। আমার মনে হয়... আমি জানি ...কেন ওদের দাঁতগুলো উপড়ে নেওয়া হয়েছিল..."

"কেন?" তড়িঘড়ি করে প্রশ্ন করলাম।

"আমি জানিনা কেন এখনো কেউ ব্যাপারটা স্বীকার করেছেনা," বলল মেয়েটা। ঘরের বাইরে সাবধানে চোখ রাখলো ম্যারিডিথ। "কথাগুলো আমার থেকে জেনেছ ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে, ঠিকাছে?" তারপরে বলল, "মেয়েগুলো, মানে নাটালি আর অ্যান, কামড় দিতো যাকে তাকে।"

"আসলেই কামড় দিতো?"

"দু'জনেই। ওদের মেজাজ মজির ঠিক ছিলনা। ভয়ংকর রকমের মাথাগরম মেয়ে, ছেলেদের মতো অনেকটা। কিন্তু মারামারি করতোনা ওরা। কামড় দিতো। এই দ্যাখো।"

আমার সামনে ডান হাতটা তুলে ধরল ম্যারিডিথ। দেখলাম বুড়ো আঙুলের ঠিক নিচে তিনটে সাদা আঁচড়। সন্ধ্যের আলোয় চিকচিক করছিল সেগুলো।

"এগুলো নাটালির থেকে পাওয়া। আর এটা..." কানের উপর থেকে চুল সরিয়ে বা'কানটা দেখালো ও। সেখানে কানের লতি মাত্র অর্ধেকটা আছে। "আমার হাতে কামড়েছে যখন আমি ওর নখে রঙ করছিলাম। মাঝামাঝি পর্যায়ে গিয়ে ওর মনে হল রঙটা কেমন বেমানান। আমি বললাম, আগে শেষ করি, আর জোর করে হাতটা ধরে রেখেছিলাম, আর তাই কামড়ে দিলো হাতে।"

"আর কানের ব্যাপারটা?"

"এক রাতে ওদের ওখানে ছিলাম, আসলে গাড়িটা খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। গেস্টরুমে ঘুমাচ্ছিলাম হঠাৎ দেখি রক্তে ভেসে যাচ্ছে বিছানা, আর আমার কানেও অসহ্য যন্ত্রণা। এমন অবস্থা যেন আমার কানে আগুন লেগেছে, কিন্তু পালাতে পারছিনা ওটা থেকে। উল্টে নাটালি এমনভাবে চ্যাঁচ্যাঁতে শুরু করলো যেন আগুনটা লেগেছে ওর গায়ে, সেই চিৎকার কানের যন্ত্রণার থেকেও অসহ্য ছিল। ওর বাবা এসে ধরে রেখেছিল ওকে। বড়সড় সমস্যা ছিল মেয়েটার মাথায়। কানের ছেঁড়া অংশটা খুজেছিলাম আমরা, যদি সেলাই করে আবার লাগিয়ে দেওয়া যায় সেই আশায়, কিন্তু পাইনি। নির্ঘাত বিচ্ছুটা গিলে ফেলেছে সেটা।" অপ্রকৃতস্থের মত হেসে উঠলো ম্যারিডিথ, "ওর অবস্থা দেখে কষ্ট পেয়েছিলাম কেবল, আর কিছুই নয়।"

BanglaBook.org

এই কথাটা নিছক মিথ্যা।

"আর অ্যান? এতটাই ভয়ংকর ছিল নাকি?" প্রশ্ন করলাম।

"আরও খারাপ ছিল। এই শহরে অনেকের শরীরে আছে ওর কামড়ের দাগ, তোমার মাও বাদ যায়নি।"

"মানে?" সহসা ঘেমে উঠলাম, শীতল ছোঁয়া পেলাম ঘাড়ের কাছে।

"তোমার মা পড়াতে যেত মেয়েটাকে, কিন্তু অ্যান সেটা বুঝতে পারেনি। একবার উন্মাদের মতো ছিঁড়ে নেয় তোমার মায়ের একগোছা চুল, তারপরে কামড় বসায় কব্জিতে। প্রচন্ড কামড় বসায়, সম্ভবত কয়েকটা সেলাইও লেগেছিল সেবার।" কল্পনায় ফুটে উঠলো মায়ের সরু হাত, ছোট্ট দাঁতের ফাঁকে। অ্যান মাথা ঝাঁকাচ্ছে পাগলা কুকুরের মতো, রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে ভিজে যাচ্ছে মায়ের জামা, আর মেয়েটার ঠোঁট। তারপর একটা বিদীর্ণ চিৎকার, অবশেষে মুক্তি।

একটা এবড়ো থেবড়ো গোল দাগ পাকাপাকিভাবে বসে গেল মায়ের মসৃণ ত্বকে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১১

ফোনটা দ্বিতীয়বারের মতো বেজে উঠলো, কিন্তু মায়ের সাড়া নেই কোনও। অ্যালেনের গলা শুনছিলাম, সিঁড়ির নিচ থেকে। মাছের আকার ছোট বড় হওয়ায় কথা শোনাচ্ছে গেইলাকে।

"ব্যাপারটা সামান্য, আমি জানি গেইলা, কিন্তু একটু ভিন্নভাবে ভাবো- এসব ছোট খাটো ব্যাপারই কিন্তু একটা ভালো খাবারের সাথে একটা রাজসিক খাবারের পার্থক্য তৈরি করে।" গেইলার কণ্ঠে সম্মতির সুর, 'উম হুম হুম্মম্ম

অগত্যা রিচার্ডের মোবাইলে কল দিলাম, এই মুহূর্তে ও ছাড়া নিজের বলতে আর কে-ই বা আছে এই মরা শহরে, আমি এখন শিকাগোর মেয়ে, এখানের অতিথি। তবে ওকে বেশি দাম দেওয়া চলবে না, তাহলে আমার দাম কমে যাবে।

"ডিটেকটিভ উইলস," ফোনের ভেতরে লাউডস্পিকারে কে যেন ওর নাম ধরে ডাকছিল।

"কি ব্যাপার ডিটেকটিভ? ব্যস্ত নাকি?" লজ্জায় রাঙ্গা হলাম। এসময় বাড়তি চপলতাকেও ফ্লার্ট বলে মনে হতে পারে, আর সেটা হবে বোকামির সামিল।

"হাই," রাশভারী আওয়াজ ভেসে এল। "এদিকে একটু ব্যস্ত আছি; একটু পরে ফোন দিই?"

"ওহ! আচ্ছা। আমি এখন ...

"মোবাইলে নম্বর দেখেই বুঝেছি কোথায় আছো," বলল ও।

"চমৎকার।"

"আসলেই।"

বিশ মিনিট পর আবার ওর ফোন এল, "সরি, সেসময় ভিক্যারির সাথে উডবেরী'র একটা হাসপাতালে ছিলাম।"

"কোনও নতুন সূত্র?"

"অনেকটা তাই।"

"তাহলে কিছু মন্তব্য উপহার পেতে পারি?"

"গতরাতে সময়টা দারুণ কেটেছে।"

BanglaBook.org

আমি এর মধ্যেই প্রায় দশ বারোবার পায়ে 'অফিসার রিচার্ড' লিখে ফেলেছি, তারপরে জোর করে থামাতে হয়েছে নিজেকে কারণ একটা ব্লেডের জন্য মন আঁকুপাঁকু করছিলো।

"আমারও ভালো কেটেছে সময়। দ্যাখো, আমার সরাসরি কিছু প্রশ্ন আছে তোমার কাছে, আমি চাই সেগুলোর উত্তর দেবে তুমি। কথা দিচ্ছি সেগুলো গোপন থাকবে। এছাড়াও এমন কিছু বক্তব্য চাই যেটা ছাপাতে পারবো পরবর্তী খবরে।" রাখঢাক না করেই বললাম।

"যথাসাধ্য চেষ্টা করব ক্যামিল। কি জানতে চাও বল?"

"এভাবে না। আগের বার যেই পানশালায় দেখা করেছিলাম সেটার কথা মনে আছে নিশ্চয়ই। সেখানে দেখা করবো, তারপরে কথা বলবো সামনা সামনি। আরও একটা কথা - আমার কিন্তু পানীয় চাই।"

সেন্সর'স বারে পৌঁছেই দেখি সেখানে আমার তিন ক্লাসমেট ছেলে বসে আছে, দারুণ লাগল। ওদের মধ্যে একজন আবার বেশ বিখ্যাত, দুধ বেরোয় এমন কিছু বীজ আবিষ্কার করে। সেজন্য রাষ্ট্রীয় মেলায় নীল ফিতে জিতেছে ও। ওদের হাবভাব হয়তো পছন্দ হবে রিচার্ডের। আমরা কুশল বিনিময় সারলাম- ওরাই আমাকে প্রথম দুটো ড্রিংক কিনে দিলো- আর সেই সাথে ওদের বাচ্চাকাচ্চার ছবি দেখাল, মোটমাট আটজন। জেসন টার্নভহ ছেলেটা এখনো সোনালী চুল আর শিশুতোষ গোলগাল মুখের অধিকারী। জিভ বার করে রেখেছে মুখের এক কোনা দিয়ে, গালদুটো গোলাপি। গোল নীল চোখদুটো আমার বুক আর মুখের দিকে ফেলল কথা চলাকালীন। আমি টেপ রেকর্ডারটা বের করে খুন সম্পর্কিত প্রশ্ন করতেই নজর থেমে গেল ওর। তখন চোখদুটো ঘুরতে থাকা চাকাগুলোর দিকে নিবিষ্ট হল। ছাপার অক্ষরে নাম দেখলে মানুষের গতিবিধি পাল্টে যায়। কারণ তখন তাদের অস্তিত্বের প্রমাণ লিখিতভাবে উপস্থিত। আমি স্পষ্ট দেখতে পাই ওরা হুড়োহুড়ি করে ভূতের মতো ঝাঁপিয়ে পরে পত্রিকার স্তূপে, তারপরে আঙুল দিয়ে নিজের নামটা দেখিয়ে বলে, 'ওই দ্যাখো! বলেছিলাম না, আমিও আছি এই পৃথিবীতে।'

"স্কুলের দিনগুলোতে কে ভেবেছিল, একদিন আমরাও এভাবে বসে খুনের গল্প করবো উইন্ড গ্যাপের বুকে?" গুঞ্জন করলো টমি রিঙ্গার। ওর মুখটা বর্তমানে লম্বা দাড়িতে ভরা, মাথায় একরাশ কালো চুল।

"সেটাই। আর আমি তো এখন সুপারমার্কেটে কাজ করি, ভাবো একবার!" দিপ্তকণ্ঠে বলল রন লেয়ার্ড, ওর চেহারা অনেকটা ইদুরের মতো। তিনজনই মিথ্যে

BanglaBook.org

গর্বে তেতে উঠলো। কলঙ্ক ছড়িয়ে পরছে এখানে ক্রমশ, আর ওরা এর আঁচ যেচে নিজের গায়ে নেবে। যদিও ওরা চাইলেই সুপারমার্কেট, ওষুধের দোকান, খামারে কাজ করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবে। আর ওদের মৃত্যুর পর, বিয়ে এবং সন্তান জন্মের পাশাপাশি, ওদের কর্ম তালিকায় যোগ হয়ে যাবে ঘটনাটা। অথচ এর আঁচও লাগেনি হয়তো ওদের গায়ে, আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে ঘটনাটা ঘটেছে উইন্ড গ্যাপে, ওদের বাড়িতে নয়। তবে ম্যারিডিথের মন্তব্যের সাথে একমত হতে পারছিনা, এখানে অনেকেই হয়তো চায় যে খুনি উইন্ড গ্যাপের স্থানীয় কেউ-ই হোক, এমন কেউ যার সাথে হয়তো মাছ শিকারে গিয়েছে ওরা কোনও এক সময়, অথবা ছেলেবেলায় দল বেঁধে করেছে স্কাউটের কাজ। তাহলে ওদের ভবিষ্যতের গল্পগুলো আরও মুখোরোচক হবে।

হাট করে দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকল রিচার্ড। দরজাটা দেখতে ভারী হলেও বেশ হালকা, তাই নিয়মিত ক্রেতা ছাড়া কেউ দোকানে এলে বেখায়েলে বেশি বল প্রয়োগ করে ফেলে এটা খুলতে। তখন দুম করে দরজাটা আছড়ে পড়ে পাশের দেয়ালে, তখন অদ্ভুত স্থিত চলে আসে ভেতরের মানুষগুলোর আলোচনায়।

ও ভেতরে ঢুকতেই আমার তিন ক্লাসমেট গজরে উঠলো।

"এই লোকটা।"

"আসলেই চমৎকার দেখালে।"

"কিছু বুদ্ধি বাঁচিয়ে রাখো, তদন্তে কাজে লাগবে।"

টুল থেকে উঠে দাঁড়ালাম আমি, ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে আলতো হাসি দিলাম।

"আচ্ছা যাই তাহলে, কাজ আছে কিছু, ইন্টারভিউ নিতে হবে। ওহ, ড্রিংকস এর জন্য ধন্যবাদ।"

"বিরক্ত হয়ে গেলে চলে এসো আবার, আমরা এখানেই আছি," ডেকে বলল জেসন। ওদেরকে চাঁপা হাসি ফিরিয়ে দিলো রিচার্ড। মনে মনে নিশ্চয়ই 'গাধা' বলে গালি দিতেও ভুল হলনা ওর।

বারবর্ণ-এর তৃতীয় গ্লাসটা নামিয়ে রেখে ওয়েট্রেসকে ফের অর্ডার দিলাম। আমাদের ড্রিংকস গুলো হাজির হতেই, গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসলাম সত্যিই কি কাজের কথাই বলতে চাই এখন! ওর ডান ভুরুর উপড়ে একটা কাটা দাগ শোভা পাচ্ছে, গালে টোল পড়েছে ছোট্ট। রিচার্ড পা দিয়ে আমার পা স্পর্শ করলো দু'বার, যেখানে কেউ দেখতে পাবেনা।

"তারপর, কি খবর?"

BanglaBook.org

"দ্যাখো আমার একটা জিনিশ জানা খুব প্রয়োজন, জানতেই হবে। যদি তোমার কোনও উত্তর জানা না থেকে তাহলে বোলোনা, কিন্তু দয়াকরে ভাবার চেষ্টা করো।" মাথা নেড়ে সম্মতি দিলো ও।

"খুনির তালিকায় নির্দিষ্ট কাউকে কি ধারণা করা যাচ্ছে?" প্রশ্ন করলাম শেষমেশ।

"কয়েকজনই আছে।"

"নারী না পুরুষ?"

"হঠাৎ এতো তাড়া কিসের তোমার, ক্যামিল?"

"জানাটা প্রয়োজন।"

একটু বিরতি নিয়ে পানীয়তে চুমুক দিলো রিচার্ড, তারপরে কিছুক্ষণ গাল ঘষে উত্তর দিলো, "আমার মনে হয়না এটা কোনও মহিলার কাজ।" আমার পা-এ আবার স্পর্শ পেলাম ওর। "কি ব্যাপার? খুলে বলবে কি?"

"জানিনা, আমার কেমন যেন ভয় লাগছে। ভয়টা ঠিক কোথায় সেটাই জানা দরকার।"

"তাহলে, আমার সাহায্য নাও।"

"তুমি কি জানো মেয়েগুলো অন্যদের কামড়ে বেড়াতো?"

"আন্দাজ করতে পারি কিছুটা। ঐযে প্রতিবেশীদের পাখি মারার ঘটনাটা ছিল অ্যানকে নিয়ে, আর নাটালির আগের স্কুলের অতীতটা, সেসব থেকেই আঁচ করা যায়।"

"নাটালি ওর পরিচিত একজনের কালের লতি ছিঁড়ে ফেলেছিল।"

"নাহ এরকম কোনও ঘটনা তো পুলিশ রিপোর্টে নেই।"

"রিপোর্ট করা হয়নি," বললাম আমি। "আমি দেখছি ওকে, রিচার্ড, কানের লতি নেই মেয়েটার। এরকম একটা ঘটনা নিয়ে কেউ রসিকতা করবেনা। তাছাড়া অ্যানও একজনকে এভাবে আক্রমণ করেছিল, কামড়ে দিয়েছিলো। আমার ধারণা ওরা এভাবেই কোনও ভুল লোককে আঘাত করে ফেঁসে গেছে। ব্যাপারটা ঠিক দুষ্ট বন্য পশুকে মেরে ঠান্ডা করে দেওয়ার মতো। আর হয়তো সেজন্যই দাঁতগুলো তুলে নেওয়া হয়েছিল।"

"আরে, আস্তে আস্তে বল। আগে বল কাকে কামড়েছে মেয়েদুটো?"

"সেটা বলা যাবেনা।"

"উফ, ক্যামিল। ফাজলামি ছাড়ো, বলো আমাকে।" রেগেমেগে বলল রিচার্ড।

BanglaBook.org

"না।" ওর রাগী কণ্ঠ শুনে অবাক হলাম। ভেবেছিলাম হেসেই উড়িয়ে দেবে, আর বলবে বেপরোয়া হলে কতটা সুন্দর লাগে আমায়।

"এটা খুনের তদন্ত, তাইনা? তোমার কাছে তথ্য থাকলে সেটা আমার চাই।"

"নিজের কাজটা ঠিকঠাক করলেই তো পারো।"

"সেই চেষ্টাই করছি। কিন্তু তুমি যেভাবে বাড়াবাড়ি শুরু করেছো তাতে খুব একটা এগুতে পারছিনা।"

"তাহলে এখন বুঝতে পারছ আমার অবস্থাটা," বাচ্চাদের মতো গুনগুন করলাম।

"ঠিকাছে।" চোখ ডলল ও। "আজকের দিনটা খুব দৌড়ঝাঁপ গেল, আপাতত শুভরাত্রি। আশাকরি তোমার কাজে এসেছি কিছুটা।" ও উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে আধখালি গ্লাসটা ঠেলে দিলো।

"খবরের জন্য আমার কিছু মন্তব্য প্রয়োজন।"

"আজ হবেনা। একটু ভাবতে দাও আমায়। মনে হয় আমাদের একত্রে না থাকার ব্যাপারে তোমার যুক্তিই ঠিক ছিল।" এই বলে চলে গেল রিচার্ড। আমার স্কুলের বন্ধুরা ডাক দিলো প্রায় সাথে সাথেই, মাথা নেড়ে না বললাম। তারপর পানীয়টা শেষ করলাম সময় নিয়ে। নোটখাতার বারোটা পাতা জুড়ে 'জায়গাটা অসুস্থ... জায়গাটা অসুস্থ ...' লিখে চললাম অনর্গল।

বাড়ি ফিরতেই অ্যালেনকে দেখা গেল আমার জন্য বাইরে বসে থাকতে। ওখানে ভিক্টোরিয়ান ধাঁচের চেয়ারে বসেছিল ও। সাদা পায়জামা আর সিল্কের শার্ট ছিল অ্যালেনের পরনে, পায়ে মোলায়েম সাদা সিল্কের চপ্পল। ব্যাপারটা ছবি হলে বর্তমান সময়ের সাথে ওকে মিলিয়ে নেওয়া দায় হত- ওকে এখন ভিক্টোরিয়ান যুগের একজন কেতাদুরস্ত ভদ্রলোক মনে হচ্ছে, পঞ্চাশ দশকের ফুলবাবু। কিন্তু অ্যালেন একবিংশ শতাব্দীর গৃহস্বামী, মদ্যপান আর আমার মায়ের সাথে প্রেম করা ছাড়া যার অন্য কোনও কাজ নেই।

মায়ের অনুপস্থিতিতে আমাদের খুব একটা কথা হয়নি কখনও। ছোট থাকতে একবার ওর সাথে হলঘরে ধাক্কা খেয়েছিলাম, তখন আড়ষ্ট ভাবে আমার সামনে ঝুঁকে বলেছিল, "লাগেনি তো?" ততদিনে আমরা একসাথে থাকি প্রায় পাঁচ বছর, তবুও শুধু এটুকুই ছিল ওর প্রতিক্রিয়া। "না, ধন্যবাদ।" আর এটা ছিল আমার জবাব।

BanglaBook.org

বর্তমানে ওর ভেতর একটা মারকুটে ভাব, আমাকে নাম ধরে না ডেকে পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে দিলো অ্যালেন। ওর হাঁটুর উপরে একটা থালায় কয়েকটা বড়সড় রূপালী সারডিন রাখা। বাইরে থেকে ওগুলোর ঘ্রাণ পেয়েছি আগেই।

"ক্যামিল," কাটাচামচ দিয়ে মাছের লেজটা গেঁথে বলল ও। "তোমার মা'কে অসুস্থ করে তুলছ তুমি। ওর অবস্থার যদি উন্নতি না হয়, তাহলে তোমাকে বিদায় দিতে বাধ্য হবো।"

"আমি কিভাবে অসুস্থ করলাম?"

"ওকে খোঁটা দিয়ে, বার বার ম্যারিয়েনের কথা তুলে। মরা সন্তান কবরের ভেতরটা দেখতে কেমন লাগবে সেটা নিয়ে তুমি মায়ের সাথে আলাপ করতে পারোনা। তোমাদের ঘনিষ্ঠতা কম ছিলো, তাই এসব বলতে তোমার বাঁধে না, কিন্তু অ্যাডোরা এসব সহ্য করতে পারেনা।" এক চিলতে মাছ ছুটে পড়লো ওর জামার বোতামের কাছে, সেখানে তেলের দাগ বসে গেল।

"আর ওই মরা মেয়েদুটোকে নিয়েও কথা বলা উচিত হয়নি। কতটুকু রক্ত বেরিয়েছিল ওদের দাঁত উপড়ে নেবার সময়, কতক্ষণ লেগেছিল ওদের দম বন্ধ করে মারতে... এসব কথা ওর সাথে আলোচনা করে কি লাভ?"

"আমি এসব নিয়ে কোনও কথাই বলিনি অ্যালেন। মা এসব কেন বলছে সত্যিই জানিনা।" ঘৃণা হলনা এসব শুনে, শুধু একটু ক্লান্ত লাগলো।

"আহ, ক্যামিল, মায়ের সাথে তোমার সম্পর্কটা ভালো না আমি জানি। আর এটাও জানি মানুষকে ভালো থাকতে দেখলে কতটা ঈর্ষা হয় তোমার। তুমি আসলেই আমার শাশুড়ির মত। ওই মহিলা বাসার সামনে ডাইনির মতো পাহারা দিতো, সবসময় একটা ভিরিক্কি রাগী ভাব নিয়ে থাকতো। হাসি ওকে কষ্ট দিতো। ও খুশি হতো, যখন তুমি অ্যাডোরার থেকে দূরে সরে যেতে।"

অ্যালেনের এক একটা কথা শরীরের দশ জায়গায় জ্বালা ধরালো।

"কথাগুলো কি তোমাকে অ্যাডোরা বলেছে?" বললাম আমি।

সম্মতিতে মাথা নাড়লও ও, ঠোঁট দুটো বেঁকে গেল পরিতৃপ্তির ভঙ্গিতে।

"ঠিক সেভাবেই বলেছে যেভাবে বলেছে আমি ম্যারিয়েন আর ওই মরা মেয়েগুলো সম্পর্কে আজে বাজে কথা বলেছি ওর সাথে?"

"ঠিক তাই," বর্ণগুলো শুনে শুনে উচ্চারণ করলো ও।

"মিথ্যা বলেছে। ও একটা মিথ্যুক। আর যদি এতদিনেও এটা বুঝতে না পারো, তাহলে তুমি বোকা।"

"ওর জীবনটা অনেক জটিল।" বলল অ্যালেন।

BanglaBook.org

জোর করে হাসি দিলাম। অ্যালেন শান্তভাবে বলে চলল, "ও যখন ছোট ছিল, তখন জয়া গভীর রাতে ঘরে ঢুঁকে চিমটি কাটতো ওকে," বলল ও, একগুচ্ছ সারডিনের দিকে করুণ দৃষ্টি রেখে। "অ্যাডোরা বলেছে, এটা মহিলা করতো কারণ সে ভয় পেত যে ঘুমের মধ্যেই মরে যাবে তার মেয়ে। কিন্তু আমার মনে হয় মহিলা এটা করতো কারণ ওকে আঘাত করতে খুব ভালোবাসত সে।"

স্মৃতিপটে ভেসে উঠলো আবাছা দৃশ্যঃ- ম্যারিয়েন ওর যন্ত্রপাতি বোঝায় ঘরটাতে, ধুকছে। সহসা আমার হাতে সূক্ষ্ম একটা ব্যাথা পেলাম। দেখি মা দাঁড়িয়ে আছে পাশে, রাতের পোশাকে। জানতে চাইলো আমি ঠিক আছি কিনা? তারপর ব্যাথার জায়গায় চুমু খেয়ে আবার ঘুমিয়ে যেতে বলল।

"তোমাকে এগুলো জানানো প্রয়োজন মনে হল, তাই বললাম," বলল অ্যালেন। "হয়তো মায়ের সাথে একটু ভালো ব্যবহার করবে ভবিষ্যতে।"

অ্যাডোরার সাথে আরও ভালো ব্যবহার করার কোনও পরিকল্পনা নেই যদিও, তবে আলাপটা শেষ করতে চাইছিলাম, "যত দ্রুত সম্ভব এখান থেকে চলে যাবার চেষ্টা করবো।"

"তাই ভালো, ক্ষতিপূরণ তো করতে পারবেনা," বলল অ্যালেন। "তবে চেষ্টাটা করলে নিজের কাছে কিছুটা শান্তি পেতে, হয়তো তোমার ঘা গুলো ভরাট হতো, মনটাও বড় হত।"

শেষ সারডিনটা একবারে মুখে পুরে দিলো ও, মাছটার হাড়গুলো গুঁড়িয়ে গেল ওর দাঁতের চাপে।

একগ্লাস বরফ আর এক বোতল বারবর্ণ পেছনের রান্নাঘর থেকে চুরি করে ঘরে চললাম। প্রথমেই ঝাঁজটা আঘাত করলো আমার নাকে, সেটা আমার তাড়াহুড়ার দোষেই। কানদুটো গরম হয়ে উঠলো, ত্বকের জ্বালাপোড়াও থেমে গেল। আমি ঘাড়ের পেছনে লেখা শব্দটার কথা মনে করলাম, 'গায়েব'। এই শব্দ গায়েব করে দেবে আমার সব শত্রুকে, বার বার একই কথা ভেবে চললাম। সমস্যাগুলো গায়েব হয়ে যাবে। যদি ম্যারিয়েন মারা না যেত তাহলেও কি আমরা এতটাই বিশ্রী হয়ে উঠতাম? অন্য পরিবারগুলো তো দিব্যি শোক কাটিয়ে উঠেছে। কেঁদেছে, তারপর সামলে নিয়েছে। কিন্তু ও যেন আমাদের সাথে এখনো আছে। সোনালী চুলের ছোট্ট মেয়েটা, ম্যারিয়েন। ফুটফুটে, প্রয়োজনের থেকেও বেশি সুন্দর। অন্তত ও অসুস্থ হয়ে পড়ার আগে তেমনটাই ছিল। ওর এক অদৃশ্য বন্ধু ছিল, বড় একটা তুলোর ভাল্লুক, নাম ছিল বেন। ক'জন বাচ্চার এরকম বন্ধু আছে? যে কিনা একটা তুলোর ভাল্লুক! চুলের ফিতে জমাতো মেয়েটা, তারপর রঙের নাম ধরে সেগুলো সাজাতো

BanglaBook.org

ক্রমশ। নিজের সরলতাকে এতো আনন্দের সাথে অপব্যহার করতো যে ওকে হিংসা করা অসম্ভব। চোখের পাতা ঝাপটে, চুলে দোলা দিয়ে ঘুরে বেড়াতো। মা কে 'ম্যা' বলতো, আর অ্যালেন কে ধুর! অ্যালেনই বলতো ওকে। আমার স্মৃতিতে অ্যালেনের কোনও স্থান নেই। নিজের থালটাও নিজেই পরিষ্কার করতো ম্যারিয়েন, ঘরটাও গুছিয়ে রাখতো সুন্দর করে। মেরি জেইন এর জুতো আর পোশাক ছাড়া আর বাড়তি কিছুই চাপাত না গায়ে। আমাকে 'মিল' বলে ডাকতো ও, কখনও চোখের আড়াল হতে দিতনা।

ওকে খুব পছন্দ করতাম আমি।

মাতাল হবার পরেও গিলে চললাম ক্রমাগত, গ্লাসটা হাতে নিয়েই চললাম ম্যারিয়েনের ঘরের দিকে। ওর ঘরটা অ্যামার ঘরের ঠিক নিচেই। আচ্ছা মরা বোনের কাছাকাছি ঘরে থাকতে কেমন লাগে অ্যামার? অ্যামার জন্য চাঁপা কষ্ট হল। অ্যালেন আর মা'য়ের ঘরটা একদম কোণার দিকে, এখন বাতি জ্বলছেনা সেখানে, কেবল ফ্যান ঘোরার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। এই পুরাতন ভিক্টোরিয়ান ধাঁচের বাড়িতে সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনিং নেই, তাই গরমের দিনে ঘামতে হয় প্রচুর। কিন্তু তিরিশ ডিগ্রিতে নিজেকে অনেকটাই নিরাপদ লাগে, মনে হয় পানির নিচ দিয়ে হেঁটে চলছি।

ম্যারিয়েনের বালিশটা বেঁকে রয়েছে, কয়েকটা পোশাক বিছানায় এমনভাবে ছড়ানো যেন কেউ শুয়ে আছে ওখানে। বেগুনি জামা, সাদা টাইটস, ছোট্ট কালো জুতো। কে করেছে এসব- মা? নাকি অ্যামা? ওর তরল ওষুধটা এখন ঝুলছে অন্য মেডিক্যাল যন্ত্রপাতির পাশে, সতর্কভাবে, শেষের বছরগুলোতে ওর পিছে দৌড়ে বেরিয়েছে ওষুধটা। বিছানার গদিটা খাট থেকে দুই ফিট উপরে, যাতে রোগীকে যন্ত্রপাতিগুলোর সাথে সংযুক্ত করা যায়; সেখানে রয়েছে হার্ট মনিটর, বেডপ্যান। মা এগুলো এখনো রেখে দিয়েছে দেখে বিরক্ত হলাম। ঘরটা পুরো নির্জীব ক্লিনিক ঘরের মতো। ম্যারিয়েনের প্রিয় পুতুলটা কবর দেওয়া হয়েছে ওর সাথেই। কি যেন নাম ছিল পুতুলটার? এভালিন, নাকি এলেনোর? বাকি পুতুলগুলো দেয়ালের স্ট্যান্ডে হেলান দিয়ে রয়েছে, নীরব দর্শকের মতো। বিশজন নীরব দর্শক, চৈনিক চেহারা, আর দৃষ্টি কাঁচের মতো।

পরিষ্কার ওকে দেখতে পাচ্ছিলাম যেন, পায়ের উপর পা তুলে বিছানায় বসে আছে, ছোট্ট আর ঘামে ভেজা শরীর, চোখের নিচে বেগুনি দাগ। একান্তে বসে পুতুলের চুল আঁচড়ে যাচ্ছে ম্যারিয়েন, অথবা রাগ হয়ে আঁকছে কিছু একটা। সেই রঙের কাগজের উপর দিয়ে বয়ে চলা খসখসে শব্দ স্পষ্ট অনুভব করলাম, গাঢ়

BanglaBook.org

রঙগুলো এত জোরে ঘসছে যে ছিঁড়ে যাচ্ছে কাগজ। তারপর আমার দিকে ফিরল ও, হাঁপাচ্ছে মেয়েটা, নিঃশ্বাস ফুরিয়ে এল।

"আমার মরতে ভালো লাগেনা।" বলল আমায়।

আমি দৌড়ে নিজের ঘরে পালিয়ে গেলাম।

ছয়বার রিং হবার পর ফোন তুলল এলিন। কারিদের বাসায় কয়েকটা জিনিশের অভাব আছে- মাইক্রোওয়েভ, ভিসিআর, ডিশওয়াসার, আর অটোমেটিক ফোন রিসিভার। এলিনের গলাটা চিন্তিত শোনালো, সম্ভবত রাত এগারোটার পরে কোনও ফোন আসেনা, সেজন্যই। বলল ফোন শুনতে পায়নি, কিন্তু ঘুমিয়ে পরেছিল সেটা স্বীকার পেলনা। ফোনটা কারির হাতে চালান হল আরও দু'মিনিট পরে। সম্ভবত এখন পাজামার ভাঁজে চশমা পরিষ্কার করার চেষ্টা করছে ও। পায়ে গলাচ্ছে চামড়ার চপ্পল, আর ঘড়িতে সময় দেখছে।

তারপর মনে পড়লো ঠিক এরকমই একটা দৃশ্য দেখেছিলাম শিকাগোতে, একটা ফার্মেসীর বিজ্ঞাপনে।

কারির সাথে শেষ কথা হয়েছে তিনদিন আগে। আর এখানে এসেছি প্রায় দু-সপ্তাহ। অন্য কোথাও হলে দিনে অন্তত তিনবার আমাকে ফোন দিতো ও, কিন্তু কোনও তৃতীয় পক্ষের বাড়িতে এতবার ফোন দেওয়া কারির অভ্যাস নয়। অন্য কোনও অবস্থায় ও এতদিন সময় লাগানোর জন্য আমার সাথে ঝগড়া করতো, কিন্তু আজকের পরিস্থিতি ভিন্ন।

"কি? গল্পটার কদ্দুর হল?"

"হুম, এখনো রেকর্ডারে তুলতে পারিনি, তবে পুলিশের মতে খুনি পুরুষ, আর উইন্ড গ্যাপেরই কেউ। এখনো কোনও ডিএনএ স্যাম্পল মেলেনি, খুনের জায়গাটাও পাওয়া যায়নি। ওদের কাছে আসলেই বেশি তথ্য নেই। মরা মেয়েটার ভাই জনও তেমন কিছু বলতে পারলনা। তবে ওর গার্লফ্রেন্ড ছেলেটাকে নির্দোষ বলেছে, সেই কথা রেকর্ড করেছি।"

"বেশ বেশ, তুমি ঠিক আছতো? বল আমাকে, সামনে থেকে দেখতে পাচ্ছিনা, তাই বুঝতেও পারছিনা। বাড়াবাড়ি কিছু করোনা আবার।"

"আমি ভালো নেই, কিন্তু তাতে কি আসে যায়?" আমার গলাটা একটু বেশিই চড়ে গেল। "খবরটা জরুরি, আর আমি সত্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি ক্রমশ। হয়তো কয়েক দিন বা সপ্তাহের মধ্যেই, আর কিছু না। ওই বাচ্চা মেয়েগুলো মানুষকে কাঁদিয়ে দিতো, এই খবরটা আজকেই পেয়েছি। তদন্তকারি পুলিশও জানতো না এটা।"

BanglaBook.org

"তুমি বলেছ ওকে? কি বলল শুনে?"

"কিছুইনা।"

"ওর পেট থেকে কথা টেনে বের করছো না কেন, ক্যামিল?"

'কারি, ও ভেবেছে আমি ওকে সাহায্য করছিনা, তাই ও-ও সাহায্য করতে চায়নি। ছেলেগুলো সব এমনই, যখন ওরা দাবি করে কিছু পায়না, তখন পালিয়ে যায়।' ভাবলাম মনে মনে।

"ঝামেলা ছিল, তবে ঠিক বের করে ফেলব। আরও কয়েকটা দিন দরকার। ওরা সম্ভবত ভাবছে আমাদের মত ছোট্ট পত্রিকাকে সাহায্য করে বিশেষ কিছুই লাভ হবেনা। তাছাড়া এখানে কিংবা ওখানে আমাদের পত্রিকা পড়েই ক'জন?"

"পড়বে। খবরটা তোমাকে বাড়তি গুরুত্ব এনে দেবে। ক্রমশ ভালোর দিকে যাচ্ছে তথ্যগুলো। আরও একটু চেষ্টা করো, পুরনো বন্ধুদের সাথে কথা বল, হয়তো ওরা মুখ খুলবে। তাছাড়া সংবাদটা দারুণ্ টেক্সাসের বন্যা নিয়ে তৈরি যে ফিচারগুলো পুলিটজার জিতেছিল আর পুরোটাই লেখা হয়েছে এক লোকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে ওই ঘটনার সময় ওখানে উপস্থিত হয়েছিলো। ওটাও দারুণ খবর ছিল। তুমি পরিচিত বন্ধুদের সাথে কথা বলো, বিয়ার খেয়ে সামাল দাও মগজটা। তোমার গলা শুনে মনে হচ্ছে এর মধ্যেই বিয়ার চলেছে, নাকি?"

"কয়েকটা।"

"কি মনে হচ্ছে পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে? মানে তোমার আগের সমস্যাটা আবার ফিরে আসছে না-তো?" থপ করে একটা শব্দের পরে চেয়ার ঘসার আওয়াজ শুনে বুঝলাম কারি বসেছে শেষ পর্যন্ত।

"ওটা নিয়ে ভাবতে হবেনা।"

"অবশ্যই হবে। তোমাকে শহীদ হতে পাঠাইনি। যদি কাজটা মাঝপথে ছেড়ে দিতে চাও তাহলে শাস্তি দেবনা। নিজের যত্ন নিতে হবে তোমায়। ভেবেছিলাম বাড়িতে পাঠালে তোমারই ভালো হবে, কিন্তু ভুলে গিয়েছিলাম যে অভিভাবকরা সবসময় সন্তানের উপকারে আসেনা।"

"এখানে আসলেই...," থেমে নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করলাম। "এখানে আসলেই নিজেকে বাজে মানুষ বলে মনে হয়।" কেঁদে ফেললাম, নীরবে, ফুঁপিয়ে। চুপ করে রইলো কারি, হয়তো ভয় পেয়ে এলিনের কাছে সাহায্য চাইছে, আমাকে শান্ত করার উপায় খুঁজছে।

BanglaBook.org

"ওহহহ, ক্যামিল," ফিসফিসিয়ে বলল ও। "তুমি আমার চেনা অন্যতম ভালো মানুষ। জানতো? পৃথিবীতে ভালো মানুষের বড় অভাব। আমার পরিবার বলতে এখন, কেবল তুমি আর এলিন।"

"আমি মোটেই ভালো না," কলমের আগাটা উরুর উপর ঘষে যাচ্ছে শব্দগুলো, 'ভুল', 'নারী', 'দাঁত' ।

"তুমি ভালো। আমি দেখেছি মানুষের সাথে তোমার ব্যবহার, কিভাবে সবথেকে বাজে মানুষটার সাথেও মানিয়ে নাও তুমি। তাদের সম্মান দাও, তাদের বোঝো। তোমাকে কেন আমার আশেপাশে রাখি জানো? একজন ভালো সাংবাদিক বলে না কিন্তু!" ওর নীরবতা সাথে কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরল আমার চোখে। লেখা চলল, 'ভুল', 'নারী', 'দাঁত'।

"কি মজা পেলে না? আমি কিন্তু মজা করার জন্য বলেছি কথটা।"

"না, মজা পাইনি।"

"আমার দাদু যাত্রাদলে ছিলেন, যদিও ওর প্রতিভার ছিটেফোঁটাও পাইনি।" কপট আক্ষেপের সুরে বলল কারি।

"সত্যি?"

"তা তো বটেই। নৌকায় করে সোজা আয়ারল্যান্ড থেকে পাড়ি জমিয়েছিলেন নিউ ইয়র্ক শহরে। দারুণ হাসাতে পারতো দাদু, চার চারটা বাদ্য বাজাতে পটু ছিল সে " একবিন্দু আলো দেখতে পেলাম চোখের সামনে। মুখের উপর থেকে হতাশার পর্দাটা উঠে গেল, চোখ বন্ধ করে মজে গেলাম কারির গল্পে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১২

উইন্ড গ্যাপের একমাত্র এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ থাকে রিচার্ড। বাড়িটা তৈরি হয়েছিলো চারজন থাকার মতো করে, আছে মাত্র দু'জন। গাড়ীর গ্যারজটাকে ধরে রাখা স্তম্ভগুলোতে লাল রঙ করা, আর পরপর চারটাতে লেখা, "ডেমোক্রেটসদের (*রাজনৈতিক দলবিশেষ) থামাও, ডেমোক্রেটসদের থামাও, ডেমোক্রেটসদের থামাও।" আর তারপর যত্রতত্র লেখা, "লুইসকে ভালোবাসি।"

বুধবার সকাল, কালো মেঘ জমেছে শহরের বুকে, ঝড়ের পূর্বাভাস। গরম হাওয়া বইছে সর্বত্র। আমি বারবর্ণ এর বোতল দিয়ে টোকা দিলাম রিচার্ডের দরজায়। সঙ্গে বিয়ারের বোতল উপহার এনেছি। আজকে স্কার্ট পড়িনি, ওসব পড়লে আমার পা দুটোকে স্পর্শের জন্য ব্যাকুল মনে হয়।

দরজা খুলতেই ওর শরীর থেকে ঘুমের গন্ধ পেলাম। মাথার চুলগুলো এলোমেলো, পরনে বক্সার, আর একটা উল্টো টি-শার্ট। মুখে হাসি নেই। ঘরটাকে পুরো বরফ বানিয়ে রেখেছে, বাইরের থেকেই ঠান্ডা ছোঁয়া পেলাম।

"ভেতরে আসতে চাও, নাকি আমি বেরুবো?" গাল চুলকে বলল রিচার্ড। আর প্রায় সাথে সাথেই আমার হাতে বোতল দেখে সামলে নিলো, "ওহ! এসো ভেতরে। আমরা মাতাল হচ্ছি তাহলে?"

চূড়ান্ত অগোছালো ঘর দেখে অবাক হলাম। প্যান্টগুলো ছড়ানো চেয়ারের ওপর, ময়লা ফেলার বালতিটা উপচে পড়েছে, ঘরের মাঝামাঝি কয়েকবাক্স কাগজ টাল করা।, হাঁটতে গেলে কষ্ট হয়। ফাটা চামড়ায় মোড়া সোফায় আমাকে বসিয়ে ট্রেতে করে বরফ আর দুটো গ্লাস নিয়ে এল ও। তারপরে বেশি করে পানীয় ঢালল গ্লাসে।

"তোমার সাথে গতকাল অমন ব্যবহার করা একদম উচিত হয়নি," বলল ও।

"হুম, আমি তোমাকে কতগুলো সূত্র দিলাম, অথচ তুমি কিছুই দিলেনা।"

"আমি একটা খুনের তদন্ত করছি, আর তুমি চেষ্টা করছ সেটা নিয়ে খবর বানাতে। মনে হয় কিছুটা প্রাধান্য পাওয়া উচিত আমার। তাছাড়া কিছু জিনিশ আছে যেগুলো তোমাকে কিছুতেই বলতে পারবোনা, ক্যামিল।"

"আমার বক্তব্যও তাই- সোর্স এর নাম তোমাকে দেওয়া সম্ভব না।"

BanglaBook.org

"তাতে খুনিও তো হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে, তাইনা?"

"নিজেই খুঁজে নাও রিচার্ড। আমার কাছে যেসব তথ্য ছিল তার মোটামুটি সবটাই দিয়েছি, নিজেও তো কিছু করবে নাকি?" পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমরা।

"তোমার এই কঠোর সাংবাদিক ভাবটা বেশ লাগে কিন্তু।" হেসে ফেলল ও। মাথা ঝাঁকিয়ে পা দিয়ে খোঁচা দিলো আমায়। "সত্যিই নিজে কিছু করা উচিত।"

আরও এক গ্লাস ভরে দিলো রিচার্ড, এভাবে চললে বিকেলের আগেই মাতাল হয়ে যাবো। ও কাছে টেনে নিলো আমায়, চুমু দিলো কানে, জিভ ভরে দিলো ওখানে।

"তারপর মিস উইন্ড গ্যাপ, কাল কেমন ছিল?" ফিসফিসিয়ে বলল ও। "তোমার প্রথম মিলনের ঘটনাটা বলতো।" প্রথম মিলন! আমার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, সবগুলোই আমার প্রথম মিলন। ক্লাস এইটের সেই ঘটনাই এর জন্য দায়ী। তবে আমি সেটা চেপে গেলাম।

"বয়সটা ছিল ষোল," মিথ্যে বললাম। গল্পে বাড়তি বয়স আজকের মুডের জন্য ভালো। "একজন ফুটবল খেলোয়াড়ের সাথে করেছিলাম, বাথরুমে।"

পানে আমার দক্ষতা রিচার্ডের থেকে ভালো, ওর অবস্থা দেখছি এর মধ্যেই টালমাটাল।

"ভালো লেগেছিল?"

সম্মতিতে মাথা নাড়লাম আমি। ভালো লাগার ব্যাপারটা তিন নম্বর ছেলেটার আগে পর্যন্ত বুঝিনি।

"আমার সাথে চলবে? এখন?" ফিসফিসিয়ে বলল রিচার্ড।

আমি সম্মতি দিতেই ব্যস্ত হয়ে পড়লো ও।

"দাঁড়াও, ধৈর্য ধর। আমার কথা শোন," আমিও ফিসফিস করলাম। "জামাটা থাকুক, আমার এভাবেই ভালো লাগে।"

"না, আমি ছুঁতে চাই তোমায়।"

"আমার কথা শোন, বাবু।"

BanglaBook.org

প্যান্টটা সামান্য নিচে নামালাম, শরীর ঢাকা রইলো শার্টেই, আদুরে চুমুতে ব্যস্ত রাখলাম ওকে। তারপর ওকে নিয়ে এলাম আমার ভেতরে, পোশাক পড়েই মিলিত হলাম আমরা। কয়েকটা শব্দ জ্বলে উঠলো শরীরের ভেতর, গত দশ বছরে এটাই প্রথম। ওর গুঞ্জন আমার শরীরের শব্দগুলোর থেকে তীব্রতর হল ক্রমশ, আর তারপরেই উপভোগ করলাম পুরোপুরি। মধুর অনুভূতি ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত শরীরে।

আমার পাশে আধশোয়া অবস্থায় পড়ে আছে রিচার্ড, ওর শরীরের অর্ধেকটা আমার উপর। চরম মুহূর্তে হাপাচ্ছিল ও, এখনো আমার শার্টের কলার ওর হাতের মুঠোয়। দিনের আলো ঢাকা পড়েছে মেঘের আড়ালে, ঝড় আসন্ন।

"খুনটা কে করেছে বলে মনে হয়?" বললাম আমি। অবাক হল রিচার্ড, হয়তো শুনতে চাইছিল ভালোবাসার কথা। আমার চুলে ওর আঙুলগুলো খেলা করলো কয়েক মিনিট, কান ছুঁয়ে দিলো ঠোঁট। পুরুষদের শরীরে হাত দিতে বাঁধা দিলে কানের দিকে চলে যায়। অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছি। রিচার্ড কোথাও সুযোগ না পেয়ে এখন কানে এসে স্থির হয়েছে।

"কথাটা পাঁচকান করোনা, আমার ধারণা জন করেছে খুনগুলো। বোনের সাথে খুব ঘনিষ্ঠ ছিল ছেলেটা; অস্বাস্থ্যকর সম্পর্ক। তাছাড়া ওর কোনও অ্যালিবাই নেই। হয়তো বাচ্চা মেয়েদের প্রতি ওর দুর্বলতা আছে, ব্যাপারটা অনেক চেষ্টা করেও সামাল দিতে পারছেনা ছেলেটা, তাই মেরে ফেলতে বাধ্য হচ্ছে। আর বাড়তি উত্তেজনায় দাঁতগুলোও তুলে নিচ্ছে। এভাবে চললে বেশিদিন আর নিজেকে সামাল দিতে পারবেনা ও, অসুখটা বাড়বেই সময়ের সাথে। আমরা ওদের আগের শহরেও খোঁজ খবর করছি, নাটালির দুর্ঘটনাটাই পরিবারটার উইন্ড গ্যাপে আসার একমাত্র কারণ ছিলোনা।"

"বুঝলাম। এখন আমার অফিসিয়াল কিছু মন্তব্য চাই।"

"আগে বলো কামড়ের কথাটা কোথা থেকে জেনেছ? আর মেয়েগুলো কাকে কাকে কামড়েছিল?" গরম বাতাসের মতো কথাগুলো বয়ে গেল কানের পাশ দিয়ে। বাইরে বৃষ্টির শব্দ শুরু হল, ফোঁটায় ফোঁটায়।

"ম্যারিডিথ হুইলার বলেছে। নাটালি ওর কানের অর্ধেকটা ছিঁড়ে নিয়েছে।"

"আর?"

"অ্যান আমার মায়ের কব্জিতে কামড়েছে। ব্যাস এটুকুই জানি।"

"বাহ! দেখলে কতো সহজে মিটে গেল ব্যাপারটা। লক্ষ্মী মেয়ে," আমাকে আদর করে বলল রিচার্ড।

"এখন কি মন্তব্য পেতে পারি?"

"না," হাসল ও। "এবার আমার কথা শুনতে হবে।"

বিকেলে আবার মিলিত হলাম দু'জন, আর অবশেষে রিচার্ড কিছু মন্তব্য দিলো আমায়; তদন্তে অগ্রগতি হয়েছে, গ্রেপ্তার করা হবে, এই জাতীয় কিছু। ওকে ঘুমন্ত রেখেই দৌড়ে গাড়ীতে পৌঁছলাম। উটকো একটা ধারণা সেঁটে রইলো মাথায়- আমার জায়গায় অ্যামা হলে আরও বেশি কথা বেরুতো রিচার্ডের পেট থেকে।

BanglaBook.org

গ্যারেট পার্কে গাড়ি থামালাম, বাসায় যেতে ইচ্ছা করছেনা এখন। আগামীকাল এই জায়াগাটা ভরে যাবে বাচ্চাকাচ্চায়, গ্রীষ্মের অলসতা উপভোগে। এখন শুধুই আমি, বোকার মতো বসে আছি বৃষ্টির মধ্যে, স্যাতস্যাতে শরীরে। রিচার্ড, আমার কুমারীত্ব হরণ করা ছেলেগুলো, অথবা অন্যরা, ওরা কি সত্যিই যোগ্য মর্যাদা দিয়েছে আমাকে? ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। যুক্তিগুলো কখনই নিজের পক্ষে উপস্থাপন করতে পারিনি আমি। হয়তো ওই কথাটাই বিশ্বাস করি, 'যেমন কর্ম তেমন ফল।' কিছু নারী আসলেই এই কথাটার উপযুক্ত।

নীরবতা ভেঙ্গে গেল হলদে গাড়ীর শব্দে। গাড়ীটা আমার কাছে থামতেই ভেতরে অ্যামা আর কাইলকে দেখলাম সামনের সিটে ভাগাভাগি করে বসে থাকতে। পাতলা চুলের ছোপ ছোপ গেঞ্জি পড়া একটা ছেলে চালকের আসনে বসা; হ্যাংলা পাতলা ওপর ছেলেটা বসে আছে পেছনের সিটে। গাড়ীর থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে এল।

"উঠে এসো, আমাদের সাথে পার্টিতে যাবে," আহবান জানালো অ্যামা। ওর হাতে কমলা স্বাদের সস্তা ভদকার বোতল, বাইরে জিভ বের করে বৃষ্টির স্বাদ নিলো মেয়েটা। চুল আর গলা ভিজেছে আগেই।

"নাহ, ঠিকাছে।"

"দেখে তো ঠিক মনে হচ্ছেনা। উঠে এসো। আজ পার্কে টহলদারি বসেছে। মদ খেয়ে গাড়ি চালানোর জন্য মামলা খেয়ে যেতে পারো। তোমার শরীর থেকে গন্ধ আসছে।"

"আহা, জলদি করো," তাড়া দিলো কাইল। "ওখানে গিয়ে ছেলেগুলোকে সামাল দিতে পারবে অন্তত।"

নিজের অবস্থার কথা চিন্তা করলাম, হাতে কয়েকটা অপশনঃ বাড়ি ফেরা, এবং আবার মদ গেলা। কোনও বারে গিয়ে যার তার সাথে বসে মদ গেলা। অথবা, অ্যামার রহস্যজনক আহবানে সাড়া দেওয়া। স্বীকার করতে বাঁধা নেই, মেয়েটার প্রতি একটু বেশিই আগ্রহী হয়ে উঠছি ইদানীং।

আমি পেছনের সিটে বসতেই উল্লাস করলো যাত্রীরা। অ্যামা অন্য একটা বোতল চালান দিলো আমার হাতে; রাম, সান লোশনের গন্ধ আসছে ওটা থেকে। ওরা আবার পানীয় কিনে দেবার জন্য আমার কাছে বায়না ধরবে কিনা কে জানে? তবে তাতে রাজি হবনা কিছুতেই। মনে মনে চাইছিলাম যেন ওরা আমাকে সাথে রাখে, ফের জনপ্রিয় হতে সাধ হচ্ছিলো, স্কুলের দিনগুলোর মতো। এসব চিন্তাই আমাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু অ্যামা এমন সময় আবার বোতলটা এগিয়ে দিল। বোতলের মুখের কাছে গোলাপি লিপ-গ্লস লেগে আছে।

BanglaBook.org

আমার পাশের ছেলেটা নিজের পরিচয় দিলো, নোলান নাম ওর। ঠোঁটের উপর থেকে ঘাম মুছল ও। ছেলেটার হাত দুটোর চামড়া খসখসে হয়ে গেছে, সেখানে ব্রনর ছড়াছড়ি। বোঝাই যাচ্ছে মেথ-এর নেশা আছে। মিসউরি এই আসক্তিতে দেশের মধ্যে দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ। আমাদের এখানে অবশ্য অন্য রাসায়নিক দ্রব্যের চাষও চলে। কৈশোরে দেখেছি, খুব বড় নেশাখোররা মেথ নেয়। আর এখন সাধারণ পার্টিতেই হরদম চলছে। নোলান, সামনের সিটের পেছনে হাত ঘসছিল, এক ফাঁকে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি আমার মা'র বয়সী, দারুণ লাগছে ব্যাপারটা।"

"হিসাবে ভুল আছে।"

"মা'র তেত্রিশ-চৌত্রিশ বছর হবে।" হুম তাহলে কাছাকাছি।

"কি নাম তোমার মা'র?"

"ক্যাসি রেবার্ন।" বলল ও। চিনতাম মেয়েটাকে, আমার থেকে কয়েক বছরের বড়। ফ্যাক্টরির ওদিকে থাকতো, মাথায় জেল দিতো একগাদা। আরক্যানসাস সীমান্তের ম্যাক্সিকান মুরগি খুনেদের পছন্দ করতো ও। চার্চ থেকে পালিয়ে যাবার সময়টায় ওর দলকে বলেছিল আত্মহত্যা করে নেবে ও। আর স্কুলের মেয়েরা ক্ষুরো ক্যাসি বলে ডাকতো মেয়েটাকে।

"আমার সিনিয়র কেউ হবে হয়তো," এড়িয়ে গিয়ে বললাম।

গাড়ীর ড্রাইভার আওয়াজ দিলো, "এই, ওকে দেখে কি মনে হয় তোর গাঁজাখোর বেশ্যা মায়ের সাথে চলার মতো?"

"ফাক ইউ।" গালি দিলো নোলান।

"ক্যামিল, এদিকে দ্যাখো," প্যাসেঞ্জার সিটে হেলান দিয়ে বলল অ্যামা, ওর পেছনটা ঠেকল কাইলের মুখে। আমার সামনে এক বোতল বড়ি ঝাঁকালো ও। "অক্সিকোটিন, দারুণ অনুভূতি দেয়।" ও জিভটা বের করে পরপর তিনটে বড়ি বসিয়ে দিলো সাড়ি ধরে, তারপর চিবিয়ে একঢোঁক ভদকার সাথে গিলে ফেলল। "তুমিও নাও।" সাধল আমাকে।

"না অ্যামা," বাঁধা দিলাম। যদিও অক্সিকোটিন দারুণ জিনিশ, কিন্তু বোনের সাথে একত্রে খাওয়াটা ভালো দেখায় না।

"উফ, মিল, একটা নাও, প্লিজ," ঘ্যানঘ্যান করলো ও। "মাথাটা হাল্কা লাগবে। দ্যাখোনা খেয়েই কি ফুরফুরে হয়ে গেছি। তোমার খেতেই হবে।"

"আমি ঠিক আছি অ্যামা।" ওর মিল ডাক শুনে ম্যারিয়েনের কথা মনে পরে গেল। "বললাম তো।"

ঘাড় ঘুড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও, মুখটা বিরক্তির সাথে গম্ভীর করে রাখলো।

"অ্যামা, আমাকে নিয়ে এতো ভাবতে হবেনা।" ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম।

BanglaBook.org

"কিন্তু আমি ভাবছি," ক্রমশ দুর্বল হয়ে পরছিলাম আমি, ওকে খুশি করতে চাইছিলাম যেন, ঠিক পুরনো দিনগুলোর মতো। আর তাছাড়া মরেতো যাবোনা একটা খেলে!

"আচ্ছা বাবা, দাও একটা। একটাই কিন্তু।"

ঝট করে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে গেল ওর, পেছনে ফিরে সোজা আমার দিকে তাকালো মেয়েটা।

"জিভটা বার করে দাও, সোজা।"

আমি জিভ বার করতেই ছোট্ট একটা বড়ি জিভের আগায় বসিয়ে দিলো অ্যামা।

"লক্ষ্মী মেয়ে।" হেসে বলল ও।

একটা পুরাতন ভিক্টোরিয়ান ধাঁচের বাড়ির সামনে থামলাম আমরা। বাড়িটা পুরোপুরি সংস্কার করা হয়েছে। হাস্যকর নীল, গোলাপি আর সবুজ রং-এ রাঙ্গানো হয়েছে বাড়ির দেয়াল, এটা দৃষ্টিনন্দন করতে করা হয়েছে কিন্তু তাতে বাড়িটাকে কোনও পাগল আইসক্রিমওলার আখড়া মনে হচ্ছে। উদোম শরীরের এক ছেলে পাশের ঝোপে বমি করছে, ধ্বংসপ্রায় বাগানে মল্লযুদ্ধ করছে দু'জন, আর দুই প্রেমিক প্রেমিকা মাকড়সার মতো জড়াজড়ি করে বসেছে বাচ্চাদের দোলনায়। নোলানকে গাড়ীতে রেখেই নামলাম আমরা, ও এখনো সিটের পেছনে হাত বুলাচ্ছে। ড্রাইভার ছেলেটা, ডিমন, ওকে ভেতরেই বন্ধ করে দিলো, যাতে কেউ বিরক্ত করতে না পারে।

অক্সিকোটিনের প্রভাবে বেশ লাগছিল, ঘরের ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে আমার বয়সী কারও খোঁজ করে চলল দুই চোখ। সেরকম কাউকেই পেলাম না, ওখানের সবাই বাচ্চা, স্কেটারদের মতো শর্টস আর জুতো পড়া, কিংবা মিনি স্কার্টে মেয়েদের দল, নাভিতে ফুটো করে রিং ঝোলান ওদের। ওরা আমার দিকে এমন ভাবে তাকালও যেন কোনও উটকো পুলিশ ঢুকে পড়েছে ওদের আড্ডায়। আমি হেসে মাথা নাড়লাম। 'হয়তো একটু বেশিই ভালো লাগছে,' মনে মনে ভাবলাম।

সুবিশাল ডাইনিং এর টেবিলটা একপাশে সরিয়ে রাখা হয়েছে ভেতরের জায়গা বাড়ানোর জন্য, সেখানে নাচ আর মজা চলবে। অ্যামা বৃত্তের ঠিক মাঝামাঝি বসে একটা ছেলের দিকে তাকিয়ে ঠোঁটে হাসি ধরে রাখল ছেলেটার ঘাড় লাল না হওয়া পর্যন্ত। ওর কানে কানে কিছু বলল মেয়েটা, ছেলেটাও সম্মতিতে মাথা নাড়লো। এরপর কুলারের (*ছোট্ট পানীয় শীতল রাখার বাক্স বিশেষ)ঢাকনা খুলে চারটে বিয়ার বেরিয়ে এল। সেগুলো অ্যামা ভেজা বুকের কাছে চেপে ধরল, তারপর লাফাতে লাফাতে একদল ছেলের সামনে দিয়ে হেঁটে গেল, এমন একটা ভাব ধরল যেন ওগুলো ধরে রাখতে ওর খুব কষ্ট হচ্ছে।

BanglaBook.org

মেয়েদের সংখ্যা খুব বেশি নয়, ওরা একত্রে চিকমিক করছে। ছোট্ট স্বর্ণকেশীদের জন্য দুটো বিষয় বেশ কার্যকর। প্রথমত, ওরা এখন স্থানীয় ড্রাগ ডিলারদের সাথে আছে। আর দ্বিতীয়ত, দেখতে এখানকার সব মেয়ের থেকেই সুন্দরী ওরা, তাই ছেলেরা সমীহ করে চলছে। এই পার্টিও অবশ্য একটা ছেলের দেওয়া, দেয়ালে লাগানো ছবি দেখে বোঝা যাচ্ছে। ছেলেটার চুল কালো, চেহারাও সুদর্শন; টুপি আর আলখাল্লা পরে ছবি তুলেছে স্কুল পাসের পর। ছবিতে পাশেই ওর গর্বিত মা-বাবাকে দেখা যাচ্ছে। ওর মা'কে চিনি আমি, এক হাইস্কুল ফ্রেন্ডের বড় বোন। ভদ্রমহিলার ছেলের পার্টিতে এসেছি, জঘন্য লাগলো ব্যাপারটা।

"সর্বনাশ সর্বনাশ সর্বনাশ!" দ্য-গ্যাপ লেখা টি-শার্ট পড়া এক মেয়ে দৌড়ে এসে বল, "ওরা এসেছে, সত্যি সত্যি এসেছে!"

"সর্বনাশ!" উত্তর দিলো ওর এক বন্ধু। "দারুণতো! এখন ওদের গিয়ে হ্যালো বলব, নাকি?"

"আমাদের মনে হয় অপেক্ষা করা উচিত। যদি জে.সি. ওদের এখানে না চায় তাহলে আমাদেরও এড়িয়ে চলতে হবে।"

"সেটাই"

দেখার আগেই বুঝতে পারলাম কারা এসেছে। ম্যারিডিথ হুইলার ঢুকল ওর সাথে জন'কে নিয়ে। ছেলেদের কয়েকজন ওদের মাথা নাড়াল, কয়েকজন কাঁধে হাত দিয়ে ওদের আমন্ত্রন জানালো। বাকিরা মুখ ঘুড়িয়ে নিলো অন্যদিকে। দু'জনের কেউ আমাকে দেখতে পেলনা প্রথমটায়, কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। ম্যারিডিথ ওর কয়েকজন চিয়ারলিডার বন্ধুকে দেখে সেদিকে এগিয়ে গেল। ঘরের ভেতর একা দাঁড়িয়ে রইলো জন। মেয়েগুলোকে ছেলেদের থেকেও ঠান্ডা মনে হল, "হাইই," বিরস ভাবে বলল একজন। "তুমি না বলেছিলে আসবেনা।"

"ধুর, তাছাড়া সামান্য বুদ্ধি যাদের আছে তারা জন'কে সন্দেহ করেনা। উটকো ঘটনার জন্য নিজেদের তো একঘরে করে ফেলতে পারিনা।"

"মোটেই না ম্যারিডিথ, জে.সি. কিন্তু পছন্দ নাও করতে পারে ওকে।" লালচুল একজন বলল, হয়তো জে.সি'র গার্লফ্রেন্ড হবে।

"ওর সাথে আমি কথা বলব," ঘ্যানঘ্যানানি সুর তুলল ম্যারিডিথ।

"তুমি চলে গেলেই ভালো।"

"ওরা কি আসলেই জন এর জামাকাপড় নিয়ে গেছে?" ছোটখাটো একটা মেয়ে প্রশ্ন করল, ওর মধ্যে একটা মা-মা ভাব। একটু আগেই বমি করা ছেলেটার মাথা চেপে ধরেছিল ও।

BanglaBook.org

"হুম, কিন্তু সেটা ওর উপর থেকে সন্দেহ দূর করার জন্য। এমনিতে কোনও ঝামেলা নেই।"

"হুহ," ম্যারিডিথের যুক্তি উড়িয়ে দিলো লালচুলো।

বন্ধু খুঁজতে ঘরময় চোখ বুলাল ম্যারিডিথ, আমার দিকে চোখ পড়তেই কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে গেল মেয়েটা। তবে ক্যালসে কে দেখতেই বিভ্রান্তি রাগে বদলে গেল। জন'কে দরজার কাছে রেখেই হেঁটে এলো আমাদের দিকে।

"এখানে কি করছ?" ওর চোখে পানি, কপালে ঘাম। প্রশ্নটা ঠিক কাকে করলো বোঝা গেলনা, হয়তো নিজেকেই করেছে!

"ডিমন এনেছে," অ্যামা বলল। দু'বার লাফিয়ে আবার স্থির হল মেয়েটা, "তুমি এখানে কেন? আর ও-ই বা এলো কোন সাহসে?"

"এত খারাপ কেন তুমি? কিছু না জেনেই যা-তা বল।" কেঁপে উঠলো ম্যারিডিথ, যেন একটা লাটিম ঘুরছে টেবিলের উপর।

"তোমার থেকে তো ভালো। একটা খুনির সাথে থাকিনা।" জন'কে দেখিয়ে বলল অ্যামা।

জন এদিকেই হেঁটে আসছিল এমন সময় পাশের ঘর থেকে জে.সি. বেরিয়ে এসে ওকে ঠেলে ওপাশে নিয়ে গেল। দুটো লম্বা ছেলে মৃত্যু নিয়ে আলাপ শুরু করলো, ঘরের সবাই গলা নামিয়ে ফেলল নিমিষেই। জে.সি কে দেখা গেল জনের কাঁধে হাত রেখে ওকে বাইরে যাবার রাস্তাটা চিনিয়ে দিচ্ছে। ম্যারিডিথকে ঈশারা করে জন বাইরে পা বাড়াল। মেয়েটাও দু'হাতে মুখ ঢেকে বাইরের পথ ধরল। জন বেরিয়ে যাবার ঠিক আগ মুহূর্তে কেউ একজন পেছন থেকে আওয়াজ দিলো, "খুনি!" হাসির জোয়ারে ভেসে গেল ঘরটা। ম্যারিডিথ বন্য ক্ষোভে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "গোল্লায় যাও।" তারপর দরজা লাগিয়ে চলে গেল বাইরে।

খুনি বলা ছেলেটাই ম্যারিডিথের নকল করে বলল, 'গোল্লায় যাও!' কোমরটা বাঁকিয়ে ধরলো ও। রাতারাতি বেড়ে গেল মিউজিক প্লেয়ারের শব্দ।

জনের কাঁধে গিয়ে হাত রাখতে ইচ্ছে হচ্ছিলো খুব, কাউকে এতো একাকী থাকতে দেখিনি এর আগে। ম্যারিডিথের ভঙ্গি দেখে সান্ত্বনা দেবে বলেও মনে হলনা। এখন কি করবে ছেলেটা? মেয়েটার গাড়ি ঘরে ফিরে যাবে? আমি বাইরে দৌড় দেবার আগেই অ্যামা আমাকে হাত ধরে টেনে উপরের ভিআইপি ঘরে নিয়ে চলল। সেখানে অ্যামা, ওর স্বর্ণকেশী বন্ধুরা, আরও কয়েকটা ন্যারাবেল ছেলে মিলে জে.সি.'র মায়ের আলমারি তছনছ করে চলল। কাপড় বের করে একটা বাসার

BanglaBook.org

মতো বানালো। তারপর ওরা ছড়িয়ে বসল বিছানায়, অ্যামা আমাকে ওর পাশে টেনে একটা এক্স (*মাদক বিশেষ) ধরিয়ে দিলো হাতে।

"রোলিং রোলেট খেলেছ কখনও?" উত্তরে মাথা নাড়লাম, খেলিনি। "একটা জিনিশ প্রথমে একজনের জিভে থাকবে, তারপরে জিভ থেকে জিভে এগিয়ে চলবে ওটা। শেষ পর্যন্ত যার জিভ থেকে জিনিশটা গায়েব হয়ে যাবে, সে-ই জিতবে। ডিমনের সেরা আবিষ্কার এটা, আমরা সবাই খেলব।"

"নাহ, আমি খেলবনা।" প্রতিবাদ করলাম, ছেলেগুলোর চোখে হতাশার ছাপ দেখে প্রায় রাজি হয়েই গিয়েছিলাম। হয়তো আমাকে দেখে মায়ের কথা মনে পড়ছে ওদের।

"ওহ ক্যামিল, কেউ জানবেনা।" ঘ্যান ঘ্যান করলো অ্যামা। "বোনের সাথে খেললে কি হয়?"

"প্লিজজজ, ক্যামিল!" ন্যাকা সুর ধরল কাইল আর ক্যালসে। জোডেস নির্বিকার তাকিয়ে রইলো আমার দিকে।

অক্সিকোটিন, মদ, নাকি বাইরের ঝড়ে ভিজে একশা হওয়া, ঠিক কোনটা আমাকে প্রলুব্ধ করলো জানিনা, তবে অ্যামাকে আমার গালে চুমু খাওয়া থেকে আটকাতে পারলাম না। আমার সম্মতিতে শুরু হল খেলা, কাইল জিভ দিয়ে এক্স'টা চালান করে দিলো আরেক ছেলের মুখে, এরপর ওটা গেল ক্যালসের মুখে, তারপরে আরও একটা ছেলে পেল ওটা, ছেলেটার জিভ নেকড়ের মতো বিশাল। সেই জিভ থেকে জিনিশটা গেল জোডেসের কাছে, দ্বিধাগ্রস্থ ভাবে ও সেটা দিল অ্যামাকে। মেয়েটা ধরে ফেলল বড়িটা, তারপর জোরে সেটা চেপে ধরল আমার জিভে, শক্ত করে আমায় জড়িয়ে ধরল ও। এক্স তুলোর মতো মিলিয়ে গেল জিভে।

"বেশি করে পানি খাও," উপদেশ দিলো অ্যামা, তারপর খিলখিলিয়ে ফিরল দলটার দিকে।

"এটা কি হল! খেলা তো এখনো শুরুই হলনা।" নেকড়ের মতো ছেলেটা রেগে গেল, ওর গাল দুটো লাল হল।

"ক্যামিল আমার অতিথি," গর্বের সাথে ঘোষণা দিলো অ্যামা। "তাছাড়া একটু স্বচ্ছন্দ ওর প্রাপ্য। জঘন্য জীবন কাটিয়েছে মেয়েটা। জন কীণের মতো আমাদেরও এক বোন মরেছে ছোটবেলায়। বিষয়টা এখনো ওকে জ্বালায়।" কথাটা এমনভাবে বলল যেন সবাইকে বুঝিয়ে দিতে চাইছে মরা বোনের শোকে পাগল হয়ে যাচ্ছি আমি।

BanglaBook.org

"আমি যাবো," চট করে উঠে দাঁড়ালাম, মাথা চক্কর দিতে আরও মিনিট পনের লাগবে, সেই সময়টা এখানে থাকতে চাইনা। তবে সমস্যা হচ্ছে, কোথায় যাবো বুঝতে পারছিনা। এই অবস্থায় রিচার্ডের কাছে যাওয়া উচিত না, আর বাড়িতে মাতাল হয়ে বসে মায়ের কথা শোনাটাও অযৌক্তিক।

"আমার সাথে চল," বলল অ্যামা। বুকের কাছে হাত ঢুকিয়ে আবার একটা এক্স বের করে নিল মেয়েটা, তারপর মুখে পুড়ে হাসি উপহার দিলো ছোট্ট দলটাকে। ওদের একই সাথে আশাবাদী এবং হতাশ হতে দেখলাম, বড়িটা অ্যামা একাই সাবাড় করে দিচ্ছে, ব্যাপারটা কারও পছন্দ হলনা।

"আমরা এখন সাঁতার দিতে যাবো, মিল, নেশার ঘোরে সাঁতার কাটতে অস্থির মজা।" দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়লো ওর, ঝকঝকে সুন্দর আর সমান ওগুলো। বাঁধা দেওয়ার শক্তি ফুরিয়েছে অনেক আগেই- ওদের সাথেই চললাম। সিঁড়ি ধরে রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে এগুলাম (বিভিন্ন বয়সের কয়েকটা ছেলে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো আমাদের দলটার দিকে।) আইসবক্স থেকে আরও কয়েক বোতল পানি তুলে নিলাম যেতে যেতে। ভেতরে জুস, ক্যাসেরোল, তাজা ফল, এসব ঠাসা দেখে মায়া হল নিরীহ ফ্রিজটার উপর, বাড়ির অন্যত্র চলতে থাকা লাম্পট্যের বিন্দুমাত্র আভাষ এখানে।

"দেরি করোনা," তাড়া দিলো অ্যামা, বাচ্চাদের মতো আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল। আসলেও তাই, বাচ্চাই তো মেয়েটা! আমার তেরো বছর বয়সী ছোট্ট বোনের সাথে মাদক নিচ্ছি, বিষয়টা হয়তো ভয়ংকর, কিন্তু এই মুহূর্তে আনন্দ দিচ্ছে প্রচুর, হয়তো পুরোটাই নেশার খেলা! দারুণ মেয়ে অ্যামা, শহরের সবচেয়ে জনপ্রিয়। আর সে-ই ও সময় কাটাচ্ছে আমার সাথে! 'হয়তো ম্যারিয়েনের মতোই আমাকে ভালোবাসে ও,' ভাবনাটা হাসি এনে দিলো ঠোঁটে। এক্সের প্রথম পর্বের কাজ শুরু হয়েছে, নিজেকে অনেক আত্মবিশ্বাসী মনে হল, বেলুনের মতো ফুলতে ফুলতে বিশ্বাসটা চলে এসছে মুখের ভেতর, আনন্দ দিচ্ছে আমায়।

আমাদের অনুসরণ করছিলো ক্যালসে আর কাইল, অ্যামা বাঁধা দিলো, "এদিকে এসোনা," সোজাসুজি বলল। "এখানেই থাকো, আর দ্যাখো জোডেসের জন্য একটা ছেলের ব্যবস্থা করা যায় কিনা, ওর সঙ্গ প্রয়োজন।"

জোডেসের দিকে চোখ রাখতেই মুখ বেঁকে গেল ক্যালসের, মেয়েটা সিঁড়ির ধারে দাঁড়িয়ে অজানা ভয়ে কাঁপছে। কাইল অ্যামার হাতে ধরা আমার হাতটার দিকে তাকালো। তারপরে পরস্পরের দিকে চাইলো ওরা, ক্যালসে হাত ছোঁয়াল অ্যামার কাঁধে।

BanglaBook.org

"আমরাও তোমার সাথে যেতে চাই," একঘেয়ে ভঙ্গিতে বলল মেয়েটা। "প্লিজ।"

অ্যামা ঝেড়ে ফেলল ওর হাতটা। "ভালোয় ভালোয় চলে যাও।" বলল ও। "তোমাদের সঙ্গ আজকাল বিরক্ত লাগে আমার।"

বিভ্রান্তির সাথে সরে দাঁড়ালো ক্যালসে। ওকে ঠ্যালা দিয়ে ভেতরে নিয়ে চলল কাইল। যেতে যেতে একটা ছেলের থেকে আধখাওয়া বিয়ারের বোতলটা ছিনিয়ে নিলো ও, তারপর চকিতে পেছনে চাইলো অ্যামা ওদের দেখছে কিনা বুঝে নিতে। কিন্তু অ্যামার মন তখন অন্যদিকে, ও আমার হাত ধরে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে, তারপর এক পাশে নিয়ে গেল আমায়। সেখানে হলদে অক্সালিসের আগাছা গজিয়ে উঠেছে দেয়ালের ফাটল ধরে।

"চমৎকার।" সেদিকে তাকিয়ে বললাম।

মাথা ঝাঁকাল অ্যামা, "নেশায় ধরলে হলুদ রং দারুণ লাগে আমার।" আমিও একমত হলাম। রাস্তার আলোয় জ্বলে নিভে উঠছিল মেয়েটার মুখ, সাঁতার ভুলে আমরা এগিয়ে চললাম অ্যাডোরার বাড়ির পথে। রাত্রির আলতো ছোঁয়া অনুভব করলাম ত্বকে, ভেজা চাদরের মতো যেন জড়িয়ে রেখেছে আবছায়া। আমার স্মৃতিপটে ভেসে উঠলো ইলিনয়েসের হাসপাতাল ঘর, যেখানে ঘামে ভেজা শরীর নিয়ে আচমকা জেগে উঠেছিলাম রাতের আঁধারে, তীক্ষ্ণ শিশের শব্দে। আমার রুমমেট, প্রাক্তন চিয়ারলিডার মেয়েটাকে দেখেছিলাম রক্তিম মেঝেতে কুঁকড়ে পড়ে থাকতে, ওর পাশেই ছিল একটা উইন্ডক্সের বোতল। শব্দটা হাস্যকর লেগেছিল সেসময়। উন্মাদের মতো হেসে ফেললাম আজও, উইন্ড গ্যাপের বুকে ধ্বনিত হল সেই হাসি, সেদিনের বিবর্ণ হলদে সকালে হারানোর ব্যাথাটা মনে করিয়ে দিল আবার।

"অ্যাডোরাকে কেমন লাগে তোমার?" হাতে হাত রেখে প্রশ্ন করল অ্যামা।

টলতে টলতে নিজেকে ফের সামলে নিয়ে উত্তর দিলাম, "বড্ড অসুখি মহিলা, আর বিপর্যস্ত।"

"ওকে ঘুমের মধ্যে- জয়া, ম্যারিয়েন আর তোমার নাম করে ডাকতে শুনেছি।"

"আমি কখনও শুনিনি, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ," তারপর অ্যামার হাতে ছুঁয়ে বললাম, "তোমাকে শুনতে হয়েছে জেনে খারাপ লাগছে।"

"আমার যত্ন নিতে পছন্দ করে ও।"

"বেশ।"

BanglaBook.org

"ভালো না," বলল অ্যামা। "ও আমার যত্ন নিলে, শরীরের কামনা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।"

"ছেলেদের বেশি কাছে আসতে দিও না অ্যামা, তোমার বয়স এখনো উপযুক্ত হয়নি।"

"কখনো কখনো মানুষকে তোমার সাথে কিছু করতে দেওয়ার মানে ঠিক বিপরীতটাও হতে পারে," আরেকটা ললিপপ পকেট থেকে বের করে বলল অ্যামা। "বুঝেছ কি বললাম? যদি তোমার সাথে কেউ খারাপ কিছু করে, আর তুমি বাঁধা না দাও, তার মানে তুমিও ওদের খারাপ অবস্থায় টেনে নিয়ে যাচ্ছো। আর তখন নিয়ন্ত্রনটা তোমার হাতেই থাকবে, যদি মাথাটা ঠান্ডা রাখতে পারো তাহলে।"

"অ্যামা, আমি শুধু ..." মেয়েটা উপেক্ষা করেই বলে চলল।

"আমাদের বাড়িটা দারুণ, আমার ঘরটাও বেশ। তাছাড়া বেশ বিখ্যাত বাড়িটা। একটা ম্যাগাজিনে ছবি এসেছিল, দেখেছি। ওরা লিখেছিল, 'দ্য আইভরি টোস্টঃ অতীতের ছোঁয়ায় মোড়া দক্ষিনি বাসস্থান' কারণ আজকাল তো আর আইভরি মানে হাতির দাঁত আর পাওয়া যায়না।"

লজেন্সটা মুখে পুরে খপ করে বাতাসের বুকে একটা জোনাকি ধরে ফেলল মেয়েটা, তারপর দুই আঙুলে চেপে ধরে পতঙ্গটার পেছনের দিকটা ছিঁড়ে ফেলল ও। এবারে আলোটুকু আঙুলে বসিয়ে দিতেই আংটির মতো জ্বলে উঠলো সেটা। মৃতপ্রায় পতঙ্গটা ঘাসের উপর ফেলে, অবাক চোখে আঙুলের দিকে তাকিয়ে রইলো অ্যামা।

"ছোট বেলায় মেয়েরা তোমায় পছন্দ করতো?" প্রশ্ন করল ও। "আমাকে ওরা একদম পছন্দ করেনা।"

অ্যামার অবস্থাটা ভাবার চেষ্টা করলাম। সমসময় দুরন্ত, খবরদারী করে বেড়ায় যার তার উপর, কখনওবা ভয়ংকর। কোনও তেরো বছরের মেয়েকে এতটা বেপরোয়া হতে দেখেছি বলে মনে পরেনা। হয়তো সেজন্যই সবাই ওর প্রতি কঠোর। অ্যামা মনে হয় আমার চিন্তাটা ধরে ফেলল।

"যা বলি তা-ই করে, কিন্তু আমাকে পছন্দ করেনা ওরা। একটু কিছু গড়বড় হলে, সবাই মিলে জোট পাকাবে আমার বিরুদ্ধে। মাঝে মধ্যে ঘরে বসে একা একা সারাদিনের কাজগুলো আর কথাগুলো লিখে রাখি, তারপর চেষ্টা করি নিজেকে যাচাই করতে, প্রতিটা সঠিক কাজের জন্য 'এ' গ্রেড, আর ভুল কাজের জন্য 'এফ' গ্রেড দিই।"

BanglaBook.org

যখন স্কুলে ছিলাম তখন আমিও হিসাব রাখতাম কোনদিন কি পোশাক পড়ছি সেটার, যাতে মাসের মধ্যে এক পোশাক দু'বার পড়তে না হয়।

"যেমন আজ রাতেই, ডেইভ রাড, আমার এক ক্লাস নিচে পড়ে ছেলেটা, হুট করে বলল আমাকে ওর চাই, আরও এক বছর অপেক্ষা করতে পারবেনা কিছুতেই। আমি বললাম, 'চুলোয় যাও।' তারপর চলে এলাম ওখান থেকে। আর সবাই খুব করে মজা পেল। এই কাজের জন্য আমার গ্রেড 'এ'। কিন্তু গতকাল রাস্তার মধ্যে পরে গেলাম, সেই নিয়ে কি হাসাহাসি সবাই! ওটা হল 'এফ' গ্রেড, অথবা 'ডি'। আর সেজন্যই কাল সারাদিন ওদের সাথে এতো দুর্ব্যবহার করেছি যে কেঁদেই দিয়েছে ক্যালসে, কাইল। জোডেসের অবশ্য ছিচকাঁদুনে স্বভাব, ওকে কাঁদানো সবচেয়ে সোজা।"

"ভালোবাসা আদায়ের থেকে ভয় দেখানো সহজ," বললাম আমি।

"মাকিয়াভেলি," নামটা বলেই হাসতে শুরু করলো ও - ব্যাপারটা ওর ঔধত্য নাকি উচ্ছ্বাস সিদ্ধান্ত নিয়তে পারলাম না।

"কিভাবে জানলে?" অবাক হয়ে বললাম, মেয়েটাকে ক্রমশ ভালোবেসে ফেলছি।

"এমন অনেক কিছুই জানি, যেসব আমার জানার কথা না," বলল ও, আমিও ওর পাশে লাফাতে শুরু করলাম, এক্স এখন উম্মাদ করে ফেলেছে। সাধারণ অবস্থায় এমনটা হবার কথা ছিলোনা। আমার পেশীগুলো যেন গাইছে আনন্দে, আমি খুশি, যুক্তির পরোয়া ভুলে গেছি।

"টিচারদের থেকেও বেশি বুদ্ধি আমার। কিছুদিন আগে একটা আইকিউ টেস্ট করেছিলাম। আসলে আমার এখন ক্লাস টেন-এ থাকার কথা, অ্যান্ডোরা জোর করে নিচে রেখেছে। বলে, এক বয়সী বাচ্চাদের সাথে আমার থাকা উচিত। মরুকগে, হাইস্কুলে উঠলেই ইংল্যান্ডে চলে যাবো।"

কেবল ছবি দেখে চেনা শহরকে ঘিরে ওর এই উক্তি কিছুটা অবাক করলো, ওর মনে কোনও দ্বিধা নেই। তবে নিজে ওখানে কখনো যাইনি, তাই বিচার করার অধিকার নেই আমারও।

"এখান থেকে বেরুতে চাই," আদুরে গৃহিণীর মতো ক্লান্ত ভঙ্গিতে বলল অ্যামা। "ক্লান্ত লাগে এখানে, তাই বেপরোয়া ঘুরে বেড়াই। আমি জানি, একটু বেশিই বেপরোয়া।"

BanglaBook.org

কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলাম, হৃদপিন্ডে যেন হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করছে কেউ। বাতাসে ফুলের ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়লো আমার নাক বয়ে ফুসফুসে, আমার রক্তে। আমার ধমনীতে চলমান হল সুগন্ধ।

"জানি বুঝতে পারো তুমি। আমি জানি।" আমার হাত ধরে শুদ্ধ মিষ্টি হাসি উপহার দিলো অ্যামা। জীবনের শ্রেষ্ঠ স্পর্শ মনে হল ওটা। শরীরে দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা ক্ষত।

"কিভাবে সহ্য করো এসব?" বাসার প্রায় কাছে চলে এসেছি আমরা, নেশাটাও এখন তুঙ্গে। ঘাড়ের উপর বয়ে চলা চুলগুলোকে উষ্ণ জলধারা মনে হচ্ছিলো। আমি দুলে চললাম অদৃশ্য সঙ্গীতের তালে। চোখদুটো স্থির হল পথের ধারে বসা একটা শামুকের খোলসে।

"ওইতো, নিজেকে ব্যাথা দিয়ে সামলাতে হয়।"

কথাটা এমনভাবে বলল অ্যামা যেন কোনও নতুন কেশ পরিচর্যার উপকরণ ফেরি করছে।

"অসহায়ত্ব কাটানোর আরও অনেক ভালো উপায় আছে অ্যামা," বললাম আমি। "তোমার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ের তো জানা উচিত সেটা।"

ওর আঙুলগুলো অনুভব করলাম আমার শার্টের ভেতর, শরীরের ক্ষততে ছুঁয়ে চলছে। ওকে থামালাম না।

"তুমিও কাটাছেঁড়া করো নাকি, অ্যামা?"

"আমি ব্যাথা পাই," বলেই রাস্তা উপর চক্কর দিতে শুরু করলো মেয়েটা, মাথাটা পেছনে নিয়ে হাত দুটো হাঁসের মতো সামনে ছড়িয়ে। "দারুণ লাগে!" চিৎকার দিয়ে উঠলো ও। শব্দটা ছুটে গেল রাস্তা ধরে অ্যাডোরার বাসা পর্যন্ত।

অ্যামা মেঝেতে আঁছড়ে পরা পর্যন্ত ঘুরে চলল। আর পরে যেতেই ওর রূপালী বালা হাত থেকে ছুটে গড়িয়ে চলল রাস্তা ধরে, মাতাল ভঙ্গিতে।

আরও দু'কথা বলতে চাচ্ছিলাম ব্যাপারটা নিয়ে, কিন্তু এক্স এর নেশা বাঁধ সাধল। উল্টে ওকে টেনে তুললাম রাস্তা থেকে (ওর কনুই কেটে রক্ত ঝরছে সেখান থেকে) তারপর দুজনে মিলে চক্রাকারে ঘুরতে শুরু করলাম, বাড়ির দিকে যেতে যেতে। ওর ঠোঁট ফাঁকা হল হাসির ভঙ্গিতে, দাঁতগুলো রক্তে ভেজা। সহসাই বুঝতে পারলাম খুনির জন্য এগুলো উপড়ে নেওয়া কতটা আনন্দের। সাড়িবদ্ধ একঝাঁক হা ?, আর সামনের দুটো যেন টেবিলে লাগানোর মোজাইক টাইলস।

"আমি দারুণ খুশি," হেসে চলল অ্যামা, ওর নিঃশ্বাসে ভেজা মাদকের গন্ধ। "তুমি আমার সেরা বন্ধু।"

BanglaBook.org

"তুমি আমার বোন," বললাম আমি, রাখঢাক না করে।

"আই লাভ উই।" চেঁচিয়ে উঠলো অ্যামা।

আমরা এতো জোরে ঘুরছিলাম যে গালদুটো কাঁপছিল, সুড়সুড়ি দিচ্ছিল আমায়। বাচ্চাদের মতো হাসলাম, হয়তো জীবনে এতটা খুশি কখনও হইনি। রাস্তার বাতিগুলো লালচে হয়ে এল, অ্যামার চুলের মোলায়েম স্পর্শ অনুভব করলাম আমার ঘাড়ে। হাত দিয়ে স্পর্শ করতে চাইলাম ওর গালে, আর তখনই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লাম মেঝেতে।

রাস্তায় বাড়ি লেগে আমার গোড়ালিটা মচকে গেল, রক্ত ছড়িয়ে পড়লো পায়ে যত্রতত্র। কনুইয়ের ক্ষতটা থেকে রক্ত ছড়িয়ে পড়েছে অ্যামার জামাতেও, আঙুল দিয়ে সেটা সেটা পরখ করে চিৎকার দিলো মেয়েটা। তারপর হাসতে হাসতে মাথা রাখলও আমার কোলে।

ও বুকের কাছ থেকে একটা রক্তমাখা বোতাম ছিঁড়ে আমি বাঁধা দেবার আগেই ঘষে দিলো আমার ঠোঁটে। মধুর স্বাদ পেলাম আমি। এরপর ও আঘাত করলো আমার মুখে, বাঁধা দিলাম না।

"তুমি হয়তো ভাবো অ্যাডোরা আমাকে তোমার থেকে বেশি পছন্দ করে, কিন্তু সেটা সত্যি না," বলল মেয়েটা। "আমার সাথে ঘুমাবে আজকে?" আহবান জানালো অ্যামা, নম্র স্বরে।

ওর বিছানায় শুয়ে গোপন কথোপকথনের দৃশ্য কল্পনা করলাম, তারপর কল্পনায় ঘুমিয়ে পড়লাম জড়াজড়ি করে। আর ঠিক তখনই বুঝলাম, ও নয় ম্যারিয়েন আছে আমার কল্পনায়। রুগীর বিছানা থেকে পালিয়ে এসেছে যেন মেয়েটা। উষ্ণতা খুঁজে পেতে ও ঢুকে গেল আমার কোলে। মা কিছু টের পাবার আগেই ওকে ফিরিয়ে নিতে হবে ঘরে, চিন্তিত হয়ে উঠলাম সহসাই। পরবর্তী পাঁচ সেকেন্ড কাটল প্রচন্ড অস্থিরতায়, ওকে হলঘর ধরে টেনে নিয়ে চললাম, মায়ের ঘরের সমানে দিয়ে, ভয়ে ভয়ে। মনে হচ্ছিলো মায়ের দরজাটা এখনই খুঁজে যাবে, ধরা পড়বো আমরা। 'আসলে ওর খুব অসুস্থ লাগছিল, তাই বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছে,' ধরা পড়লে এমনটাই বলব ঠিক করে রেখেছিলাম। কথাটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতাম।

মাদকের কল্যানে এসব সুখস্মৃতি হিসাবে মাথায় এলো। ম্যারিয়েনকে সেখানে দেখতে আদুরে লাগছিল, ঠিক খরগোশের মতো। অ্যামার চুলগুলোকে একটু হলেই ম্যারিয়েনের পশম ভেবে ভুল করে ফেলেছিলাম!

"কি ঘুমাবে?" ফের বলল অ্যামা।

BanglaBook.org

"আজ না, খুব ক্লান্ত লাগছে, নিজের বিছানা চাই আজকে।" সত্যিই তাই, মাদকটা দ্রুত কাজ করে মিলিয়ে গেছে, দশ মিনিটের মধ্যেই এলিয়ে পড়বো হয়তো, সেসময় অ্যামা না থাকলেই ভালো।

"তাহলে আমি যাই তোমার ঘরে?" উঠে দাঁড়ালো মেয়েটা। রাস্তার আলো ওর জিনসের স্কার্টে বাঁধা পড়েছে, কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও। চোখে আশার দিপ্তি, ঠোঁটে রক্ত।

"না, আজকে আলাদা ঘুমাই, কাল একসাথে থাকবো।"

ঘুরেই দৌড় লাগাল ও, বাড়ির দিকে। ওর পা দুটো ছুটে চলল দুরন্ত।

"অ্যামা," ডাক দিলাম পেছন থেকে। "আচ্ছা ঠিকাছে, আমার সাথে থেকো।" আমিও দৌড়ানোর চেষ্টা করলাম ওর দিকে। অন্ধকারে নেশার ঘোরে মনে হল আয়নায় দেখে উল্টো দিকে পথ ছুটছি। ও কখন ঘুরে দাঁড়িয়েছে টেরই পাইনি, সহসা বুঝলাম দৌড়াচ্ছে এদিকেই। মেয়েটা সোজা ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপর, তাল সামলাতে না পেরে রাস্তার ধারে চিৎপাত হলাম। বাড়ি লেগে মাথাটা যেন দু'ভাগ হয়ে গেল আমার, ওর কপালটা আমার দাঁতে লাগাতে সেখানেও ব্যাথা হল প্রচন্ড। মেঝেতে নীরবে পড়ে রইলাম কয়েক মুহূর্ত। মাথা ধরে আর্তনাদ করে উঠলো অ্যামাও, দাঁতের সাথে বাড়ি খাওয়া জায়গাটা গাঢ় নীলবর্ণ হয়েছে।

"উফ! চেহারাটা থেঁতো করে দিয়েছ।"

"আমার মাথাও তো ফেটেছে," ফিসফিসিয়ে বললাম, তারপর উঠে বসলাম, টালমাটাল। মাথার পেছনে রক্তের ছোঁয়া পেলাম। "অ্যামা, বড্ড বেয়াড়া তুমি।"

" সেটাই তো তোমার পছন্দ।" আমাকে টেনে তুলল মেয়েটা। মাথার পেছনের রক্ত এখন পেছন থেকে সামনে এসে পড়েছে। মাঝের আঙুল থেকে ছোট্ট একটা সোনার আংটি খুলে আমার করে আঙুলে পড়িয়ে দিলো অ্যামা। "এটা রাখো।"

বাঁধা দিলাম, "এটা যে দিয়েছে সে হয়তো তোমার হাতেই দেখতে চায়।"

"হুম, ঠিক কথা, অ্যাডোরা হয়তো সেটাই চায়। বাদ দাও, ও কিছু হবেনা। ও এটা অ্যানকে দেবার জন্য কিনেছিল, কিন্তু অ্যান তো নেই এখন। আংটিটা পরেই ছিল। আমার জন্যই এটা কিনেছে, নিজেকে বোঝাতাম প্রথমটায়, কিন্তু তা তো করার কথা না। আমাকে ঘৃণা করে অ্যাডোরা।"

"নাহ, ঘৃণা করেনা।" বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলাম, সেখান থেকে আলো ছড়িয়ে পড়েছে পথের উপর।

"ও তোমাকে একদম পছন্দ করেনা।" অ্যামা বলল।

"না, করেনা।"

"আমাকেও করেনা, তবে একটু ভিন্নভাবে।" সিঁড়ি দিয়ে চললাম আমরা, পায়ের তলায় মালবেরী ফল মাড়িয়ে। বাতাসে মিষ্টি গন্ধ ভেসে এল।

BanglaBook.org

"ম্যারিয়েন মরার পর কি ও তোমায় বেশি ভালবেসেছিল নাকি কম?" আমার হাতটা জড়িয়ে ধরে প্রশ্ন করল অ্যামা।

"কম।"

"তাহলে কোনও কাজেই লাগেনি।"

"কি?"

"ওর মৃত্যুটা কোনও কাজেই লাগেনি, তোমাদের সম্পর্ক ভালো করতে।"

"না। এখন চুপ করতো, ঘরে গিয়ে কথা হবে, ঠিকাছে?"

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ঘাড়ের পেছনটা চেপে ধরলাম, রক্ত পড়ছে এখনো। অ্যামা পিছিয়ে পরছে ক্রমশ, পেছনে দাঁড়িয়ে ফুলদানিতে রাখা গোলাপের গন্ধ শোঁকায় ব্যস্ত। তারপর ভাঙ্গা হাসি দিলো আয়নায় ওর প্রতিচ্ছবি দেখে। অ্যাডোরার কামরাটা বরাবরের মতোই নীরব, বন্ধ দরজার পেছনে পাখা ঘোরার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিলাম, ভেজা জুতোটা খুলে ফেললাম পায়ের থেকে। তারপর মালবেরীর রস মুছে জামা খুলতে গিয়েই লক্ষ্য করলাম অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে অ্যামা। জামাটা সাবধানে নামিয়ে আনলাম ফের। তারপরে ক্লান্তভাবে বিছানায় শুয়ে পড়লাম, ওকে শুভরাত্রি জানিয়ে। নিজেকে গুঁটিয়ে ওর থেকে দূরে নিয়ে গেলাম। ওর পোশাক খোলার শব্দ এল কানে, আলোটা বন্ধ করে আমার পাশে শুয়ে পড়লো অ্যামা, পোশাকহীন। ওর স্বাধীনতা দুঃখ দিলো, পোশাক ছাড়া এভাবে কারও পাশে শুয়ে পড়া আমার জন্য অসম্ভব, কারণ শরীরে লেখা শব্দগুলো ফাঁস হয়ে যেতে পারে।

"ক্যামিল?" ওর কণ্ঠটা বিভ্রান্ত শোনালো। "জানো কিছু কিছু মানুষ বলে ওরা ব্যাথা পেতে চায়, নাহলে নিজেদের অনুভূতিশূন্য বলে মনে হয় ওদের।"

"উম।"

"কিন্তু যদি কারণটা ভিন্ন হয়?" ফিসফিস করলো ও। "যদি ওদের ব্যাথা পাওয়ার ইচ্ছাটা হয় কেবল সুখের জন্যই? যেন টিকটিক করতে থাকা একটা সুইচের মতো, নিজেকে ব্যাথা না দিলে হয়তো সুইচটা বন্ধ হয়না।"

ঘুমিয়ে পড়ার ভান করলাম, আমার শরীরের ক্ষতর উপর ওর ঘুরে চলা আঙুলগুলো সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে।

স্বপ্নে ম্যারিয়েনকে দেখলাম, ওর ঘামে ভেজা সাদা রাতের পোশাকে। সোনালী চুলগুলো লতিয়ে ঝুলে আছে দু'গালের পাশে। আমার হাত ধরে বিছানা থেকে টেনে নামাতে চাইলো। "তুমি নিরাপদে নেই," ফিসফিস করলো ও। "ভীষণ বিপদ।"

আমি ওকে চলে যেতে বললাম।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৩

ঘুম ভাঙতে পরদিন দু'টো বেজে গেল। পাকস্থলীটা যেন জমে রয়েছে পেটের মধ্যে, আর দাঁতে দাঁত লেগে গত পাঁচ ঘণ্টায় মাড়িও ব্যাথা হয়ে আছে। সব এক্স এর ক্রিয়া, অ্যামাও হয়তো ভুগছে, ভাবলাম আমি। পাশের বালিশটাতে একঝাক চোখের পাপড়ি খসে থাকতে দেখলাম, মাশকারায় মাখামাখি হয়ে আছে। আমি হাতে তুলে নিতেই তালুতে গাঢ় নীল ছাপ বসে গেল। সেগুলোকে পাশের টেবিলে ঝেড়ে ফেললাম। তারপর বাথরুমে ছুটলাম বমি করতে। বমিতে আমার ক্লান্তি নেই। ছোটবেলায় যখন অসুস্থ থাকতাম তখন মা চুলগুলো ধরে রাখতো পেছন থেকে, আর আশ্বাসের সুরে বলত- 'খারাপটুকু বাইরে ফেলে দাও মা। শেষ না করে থেমো না। সব ফেলে দাও।' আর ব্যাপারটা আমারও মন্দ লাগতো না।

দরজাটা বন্ধ করে কাপড় খুলে ফেললাম, তারপর ফিরে গেলাম বিছানায়। মাথাটা বেজায় যন্ত্রণা করছে, বা কান থেকে শুরু করে ঘাড় হয়ে মেরুদন্ড পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে ব্যাথা। মুখটা ব্যাথায় নাড়ানো মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে, গোড়ালিতে আগুন ধরেছে যেন। সেই সাথে রক্তপাত এখনো চালু, বিছানায় রক্তের ছাপ দেখে বোঝা গেল সেটা। অ্যামার পাশটাও রক্তে ভেজা, বুকের কাছাকাছি যে জায়গাটা ছিল সেখানে কয়েক ছিটা রক্ত, আর মাথার বালিশে বড়সড় ফোঁটা লেগে রয়েছে।

আমার হৃদপিন্ডটা কাঁপছে জোরে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। মা গতরাতের ঘটনা জানতে পেরেছে কিনা বোঝা দরকার। অ্যামাকে দেখেছে কি? তাহলে তো দারুণ ঝামেলায় ফেঁসে যাবো! আতঙ্কে অসুস্থ বোধ করলাম। ভয়ংকর কিছু ঘটতে চলেছে শীঘ্রই।তবে আমার বর্তমান অবস্থাটা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারি গতরাতের মাদকের পাল্লায় পরে আমার রক্তের সেরোটোনিন লেভেল বেড়েছিল যাচ্ছেতাই ভাবে, আর এখন রাতারাতি সেটা পরে গিয়ে অন্ধকারে হতাশার ঠেলে দিয়েছে আমায়। বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে কাঁদতে নিজেকে সেটাই বোঝানোর চেষ্টা করলাম। মরা মেয়েগুলোর কথা কিছুক্ষণের জন্য ভুলেই গিয়েছিলাম, এমনকি ম্যারিয়েনের সাথেও ধোঁকাবাজি হয়েছে, ওর জায়গায় অ্যামাকে বসাতে চেয়েছি। এর ফল পেতেই হবে নিশ্চিত। হেচকি দিয়ে কেঁদে চললাম, নাক মুখ ফুলে ঢোল

BanglaBook.org

হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। এমন সময় কেঁপে উঠলো দরজার হাতলটা। নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করলাম, আর প্রার্থনা করলাম, যেন নীরবতা ফিরে আসে আবার।

"দরজা খোল ক্যামিল," মায়ের মার্জিত কণ্ঠ শোনা গেল। আমি চুপ থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। আরও কিছুক্ষণ খুঁট খুঁট শব্দ হল তারপর নীরব হয়ে গেল সব। দূরে হেঁটে চলে যাবার শব্দ শুনলাম কেবল।

পুরনো দিনের স্মৃতি ফিরে এল মায়ের ডাকের সাথে, বিছানার পাশে বসে চামচ দিয়ে আমাকে টক টক গন্ধের একটা সিরাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করছে মা। মায়ের ওই ওষুধগুলো আমাকে আরও বেশি অসুস্থ করে তোলার জন্য যথেষ্ট ছিল। পাকস্থলী বেশ দুর্বল আমার; ম্যারিয়েনের মতো অতটা বাজে না, কিন্তু খারাপ।

হাত দুটো ঘামতে শুরু করলো, মা না ফিরে এলেই ভালো। প্রার্থনা শুরু করলাম অজান্তেই। কারিকে দেখতে পেলাম যেন! ওর টাইটা বেপরোয়া দুলছে ভুঁড়ির উপর, দৌড়ে আমার ঘরে ছুটে এলো আমাকে বাঁচাতে। তারপর ওর ফোর্ড তাউরাস গাড়ীতে বসিয়ে নিয়ে চলল আমায়। শিকাগোতে যাবার পথে এলিন মাথায় হাত বুলিয়ে চলল পরম মমতায়।

এমন সময় টের পেলাম দরজায় চাবি ঢুকছে। পরক্ষণেই দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে এল মা। লম্বা গোলাপি রিবনে বাঁধা চাবিটা ঝুলছে হাতে। ক্ষত পরিষ্কার করার জন্য তরল নিয়ে এসছে, সেই সাথে আছে এক বক্স টিস্যু, আর একটা লাল কসমেটিক ব্যাগ।

আমাকে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মা। "অ্যামা সব বলেছে। ইস, মেয়েটা সকাল থেকে পরিষ্কার হচ্ছে। আসলে আমাদের খামারটা বাদ দিলে মাংসের অবস্থা আজকাল যা দাঁড়িয়েছে! বিশ্বাস করা যায়না, সব দু-নম্বর। অ্যামা বলেছে, মুরগি খেয়েই এই অবস্থা, তাইনা?"

"হবে হয়তো," এড়িয়ে যাবার জন্য অ্যামার সাথে সুর মেলালাম, আমার থেকে ও বেশি ওস্তাদ ধোঁকাবাজিতে।

"বিশ্বাসই হচ্ছেনা, আমার দরজার বাইরেই অজ্ঞান হয়ে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়লে তোমরা, আর আমি কিনা ঘুমাচ্ছিলাম বেঘোরে। ভাবলেও লজ্জা হয়," অ্যাডোরা বলল। "ওর ক্ষতগুলো দেখে মনে হচ্ছিলো রীতিমত মারামারি করে এসেছে!"

এই কল্পকাহিনী কিছুতেই বিশ্বাস করার কথা না, ক্ষত আর ব্যাথা নির্ধারণে রীতিমত পারদর্শী মা। কিন্তু যেহেতু কথাটা বিশ্বাস করেছে তার মানে এর পেছনে

BanglaBook.org

নিশ্চয়ই কোনও উদ্দেশ্য আছে ওর। এখন জোর করে যত্ন নেবে আমার, বাঁধা দেবার চেষ্টাও করতে পারলাম না, উল্টো কেঁদে ফেললাম।

"অসুস্থ লাগছে মা।"

"জানি মামনি।" সুকৌশলে আমার গায়ের চাদরটা সরিয়ে পায়ের কাছে নিয়ে এল মা, আমি শরীরটা হাত দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করলাম। কিন্তু হাত দুটো সরিয়ে দুপাশে রাখলো অ্যাডোরা।

"দেখতে দাও ক্যামিল।" আমার চোয়ালটা ঘুড়িয়ে এদিক ওদিক দেখল, তারপর নিচের ঠোঁটটা নামিয়ে দেখল মুখের ভেতরটা। হাত তুলে বগলের নিচও পরীক্ষা করলো, গাল টিপে বোঝার চেষ্টা করলো সেখানে ফুলেছে কিনা। এসব পদ্ধতি আমার পূর্বপরিচিত। পায়ের ফাঁকে দ্রুত হাত ঢুকিয়ে দিলো এরপর অভিজ্ঞভাবে। শরীরের তাপ বোঝার জন্য এটাই নাই সেরা উপায়! এরপর ঠান্ডা আঙুলগুলো নিচে নামিয়ে গোড়ালির ক্ষতটাতে গুঁতো দিলো, চোখে সবুজের বিস্ফোরণ হল যেন। মাথার পেছনটায়, যেখানে গতরাতে ব্যাথা পেয়েছিলাম, দপ করে উঠলো। আমি অজান্তেই গুটিয়ে নিতে চাইলাম পা'দুটো। এই ফাঁকে হাতটা মাথার কাছে এনে ক্ষতটা আবিষ্কার করে ফেলল মা।

"আরেকটু ধৈর্য ধরো ক্যামিল, সব ঠিক হয়ে যাবে।" টিস্যুগুলো অ্যালকহোলে ভিজিয়ে পায়ের ক্ষতটা পরিষ্কার করে চলল মা, চোখ ভিজে উঠলো জলে। তারপর শক্ত করে সেখানে গজ পেঁচিয়ে বেঁধে দিলো। গজ কাঁটার সরঞ্জাম বেরুলো কসমেটিক ব্যাগটা থেকে। তবে বন্ধ হলনা রক্তক্ষরণ, মুহূর্তেই জাপানের পতাকা হয়ে উঠলো ব্যান্ডেজটা। এরপর ঝুঁকে চুলে হাত ছোঁয়াল, দ্রুত গোছা করে কাটা শুরু করলো ব্যাথার ওখানে, আমি সরে যেতে চাইলাম।

"নড়োনা, লেগে যাবে। চুপচাপ লক্ষ্মী মেয়ের মতো শুয়ে থাকো।" আমার গালে শীতল স্পর্শ পেলাম, ঘচ ঘচ ঘচ কেটে চলল চুল, তারপর কমে গেল চুলের উপরের টান। ফাঁকা জায়গায় বাতাসের ছোঁয়া অস্বস্তির সৃষ্টি করলো, পেছনে হাত দিতেই বুঝলাম সেখানে পঞ্চাশ পয়সা সাইজের একটা জায়গা ফুলে রয়েছে। দ্রুত আমার হাতটা সরিয়ে দিয়ে ওখানেও ভেজা টিস্যু চলতে শুরু করলো মা। ব্যাথায় দম বন্ধ হয়ে এল।

আমাকে উল্টো গায়ে ভেজা কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করে চলল মা। মায়ের চোখের রংচঙয়ে গোলাপি পাপড়ি, আর গালে একটা মেয়েলী আভা লক্ষ্য করলাম। কসমেটিক ব্যাগটা ঘেঁটে ওষুধ হাতড়ে চলল সে। একদম নিচ থেকে ভাঁজ করা টিস্যুর দলা বের করলো, তারপর খুব সাবধানে ভেতর থেকে নীল একটা বড়ি বেছে নিলো।

BanglaBook.org

"এক সেকেন্ড," বলল মা।

দ্রুত পায়ে কোথায় যেন হেঁটে চলে গেল, সম্ভবত রান্নাঘরের ওদিকেই। ফিরে এল একই ব্যস্ততায়, হাতে একগ্লাস দুধ নিয়ে।

"নাও, দুধটা দিয়ে খেয়ে নাও এটা।"

"কি এটা?"

"ওষুধ। ইনফেকশনটা রুখবে, আর খাবার থেকে যে ব্যাকটেরিয়াগুলো পেটে গিয়েছে, সেগুলোকে মেরে দেবে।"

"কি এটা?" আবার প্রশ্ন করলাম।

লাল হয়ে উঠলো মায়ের মুখ, হাসিটা কেঁপে কেঁপে উঠলো মোমবাতির মতো, এক সেকেন্ডের মধ্যেই কয়েকবার।

"ক্যামিল, আমি তোমার মা, আর তুমি এখন আমার বাড়িতে আছো," কাঁচের মতো স্বচ্ছ ওর দৃষ্টি। ভয়ে ঘাড় ঘুড়িয়ে নিতে বাধ্য হলাম।

"হা করো," শীতল আওয়াজ পেলাম, 'নার্স ' শব্দটা জ্বালা করলো বগলের নিচে।

ছোটবেলাতেও এসব উপেক্ষা করতে চাইতাম, মা রাগ করতো। এখন ওকে দেখে গতরাতের অ্যামার কথা মনে পড়ছে, যেন ওর হাতের জিনিশটা আমাকে গছিয়ে দিতে পারলেই চলে। ওষুধটা না খেলে ঝামেলা বাড়বে। আমার শরীরের বিভিন্ন জায়গা এখন জ্বলছে, ঠিক যেমন জ্বলে ক্ষত তৈরির পরপর। বেশ উপভোগ্য ব্যাথাটা।

আমি ওপাশ ফিরে ওষুধটা জিভে রাখতে দিলাম। মা মুখে গ্লাস ঠেকিয়ে চুমু খেলো কপালে।

ঘুমিয়ে পড়লাম কয়েক মিনিটের মধ্যেই, আমার নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ স্বপ্নে টক কুয়াশার মতো মনে হচ্ছিলো। দেখলাম মা ঘরে এসে জানালো আমি অসুস্থ। তারপর আমার উপর শুয়ে মুখে মুখ রাখলো, ওর নিঃশ্বাস অনুভব করলাম গলায়। এরপর উপর থেকে সরে গিয়ে চুলে হাত বোলাল। আর আমার দাঁতগুলো খুলে নিয়ে নিলো দু'হাতে।

সন্ধ্যায় ঘুম ভাঙ্গলো ফের। লালা ঝড়ে শুকিয়েছে ঘাড়ের কাছে। দুর্বল লাগছিল, পাতলা পোশাকে নিজেকে জড়িয়ে আবার কেঁদে ফেললাম, ছেঁটে ফেলা চুলগুলোর কথা মনে হতেই। এই দুঃখের পুরোটাই হয়তো এক্স এর প্রভাব, নিজেকে

BanglaBook.org

বোঝালাম। খারাপ করে চুল কাটলে কিছুই যায় আসেনা, চাইলেই পনিটেইল বেঁধে নেওয়া যাবে, ঢাকা পড়বে শূন্য জায়গাটা।

টলতে টলতে হলঘর ধরে চললাম, পায়ের মধ্যে কট কট শব্দ হচ্ছে, হাঁটুটা ফুলে রয়েছে বিনা কারনেই। সিঁড়ির নিচ থেকে শুনতে পেলাম মায়ের গলা, গান গাইছে। আমি অ্যামার দরজায় টোকা দিলাম, ভেতরে যেতে বলল ও।

বিবস্ত্র অবস্থায় ওর বিশাল খেলাঘরের সামনে বসে আছে মেয়েটা, বুড়ো আঙুলটা মুখে দিয়ে। ওর চোখের চারধারে রক্ত জমাট বেঁধে বেগুনি হয়েছে, কপালে ব্যান্ডেজ করা। নিজের প্রিয় পুতুলটা টিস্যুতে মুড়ে ফেলেছে অ্যামা, তারপরে ছিটে ছিটে দাগ দিয়েছে লাল মার্কারের। সেটাকে বসিয়ে রেখেছে বিছানার উপর।

"তোমার সাথে কি করেছে ও?" হালকা হাসি দিয়ে আধোঘুম কণ্ঠে বলল মেয়েটা।

আমি ঘুরে মাথার চুল ছাড়া জায়গাটা দেখিয়ে দিলাম। "আর একটা বড়ি দিয়েছে, অসুস্থ লাগছে ওটা খাবার পর থেকে।" বললাম আমি।

"নীল?"

সম্মতিতে মাথা নাড়লাম।

"হুম, ওটা বেশ পছন্দ অ্যাডোরার," বিড়বিড় করলো মেয়েটা। "খেলে শরীর গরম হয়ে যায়, আর লালা ঝড়ে প্রচুর, সেই সাথে মরার মতো ঘুম হয়। আর তখনই ওর বন্ধুদের ডেকে আনতে পারে তোমাকে দেখানোর জন্য।"

"আগেও এমন করেছে নাকি?" শরীর ঠান্ডা হয়ে ঘাম দিলো। আমার ধারনাই ঠিক ছিল তাহলে, খারাপ কিছু হচ্ছে।

কাঁধ ঝাঁকাল অ্যামা। "আমার সমস্যা হয়না। মাঝে মধ্যে তো গিলিও না, কেবল ভান করি। এভাবে দুজনই খুশি থাকি। ও চলে গেলে পুতুল খেলা চালাই অথবা পড়াশোনা করি, আর ফিরে আসার শব্দ পেলেই আবার বিছানায় উঠে ঘুমের ভান করি।"

"অ্যামা?" ওর পাশে বসে মাথায় হাত বুলোলাম, শান্ত থাকতে হবে এখন। "এরকম ওষুধ কি অনেকবার দিয়েছে তোমাকে?"

"যখন একটু অসুস্থ ভাব হয়, তখনই দেয়।"

"তারপর কি হয়?"

"কখনো কখনো গরমে পাগলের মতো লাগে, তখন ঠান্ডা পানিতে গোসল করায়। কখনো প্রচুর বমি পায়, আবার কখনো এতো দুর্বল লাগে যে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে।"

BanglaBook.org

ঠিক একই সমস্যা হতো ম্যারিয়েনেরও। গলাটা জড়িয়ে আসতে চাইলো আমার, তিতে হয়ে উঠলো। মেঝেতে ধপ করে বসে পড়লাম আমি। পেটের ভেতর মোচড় দিলো, মাথাটা হাত দিয়ে চেপে ধরলাম শক্ত করে। অ্যামা আর আমি এখন ম্যারিয়েনের মতোই অসুস্থ। বিষয়টা নিশ্চিত হবার আগে ধরতে পারছিলাম না- অথচ বিশ বছর পরে পুরোটা এখন পানির মতো পরিষ্কার। ক্ষোভে চিৎকার দিতে ইচ্ছা হল।

"আমার সাথে পুতুল খেলবে, ক্যামিল?" আমার উদ্বেগ ওর চোখ এড়িয়ে গেল।

"এখন না অ্যামা, কাজ আছে। মা এলে ঘুমানোর কথা ভুলোনা।"

আর্তনাদ করতে থাকা শরীরটার উপর পোশাক চাপালাম। আয়নায় নিজেকে দেখলাম, ভাবনাগুলো খুব অবাস্তব মনে হল। কিন্তু পুরোটাই যেন বাস্তব, আমার মা, খুন করেছে ম্যারিয়েনকে আর ওই বাচ্চাগুলোকেও।

টয়লেটে ঢুকেই বমি করা শুরু করলাম, পেট থেকে বেরিয়ে এলো নোনা জল, সেগুলোর ছিটে লাগলো নাকে মুখে। উঠে দাঁড়ানোর আগেই বুঝলাম মা দাঁড়িয়ে আছে পেছনে।

"ইশ, কি অবস্থা!" বিড়বিড় করলো সে। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালাম, চোখ রাখলাম ওর চোখে, দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে।

"সেজে গুঁজে যাচ্ছো কোথায়, মামনি?" বলল মা। "এখন কোথাও যাওয়া চলবেনা।"

"যেতে হবে, কাজ আছে। তাছাড়া বিশুদ্ধ বাতাসে ভালোই লাগবে।"

"বিছানায় যাও ক্যামিল," চাঁপা নির্দেশের আভাষ পেলাম। বিছানাটা দেখিয়ে মা বলল, "চলে এসো, স্বাস্থ্য নিয়ে আরও সচেতন হওয়া উচিত তোমার।"

কাঁপা পায়ে হেঁটে টেবিল থেকে গাড়ীর চাবিটা তুলে নিলাম। তারপর দ্রুত মা-কে পাশ কাটিয়ে চললাম বাইরের দিকে। "একটু যেতেই হবে, জলদি ফিরবো।" বললাম যেতে যেতে।

অ্যামাকে ওর অসুস্থ পুতুলের সাথে রেখেই দ্রুত নিচে নেমে এলাম, তারপর গাড়ি নিয়ে ছুটতে গিয়ে বাড়ি খেলাম সামনের বাম্পারে। এক পথচারি মহিলা হতাশায় মাথা নাড়লেন আমার অবস্থা দেখে।

অজানায় ছুটল গাড়ি। ভাবনাগুলো গুছিয়ে নিতে চেষ্টা করলাম, অনেকগুলো চেহারা ভেসে উঠল স্মৃতিপটে। অন্য কারও থেকে মতামত নেওয়া প্রয়োজন, এমন কেউ যে খুব ভালো করে চেনে অ্যাডোরাকে। জানা দরকার আমি ভুল ভাবছি কিনা? এমন কেউ যে বড় হয়ে উঠেছে ওর সাথে। যখন আমি এখানে ছিলাম না, তখনও

BanglaBook.org

মা'র পাশে ছিল এমন কেউ কি আদেও আছে? হুট করে মনে এল জ্যাকি ও'নীল এর কথা। আমার প্রতি ওর সাবধানবানী- 'সবকিছু কেমন যেন ভুলপথে এগুচ্ছে।' এখন ওকেই প্রয়োজন আমার, মা-র সাথে সম্পর্কে চিড় ধরেছে ওর, এখন সত্যি কথা যদি কেউ বলে তাহলে ওর পক্ষেই বলা সম্ভব। মা'কে জ্যাকির থেকে ভালো কেউ চেনেনা। সেদিনও কিছু বলতে চেয়েছিল ও, সেটা কি? জানতেই হবে।

ওর বাড়িতে পৌঁছতে আরও কয়েকমিনিট লাগলো। বাড়িটা আধুনিক হলেও রয়েছে প্রাচীনতার ছাপ। রোগামত এক ছেলে গাড়ি নিয়ে ঘাস কাটছিল, সেই সাথে টান বসাচ্ছিল মাদকে। ওর পিঠেও মাদক সেবনের কুফল দেখতে পেলাম, চামড়ায় বড় বড় ঘায়ের মতো হয়ে রয়েছে। হয়তো এদের থেকেই মাদক পায় জ্যাকি!
দরজা খুলতে এল গ্যারি স্লিট, ক্যালহুন হাই স্কুলে আমার এক বছরের সিনিয়র ছিল মেয়েটা। বর্তমানে ওর পরনে নার্সের পাশাক, ঠিক গেইলার মতো। ওর গালে লাল আঁচিলটা ঠিক আগের মতোই আছে, দুঃখ হয় বেচারির জন্য।

"কি খবর ক্যামিল? কোনও বিশেষ প্রয়োজনে এসেছ?" ওর ভাব দেখে খুব একটা আগ্রহী বলে মনে হলনা আমার ব্যাপারে। হয়তো উইন্ড গ্যাপের অন্যদের মতো গালগল্প করার ফুঁসরৎ পায়না মেয়েটা। তাই গল্পে অনাগ্রহী।

"আহ! জানতামই না তুমি এখানে কাজ নিয়েছ।"

"জানার কথাও না।" সরাসরি বলল গ্যারি।

জ্যাকির তিন সন্তান জন্ম নিয়েছে পরপর, এখন ওদের বয়স বিশের ঘরে হবার কথা- বিশ, একুশ, বাইশ, সম্ভবত। মোটাতাজা ছেলেগুলো। প্রশস্ত ঘাড়, কিন্তু উচ্চতায় ছোট। জ্যাকির মতোই বড়বড় চোখ ওদের। জিমি, জ্যারেড আর জনি। ওদেরই দু'জনের গলা শোনা যাচ্ছে বর্তমানে, গ্রীষ্মের ছুটিতে বেড়াতে এসেছে সম্ভবত। পেছনের উঠোনে ফুটবল খেলছে ওরা। গ্যারির ভাব দেখে বোঝা যাচ্ছে ওদেরকে না ঘাঁটানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে এর মধ্যেই।

"আমি তো আবার ফিরে " বলতে শুরু করলাম।

"জানি কেন এসেছ," কাটাকাটা ভাবে বলল মেয়েটা। এই মুহূর্তে আমি ওর জন্য একটা সমস্যা ছাড়া আর কিছুই না, বেশ বুঝলাম।

"জ্যাকি মায়ের ভালো বন্ধু, তাই ভাবলাম "

"জ্যাকির বন্ধুদের খবর জানা আছে আমার," বলল গ্যারি।

বুঝলাম আমাকে ভেতরে ঢোকাতে চাইছেনা। আপাদমস্তক দেখে নিয়ে পেছনের গাড়িটার দিকে তাকালো ও, স্পষ্ট ইঙ্গিত!

BanglaBook.org

"তোমার অনেক বান্ধবীর মায়েদের সাথেও ভালো বন্ধুত্ব আছে জ্যাকির," কথাটুকু যোগ করল ও।

"উমমম, এখানে আমার বন্ধু বলতে তেমন কেউ নেই এখন।" এই একটা বিষয়তেই দারুণ খুশি আমি, কিন্তু দুঃখী দুঃখী ভাব করে কথাগুলো বললাম মেয়েটাকে। ওর থেকে যত কম বাঁধা পাওয়া যাবে, কাজ হাসিলে তত সুবিধা হবে। নিজেকে ভুল কিছু বুঝিয়ে ফেলার আগে জ্যাকির সাথে কথা বলা প্রয়োজন। "আসলে আগেও খুব বেশি বন্ধু ছিল বলে মনে হয়না।"

"কেটি ল্যাসি। ওর মায়ের কাছে যেতে পারো, সবার সাথে খাতির আছে মহিলার।"

আহ! সেই কেটি ল্যাসি, যে আমাকে জোর করে পার্টিতে ডেকে নিয়ে তারপরে উল্টে ধরা খাইয়ে দিতো। বড় গাড়ীতে চড়ে ওর ঘুরে বেড়ানোর দৃশ্য এখনো চোখের সামনে ভাসে, সেসময় ওর সুন্দরী বান্ধবীরা বানী দিতো পেছনে বসে, ভাবটা এমন যেন দখল করে নেবে পুরো স্কুলটা। এসব ওরা শিখেছে মায়েদের থেকে, গরীব, দুঃখী, কুৎসিত মেয়েদের সাথে মিশতে যায়না ওরা।

"ভাবলেও লজ্জা লাগে একসময় বন্ধু ছিলাম ওর।" উত্তর দিলাম।

"তখন তো তোমার ভালোই খাতির ছিল মেয়েটার সাথে," বলল গ্যারি। প্রায় সাথে সাথেই মনে পরে গেল গ্যারির ঘোড়াটার কথা, ওর নাম ছিল বাটার। 'গ্যারির ঘোড়াটাও ওর মতোই ফুলে ফেঁপে উঠছে,' এই বলে মজা করতাম আমরা।

"নাহ," আসলে ওদের সাথে সরাসরি কোনও ঝামেলায় হাত লাগাইনি, আবার বাঁধাও দিতে যাইনি। পাশে দাঁড়িয়ে কেবল হাসির অভিনয় করতাম।

গ্যারি ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো দরজায়, ওর সস্তা ঘড়ির দিকে তাকালো আনমনে, চুলের রাবার ব্যান্ড শক্ত করলো। নিজের ভাবনাতেই ডুবে গেছে যেন। মেয়েটা কেন এখনো পরে আছে এখানে? শহরটাতে আসার পর থেকে অনেককেই দেখেছি যাদের সাথে একসময় বেড়ে উঠেছি, যারা উইন্ড গ্যাপ থেকে বেরুনোর জন্য যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করতে ব্যর্থ হয়েছে। এখানের মানুষ এখনো আনন্দ খোঁজে ক্যাবল টিভি আর মুদি দোকানে। তাই ওদের পরিবর্তনও যৎসামান্য। যারা সুন্দরী ছিল কেটির মতো, তারা তেমনটাই আছে, টেনিস খেলছে, শপিং করছে, চলে যাচ্ছে বাইরেও। আর যারা কুৎসিত ছিল তাদের ধোপাগিরি করে, অন্যের সেবা করে দিন কাটাতে হয়। গ্যারির মতো কল্পনাহীন এসব মানুষই উইন্ড গ্যাপে বসে ছোটবেলার মতোই ধুকে ধুকে জীবন পার করছে। আর আমি এখন আটকে গেছি ওদেরই দলে, নিজেকে টেনে বের করতে পারছিনা।

BanglaBook.org

"দাঁড়াও, জ্যাকিকে বলে আসি তোমার কথা।" লম্বা সিঁড়ি ধরে হাঁটা দিলো গ্যারি, জ্যাকির ছেলেরা যেখানে খেলছে সেই পথটা এড়িয়ে গেল সতর্কভাবে।

আমাকে যে ঘরটায় বসানো হল সেটা মূলত সাদা, সেই সাথে এখানে সেখানে নানা রঙয়ের ছোপে ছাওয়া। দেখে মনে হয় কোনও বাচ্চা আঙুলের ছাপ বসিয়ে নোংরা করেছে ঘরটা। লাল বালিশ, হলুদ আর নীল পর্দা, চকচকে সবুজ ফুলদানি, ভেতরে লাল ফুল। জ্যাকির হাস্যকর ভঙ্গিতে তোলা সাদাকলো ছবি ঝুলতে দেখা গেল দেয়ালে, হেসে ফেললাম।

"ক্যামিল!" হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল জ্যাকি। সাটিনের পোশাক ওর গায়ে, কানে ঝুলছে বড় দুটো হীরের দুল। "দেখা করতে এলে শেষমেশ। বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তোমায়! গ্যারি, আমাদের ব্লাডি ম্যারি দাও তো, জলদি।" নির্দেশ দিলো জ্যাকি, কণ্ঠে উচ্ছ্বাসের ছোঁয়া পাওয়া গেল। হাততালি দিতেই বিদেয় হল গ্যারি।

"ঠিক করে বানাবে, আগেরবারের মতো গন্ডগোল করোনা।" বলতে বলতে আমার দিকে ফিরল ও। "ভালো কাজের লোক পাওয়া খুব মুশকিল।" বলল জ্যাকি। ও সারাদিন টেলিভিশন দেখে, এক হাতে রিমোট আর অন্য হাতে পানীয় নিয়ে। সকালের টকশো থেকে শুরু করে রাতের সিনেমা কিংবা ক্রাইম ড্রামা কিছুই বাদ যায়না।

ট্রে করে নির্দেশ মতো বণ্ঢাডি মেরি ড্রিংক্স হাজির করল গ্যারি, তারপর সেটা রেখেই বিদায় নিলো। আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম কয়েক মুহূর্ত, ঠান্ডায় জমে আছে ঘরটা, এয়ার কন্ডিশনারটা চলছে। ঝুঁকে কফি টেবিলের একটা ড্রয়ার খুলল জ্যাকি, ভেতরে জীর্ণ বাইবেল, তিন বোতল নেইল পলিস, আর প্রায় আধা ডজন কমলা ওষুধের শিশি দেখা গেল।

"ব্যাথার ওষুধ লাগবে? ভালো ওষুধ ছিল কিন্তু।"

"না ঠিক আছে, কিন্তু দেখে তো মনে হচ্ছে পুরো দোকান দিতে পারবে!"

"হবে হয়তো, আমার ভাগ্য তো বরাবর দারুণ।" ওর রাগটা টমেটো জুসের সাথে মিশে যাবার আভাস পেলাম। "অক্সিকোটিন, পারকোসেট, পারকোডান, যতগুলো নতুন ওষুধ আমার নতুন ডাক্তারের কাছে আছে সব জমিয়েছি। স্বীকার করতেই হবে, জিনিসগুলো দারুণ।" হাতে কয়েকটা সাদা ট্যাবলেট নিয়ে আবার ফেলে দিলো ও, হাসল সামান্য।

"কি হয়েছে তোমার?" ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলাম।

"জানিনা, কেউ বলতে পারেনি। কেউ বলে লুপ্যাস, কেউ বলে আর্থরাইটিস, আবার কারও ধারণা অটোইমিউন, আর দু'জন তো বলেই দিলো মাথার সমস্যা।"

BanglaBook.org

"তোমার কি মনে হয়?"

"আমার?" চোখ উল্টালো ও। "ওষুধের চালান ঠিক থাকলে আমার কোনটাতেই আপত্তি নেই।" হেসে ফেলল আবার। "ওগুলোই মজার।"

ও সত্যিই আসক্ত, নাকি জোর করে নিজেকে সাহসী প্রমাণ করার চেষ্টায় ব্যস্ত, বোঝা গেলনা।

"তবে আমি অবাক হয়েছি, অ্যাডোরা এই পথে পা বাড়ায়নি একদম," বলে চলল জ্যাকি। "ওর এসব যাবে বাজে সস্তার অসুখ হবেনা, হলে একদম ব্রেইন ক্যান্সার। কি বল?"

আবার পানীয়তে চুমুক দিল ও, লাল দ্রবণ আর লবন লেগে গেল উপরের ঠোঁটে, ফোলা মনে হল জায়গাটা। এই চুমুকের সাথেই কিছুটা শান্ত হল জ্যাকি, ঠিক শোকসভার দিনটার মতো। আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন পড়তে চাইছে চেহারাটা।

"সর্বনাশ! কতো বড় হয়ে গেছ," আমার হাঁটুতে স্পর্শ করলো জ্যাকি। "এখানে কি মনে করে? বাড়িতে সব ঠিক আছেতো? মনে হচ্ছে কোনও সমস্যা? মা কিছু করেছে?"

"নাহ, সেরকম কিছুনা।" চেহারা দেখেই পুরোটা বুঝে ফেলেছে ওর অভিজ্ঞ চোখ।

"ওহ।" হতাশ মনে হল ওকে, আমারই ভুল, এই শহরে গালগল্প করতে ভালোবাসে সবাই। সেভাবেই চেষ্টা করা উচিত কথা বলার, ওর সাথেও।

"হুম, সমস্যা হয়েছে একটা, মা'কে নিয়েই। তাই আলাপ করতে এলাম।"

উচ্ছ্বাসিত হল জ্যাকি, "ওকে বুঝে উঠতে পারছনা, তাইতো জানতে চাও ও শয়তান, নাকি দেবী?" নিজের পেছনে বালিশ গুঁজে দিয়ে আমার কোলে পা তুলে দিলো জ্যাকি।

"একটু টিপে দাওনা," অনুরোধের সুরে বলল ও। তারপর সোফার নিচ থেকে একটা মিমি-ক্যান্ডিই ব্যাগ বের করে কোলের উপর সাজিয়ে বসল। "এগুলো থেকে নিস্তার পেতে হবে দ্রুত, কিন্তু এখন খেতে মন্দ লাগবেনা।"

আমি পরিস্থিতির সুযোগ নেবার চেষ্টা করলাম। "মা কি বরাবরই এমন ছিল?" কুঁকড়ে গেলাম এটুকু বলেই, জ্যাকি ডাইনির মতো খুক করে হাসি দিলো।

"কিরকম?- সুন্দরী? আকর্ষণীয়? শয়তান?" আয়েশ করে চকলেটের পার খুলল ও। "পা-টা টেপো" ওর ঠান্ডা পায়ে মালিশ করে চললাম, তলাটা কচ্ছপের খোলসের মতোই শক্ত। "অ্যাডোরা। হুম, বরাবরই ধনী, সুন্দরী। ওর মা-বাবাই

BanglaBook.org

চালাতো শহরটা। ওরা কিনে নিয়েছিলো শূয়রের খামারটা, কাজ দিয়েছিল শত শত মানুষকে- একটা আখরোটের বাগানও ছিল ওদের। সব সিদ্ধান্ত ওরাই নিতো, প্রিকারদের জুতো চাটতো সবাই।"

"সেসময় কেমন ছিল ওর জীবন মানে মা-বাবার সাথে?"

"মায়ের নিয়ন্ত্রনে নিষ্পেষিত ছিল ও। তোমার নানীকে কখনো হাসতে দেখিনি ওর সাথে। ভালোবেসে একবারও ছুঁতে দেখিনি ওকে, কিন্তু সবসময় নিয়ন্ত্রনে রাখতে চাইতো মেয়েটাকে। চুল বেঁধে দিতো, জামা পড়িয়ে দিতো। তাছাড়া ওর শরীরের কোথাও দাগ লাগলে সেটা আঙুল দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করতনা, চেটে পরিষ্কার করতো মহিলা। সূর্যের তাপে যখন চামড়া জ্বলে যেত-আমাদের সময় এতো ক্রিম ছিলনা, জ্বলতো তাই- তখন জয়া তোমার মায়ের জামা খুলে ওর পাশে বসে সেই চামড়া টেনে টেনে তুলত শরীর থেকে। এসব করতে খুব ভালোবাসতো মহিলা।"

"জ্যাকি..."

"একবর্ণও মিথ্যা না। চোখের সামনে বন্ধুকে ওভাবে বিবস্ত্র করে ছিলতে দেখা... যত্ন নিতে দেখা সহজ না। বলাই বাহুল্য তোমার মা অসুস্থ থাকতো বেশিরভাগ সময়, ওর শরীরে সুঁই ফুটে থাকতো সারা বছর।"

"ওর অসুখটা কি ছিল?"

"বলতে গেলে অনেক কিছুই। তবে তার বেশির ভাগই জয়া'র সাথে থাকার ফল।"

"আমার নানা বাঁধা দেয়নি? কোথায় ছিল সে?"

"জানিনা। ওর নামও ভুলে গেছি। হারবার্ট? হেরম্যান? কি জানি কি! ও থাকাকালীন সময়ে কখনো জয়ার বাড়িতে পা ফেলিনি। শান্তশিষ্ট ছিল লোকটা, দূরত্ব রেখে চলত, অনেকটা অ্যালেনের মতো।"

আরও একটা চকলেট খুলে পায়ের আঙুলগুলো আমার হাতে ধরিয়ে দিলো এবার। "জানোতো, তোমার জন্মটা ওকে ধ্বংস করে দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল।" আমি পা টেপায় সুবিধে করতে পারছিলাম না, তিরস্কারের মতো শোনালো ওর কণ্ঠ। "সেসময় বিয়ের আগেই কারও বাচ্চা হলে ধ্বংস হয়ে যেত সে।" বলে চলল জ্যাকি। "কিন্তু তোমার মায়ের নিজেকে প্রিয় করে ফেলার একটা ক্ষমতা ছিল, কেবল ছেলেদের মধ্যে না, যে কারও কাছে প্রিয় হতে পারতো, মেয়েদের কাছে, মায়েদের কাছে, শিক্ষকদের কাছে।"

"কিভাবে?"

BanglaBook.org

"হা হা হা, সুন্দরীদের জন্য এটা বিশেষ কি কঠিন! ব্যবহার মধুর হলেই হল। তোমার তো জানার কথা ক্যামিল। সেই ছেলেগুলোর কথা মনে করো তো যারা বছরের পর বছর তোমার কথা শুনে চলেছে, যা বলেছ তাই করেছে। তোমার এই চেহারাটা না থাকলে কি অমন করতো? আর ছেলেরা কথা শুনে চললেই মেয়েরাও ভালো থাকে। অ্যাডোরা ওর অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাটা খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করলো - নিজেকে গর্বিত কিন্তু দুর্বল দেখিয়েছিলও, খুব গোপন ভাবে থাকতে চায় এমন ভান করেছিল। তোমার বাবা এসেছিলো মাত্র একবারই, তারপরে আর দেখা মেলেনি ওর। তোমার মাও এই নিয়ে কখনো কথা বলেনি কখনো। গোঁড়ার থেকেই মায়ের সম্পদ ছিলে তুমি, আর সেটাই জয়ার মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট ছিল। কারণ এই প্রথমবারের মত তোমার মা এমন কিছু পেয়েছিলো যেটা নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতা জয়া'র ছিলোনা।"

"জয়া'র মৃত্যুর পরও কি অসুস্থ থাকতো অ্যাডোরা?"

"কিছুদিন ভালোই ছিল," গণ্ডাসের উপর দিয়ে তাকালো জ্যাকি। "কিন্তু ম্যারিয়েনের জন্মের পর নিজে অসুস্থ হবার ফুরসৎ পেলনা একদম।"

"মা কি " গলা কান্নায় ধরে আসতে চাইলো আমার, এক ঢোক ভদকার সাথে গিলে ফেললাম অনুভূতিটুকু। "মা কি... ভালো মানুষ ছিল?"

আবার ফিক করে হাসল জ্যাকি, খুলে ফেলল আরও একটা চকলেট, ওর দাঁতে বাদামের কুচি লেগে থাকতে দেখা গেল। "ওহ তাহলে এটাই জানতে চাও? ও ভালো মানুষ ছিল কিনা, তাইতো?" থামল জ্যাকি। "তোমার কি মনে হয়?" আমাকে উস্কে দেবার চেষ্টা করল ও।

ড্রয়ার হাতড়ে তিনটে ওষুধের শিশি বের করলো ও। প্রতিটা থেকে একটা করে বড়ি নিয়ে ছোট থেকে বড় ক্রমে বা হাতের উপর সাজিয়ে দিল সেগুলো।

"জানিনা, ওর সাথে সেরকম ঘনিষ্ঠ ছিলাম না কখনই।"

"কিন্তু ওর কাছকাছি তো ছিলে। আমাকে খেলানোর চেষ্টা করে লাভ নেই ক্যামিল। ক্লান্ত লাগে। যদি তুমি সত্যিই ভাবতে তোমার মা ভালো মানুষ, তাহলে কি আমার কাছে আসতে খোঁজ নিতে!"

বড় থেকে ছোট বড়িগুলো একে একে চকলেটের উপর গুঁড়ো করে মিশিয়ে দিলো ও, তারপর গিলে ফেলল চকলেটটা, ওটার খোসা পরে রইলো জ্যাকির বুকের উপর। ওর ঠোঁটে এখনো ব্লাডি মেরির লাল টমেটোর ছোপ লেগে রয়েছে, দাঁতে লেগে আছে চকলেটের স্তর। ওর পা ঘামতে শুরু করল আমার হাতের মুঠোয়।

BanglaBook.org

"দুঃখিত, তোমার ধারনাই ঠিক," বললাম আমি। "শুধু জানতে চাই, ও কি... অসুস্থ?"

চিবনো বন্ধ করে আমার হাতে হাত রাখলো জ্যাকি, দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর বুক চিরে।

"চিৎকার করে বলব আমি, অনেকদিন ধরে বুকের ভেতর চেপে রেখেছি কথাগুলো- আজ মুক্ত করে দেব সব। নাহলে ওরা পালিয়ে যেতে পারে, ঠিক জেমন জীবন্ত মাছ পালিয়ে যায় হাতের মুঠো থেকে।" আমার হাতটা চেপে ধরল ও। "অ্যাডোরা ক্ষুধা মেটাতে চায়, আর তুমি যদি ওর ক্ষুধা মেটাতে না দাও, তাহলে তোমার জীবন কঠিন করে তুলবে ও। অ্যামাকে তো দেখছই, ম্যারিয়েন কেও দেখেছো, তাইনা?"

ঠিক তাই, বুকের বা দিকের যন্ত্রটা সুড়সুড়ি দিলো ভেতরে।

"তাহলে এটাই তোমার ধারণা?" নিশ্চিত হতে ফের প্রশ্ন করলাম।

"আমার ধারণা ও একটা অসুস্থ মানুষ, ওর অসুখটা ছোঁয়াচে," ফিসফিস করল ও, কেঁপে ওঠা হাতে নড়ে উঠলো পেয়ালাটা, খুঁট করে শব্দ হল বরফের সাথে কাঁচের। "আর আমার মনে হয় তোমার এখন যাওয়া উচিত।"

"দুঃখিত, বেশি সময় নষ্ট করতে চাইনি।"

"নাহ, আমার বাসা থেকে নয়, উইন্ড গ্যাপ থেকে পালাও, জায়গাটা নিরাপদ নয় তোমার জন্য।"

মিনিটখানেক বাদেই বেরিয়ে এলাম ওর ঘর থেকে। নিজের সাদাকাল ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলো জ্যাকি, নিস্পলক।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৪

ভারসাম্যহীনভাবে বেরুলাম বাইরে, সিঁড়িতেই পরে গিয়েছিলাম আরেকটু হলে। পেছন থেকে ভেসে আসছিল ক্যালহুন ফুটবল টিমের শ্লোগান ছেলেগুলোর কণ্ঠে। আমি দ্রুত বাড়িটাকে পাঁশ কাটিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে এলাম একটা মরা মালবেরী গাছের নিচে। থেমে গেলাম ওখানেই।

সত্যিই কি অসুস্থ ছিল ম্যারিয়েন? অ্যামা আর আমি, আমরাও কি অসুস্থ? মাঝে মধ্যে মনে হয় প্রতিটি নারীর ভেতরেই রয়েছে এক ধরণের অসুস্থতা, কেবল বেরিয়ে আসার অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে থাকে সেটা। জীবনে এরকম অনেক অসুস্থ মহিলা দেখেছি, যাদের ব্যাথা আছে, সমস্যা আছে। ছেলেদের সমস্যা হয়, হাড় ভাঙ্গে, পিঠে ব্যাথা হয়, দুই একবার হয়তো সার্জারিও হয়, কিংবা টনসিলে সামান্য ঝামেলা, এ পর্যন্তই। পক্ষান্তরে নারীরা পুরো ক্ষয় হয়ে যায়। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়, কারণ মেয়েদের শরীরে যত রকমের জিনিশ ঢোকে তা আসলেই অতিরিক্ত।

কেবল অসুস্থতা। কিন্তু সেটা সত্যি নাকি মিথ্যা? অ্যামা কি আসলেই অসুস্থ, তাই মা ওকে ওষুধ দেয়? নাকি ওকে ওষুধ দেয় বলেই ও অসুস্থ? ওই নীল ওষুধটা যেটা আমাকে দিয়েছিল সেটাই কি আমার বমির কারণ, নাকি সত্যিই উপকার করেছে?

ম্যারিয়েন কি এখনো জীবিত থাকতো, যদি অ্যাডোরা ওর মা না হতো?

এই মুহূর্তেই ফোন করা উচিৎ রিচার্ডকে, কিন্তু কি বলবো বুঝতে পারছিলাম না। ভয়ে এতটাই দুর্বল যে মরে যেতে ইচ্ছা করছে আমার। বাড়ি আর খামার পেরিয়ে এগিয়ে চললাম, থামলাম গিয়ে হেলা'স বারে। জানালাহীন একটা কোনা দখল করে বসে পড়লাম, ওখানে সবাই আমাকে চেনে বসের মেয়ে হিসাবে, কেউ ঘাঁটতে আসবেনা। জায়গাটা অবশ্য বেশ অস্বাস্থ্যকর, সর্বত্র শুয়োরের প্রস্রাব আর রক্তের গন্ধ, এমনকি পপকর্ণের বাতি থেকেও ভেসে আসে মাংসের গন্ধ। বেসবল টুপি আর চামড়ার জ্যাকেট পড়া কয়েকজন আমার দিকে তাকিয়েই আবার মন দিলো বিয়ারের বোতলে। বারটেন্ডার চুপচাপ বারবর্ণ দিয়ে গেল গ্লাসে। মৃদু সুরে গান বেজে চলল স্পিকারে।

BanglaBook.org

দ্বিতীয়বার বারবর্ণ দিতে এসে বারটেন্ডার একজনকে দেখিয়ে বলল, "ওকে খুঁজছ?"

জন কীণকে বসে থাকতে দেখলাম বারের একমাত্র বুথে, টেবিলের এক কোনা ধরে খুঁটছে। ওর ফর্সা মুখ গোলাপি হয়েছে, মদের প্রভাবে। ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা গেল এর মধ্যেই বমি করেছে নির্ঘাত। আমি বারবর্ণে গ্লাসটা নিয়ে ওর উল্টো দিকে গিয়ে বসলাম। হেসে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো জন।

"কেমন আছেন? বেশ পরিষ্কার মনে হচ্ছে আপনাকে, এখানের নোংরা পরিবেশে বড্ড বেমানান।" বলল ও।

"আছি ভালোই। তোমার কি খবর? সব ঠিকতো?"

"ঠিক? হবে হয়তো! খুন হল আমার বোন, আর এখন গ্রেপ্তার হতে যাচ্ছি আমি। গতকাল পর্যন্তও যে মেয়ে গার্লফ্রেন্ড হয়ে আমার সাথে আঠার মতো আটকে ছিল, সেও বুঝতে পেরেছে আমি লোভনীয় কোনও উপহার না। যাকগে। ও ভালো, কিন্তু অতটা..."

"অতটা অপ্রত্যাশিত না।" বাৎলে দিলাম।

"হ্যাঁ, ঠিক তাই। নাটালির মৃত্যুর কয়েকদিন আগে ভেবেছিলাম ছেড়ে দেব ওকে, এখন পারছিনা।"

ওদের ছাড়াছাড়ি হলে পুরো শহর এলোমেলো হয়ে যেত- এমনকি রিচার্ডও। 'এটা কি কোনওভাবে ওকে দোষী প্রমাণ করে?' ভাবনা চলতো রিচার্ডের মনে।

"আমি বাড়ি ফিরবনা," বিড়বিড় করলো ছেলেটা। "নাটালির স্মৃতিগুলোকে ওখানে দেখার থেকে জঙ্গলে গিয়ে আত্মহত্যা করে নেওয়া ভালো।"

"তোমার কোনও দোষ নেই এতে।"

লবনদানিটা নিয়ে টেবিলের উপর ঘুরিয়ে চলল জন। "একমাত্র আপনিই বুঝলেন ব্যাপারটা," বলল ও। "বোন হারানোর দুঃখ, সেটা সামলে নেবার জন্য মানসিক চাপ, এসব কেমন লাগে জানেন? কোনোদিন এই অবস্থায় পড়েছেন?" তেঁতো পাঁচনের মতো কথাগুলো বেরুলো ওর মুখ দিয়ে।

"এই শোক চিরকাল বয়ে বেড়াতে হবে। আমাকেও তাই করতে হচ্ছে।" কথাগুলো জোরে বলতে পেরে দারুণ শান্তি পেলাম।

"তাহলে কেন সবাই ভাবে নাটালির জন্য আমার চোখের পানি ফেলাটা কোনও আশ্চর্য ঘটনা?" লবনদানিটা ছেড়ে দিতেই ওটা জনের হাত থেকে মাটিতে গিয়ে পড়লো। তীক্ষ্ণ চোখে ওর দিকে তাকালো বারটেন্ডার। আমি জিনিশটা উঠিয়ে আমার কাছাকাছি রাখলাম।

BanglaBook.org

"মনে হয় কিশোরদের মানিয়ে নেবার দক্ষতাকে একটু বেশিই মনে করে অনেকে," বললাম আমি। "তাছাড়া তুমি ছেলে, আর ছেলেদের কান্নাকাটি, নরম স্বভাব কেউ পছন্দ করেনা।"

নাক দিয়ে ঘ্রোত করে শব্দ করলো ও। "আমাকে পরিবার থেকে একটা বই দেওয়া হয়েছিল, 'পুরুষের কান্না।' কারও মৃত্যুর সাথে মানিয়ে নেবার প্রক্রিয়া নিয়েই লেখা হয়েছে বইটা। সেখানে বলেছে, কখনও কখনও সব ভুলে থাকাটাই উত্তম, সব অগ্রাহ্য করতে হবে। সেটাই পুরুষদের জন্য ভালো। সেই চেষ্টাও করেছিলাম, কিছু পরোয়া করিনা এমন একটা ভাব নিয়ে ছিলাম কিছুদিন। কিন্তু ব্যাপারটা একদম ভালো লাগেনি আমার। ম্যারিডিথদের ওখানে আমার ঘরে বসে ভেবেছি এটা নিয়ে কথাগুলো পুরোই যাচ্ছেতাই। চেষ্টা করেছি মেঘের দিকে তাকিয়ে বার বার বলতে কিছু হয়নি, কিছু হয়নি, কিছু হয়নি । শিশুর মতো ভাবতে চেয়েছি। আর ভাবা শেষ হতেই দেখেছি, কিছুই ঠিক হয়নি, ঠিক হওয়া সম্ভব না। যদি খুনিকে খুঁজেও পায় তবুও কিছু ঠিক হবেনা। মানুষ কেন ভাবছে কাউকে গ্রেপ্তার করা হলেই ওরা শান্তি পাবে, সেটাও বুঝিনা। আর এখন যা বুঝতে পারছি, তাতে আমিই গ্রেপ্তার হয়ে যাবো।" হেসে মাথা ঝাঁকাল ছেলেটা। "মাথা খারাপ হয়ে গেছে সবার।" তারপরে থেমে আমাকে বলল, "আমার সঙ্গে আরেকটা ড্রিংক চলবে নাকি?"

ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেছে ছেলেটা, কিন্তু ওকে অন্ধকার থেকে সরিয়ে আনার দায়িত্ব আমার না। হয়তো অন্ধকারের রাস্তাটাই যৌক্তিক। দুটো বারবর্ণ হাতে ফিরে এলাম টেবিলে। আমারটা দ্বিগুণ পরিমান।

"নিজের মতো করে ভাবতে পারতো এমন দুটো মেয়েকে বেছে নেওয়া হয়েছে খুন করার জন্য," বারবর্ণে চুমুক দিয়ে বলল জন। "আপনার কি মনে হয়, আমাদের বোনেরা কি বন্ধু হতে পারতো নিজেদের মধ্যে?"

কাল্পনিক কোনও পৃথিবীতে, যেখানে ম্যারিয়েনের বয়সটা এখন আটকে আছে শৈশবেই, সেখানে কি হতে পারে এমনটা। একটু ভেবে উত্তর দিলাম, "না।" তারপর হেসে ফেললাম সশব্দে। জনও হাসল।

"ওহ! তাহলে আপনার মৃত বোনের বান্ধবী হবার যোগ্যও নয় আমার বোন?" মুখ ফস্কে বলল ও। দুজনে আবার হেসে ফেললাম, তারপর সামাল দিতে চুমুক লাগালাম পেয়ালায়। নেশায় মাথা ঘুরতে শুরু করেছে এর মধ্যেই।

"আমি নাটালির খুনটা করিনি।" ফিসফিসিয়ে বলল জন।

"জানি।"

BanglaBook.org

"ওর নখগুলো কেউ রঙ করেছে," আমার হাতটা জড়িয়ে ধরে বলল ও।

"হয়তো ও-ই করেছে।"

"নাহ, এসব একদম পছন্দ করতো না ও। এমনকি চুলেও হাত দিতে দিতো না।"

কয়েক মিনিট নিরবতায় গান বারে পরিবর্তন হতে টের পেলাম।

"আপনি অনেক সুন্দর," বলল জন।

"তুমিও।"

পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে টলছিল জন, আমি চাইতেই গাড়ীর চাবি ধরিয়ে দিলো হাতে, বদ্ধ মাতাল হয়ে পড়েছে ছেলেটা। আমার অবস্থাও খুব একটা সুবিধার না। আমি আবাছাভাবেই গাড়ি চালিয়ে ম্যারিডিথদের বাড়িতে পৌঁছে দিলাম ওকে, নামতে চাইলনা জন। বলল শহরের বাইরে কোনও মোটেলে ওকে রেখে আসতে। উইন্ড গ্যাপে ঢোকার পথে যেই মোটেলে থেকেছিলাম সেটাতেই নিয়ে চললাম ওকে।

জানালা খোলা রেখে গাড়ি চালাচ্ছিলাম, জনের টিশার্ট লেগে গেছে শরীরের সাথে, আমার জামার হাতাও উড়ছে বাতাসে। ওর মাথার একঝাক চুল বাদ দিলে শরীরে আবরণের স্বল্পতা লক্ষণীয়।

নয় নম্বর ঘরটার জন্য বিল মিটিয়ে দিলাম আমি, জনের সাথে ক্রেডিট কার্ড ছিলোনা। দরজাটা খুলে বিছানার উপর বসিয়ে দিলাম ওকে। টেবিলে পানি রাখা ছিল, খেতে চাইলনা ও।

"জন, পানি খাওয়া উচিত তোমার।"

আমার হাত থেকে কাপটা নিয়ে এক ঢোঁকে পানিটুকু খেয়ে ফেলল জন, তারপর গণ্ডাসটা পাশে রেখে খপ করে আমার হাতটা ধরে ফেলল। আমি নিজেকে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করলাম, ও চাপ বাড়ালো হাতে।

বা হাতের হাতার নিচে 'হতভাগ্য' শব্দটায় আঙুল বুলালো ও। "গতদিনও চোখে পড়েছে আমার," ওর অন্য হাতটা দিয়ে আমার মুখটা ছুঁয়ে বলল। "দেখতে পারি?"

"না," নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করলাম।

"একটু দেখি, ক্যামিল।" ও গোঁ ধরে রইলো।

"না, জন। দেখানো যাবেনা।"

"দেখবোই।"

BanglaBook.org

শার্টের হাতা গুঁটিয়ে আড়চোখে দেখল ও, চেষ্টা করলো হাতের লেখাগুলো পড়তে। জানিনা কেন ওকে বাঁধা দিলাম না, হয়তো সকাল থেকে জেকে ধরা দুর্বলতাটাই এর কারণ। জন খুঁজে চলল নিস্পাপ কৌতূহলে। লুকাতে লুকাতে আমিও ক্লান্ত, গত এক দশকের বেশি কেবল লুকিয়েই যাচ্ছি। যেখানেই গিয়েছি, যার সাথেই মিশেছি সবসময় একটা ভয় তাড়া করেছে আমায়, কোনও একটা লেখা বেরিয়ে আছে কাপড়ের ভেতর থেকে! ওর থেকে লুকনোর প্রয়োজন বোধ করলাম না, ছেলেটা আমার মতোই ভুলে যেতে চায় সবকিছু।

শার্টের আরেকটা হাতা গুঁটিয়ে ফেলল ও, ক্রমশ উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে শরীরটা, দম আটকে এলো আমার।

" কেউ দেখেছে এগুলো?"

মাথা নাড়লাম আমি।

"কতদিন ধরে এগুলো করছেন?"

"অনেকদিন।"

অবাক চোখে তাকিয়ে হাতাটা আরও উপরে তুলে দিলো ও। তারপর 'চিন্তিত' শব্দটার উপর চুমু খেল। শিউড়ে উঠলাম আমি। "আমি সবটা দেখতে চাই।" বলল জন।

বাধ্য শিশুর মতো বসে রইলাম ঠায়, ও শার্টটা খুলে ফেলল আমার শরীর থেকে। তারপর জুতো, মোজা আর প্যান্টের ভার থেকে মুক্ত করলো আমায়। বড্ড ঠান্ডা লাগছিল, এয়ার কন্ডিশনারের হওয়ায় জমে আছে ঘরটা। জন বিছানার চাদরটা সরিয়ে ভেতরে উঠে পড়তে বলল আমাকে, আমিও দেরি করলাম না, জ্বর জ্বর বোধ হচ্ছে।

আমার হাত পা ধরে আমাকে উল্টে পাল্টে দেখে চলল ও। প্রতিটি শব্দ উচ্চারিত হল ওর কণ্ঠে। নিজের পোশাকগুলোও স্বতঃস্ফূর্তভাবে খুলে ফেলল জন, যেন আমাদের মধ্যে সমতা নিয়ে আসতে চাইল। তারপর আবার পড়ে চলল।

ওর হাত ঘুরে চলল সর্বত্র, আমিও বাঁধা দিলাম না। ওর হাতে নিজেকে ছেড়ে দিতেই শব্দগুলো চুপ হয়ে গেল সহসা। পাপগুলো ধুয়ে যেতে শুরু করলো।

আমার ভেতরে কেঁপে উঠেই কেঁদে ফেলল ছেলেটা, ওর অশ্রু অনুভব করলাম ঘাড়ের কাছে। এরপর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লাম আমরা। একটা ছোট্ট শব্দ একবার গুঞ্জন করলো শুধু, 'ভাগ্য'। সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য সেটা বোঝা গেলনা যদিও। আপাতত ভালোই ভেবে নিলাম মনে মনে। পৃথিবীতে আমার মতো বোকা কমই আছে।

BanglaBook.org

ভোরের আলোয় গাছের শাখাগুলোকে ছোট্ট হাতের মতো মনে হল। বিবস্ত্র ভাবেই হেঁটে পৌছালাম সিঙ্কের কাছে, পানি ভরলাম দুটো গ্লাসে। আমাদের দু'জনেরই মাথা যন্ত্রণা আর পিপাসায় জর্জরিত অবস্থা। সূর্যের আলো শরীরের খতগুলোয় পড়তেই জ্বলে উঠলো ওগুলো। শরীরে ওগুলোর জীবন্ত অস্তিত্ব অসহ্য মনে হও, নিজেকে তোয়ালেতে পেঁচিয়ে বিছানায় ফিরে গেলাম ফের।

জন এক ঢোঁক পানি গিলে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো গ্লাসটা, আমি একটু খেতেই বাকিটা ও সাবাড় করে দিলো। তারপর আঙুল চালাল তোয়ালের উপর, আমি শক্ত করে আঁকড়ে ধরলাম ওটা, মাথা নেড়ে বারণ করলাম ওকে।

"আবার এটা কেন?" ও ফিসিফিস করলো কানের কাছে।

"সকাল হয়ে গেছে, সময় হয়েছে মরিচিকা অবসানের।" আমিও ফিসফিসিয়ে জবাব দিলাম।

"কিসের মরিচিকা?" অবুঝের মতো বলল ও।

ওর গালে চুমু খেয়ে বললাম, "সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে এমন ভাবনাটাই মরিচিকা।"

"নাহ এখনই শেষ করার দরকার নেই মরিচিকা," জড়িয়ে ধরল ও। সরু, বালকের মতো হাত ওর, তারপরও ওর মধ্যেই নিরপাদ আর নিষ্কলুষ মনে হল নিজেকে। ওর ঘাড়ে মুখ গুঁজে গন্ধ নিলাম, মদ আর করা শেভিং লোশনের ঘ্রাণ পেলাম সেখান থেকে। ঘাড় থেকে মুখ তুলতেই জানালার বাইরে পুলিশের লাল সাইরেন দেখা গেল। একটু পরেই ধাক্কা পড়লো দরজায়।

"চিফ ভিক্যারি বলছি। ক্যামিল প্রিকার, ভেতরে থাকলে দরজা খুলুন।"

পোশাকগুলো নিচ থেকে তুলে নিলাম দু'জনেই, ভয়ে কেঁপে উঠলো জন'র দৃষ্টি। বেল্ট আর জামা পরার শব্দে বাইরের লোকেরা যা বোঝার বুঝে নিলো। বিছানায় চাদরটা ছড়িয়ে দিয়ে দ্রুত চুল ঠিক করলাম আমি। আমার পেছনে নিজেকে লুকিয়ে দাঁড়ালো জন। এবারে দরজা খুললাম।

ঝকঝকে শার্ট আর টাই পড়া হাস্যমুখ রিচার্ডকে দেখা গেল ওপাশে, কিন্তু আমার পেছনে জনকে দেখেই ওর হাসিটা মিলিয়ে গেল। ওর পাশেই দাঁড়িয়ে ভিক্যারি গোঁফে তা দিচ্ছিল। আমার আর জন এর দিকে চোখ ঘুরিয়ে আবার রিচার্ডের দিকে তাকালো পুলিশ চিফ।

বুকের কাছে দুই হাত জড়ো করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমাকে দেখে চলল রিচার্ড। ঘর থেকে ভেসে আসা গন্ধ ওকে উত্তর দিয়ে দিয়েছে প্রশ্ন করার আগেই।

BanglaBook.org

"ঠিকই আছো মনে হচ্ছে," অবশেষে বলল ও। জোর করে হাসল। ওর ঘাড়ের রগগুলো রাগে ফুলে উঠেছে। "তোমার অবস্থা কি? সব ঠিকতো?" জনকে জিজ্ঞেস করলো রিচার্ড।

"সব ঠিক।" উত্তর দিয়ে আমার পাশে চলে এল জন।

"আপনার মা ঘণ্টাখানেক আগে থানায় ফোন দিয়েছিলেন, মিস প্রিকার। কাল রাতে বাড়ি ফেরেননি, তাই চিন্তিত উনি।" হড়বড় করে বলে গেল ভিক্যারি। "বললেন আপনি নাকি বাইরে বেরুনোর সময় অসুস্থ ছিলেন। তাছাড়া শহরটার যা অবস্থা, তাতে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে যে কোনও সময়। যাই হোক, এখন মনে হয় একটু স্বস্তি পাবেন উনি।"

ব্যাখায় গেলাম না, ভিক্যারিকে কিছুই বলার নেই, তবে রিচার্ড এর সামান্য অধিকার আছে জবাবদিহিতা চাইবার।

"আমি ফোন করে নেব বাড়িতে। আপনাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।" দায়সারা ভাবে বললাম।

ঠোঁট কামড়ে পায়ের দিকে তাকালো রিচার্ড, আবার আমাকে আর জনকে দেখল কোমরে হাত দিয়ে। তারপর বলল, "চলো জন, বাড়ি পৌঁছে দিই তোমায়।"

"ধন্যবাদ, মিস ক্যামিল আমাকে বাড়ি পোঁছে দেবেন, ডিটেকটিভ উইলস।" বলল জন।

"তোমার বয়স কতো?" ওকে প্রশ্ন করল ভিক্যারি।

"আঠেরো," রিচার্ডই দিলো উত্তরটা।

"ঠিকাছে, তোমাদের দিনটা শুভ হোক।" বলেই রিচার্ডকে লক্ষ্য করে একটা ফোঁসফোঁসে হাসি ছুড়ল ভিক্যারি। তারপর ওকে বলল, "রাতটা তো শুভই হয়েছে।"

"তোমাকে পরে ফোন দেবো।" রিচার্ডকে বললাম আমি। ও হাত নেড়ে আমাকে বিদায় জানিয়ে গাড়ীতে উঠে গেল।

BanglaBook.org

এরপর জন এর বাড়ির উদ্দ্যেশে গাড়ি ছোটালাম, ওখানেই আপাতত থাকার চেষ্টা করবে ও।

"ঘটনা কতটা খারাপ?" শেষমেশ প্রশ্ন করলো ছেলেটা।

"তোমার জন্য তেমন একটা খারাপ না। নারীদের সম্পর্কে উঠতি বয়সের ছেলেদের আগ্রহ থাকাটা স্বাভাবিক। আর দুই একটা দুর্ঘটনা তো ঘটতেই পারে।"

"আমি কিন্তু একটা মোটেই দুর্ঘটনা মনে করিনা। আপনি কি তাই ভাবছেন?"

"না, দুর্ঘটনা শব্দটা হয়তো ভুল।" বললাম আমি। "কিন্তু আমি তোমার থেকে অন্তত দশ বছরের বড়। আর তাছাড়া এমন একটা ঘটনা নিয়ে খবর লিখছি যার সাথে তোমার আসলে আমাদের ব্যাপারটা তাই পরস্পরবিরোধী হয়ে গেছে। ভালো ভালো সাংবাদিকেরও এসব ক্ষেত্রে চাকরি চলে যায়।" সূর্যের আলো আমার চেহারায় ফুটিয়ে তুলছে বয়সের ছাপ, কিন্তু জনকে দেখলাম এতো দুর্যোগের পরেও ফুলের মতো সজীব।

"গত রাতের ঘটনাটা না ঘটলে হয়তো খারাপ কিছু করে বসতাম নিজের সাথে। আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন।"

"তোমার সান্নিধ্যে নিজেকে নিরাপদ মনে হয়েছে আমারও," কথাগুলো বিশ্বাস করেই বললাম, কিন্তু কেমন যেন মেকি শোনালো। ঠিক আমার মায়ের মতো।

জনের বাড়ির থেকে কিছুটা দূরেই নামিয়ে দিলাম ওকে। ওর চুমু আমার গালে পরার আগেই নিজেকে সরিয়ে নিলাম সতর্কভাবে। রাতের ঘটনা কারও পক্ষে প্রমাণ করা সম্ভব না, দিনে দেখে ফেললে সমস্যা আছে।

এরপরে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে এলাম থানার কাছে। সকাল ৫:৪৭ সবে, রাস্তার একটা বাতি এখনো জ্বলছে। ভেতরে কোনও রিসিপশনিস্ট দেখা গেলনা। ঘণ্টা বাজালাম আমি। ঘর সুগন্ধি রাখার যন্ত্রটা আমার ঘাড়ের কাছে ফুঁস করে লেবুর সুবাস ছড়িয়ে দিলো। ফের ঘণ্টা বাজালাম। অফিস ঘরের কাঁচের ওপাশে দেখা গেল রিচার্ডকে। একবার মনে হল ও আমাকে এড়িয়ে চলে যাবে, কিন্তু শেষমেশ দরজা খুলে বেরিয়ে এল রিচার্ড।

"কোথা থেকে শুরু করতে চাও ক্যামিল?" গদিওয়ালা একটা চেয়ারে বসে পড়ল ও, দুই হাতের উপর রাখল মুখটা। ওর টাই ঝুলে চলল পায়ের ফাঁকে।

"যেমনটা দেখেছ তেমন নয় ব্যাপারটা," বললাম আমি। "হয়তো খোঁড়া অজুহাত মনে হতে পারে, কিন্তু এটাই সত্যি।" আমার মনে হল কথাগুলো অবিশ্বাস করবে ও।

"ক্যামিল, মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা আগেই আমার সাথে বিছানায় গেলে তুমি, আর এর পরেই আমার কেসের প্রধান সন্দেহভাজনের সাথে তোমাকে পাওয়া গেল মোটেলের ঘরে। ব্যাপারটা যেমনই দেখা যাক, তোমার পক্ষে যাবেনা কিছুই।"

"খুনটা ও করেনি রিচার্ড। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি।"

"তাই নাকি? ওর সাথে নষ্টামি করার সময়ে এসব নিয়েই আলাপ হচ্ছিল বুঝি?"

লক্ষণ ভালো, রেগে গেছে রিচার্ড, এটা সামাল দেওয়া যাবে। হতাশার থেকে ক্রোধ সামাল দেওয়া সোজা।

BanglaBook.org

"নষ্টামির কিছু নেই রিচার্ড। ওকে মাতাল অবস্থায় দেখলাম হিলা'স-এ গত রাতে। দেখে মনে হল নিজের সাথে খারাপ কিছু একটা করে বসতে পারে ছেলেটা। ওকে মোটেলে নিয়ে গিয়েছিলাম স্রেফ ঠান্ডা মাথায় ওর বক্তব্য শোনার জন্য। আমার গল্পের জন্য ওর কথাগুলো গুরুত্বপূর্ণ। আর কি শুনলাম জানো? তোমাদের তদন্ত চূড়ান্ত ক্ষতি করেছে ছেলেটার। তাছাড়া আমার মনে হয় তুমি নিজেও বিশ্বাস করোনা কাজটা ও-ই করেছে।"

একমাত্র শেষ কথাটাই সত্যি বললাম আমি। রিচার্ড বিচক্ষন পুলিশ অফিসার, দায়িত্বশীল। ওর প্রথম বড় কেস এটা, আর শহরের সবাই চাইছে একটা দ্রুত সুরাহা। তাই জনকেই দোষী ভাবতে চাইছে ও। যদি সত্যিই জনের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ থাকতো ওর কাছে, তাহলে অনেক আগেই গ্রেপ্তার করে নিতো ছেলেটাকে।

"ক্যামিল, তুমি যাই ভাবনা কেন, এই কেসের ব্যাপারে কিছুই জানোনা তুমি।"

"কখনও ভাবিনি অনেক জানি আমি। বরং নিজেকে বেকার বহিরাগতই মনে হয়েছে বরাবর। এমনকি তোমাকে একান্ত সঙ্গ দেবার পড়েও কিছুই ফাঁস করোনি।"

"আহ! এখনো ওটা নিয়ে রাগ আছে তাহলে? তোমাকে প্রাপ্তবয়স্ক ভেবেছিলাম আমি।"

আমাদের নিরবতার সুযোগ নিয়ে লেবুর সুগন্ধি আরেকবার ফুঁস করে বেরিয়ে এল। রিচার্ডের হাতঘড়ির শব্দ শুনতে পেলাম নিস্তব্ধতা ভেদ করে।

"আমি কতটা বড় হয়েছি তার নমুনা দেখতে চাও?" বললাম আমি। অতীতের মতো ব্যস্ত হয়ে উঠছিলাম, নিজেকে ওর হাতে সঁপে দেবার জন্য। ওর কাছে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করবার জন্য, ওকে কাছে পাবার জন্য। গত রাতের অনুভূতিটা আবার ফেরত পেতে চাইছিলাম।

আমি হাঁটু গেঁড়ে ওর প্যান্টের জিপার ধরে টান দিলাম। কয়েক সেকেন্ড কিছুই বললনা রিচার্ড কিন্তু তারপরেই চেপে ধরল আমার কাঁধের কাছে, শক্ত করে।

"কি করছ তুমি?" আমাকে টেনে তুলল ও। হাতের চাপ অনেক জোরে হয়ে গেছে বুঝে কিছুটা ঢিল দিলো রিচার্ড।

"আমাদের সম্পর্কটা আবার জোড়া দিতে চাই।" ওর চোখের দিকে না তাকিয়ে শার্টের বোতাম নিয়ে খেলে চললাম।

"এভাবে হবেনা ক্যামিল," বলল ও। তারপর নম্রভাবে আমার ঠোঁটের উপর একটা চুমু খেয়ে বলল "আরও এগোনর আগে গতরাতের কথাটা মনে রাখা উচিত তোমার।"

তারপর আমাকে চলে যেতে বলল ওখান থেকে।

BanglaBook.org

এরপরের কয়েক ঘণ্টা গাড়িতেই ঘুমিয়ে নিলাম, পেছনে শুয়ে। উঠেই বিরক্তি এল নিজের উপর। একটা দোকান থেকে টুথব্রাশ, লোশন, আরও কয়েকটা জিনিশ কিনে ফেললাম। গ্যাস ষ্টেশনের বাথরুমে দাঁত পরিষ্কার করে নিলাম। তারপর দুর্গন্ধ দূর করতে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ঘষে নিলাম লোশনটা, আর স্প্রে দিয়ে চুল ঠিক করলাম। গত রাতের দুর্গন্ধ ঢাকা পরে গেল স্ট্রবেরী আর অ্যালয় মেঘের নিচে।

এরকম উদ্ভ্রান্ত অবস্থায় মায়ের সামনে যেতে সাহস পাচ্ছিলাম না, তাই কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। কে জানে গল্পটা আদেও শেষ করা হবে কিনা, তবুও। কেটি ল্যাসি'র কাছে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। নাটালি আর অ্যানের ক্লাসে 'সহায়কী' ছিল ও। আমার মাও এই ভূমিকা পালন করেছে এক সময়। 'সহায়কী' পদটা আসলে তাদের জন্য যারা সরাসরি স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে জড়িত না। এরা সপ্তাহে দুদিন করে এসে বাচ্চাদের আর্ট, হস্তশিল্প, সঙ্গীত, এসব শিখিয়ে যায়। আর বৃহস্পতিবার এসে মেয়েদের সেলাই শেখায়। আমার সময়ে অন্তত এমনটাই ছিল, হয়তো এখন সেলাইয়ের বদলে অন্য কিছু শেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে যেটা ছেলে-মেয়ে সবাই করতে পারে! কম্পিউটার অথবা মাইক্রোওয়েভের ব্যবহারও হতে পারে সেটা।

কেটির বাড়িটাও আমার মায়ের মতোই অন্য একটা পাহাড়ের চূড়ায়। ঘরের সরু সিঁড়ির দু'ধারে সূর্যমুখী ফুল ছড়ানো। বাড়ির এক পাশে ক্যাটালপা গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে গৌরবের সাথে, আর একটা ওক গাছ রয়েছে ওটার ডানে। সবে দশটা বেজেছে, এর মধ্যেই দেখলাম কেটি রোদ পোহাতে বসে গেছে দোতালার জানালার ধারে। ছোট্ট পাখা থেকে বাতাস ছড়িয়ে পড়ছে ওর গায়ে। রোদ পোহাবে, কিন্তু তাপ নেবেনা! আমাকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দেখেই চোখের উপর হাত দিয়ে এদিকে তাকালো,

"কে ওখানে?" ডাক দিলো কেটি। ওর চুলগুলো বুড়িয়ে প্লাটিনাম রঙে পাল্টে গেছে। এখন সেটাই পনিটেইল স্টাইলে বাঁধা।

"আমি ক্যামিল। কেমন আছো কেটি?" উত্তর দিলাম।

"ক্যা-মিইইইল! সর্বনাশ! দাঁড়াও আমি নামছি।"

কেটির থেকে এরচেয়ে বড় অভ্যর্থনা আশা করা ভুল। সেদিন অ্যাঞ্জিদের ওখানে পার্টির পর এটাই আমাদের প্রথম দেখা। দরজাটা খুলতেই ওর নীল চোখ দুটো দেখতে পেলাম, জ্বলজ্বল করেছে। হাতদুটো শিশুর মতো সরু আর বাদামী। হাতগুলো দেখে একটা ঘটনার কথা মনে পড়লো। একবার অ্যালেনকে ফ্রেঞ্চ সিগারিলোসের নেশায় পেয়েছিলো। তখন মা ওকে বেইসমেন্টে আটকে দিয়েছিলো, আর ও শেষমেশ বাধ্য হয় সিগারটা ফেলে উপরে উঠে আসতে।

BanglaBook.org

সূর্যের আলো পোহাতে স্বল্প পোশাক পড়েছে কেটি, আমাকে জড়িয়ে ধরে ভেতরে নিয়ে গেল ও। বাড়িতে এসি নেই, এই পুরাতন ধারার বাড়িগুলোতে ওটা থাকেনা সাধারণত। তবে শোবার ঘরে একটা আছে। বাচ্চাদের ঘেমেই পার করতে হয় নিজেদের ঘরে। তবে ওদের দেওয়া হয়েছে অন্য স্বাধীনতা, বাড়ির পূর্ব দিকের বিশাল একটা অংশ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ওদের খেলাধুলার জন্য। সেখানের খেলনাগুলো অনাদরে পড়ে থাকতে দেখা গেল। দেয়ালে বড় বড় রঙ্গেচঙ্গে অক্ষরে লেখা মেয়েদের নাম- ম্যাকেঞ্জি, এমা। আর নামগুলোর ঠিক উপরেই দুটো হাস্যজ্বল মেয়ের ছবি দেখা গেল। সুন্দর পোশাকে সুন্দর দুটো মেয়ে।

হুট করে ওর বাড়িতে কেন চলে এলাম তা নিয়ে খুব একটা ব্যতিব্যস্ত হতে দেখা গেলনা ওকে। উল্টে গালগল্প জুড়ে দিলো নানা বিষয় নিয়ে। ওর মেয়ে মডেল হবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে জানালো। আমি বললাম, হতেই পারে, কেটির থেকে সৌন্দর্য উপহার পেয়েছে ওর মেয়ে, এটাই তো হওয়া স্বাভাবিক। খুশি হল কেটি। তারপর আমাকে পানীয় সাধল। মদ নেই জানিয়েই মিষ্টি চা খাবার অফার দিলো। এই চা নাকি শিকাগোতে পাওয়া যায়না।

কিছুক্ষণ পরে স্ফটিকের পাত্রে চা হাতে ফিরে এলো কেটি। আমি অবশ্য জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ওকে একটা আইসবক্স থেকে বোতল বের করে চা ঢালতে দেখেছি। কিছুটা নিশ্চিত হলাম, কেবল আমি-ই নিজেকে লুকানোর চেষ্টা করছিনা, ও-ও করছে।

"দারুণ, রোজ খাওয়া যায় এই চা।" কপট উচ্ছ্বাসের সাথে বললাম।

"তোমাদের ওখানে শুয়োর কিভাবে প্রসেস করে?" আসন করে বসল ও, তারপর গভীর মনোযোগে আমার উত্তরের অপেক্ষায় রইলো। ভাবটা এমন যেন কোনও লকারের তালার কম্বিনেশন মুখস্ত করার চেষ্টা করছে।

শুয়োর খাইনা আমি। ছোটবেলার থেকে নিজেদের খামারে প্রাণীগুলোর হত্যা হতে দেখে রুচি হয়না খাবার। ঠাসাঠাসি করে জন্তুগুলোকে রাখা হয় খামারে, নড়তেও পারেনা ওরা। রক্ত আর বর্জ্যের দুর্গন্ধ ভেসে আসে ওসব জায়গা থেকে। অ্যামার ছবিটা সহসা চোখের সামনে ভেসে উঠলো, ও দাঁড়িয়ে অধীর আগ্রহে দেখছে জন্তুগুলোকে।

"খুব একটা ব্রাউন সুগার দেয়না।"

"হুমমম, ওহ! তোমাকে আর কিছু দেব? স্যান্ডউইচ দেই? তোমাদের খামারের শুয়োর, ডেকনদের বিফ আর কভেস এর মুরগি আছে। আরও আছে লিন ক্রুজিন এর টার্কি।"

BanglaBook.org

কেটির ধরণটা এমনই, সারাদিন ছুটাছুটি করতে অভ্যস্ত। রান্নাঘর পরিষ্কার করতে গেলেও দাঁত মাজার ব্রাশ দিয়ে টাইলসের চিপা পরিষ্কার করবে, কোনাকাঞ্চির নোংরা টুথপিক দিয়ে খুঁচে বের করবে। আমি ওকে কৌশলে অ্যান আর নাটালির প্রসঙ্গে নিয়ে এলাম। ওর অনুমতি নিয়ে টেপ রেকর্ডারও চালু করে দিলাম। মেয়েদুটোর ব্যাপারে কিছু প্রশংসা বাক্য আওড়ে আসল কথায় এল ও-

"হুম, একবার সেলাইয়ের ক্লাসে অ্যানকে নিয়ে একটা ঘটনা হয়েছিল।" তাহলে সেলাইয়ের ক্লাস এখনো হয়, জেনে ভালোই লাগলো। "মেয়েটা নাটালি কীণের গালে খোঁচা মেরেছিল সুঁই দিয়ে। তবে আমার মনে হয়েছিলো খোঁচাটা চোখেই মারতে চেয়েছিল। যেমনটা ওহায়ওতে নাটালি করেছিলো অন্য একটা মেয়ের সাথে।" নাটালির ঘটনাটা ঘটেছিল ফিলাডেলফিয়ায়, ওহায়ওতে নয়। "সামনা সামনি শান্ত হয়েই বসে ছিল ওরা, না ওরা এক ক্লাসে পড়তোনা, তবে সেলাইয়ের ক্লাসটা একসাথেই করতো। অ্যান গুনগুন করছিল আনমনে, হঠাৎ করেই কান্ডটা করে বসলো।"

"আঘাতটা গুরুতর ছিল নাকি?"

"নাহ ততটা খারাপ ছিলোনা। আমি আর রে হোয়াইটস্কারভার ছিলাম ওখানে, দ্রুত আলাদা করেছিলাম মেয়েদুটোকে। সুঁইটা তখনও লেগেছিল নাটালির চোখের একটু নিচে, মেয়েটা অবশ্য কাঁদেনি একদম। রাগে ফোঁস ফোঁস করছিলো শুধু।"

অ্যানের ছবি ভেসে উঠলো কল্পনায়, নাটালির গল্পটাও মনে পরে গেল, কাঁচি দিয়ে আঘাত করেছিলো ও। আর অ্যান করেছে সুঁই দিয়ে। দ্রুত মাংস ভেদ করে ঢুকে হাড়ে আঘাত করতে পারে সুঁই। পরিষ্কার দেখতে পেলাম নাটালির চোখের নিচ দিয়ে রূপালী ফলার মতো ঝুলছে ওটা।

"কোনও কারণ ছিল এই আক্রমনের পিছে?"

"নাহ, এসব করতে ওদের দু'জনের কোনও কারণ দরকার হতোনা।"

"আচ্ছা অন্য মেয়েরা কি ওদের জ্বালাতো? ওদের কোনও মানসিক অশান্তি ছিল?"

"হাহা হাহা!" অকৃত্তিম বিস্ময়ে হেসে ফেলল কেটি। হাসিটা এতটাই স্বতঃস্ফূর্ত যে মনে হল কোনও বেড়াল, 'ম্যাও' ডাকছে।

"এটুকু বলতে পারি, স্কুলে যেতে খুব একটা আনন্দ হতোনা ওদের," বলল কেটি। "তবে তোমার বোনকে এই প্রশ্নটা করলে আরও নিখুঁত উত্তর পাবে বোধহয়।"

"ওহ হ্যাঁ! তুমি বলছিলে বটে, অ্যামা জ্বালাতন করতো ওদের ...

BanglaBook.org

"খোদা বাঁচান ওকে, হাইস্কুলে উঠলে মেয়েটা কতদূর করবে কে জানে!"

আমি চুপ থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম, কেটি তৈরি হল আমার বোন সম্পর্কে আরও কথা বলার জন্য। খারাপ কিছুই বলবে নির্ঘাত, এই জন্যই হয়তো আমাকে দেখে অতো খুশি হয়েছিল একটু আগে।

"আমরা কিভাবে স্কুলটা চালাতাম মনে আছে? যাকে দারুণ মনে করতাম সেই দারুণ হয়ে যেত, যাকে ঘৃণা করতাম সবাই তাকে ঘৃণা করতো?" ওর কণ্ঠে স্বপ্নের আবেশ লক্ষ্য করলাম, যেন কোনও আইসক্রিম ল্যান্ডের কথা মনে পড়েছে ওর। আমি মাথা নেড়ে সম্মতি দিলাম কেবল। আমার মনে পড়লো দুঃখের স্মৃতি- লিঅ্যান বলে একটা মেয়ে ছিল সেসময়, আমার বন্ধু ছিল নিচের ক্লাসে। আমার ব্যাপারে দারুণ সচেতন ছিল ও। একদিন ওকে চূড়ান্ত অপমান করলাম, স্কুল শুরুর ঠিক আগে আমাকে উপদেশ দিতে এসেছিল মেয়েটা। এখনো মনে আছে আমার- ওর হাতে একতাল বই, পড়নে বিচ্ছিরি রঙের স্কার্ট, আমার সাথে মাথা নিচু করে কথা বলছিল। আমি ওর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম, আমাদের দলে ভিড়তে দিলাম না, উল্টে ওর পোশাক নিয়ে তিরস্কার করলাম। তিরস্কারটা ছড়িয়ে পড়লো মুখে মুখে। পুরো সপ্তাহ ভর অপমানিত হল ও। তার পরের দুই বছর টিফিনের সময় টিচারদের সাথে বসতে দেখা যেত মেয়েটাকে। আমি চাইলেই পুরো বিষয়টা বন্ধ করতে পারতাম, কিন্তু করিনি, কারণ ওর থেকে দূরে রাখতে চাইতাম নিজেকে।

"তোমার বোনের এখনকার অবস্থা আমাদের তখনকার মতো। আর বড্ড বেয়াড়া ব্যবহার ওর।"

"বেয়াড়া?"

টেবিলের ড্রয়ার থেকে লুকনো সিগারেটের প্যাকেট বের করে জ্বালিয়ে নিলো কেটি। এখনো তাহলে লুকিয়ে ধূমপান চলে ওর!

"কেবল ও-ই না। ওর সাথে আরও কয়েকজন আছে। স্কুলটা এখন ওদের দখলেই, আর অ্যামা সবার সর্দার। সত্যিই, বাজে অবস্থা একদম। মাঝে মধ্যে অবশ্য মজা লাগে, কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই বাজে। একটা মোটা মেয়েকে দিয়ে রোজ লাঞ্চ আনায় ওরা, আর মেয়েটাকে রেহাই দেবার আগে হাত না লাগিয়ে খাবার খেতে বাধ্য করে। বেচারি প্লেটে মুখ নাক ঘষে একাকার হয়।" নাকটা কুঁচকে ফেলল কেটি। "আরেকটা মেয়েকে বাধ্য করেছিলো ছেলেদের সামনে শার্ট তুলে দেখাতে। আবার সেটা করতে করতেও অশ্লীল কথা বলতে জোর করেছে ওকে। এছাড়াও গুজব শুনেছি রোনা ডিল নামের একটা মেয়েকে পার্টিতে ডেকে নিয়ে ওকে মদ খাইয়ে একটা কয়েকটা সিনিয়র ছেলের হাতে তুলে দিয়েছি উপহার হিসাবে। তারপরে বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিয়েছে ছেলেগুলোর কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত।"

BanglaBook.org

"মাত্র তের বছরেই এতদূর!" বললাম আমি। মনে পড়ল নিজের কৈশোরের কথা, প্রথমবারের মতো বুঝতে পারলাম কতো কম বয়সেই বিগড়ে গিয়েছিলাম সেসময়।

"ওরাই শহরের সম্পদ। অবশ্য আমরাও উল্টোপাল্টা অনেককিছু করেছিলাম ওদের বয়সে।" ধোঁয়ায় জড়িয়ে এল ওর কণ্ঠ, উপর দিকে ছেড়ে দিলো সেগুলো।

"এতটা খারাপ ছিলামনা আমরা।"

"কাছাকাছিই ছিলাম ক্যামিল।" হয়তো ও ছিল, কিন্তু আমি না। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম দু'জন, নীরবে স্মরণ করলাম হারানো অতীতকে।

"অ্যান আর নাটালির সাথে অনেক ঝামেলা করেছে অ্যামা।" বলল কেটি। "তবে তোমার মা অনেক খেয়াল রাখতো মেয়েদুটোর।"

"হুম জানি, মা অ্যানকে পড়াতো।"

"শুধু তাই না, স্কুলে যে-দুদিন সহায়কী হিসাবে যেত, ওদের সাথেই থাকতো অ্যাডোরা, তোমাদের বাসাতেও নিয়ে ওদের খেতে দিতো স্কুলের পরে। মাঝে মধ্যে খেলাধুলার সময়ে এসে গন্ডির ওপাশে দাঁড়িয়ে ওদেরকে দেখত।"

মায়ের ক্ষুধার্ত দৃষ্টি ওদের ওপর পরার দৃশ্যটা কল্পনা করলাম। সাদা পোশাকে দাঁড়িয়ে মা, ওর এক হাতে নাটালি, আর আরেক হাতের আঙুল মুখে ছুঁইয়ে চুপ করতে নির্দেশ দিচ্ছে জেমস ক্যাপাসিকে।

"আজকে তাহলে এপর্যন্তই থাক?" বলল কেটি। "এসব নিয়ে কথা বলতে ক্লান্ত লাগে," নিজেই চেপে টেপ রেকর্ডারটা বন্ধ করে দিলো ও।

"তারপর, শুনলাম তুমি সুদর্শন পুলিশটার সাথে নাকি..." হাসল ও। আমার পনিটেইল থেকে এক গোছা চুল আলগা হয়ে এল, মনে পড়ল পুরনো স্মৃতি। আগেও আমার নখে রং করতে করতে আমার সাথে কাদের কাদের সম্পর্ক হয়েছে সেসব জানতে চাইতো কেটি। রিচার্ডের প্রসঙ্গে গুটিয়ে গেলাম না।

"ধুর, এসব গুজব," হাসলাম। "একাকী পুরুষ, একাকী নারী আহা জীবনটা গল্পের মতো হলে কি ভালোই না হতো!"

"জন কীণ অবশ্য ভিন্ন কথা বলবে।" আরেকটা সিগারেট ধরাল ও, টান দিয়ে নীল চোখদুটো স্থির করলো আমার উপর। ওর মুখে হাসির লেশমাত্র নেই। আলোচনাটা এখন দু'দিকে যেতে পারে। আমি যদি ওকে কিছু মুখরোচক তথ্য দেই, তাহলে খুশি হবে ও। কিন্তু খবরটা যদি বেলা দশটার মধ্যে কেটির কাছে পৌঁছতে পারে, তাহলে শহরের বাকিদের মধ্যে বিকেলের আগেই ছড়িয়ে পড়বে। অথবা আমি পুরোটাই অস্বীকার করতে পারি, তাতে অবশ্য রাগ করবে ও, তখন ওর সহযোগিতা পাবোনা আমি। তবে সত্যি বলতে এর মধ্যেই ওর প্রয়োজন ফুরিয়েছে, ইন্টারভিউটা রেকর্ড হয়ে গেছে। এখন ওর মন জুগিয়ে চলার দরকার নেই কোনও।

BanglaBook.org

"হুম, সব গুজব। শহরের মানুষগুলোর অন্য কোনও সখ খুঁজে বের করা উচিত।"

"তাই নাকি? আমার তো শুনে বেশ বিশ্বাসযোগ্য মনে হল। তোমার তো বরাবরই এমন স্বভাব, পুরুষ পেলেই হল।"

উঠে দাঁড়ালাম আমি, কেটি গাল কামড়ে এগিয়ে চলল আমার সাথে।

"সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ কেটি। ভালো কাটল সময়টা।"

"তোমাকেও ধন্যবাদ। আশাকরি এখানের বাকি দিনগুলো শুভ হবে তোমার জন্য।" আমি সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আবার ওর গলা শুনতে পেলাম।

"ক্যামিল?" ঘুরে দেখতে পেলাম স্কুলের দিনগুলোর মতো বা পা বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেটি। "বাড়ি গিয়ে পরিষ্কার হও, দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে শরীর থেকে।"

বাড়ি ফিরলাম অবশেষে। মগজে খেলা করে চলল মায়ের ভয়ংকর মূর্তি। 'ভয়ংকর' শব্দটা জ্বলে উঠলো আমার শরীরে। দেখতে পেলাম হিংস্র জয়াকেও, মায়ের চামড়া টেনে তুলছিল ও। মায়ের দেওয়া ওষুধ, আমার মাথায় সেলাই করে দেওয়ার মুহূর্তগুলো জীবন্ত হয়ে উঠলো যেন। ম্যারিয়েনকেও দেখতে পেলাম, কফিনে কঙ্কাল হয়ে শুয়ে আছে মেয়েটা, সাদা সার্টিনের ফিতেয় জড়িয়ে রাখা হয়েছে ওর সোনালী চুলগুলো। মা যত্ন নিচ্ছে মৃত মেয়েগুলোর, কিংবা চেষ্টা করছে। বেশিদিন যন্ত্রনা সহ্য করতে হয়নি মেয়েগুলোকে। বাচ্চাদের ঘৃণা করে অ্যাডোরা, বিশেষ করে যারা ওর মমতার কাছে আত্মসমর্পণ করেনা। আচ্ছা ও নাটালিকে মেরে ফেলার আগে মেয়েটার নখে রঙ করেছিলো, নাকি পরে?

এগুলো ভাবতে গিয়ে নিজেকে যতটা পাগল মনে হচ্ছিলো, না ভাবলেও হয়তো ঠিক ততটাই পাগল মনে হতো।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৫

পেছনে সাদা ঝুড়ি লাগানো তিনটে সাইকেল বারান্দায় হেলান দেওয়া, ওগুলোর হাতল থেকে রংবেরঙের ফিতে ঝুলছে। একটা ঝুড়িতে উঁকি দিতেই ঠোঁটে ঘসার লিপগ্লস দেখা গেল।

নিঃশব্দে দরজা দিয়ে ঢুকে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতে শুরু করলাম, মেয়েগুলোর হাসির শব্দ ভেসে এলো অ্যামার ঘর থেকে। ওর দরজায় টোকা না দিয়েই ভেতরে ঢুকে পড়লাম। ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে অভদ্রতা, কিন্তু ঢুকে পড়লে ওরা নিজেদের লুকানোর যে চেষ্টাটা করবে সেটা উপভোগের লোভ ছাড়তে পারলাম না। ওখানে দেখলাম মেয়ে তিনটে অ্যামাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। আর অ্যামা মেঝেতে বসে ওর খেলাঘরটা নিয়ে ব্যস্ত। অ্যামার কাছেই একটা সুপার গ্লু'র টিউব পরে রয়েছে। ওর চুলগুলো বড় নীল ফিতে দিয়ে বাঁধা। আমি 'হ্যালো' বলতেই হতচকিত হয়ে উঠলো ওরা, অপ্রস্তুতভাবে হেসে ফেলল।

"হ্যালো মিল," সামলে নিলো অ্যামা, ওর শরীরে এখন আর ব্যান্ডেজ বাঁধা নেই, তবে দেখে মনে হচ্ছে বেশ দুর্বল। "পুতুল নিয়ে খেলছিলাম ওদের সাথে, আমার খেলাঘরটা দারুণ না?" অতিরিক্ত মধুর মনে হল কণ্ঠস্বর, যেন ১৯৫০ এর কোনও টেলিভিশন সিরিয়াল থেকে শিশুর কণ্ঠ নকল করছে মেয়েটা। সেদিন রাতের অ্যামার থেকে এই অ্যামার পার্থক্য অনেক।

"কি তোমার ভালো লাগছেনা অ্যামার খেলাঘরটা?" আমার দিকে সরাসরি না তাকিয়েই প্রতিধ্বনির করলো জোডেস। ওর ভাব দেখে মনে হল পারলে খেলাঘরটার ভিতরে ঢুকে যায়।

"এখন কি একটু ভালো লাগছে, অ্যামা?" প্রশ্ন করলাম।

"তা লাগছে, আপু।" ব্যাঙ করল মেয়েটা। "আশাকরি তোমারও ভালোই লাগছে।"

মেয়েগুলো আবার খিলখিলিয়ে উঠলো। রাগের মাথায় দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এলাম। "জোডেসকে সঙ্গে নিয়ে যাও," বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে বলল একজন। হয়তো মেয়েটা এর মধ্যেই ওদের দলে থাকার যোগ্যতা হারিয়েছে।

BanglaBook.org

প্রচন্ড গরমেও গরম পানি দিয়ে গোসলের সিদ্ধান্ত নিলাম- বাথটবে বসে রইলাম হাঁটুতে মুখ গুঁজে, পানি একটু একটু করে নিচ থেকে উপরে উঠে ভিজিয়ে দিলো। মিষ্টি গন্ধ ভেসে এলো ঘর থেকে। ক্লান্ত শরীরেও আরাম লাগলো বেশ, চোখ বন্ধ করে ডুবে গেলাম পানিতে। 'একাকীত্ব' শব্দটা নিজের শরীরে লিখে ফেলা প্রয়োজন ছিল, এখন কেন লিখিনি কে জানে! অ্যাডোরা পেছনের যে ফাঁকা জায়গাটায় হাত বুলিয়েছিল সেখানটার কথা মনে পড়লো, আঁতকে উঠলাম। মুখ ঠান্ডা হয়ে এল এরপর, চোখ মেললাম আমি। দেখলাম উপর দিয়ে উঁকি মেরে আছে মা, ওর চুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছে মুখের উপর।

আমি লাফিয়ে উঠে বুক ঢাকলাম হাত দিয়ে, পানির ছিটে লাগলো মায়ের জামায়।

"কোথায় গিয়েছিলে মা? চিন্তায় পাগল হবার দশা আমার! খুঁজতেই বেরুতাম, কিন্তু অ্যামা আবার অসুস্থ হয়ে পড়লো, তাই..."

"কি হয়েছিলো অ্যামার?"

"কাল রাতে কোথায় ছিলে?"

"অ্যামার কি হয়েছিল মা?"

মুখের দিকে হাত বাড়াতেই পিছিয়ে গেলাম। সামান্য ভ্রুকুটি করে আমার গালে হাত দিলো মা, ভেজা চুলগুলো পেছনে একত্র করলো। তারপর সরিয়ে নিলো হাত, এমন একটা ভাব যেন পানি লেগে নষ্ট হয়েছে ওর ত্বক।

"ও তেমন কিছুনা," বলল স্রেফ। আতঙ্কে কেঁপে উঠলো আমার হাতদুটো। "তোমার কি ঠান্ডা লাগছে? শরীরটা কেমন শক্ত হয়ে আছে।"

ওর হাতে একগ্লাস নীলচে দুধ, নিঃশব্দে আমার দিকে এগিয়ে দিলো। এটা খেলেই অসুস্থ হয়ে পড়বো, সেটাই স্বাভাবিক, কিন্তু যদি না হই তার মানে আমি শুধুমাত্র ঘৃণা থেকেই এতক্ষণ সন্দেহ করেছি মা-কে। ঢকঢক করে দুধটুকু খেয়ে ফেললাম, মা গুঞ্জন করে চলল নিজের জিভের উপর ঠোঁট বুলিয়ে, আলতো করে।

"ছোটবেলায় এতটা লক্ষ্মী ছিলেনা তুমি," বলল মা। "বড্ড একরোখা ছিলে। এখন হয়তো কিছুটা ভেঙ্গে পরেছ, তাতে অবশ্য মন্দ হয়নি, এটুকুর প্রয়োজন ছিল।"

এরপর চলে গেল মা, আমি বাথটবেই বসে অপেক্ষায় রইলাম কিছু ঘটার, কিন্তু খারাপ কিছুই হলনা। উড়োজাহাজে যেমন শক্ত হয়ে বসি, তেমনটাই বসে রইলাম। মাথা ঘোরা, পেটে সমস্যা অথবা জ্বর, কিছুই হলনা।

BanglaBook.org

দরজা খুলতেই দেখলাম অ্যামা বসে আছে আমার বিছানার উপর। "ছিঃ!" অলস ভঙ্গিতে হাতের হাত রেখে বলল ও, "তুমি শেষমেশ একটা খুনির সাথে রাত কাটালে। মা ঠিকই বলে, তুমি বাজে মেয়ে।"

"মায়ের কথায় কান দিওনা অ্যামা। ওকে বিশ্বাস করা ঠিক না। আর কথাটা ওকে বলব কিনা ভাবলাম একবার, তারপর বলেই ফেললাম। "আমাকে ভুল বুঝোনা। এই পরিবারের সবাই অন্যকে আঘাত দিতে পছন্দ করে অ্যামা। আমাদের সম্পর্কটা এমন হওয়া উচিত না।"

"জনের ব্যাপারে বল ক্যামিল? কেমন দেখলে ওকে? মজা পেয়েছ?" ওর গলাটা কিছুক্ষণ আগের মতোই মেকি শোনালো। বিছানার চাদরের নিচে নিজেকে লুকিয়ে জংলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে, চেহারা রক্ত জমে লাল হয়েছে।

"এসব নিয়ে কথা বলতে চাইছিনা অ্যামা।"

"কেন আপু, দুই রাত আগেও তো ভালোই জমেছিল আমাদের। এখন কি আমাকে বন্ধু ভাবতে পারছনা?"

"আমি একটু ঘুমোতে চাই।"

"ওহ, ক্লান্ত খুব তাইনা? আচ্ছা ঠিকাছে, দ্যাখো সামনে হয়তো আরও খারাপ সময় আসছে।" আমার গালে চুমু খেয়ে বিছানা থেকে পিছলে নেমে গেলে মেয়েটা, তারপর প্লাস্টিকের স্যান্ডেলে খটমট শব্দ তুলে হেঁটে চলল হলঘর ধরে।

বমি শুরু হল আরও মিনিট বিশেক পর, ঘেমে নেয়ে উঠলাম, পেটে মোচড় দিয়ে যাচ্ছেতাই অবস্থা হল। টয়লেটের মেঝেতে বসে পড়লাম দুর্বল হয়ে। বাইরে শুনতে পেলাম চেচামেচির শব্দ, হয়তো খেলাধুলা চলছে কোনও। ভেতরে গেইলার নাম ধরে ডাকতে শুনলাম মা-কে।

এক ঘণ্টা বাদেও বমিই করে চললাম, তেঁতো রস বেরিয়ে এল শেষটায়।

সামান্য কাপড় গায়ে চড়িয়ে দাঁত ঘসতে শুরু করলাম নির্মমভাবে- গলার বেশ কিছুদূর ব্রাশটা ঠেলে দিয়ে বমি করার চেষ্টা করলাম ফের।

অ্যালেন বারান্দায় বসে বড়সড় একটা বই পড়ছিল, ঘোড়া সংক্রান্ত। চেয়ারের হাতলে কমলা আদলের একটা বাটি রাখা, বাতির ভেতরে জায়গা পেয়েছে একখন্ড সবুজ পুডিং। ওর পরনে নীল সুতোর স্যুট, মাথায় হ্যাট। পুকুরের মতোই শান্ত মনে হল ওকে।

"তোমার মা জানে, বাইরে যাচ্ছো?"

"জলদি ফিরবো।"

BanglaBook.org

"গত কয়েকদিন ধরে মায়ের সাথে ভালোই ব্যবহার করছ তুমি, সেজন্য ধন্যবাদ। ওর অবস্থা এখন বেশ ভালো। তাছাড়া অ্যামার সাথেও সমস্যা হচ্ছেনা ওর।" নিজের মেয়ের কথা বলার আগে সবসময় একটু বিরতি নেয় অ্যালেন।

"বাহ, বেশ।"

"আশাকরি নিজেও ভালো আছো ক্যামিল। নিজে ভালো থাকাটা জরুরি। খারাপের মতো ভালোটাও ছোঁয়াচে।"

"আচ্ছা ঠিকাছে। বই পড়ো।"

"হুম, পড়ছি।"

উডবেরী যাবার পথে দাঁড়াতে হল আরও তিনবার, বমির সাথে এবারে সামান্য রক্তও বেরুলো। একবার তো গাড়ি থেকে বেরুনোর শক্তিই ছিলনা। পরে ভদকা দিয়ে মুছে ফেললাম গাড়ীর দাগ।

উডবেরীর সেইন্ট জোসেপ হাসপাতালটা সোনালী ইটের বিশাল একটা বাক্স যেন। মাঝে মাঝে হালকা বাদামী রঙয়ের জানালা। এটাকে 'ওয়াফেল' বলত ম্যারিয়েন। জায়গাটায় রোগী যায়না খুব একটা, যারা আরও পশ্চিমে থাকে তারা যায় পপলার ব্লাফে, কিংবা আরও দক্ষিণের লোকেরা যায় কেইপ জিরারডেউ এ। কেবল মিসউরির পাহাড়তলিতে আটকে থাকা মানুষেরাই ডাক্তার দেখাতে এখানে আসে।

হাসপাতালের তথ্যকেন্দ্রের কাঁচের ওপাশে এক মোটামতো মহিলাকে দেখা গেল, "ডু নট ডিস্টার্ব" সাইন ঝুলিয়ে রেখেছে টেবিলের উপর। কিছু একটা পড়ার ভান করছে মহিলা। আমি ওর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াতেই তর্জনী দিয়ে পাতা উল্টাতে শুরু করলো।

"শুনছেন?" বিরক্তিকর ভাবে ডাকলাম ওকে।

মহিলার চেহারায় গোঁফের রেখা স্পষ্ট, আঙুলের নখগুলো অতিরিক্ত ধূমপানে হলদে হয়েছে। ঠোঁট পুরে বাদামী বর্ণ ধারন করেছে। সহসা মায়ের বানী মনে পড়লো, 'চেহারার সৌন্দর্যই মানুষের ভালো ব্যবহার পাবার অন্যতম উপায়,' আমার পরিচর্যায় যখন বাঁধা দিতাম, এমনটাই বলতো মা। তবে এই মহিলার সাথে কেউ খুব একটা ভালো ব্যবহার করে বলে মনে হলনা।

"আমার একটা মেডিক্যাল রেকর্ড দরকার।" বললাম আমি।

"ডাক্তারের সাথে কথা বল।"

"রোগী আমার বোন।"

"তোমার বোন কি ডাক্তারকে অনুরোধ করেছে এর আগে?" ম্যাগাজিনের পাতা উল্টালো মহিলা।

BanglaBook.org

"আমার বোন এই পৃথিবীতে নেই।" হয়তো কথাটা আরও গুছিয়ে বলা যেত, কিন্তু মহিলাকে একটা ধাক্কা দিতে চাইছিলাম। ওর ব্যবহারে বিরক্ত লাগছিল।

"আহ! দুঃখিত। এখানেই ভর্তি ছিল মরার সময়?"

মাথা নাড়লাম আমি। "আনার সাথে সাথে মরেছিল। ডাক্তারও এখানেরই একজন ছিল। ওকে নিয়ে আসার পর বেশ কিছু চিকিৎসার চেষ্টা হয়েছিলো।"

"মৃত্যুর দিনটা খেয়াল আছে?"

"১লা মে, ১৯৮৮।"

"সর্বনাশ! এতো আগে! ধৈর্য ধর, দেখছি।"

চার ঘণ্টা বাদে হাতে এল ফাইল। এর মধ্যেই দুই নার্সের সাথে ঝগড়া, এক ব্যবস্থাপকের সাথে ছলনা, আর তিনবার বাথরুমে বমি করতে যাবার প্রয়োজন পড়লো।

ওর প্রতি বছরের জন্য একটা করে ফাইল এখানে উপস্থিত, যেগুলো সময়ের সাথে বেড়ে উঠেছে আকৃতিতে। ডাক্তারের অর্ধেকের বেশি আঁকাবুকি বুঝে উঠতে পারলাম না। অনেকগুলো টেস্টের রিপোর্টও দেখা গেল, কিন্তু সেগুলো কোনও কাজে এলনা। রিপোর্টে ব্রেনের স্ক্যান, হার্টের স্ক্যান, সেই সাথে ম্যারিয়েনের গলার ভেতর দিয়ে ক্যামেরা নামিয়ে পাকস্থলী পরীক্ষার ছবিও দেখা গেল। রোগের সম্ভাবনায় লেখা হয়েছে- ডায়বেটিস, হৃদরোগ, লিভারের সমস্যা, গ্যাস্ট্রিক, ফুসফুসে পীড়া, হতাশা, ইত্যাদি। তারপর ছোট্ট একটা গোলাপি কাগজ দেখতে পেলাম, ওটা অন্যসব টেস্টের রিপোর্টের সাথে স্টেপল করে লাগানো রয়েছে। কাগজের লেখাগুলো সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, কিন্তু ওতে ক্রোধের ছাপ স্পষ্ট। ওখানে লেখা রয়েছে -

ম্যারিয়েন ক্রেলিন'এর কয়েক সপ্তাহের টেস্টের কাজ করেছি আমি, হাসপাতালের একজন নার্স হবার সুবাদে। মেয়েটাকে পরীক্ষা করে দৃঢ় ধারণা হয়েছে [দৃঢ় শব্দটার নিচে দুবার দাগ দেওয়া] বাচ্চাটা মোটেই অসুস্থ নয়। আমার ধারণা ওর এই অসুস্থতার পেছনে সম্পূর্ণ দোষ মায়ের। ভদ্রমহিলার সাথে একাকী সময় কাটালেই অসুস্থ হয়ে ওঠে মেয়েটা। এমনও দিন আছে, সারাদিন সুস্থ থাকে ও, তারপর মা দেখা করতে এলেই রাতারাতি অসুস্থ হয়ে যায়। মেয়েটা সুস্থ থাকলে ওর মা উল্টে রাগ করে, শাস্তিও দিতে চেষ্টা করে সম্ভবত। তবে বাচ্চাটা অসুস্থ হয়ে পড়লে বা কাঁদলে মাও কাঁদে। আমি এবং হাসপাতালের আরও কয়েকজন নার্স এই বিষয়ে একমত যে বাচ্চাটা এবং ওর বড় বোনকে অতি সত্তর বাড়ি থেকে সরিয়ে অন্য কোথাও রাখা উচিত ভবিষ্যৎ পর্যবেক্ষণের জন্য।

(সাক্ষর)

বেভারলি ভ্যান লাম

BanglaBook.org

সঠিক পর্যবেক্ষণ। এরকম আরও কয়েকটা মন্তব্য পাওয়া গেলে ভালো হতো। নার্সের অবস্থাটা কল্পনা করলাম। হয়তো চিঠিটা লিখছিল ও পাশের ঘরে বসেই, ম্যারিয়েনকে মায়ের হাতে তুলে দেবার পরে। আর কিছুক্ষণের ব্যবধানেই অ্যাডোরার কান্না শুনে আবার ছুটে যেতে হয়েছিলো সদ্য অসুস্থ হয়ে পড়া মেয়েটাকে সাহায্য করতে।

পরবর্তী এক ঘণ্টার মধ্যেই খুঁজে বের করলাম সেই নার্সকে, শিশুরোগ বিভাগের একটা ঘরে। ঘরটা বিশাল, কিন্তু বিছানা মাত্র চারটে, তার মধ্যে দুটো বর্তমানে ফাঁকা। একটা বিছানায় বসে গল্পের বই পড়ছিল এক মেয়ে, আর ওর পাশেই অন্য বিছানায় উঁচু হয়ে ঘুমাচ্ছিল এক ছেলে। ছেলেটার ঘাড় লোহার পাত দিয়ে আটকানো, দেখে মনে হচ্ছিল পাতটা মেরুদন্ডের সাথে স্ক্রু দিয়ে লাগানো।

নার্স বেভারলি ভ্যান লাম এর বয়স পঞ্চাশের কোঠায়, শীর্ণকায় দেখতে ভদ্রমহিলা। ওর চুলগুলো রূপালী, ছোট করে ছাঁটা। হাসপাতালের পোশাক পরা ওর শরীরে, কানের পেছনে গোঁজা একটা কলম। আমি পরিচয় দিতেই চিনতে পারলো ও, একদম অবাক হলনা আমাকে দেখে।

"তোমাকে এতদিন পরে আবার দেখে ভালো লাগছে, যদিও পরিস্থিতিটা বাজে," উষ্ণ কণ্ঠে বলল লাম। "মাঝে মধ্যে মনে হয় এই বুঝি চলে এল ম্যারিয়েন, ওর কোলে নিজের দুটো সন্তান নিয়ে। উফ, ভয় লাগে এসব দিবাস্বপ্নে।"

"আপনার লেখাটা পড়েছি ম্যারিয়েনের ফাইলে। ওটা নিয়ে কথা বলতে চাই।"

নাক কুঁচকে কলমটা বন্ধ করলো ও, তারপর বলল, "কি হল আর ওসব লিখে! ঈশ যদি তখন অভিজ্ঞতা আরও কিছুটা বেশি থাকতো, তাহলে নিজেই কিছু করতাম, শুধু একটা নোট লিখে দায় সারতাম না। তবে সেসময় এটুকু করেও ভালোই ঝামেলায় পরতে হয়েছিল, সরাসরি একজন মায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ! বুঝতেই পারছ। এসব তখনকার সময় অবিশ্বাস্য ছিল, ঠিক গ্রিম ভাইদের গল্পের মত।"

"গল্প?"

"হুম গল্প। গ্রিম ভাইদের বইয়ে একটা গল্প ছিল এরকম। যে রক্ষক সে-ই ছিল ভক্ষক। মা সেখানে বাচ্চাকে অসুস্থ করতো ইচ্ছে করে, বাড়তি মনোযোগ কাড়তে। আর অসুস্থ হলেই তখন বোঝা যেত মা কতটা যত্নশীল সন্তানের প্রতি। আফসোস, গ্রিম ভাইয়েরা পর্যন্ত আমার লেখার মর্ম ধরতে পেরেছে অজান্তেই, কিন্তু এখানের ডাক্তাররা পারলোনা। হুম, তুমি বোধহয় সেই গল্পটা শোননি, তাইনা?"

BanglaBook.org

"চেনা চেনা লাগছে," বললাম আমি।

"এটা অবশ্য বর্তমানে পরিচিত অসুখে পরিণত হয়েছে। মানুষ নতুন নতুন উপসর্গ পছন্দ করে, এটাও তাই জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। এখনো মনে পরে যখন অ্যানোরেক্সিয়া বা ক্ষুধামন্দা অসুখটা প্রথমে হানা দিয়েছিল আশির দশকে। টেলিভিশন আর সিনেমায় যত প্রচারিত হচ্ছিলো সেটা তত বেশি মেয়েরা উপোষ করতে শুরু করেছিল। তবে তোমার অবস্থা কখনো তেমন খারাপ মনে হয়নি, ক্যামিল।"

"আমি ঠিকই আছি। কিন্তু ছোট বোনটাকে নিয়ে চিন্তিত। ম্যারিয়েন মারা যাবার পরে আরেকটা বোন হয়েছে আমার, অ্যামা।"

"চিন্তিত হওয়াই উচিত, তোমার মা মানসিকভাবে অসুস্থ। যারা ওর প্রিয়, তারাই ভুগবে। তোমার ভাগ্য ভালো যে মহিলা তোমাকে অতটা পছন্দ করতনা।"

কাছেই সবুজ পোশাকে বসা একজনকে হুইল চেয়ারে করে যেতে দেখা গেল, ওর পেছনে চলল মোটা মতো দুই লোক। লোকদুটোর পরনে রুচিস্মমত পোশাক, মুখে হাসি।

"মেডিসিনের ছাত্র ওরা," আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখে চোখ উল্টে বলল বেভারলি।

"আচ্ছা কোনও ডাক্তার কি আপনার রিপোর্টটা আমলে নেয়নি?" মূল প্রসঙ্গে ফিরে এলাম ফের।

"রিপোর্ট! ওরা তো ওটাকে রিপোর্টই ভাবেনি। এক সন্তানহীন নার্সের মতিভ্রম বলে ধরে নিয়েছে। ওইতো যেটা বললাম, সেসময় নার্সরা এখনের মত সম্মান পেতনা। তাছাড়া তখন আমার সম্প্রতি ডিভোর্স হয়েছে, চাকরিটাও দারুণ প্রয়োজন; তাই আর বাড়াবাড়ি করিনি এটা নিয়ে। নিজেকেই বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিলো সেসময়। যেদিন ম্যারিইয়েন মারা গেল, তারপর টানা তিন দিন মদের অতলে ডুবে ছিলাম। এর মধ্যেই কবর দেওয়া হল ওকে। ঘটনাটা আবার আলোচনায় আনতে আরও কয়েকটা দিন পার হয়ে গেল, আর তখন আমাকে বলা হল এক সপ্তাহের ছুটিতে যেতে। ওরা ভেবেছে আমি পাগল হয়ে গেছি।"

সহসা চোখ ভিজে উঠলো আমার, মহিলা আমার হাতদুটো ধরল মমতা ভরে। "আমি দুঃখিত ক্যামিল।" বলল ও।

"রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে আমার," পানি নেমে এলো গাল বেয়ে, হাতের ওপিঠ দিয়ে মুছে চললাম আমি। টিস্যু পেপার এগিয়ে দিলো বেভারলি। "এতদিন লাগলো আমার এই সামান্য একটা ঘটনা বুঝতে!"

BanglaBook.org

"মা বলে কথা। তোমার জন্য ব্যাপারটা অনেক কষ্টের, বুঝতে পারছি। তবে শেষমেশ ন্যায়ের দিকে যাচ্ছে ঘটনাটা, তাই ভালো লাগছে। আচ্ছা ওই ডিটেকটিভ কতদিন ধরে কেসটা দেখছে?"

"ডিটেকটিভ?"

"ডিটেকটিভ উইলস। ওইতো সুন্দর দেখতে ছেলেটা। দারুণ চালাক! ম্যারিয়েনের ফাইলের প্রতিটা পৃষ্ঠা ফটোকপি করে নিয়েছে, আমাকেও অনেকগুলো প্রশ্ন করে জর্জরিত করে দিয়েছে পুরো। তবে তোমার বোনের ব্যাপারে কিছু বলেনি ও। তুমি ভালো আছো সেটা অবশ্য জানিয়েছিল। আমার কি মনে হয় জানো? তোমাকে ভালোবাসে ও, তোমার কথা উঠতেই লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিল।"

কান্না থামিয়ে জমে থাকা টিস্যুগুলো ট্র্যাশবক্সে ফেলে দিলাম। বই পড়তে থাকা মেয়েটা চোখ তুলে তাকালো সেদিকে, যেন নতুন কোনও চিঠি পড়েছে বাক্সে। বেভারলিকে ধন্যবাদ জানিয়ে অবশেষে বেরুলাম ওখান থেকে, গুমরে ওঠা অনুভূতিগুলো হাহাকার করল একটুকরো খোলা আকাশের সন্ধানে।

লিফট দিয়ে নিচে নামার আগেই বেভারলি আমায় ধরে ফেলল আবার, সতর্ক করে দিলো শেষবারের মতো, "তোমার বোনকে বাঁচাও ক্যামিল, ও নিরাপদে নেই।"

উডবেরী আর উইন্ডগ্যাপের মাঝামাঝি বাইকারদের একটা বার আছে, ওখানে আইডিকার্ড ছাড়াই মদ বিক্রি হয়, হাইস্কুলে থাকতে যাওয়া হতো অনেক। বারের ডার্টবোর্ডটার পাশে রাখা পে-ফোন তুলে কল করলাম কারিকে। বরাবরের মতোই ফোনটা ধরল এলিন, প্রায় সাথে সাথেই ফুঁপিয়ে উঠলাম।

"ক্যামিল, কি হয়েছে? ঠিক আছতো? কি সব যাতা জিজ্ঞেস করছি! ঠিক নেই তুমি। আমি ফ্রাঙ্কেকে বলেছি গতবার তোমার ফোন পাবার পরে, যাতে তোমাকে ওখান থেকে সরিয়ে নেয়। আহা, কি হয়েছে বলবে তো?"

কেঁদেই চললাম, কি বলব ভেবে উঠতে পারলাম না সঠিক। পাশেই ডার্টবোর্ডে একটা তীর এসে বিঁধল।

"তুমি আবার তোমাকে আঘাত করছ না তো? ক্যামিল? আমার কিন্তু ভয় করছে খুব।"

"আমার মা " কথাটা শেষ করতে পারলাম না, কেঁদে ফেললাম ফের। ভেতর থেকে উঠে আসছিল আরও কান্না, আমার শরীর আরও ঝুঁকে গেল।

"কি হয়েছে ওর? ঠিক আছে তো?"

BanglaBook.org

"নাআআআআআআআ।" বাচ্চাদের মতো জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম। ফোনে হাত চাঁপা দিয়ে ফ্রাঙ্ককে ডাকল এলিন, ওর গলায় সতর্কতার সুর শুনলাম কারির উদ্দেশে, কয়েক সেকেন্ড পরে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল কারি, ওর হাতের হুইস্কির গ্লাসটা সম্ভবত ঠক করে নামিয়ে রাখলও টেবিলে, ভেতরের তরলটুকু মেঝেতে পরে গেছে নাকি কে জানে!

"কথা বল ক্যামিল? কি হয়েছে?" নড়বড়ে শোনালো ওর কণ্ঠ, ঠিক আমার শরীরের মতোই দুর্বল মনে হল।

"আমি জানি খুনগুলো কে করেছে, কারি" ফোঁস ফোঁস করে বললাম। "আমি জানি।"

"এটা কি কান্নাকাটি করার বিষয়! পুলিশ কি গ্রেপ্তার করেছে খুনিকে?"

"এখনো না। তবে আমি জানি।" আরও একটা তীর লাগলো ডার্টবোর্ডে।

"কে সে? ক্যামিল! কে করেছে খুন?"

আমি ফোনের সাথে মুখটা ঠেশে ধরে ফিসফিস করে বললাম, "আমার মা।"

"কে? ক্যামিল, জোরে বলো। তুমি কি এখন বারে আছো নাকি?"

"আমার মা করেছে খুনগুলো," চেঁচিয়ে বললাম, তুবড়ির মতো শব্দগুলো বেরিয়ে এলো মুখ চিড়ে।

ওপাশে কিছুক্ষণের জন্য নীরব হয়ে গেল কারি। তারপর বলল, "আমি বুঝতে পারছি বেশি ধকল যাচ্ছে তোমার উপর, আসলে তোমাকে ওখানে পাঠানোই উচিত হয়নি, বিশেষ করে... যাক বাদ দাও ওসব। তুমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাছের এয়ারপোর্টে যাবে, আর প্লেন ধরে দ্রুত শিকাগোর ঘরে ফিরে আসবে, ঠিকাছে? জামা কাপড় গোছানর দরকার নেই, গাড়িও ছেড়ে দেবে, সোজা এখানে ফিরবে। বাকিটা আমি বুঝে নেব। আর ফিরতি টিকিটের খরচ আমি দিয়ে দেব, চিন্তা করোনা। তুমি ঘরে ফিরে এসো।"

ঘর ঘর ঘর, কারির কথাগুলো যেন সম্মোহন করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

"আমার কোনও ঘর নেই," ফুঁপিয়ে উঠলাম ফের। "কিন্তু বোঝাপড়াটা শেষ করতে হবে।" কারিকে হতাশ করে ফোন রেখে দিলাম আমি।

গ্রিটিস-এ পাওয়া গেল রিচার্ডকে, খাবার খেতে খেতে নাটালির ফিলাডেলফিয়ায় ছুড়ি মারার খবরটা দেখছিল বসে। ওর উল্টোদিকে বসতেই অনিচ্ছার সাথে চোখ রাখল আমার দিকে। আমার নাকমুখের ফোলা দশা দেখে প্রশ্ন করল, "কি হয়েছে?"

BanglaBook.org

"আমার ধারণা আমার বোন ম্যারিয়েনকে খুন করেছে অ্যাডোরা, অ্যান আর নাটালিকেও মেরেছে ও। আমি জানি তুমিও এমনটা ভাবো। মাত্রই উডবেরী থেকে ঘুরে এলাম।" রাগটা এখানে আসার পথে ক্ষোভে বদলে গেছে। আমি বলে চললাম, "ভাবতেই অবাক লাগছে, আমার সাথে অন্তরঙ্গ হয়েও আবার আমার মায়ের উপর লুকিয়ে গোয়েন্দাগিরি চালাচ্ছিলে, আমার থেকে কথা বের করতে চাইছিলে কৌশলে ওর সম্পর্কে। বিকৃত মস্তিষ্কের লোক তুমি।" থরথর করে কেঁপে উঠলাম।

পকেট থেকে দশ টাকার একটা নোট বের করে প্লেটের তলায় গুঁজে দিলো ও, তারপর আমার পাশে এসে হাত ধরল, "বাইরে চলো ক্যামিল, জায়গাটা এসব আলোচনার জন্য ঠিক নয়।" বাইরে বেরিয়ে ওর গাড়ীর প্যাসেঞ্জার সিটে বসিয়ে দিলো আমাকে। ধরে রইলো হাতটা।

তারপর চুপচাপ গাড়ি চালিয়ে গেল কিছুক্ষণ, আমি কিছু বলার চেষ্টা করতেই হাত তুলে থামিয়ে দিলো, বেশ কয়েকবার। শেষমেশ ওর থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে চোখ রাখলাম, গতিতে ঝাপসা হয়ে আসা জঙ্গলটা ধরা দিলো আমার চোখে।

ক'দিন আগে দু'জনে যেখানে বসে সূর্যাস্ত দেখেছিলাম, ঠিক সেই যায়গাটায় গিয়ে গাড়ি থামালো রিচার্ড। রাতের আঁধার নেমেছে এর মধ্যেই। আমাদের গাড়িটার শব্দ রাত্রির বুকে ডেকে চলা পোকাগুলোর মতো শোনালো।

"এবারে আমার বলার পালা," আমার চোখে চোখ না রেখেই বলল রিচার্ড। "হুম সত্যিই, তোমার সাথে প্রথমে আলাপ করেছিলাম তোমার মা'র সম্পর্কে আগ্রহী ছিলাম তাই। কিন্তু ভালোবেসে ফেলেছি তোমায়। ঠিক ততটাই ভালবেসেছি যতটা একজনের পক্ষে সম্ভব। শুরুতে ভেবেছিলাম সরাসরি প্রশ্ন করি অ্যাডোরার ব্যাপারে, কিন্তু তোমরা পরস্পরের কতটা কাছাকাছি সে সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিলোনা। তাই আগে থেকে কোনও আঁচ দিতে চাচ্ছিলাম না এ ব্যাপারে। তাছাড়া নিশ্চিত ছিলাম না আমি। আরও সময় দরকার ছিল বিষয়টা খতিয়ে দেখার জন্য। সেসময় শুধুমাত্র সন্দেহটা ছিল, স্রেফ একটা সন্দেহ। আশপাশ থেকে তোমার আর ম্যারিয়েনের ব্যাপারে কিছু গুজব কানে এসেছিল, অ্যামা আর তোমার মাকে নিয়েও কিছু কথা শুনেছিলাম। কিন্তু খুনির প্রোফাইলের সাথে তোমার মায়ের কিছুই ঠিকঠাক মেলে না। তাই ব্যাপারটাকে সিরিয়াল কিলার ধারায় না ফেলে অন্যভাবে ভাবা শুরু করলাম।"

BanglaBook.org

"কিভাবে?" ভোঁতা গলায় প্রশ্ন করলাম।

"জেমস ক্যাপাসির কথাটার উপর নির্ভর করলাম। রূপকথার দুষ্ট ডাইনি থিওরি," গ্রিম ভাইদের গল্প থেকে এসেছে ব্যাপারটা। "যদিও মনে হয়না ছেলেটা তোমার মা-কেই দেখেছিল, কিন্তু কিছু একটা দেখেছিল ও, আর সেটাই অবচেতন মন একজন নারীর রূপ দিয়েছে। আমি এটা নিশ্চিত হতেই ভাবতে শুরু করলাম কি ধরণের মহিলা বাচ্চাদের মেরে ওদের দাঁত হাতাতে চাইবে? সেটা নিশ্চয়ই এমন কেউ-ই হবে যে নিয়ন্ত্রন করতে পছন্দ করে, সব কিছু হাতের মুঠোয় রাখতে ভালোবাসে। এমন কেউ যার যত্নের সূত্র ভুল পথে পরিচালিত। কারণ মারার আগে অ্যান এবং নাটালি দু'জনেরই ভালো পরিচর্যা করা হয়েছিল। দুটো মেয়ের পরিবারের থেকেই সেই সূত্র নিশ্চিত হয়েছিল। নাটালির মৃতদেহে নখগুলো উজ্জ্বল গোলাপি রঙ করা ছিল, অ্যানের পা'গুলো শেইভ করে নির্লোম করা হয়েছিলো। এছাড়া ওদের দু'জনকেই লিপিস্টিক লাগানো হয়েছিল।"

"আর দাঁতের ব্যাপারটা?"

"হাসি তো মেয়েদের সেরা অস্ত্র, তাইনা?" বলল রিচার্ড। শেষমেশ মুখ ঘোরালো এদিকে। "আর এই ক্ষেত্রে আক্ষরিকভাবেই মেয়ে দুটোর অস্ত্র ওদের দাঁতগুলো। তোমার থেকে কামড় দেবার গল্পগুলো শোনার পর আরও নিশ্চিত হয়েছি। বুঝেছি, খুনি এমন কোনও নারী, যে অন্য নারীদের আধিপত্য পছন্দ করেনা, বরং সেটাকে অন্যায়ের চোখে দেখে। ও চেষ্টা করেছিলো ওদের নিয়ন্ত্রন করতে, নিজের মতো করে ওদের গড়তে। আর যখন মেয়েগুলো ওর কথা শুনলো না, উল্টে বাঁধা দিলো, তখনই ওর ভেতরের খুনিটা বেরিয়ে এলো। মরতে হল মেয়েগুলোকে। শ্বাস রোধ করে মারাটাও আধিপত্যের নিদর্শন। ধীর গতির মৃত্যু। একদিন অফিসে চোখ বুঝে ভাবছিলাম খুনির প্রোফাইল নিয়ে, তোমার মায়ের মুখটা ভেসে উঠেছিল আমার চোখে। তবে কোনও অ্যালিবাই ছিলোনা ওর। যদিও বেভারলি ভ্যান লাম এর সন্দেহটা আরও বদ্ধমূল করেছে আমার ধারণা। এখন ম্যারিয়েনের লাশটা তুলে দেখার অপেক্ষা, ওর শরীরে বিষের অস্তিত্ব পেলে প্রমান হাতে আসবে।"

"ওকে ছেড়ে দেওয়া যায়না?"

"না ক্যামিল। তুমিও জানো সেটা সম্ভব না। তবে যথেষ্ট সম্মানের সাথে কাজটা করা হবে।" আমার উরুতে হাত রাখলও ও।

BanglaBook.org

"তাহলে জনকে কখনও সন্দেহের তালিকাতে রাখাই হয়নি?" হাতটা সরিয়ে নিলো রিচার্ড।

"ওর নামটাও ছিল তালিকায়, বিশেষ করে ভিক্যারি বড্ড মেতেছিল ছেলেটাকে নিয়ে। আসলে নাটালি একটু নির্মম প্রকৃতির ছিল, সেই সূত্র ধরে হয়তো ওর ভাইও কিছুটা নির্মম। তাছাড়াও ছেলেটা ঘটনার সময় শহরের বাইরে ছিল, আর এসব ক্ষেত্রে সন্দেহের তীরটা কিন্তু ওর দিকে যেতেই পারে।"

"মায়ের বিরুদ্ধে কোনও প্রমান আছে তোমাদের হাতে? নাকি পুরোটাই সন্দেহ?"

"কাল তোমাদের বাড়ি সার্চ করার অর্ডার আসবে হাতে। ও নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে দাঁতগুলো। তোমাকে বিশ্বাস করি, তাই জানালাম কথাগুলো।"

"হুম। কিন্তু অ্যামাকে ওখান থেকে সরানো দরকার।"

"আজ রাতে কিছুই হবেনা। তুমি বাড়ি ফিরে গিয়ে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করো। তোমার বয়ানও কালকে নেওয়া হবে। কেসের কাজে লাগবে সেটাও।"

"ও আমাদের কীসব ওষুধ দিচ্ছে, বিষাক্ত সেসব। অনেক কষ্ট পাচ্ছে অ্যামা।" ঘৃণার সাথে বললাম।

"এসব আমাকে আগে জানাওনি কেন, ক্যামিল? তোমাদের তাহলে পরীক্ষা করা যেত, কেসটা আরও দ্রুত সমাধান হতো!"

"আমাকে নিয়ে ভাবার জন্য ধন্যবাদ।"

"ক্যামিল তুমি যে একটু বেশিই আবেগি, এটা বলেছে কেউ আগে?"

"নাহ।"

দূর থেকেই গেইলাকে দেখতে পেলাম দরজায়, ভূতের মতো তাকিয়ে আছে পথের দিকে। আমাকে দেখেই হুট করে গায়েব হয়ে গেল, ভেতরে জ্বলে উঠলো খাবার ঘরের আলো।

শুয়োর রান্নার গন্ধ পেলাম দরজা খুলতেই। সাথে শাকপাতা আর ভুট্টার ঘ্রাণও এলো নাকে। বাড়ির সবাইকে দেখা গেল চলচ্চিত্রের কলাকুশলীদের মতো বসে আছে টেবিলে। মা বসেছে টেবিলের এক মাথায়, অ্যালেন আর অ্যামা দু'জন দু'পাশে। আমি যেতেই টেবিলের অপর মাথায় গেইলা আমার জন্য চেয়ারটা টেনে দিলো।

"কেমন কাটল দিনটা?" জোরে জোরে বলল মা। "বসে পরো, তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি সবাই। ভাবলাম চলেই যখন যাচ্ছ তখন একসাথে একটা ডিনার হয়ে যাক।"

BanglaBook.org

"চলে যাচ্ছি?"

"ওরাতো তোমার ছোট্ট বন্ধুকে গ্রেপ্তার করলো বলে! এখন আবার বোলনা একজন রিপোর্টার থেকে আমার কাছে দ্রুত খবর আসে!!" আমার দিকে চোখ ঘোরালো ও, খিলখিলিয়ে উঠল অ্যামা। এরপর মা ঘণ্টা বাজাতেই রান্না করা শুয়োরটা নিয়ে এল গেইলা, বড় একটা রূপালী ট্রেতে সাজিয়ে। আনারস কেটে চারপাশে সাজানো হয়েছে সেটার।

"তুমিই কাটো।" মায়ের ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করে বলল অ্যালেন।

মা তিন স্লাইস কেটে আমাদের পাতে সাজিয়ে দিলো। অ্যামা আমার দিকে প্লেটটা বাড়িয়ে ধরতেই মানা করলাম, ওটা অ্যালেনের হাতে চলে গেল।

"এখনো শুয়োর খাওনা। ক্যামিল, ঠিক আগের মতোই আছো।" বলল মা।

"হুম।"

"আচ্ছা জনের কি মৃত্যুদন্ড হবে?" প্রশ্নটা আমাকে ছুঁড়ে দিলো অ্যামা। "তোমার জন এখন মৃত্যুর পথে?" ওকে গোলাপি ফিতের সাদা জামা পরিয়ে দিয়েছে মা, চুলগুলোও জোড়া বেণী করা। রাগের আভাস পেলাম ওর কথায়।

"মিসউরির আইন মৃত্যুদন্ড বিরোধী না, আর এসব ক্ষেত্রে তো সেটাই স্বাভাবিক।" উত্তর দিলাম।

"এখনও কি ইলেকট্রিক চেয়ারগুলো আছে?" ফের প্রশ্ন করল মেয়েটা।

"না নেই।" বলল অ্যালেন। "এবার খাওতো।"

"বিষাক্ত ইঞ্জেকশন দিয়েই মারা হয় অপরাধীকে," বিড়বিড় করলো মা। "ব্যাপারটা বেড়ালকে ঘুম পাড়ানোর মতো।"

মা'কে বিছানায় বাঁধা অবস্থায় শুয়ে থাকতে কল্পনা করলাম, ডাক্তারের সাথে মশকরা করছে। তারপর একটা সুঁই ঢুকে গেল শরীরের ভেতর। অ্যাডোরার জন্য এই মৃত্যুই শ্রেয়।

"ক্যামিল, রূপকথার কোনও চরিত্র হবার সুযোগ দিলে কোনটা বেছে নেবে তুমি?" আবার প্রশ্ন করলো অ্যামা।

"স্লিপিং বিউটি।" পুরো জীবনটা স্বপ্নের মধ্যে কাটাতে পারলে মন্দ হতোনা।

"আমি প্রিস্যাফনি হতে চাই।"

"সেটা আবার কে?" অবাক হয়ে জানতে চাইলাম। গেইলা সুযোগ বুঝে কিছুটা শাকপাতা তুলল আমার থালায়, সাথে ভুট্টাও দিলো খানিকটা। অলসভাবে চিবিয়ে চললাম, একটু একটু করে।

BanglaBook.org

"ও হল মৃতদের রানী," হাসিমুখে বলল মেয়েটা। "ওর রূপে মুগ্ধ হয়ে পাতালের রানী করার জন্য তুলে নিয়ে গিয়েছিলো হেডেস। কিন্তু প্রিস্যাফনির মা এতই ক্ষমতাধর ছিল যে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল ওকে, তবে সেটা প্রতি বছর কেবল ছয় মাসের জন্য। সেজন্য জীবনের অর্ধেক সময় ওকে কাটাতে হতো মৃতদের সাথে, আর বাকি অর্ধেক জীবিতদের সাথে।"

"ওকে তোমার কেন পছন্দ হল অ্যামা?" বলল অ্যালেন। "মাঝে মধ্যে ভয়ংকর সব কথা বল তুমি!"

"ওর জন্য খারাপ লাগে। প্রিস্যাফনি যখন জীবিতদের মাঝে ফিরে এলো পাতাল থেকে, তখন সবাই ওকে ভয় পেল খুব," বলে চলল মেয়েটা। "আর মায়ের সাথেও সুখী ছিলনা ও, কারণ জানতো আবার শীঘ্রই ফিরে যেতে হবে মৃতদের রাজত্বে।" বলেই অ্যাডোর দিকে দাঁত বার করে হাসি দিলো অ্যামা, তারপর মাংসে বড় একটা কামড় বসিয়ে, ডেকে উঠলো। "গেইলা, চিনি নিয়ে এসো!"

"ঘণ্টা বাজাও, অ্যামা।" বলল মা। আমি দেখলাম মা খাবার মুখে তোলেনি এখনো।

চিনির বাটি নিয়ে চলে এলো গেইলা, বড় একচামচ পরিমান ছিটিয়ে দিলো অ্যামার মাংস আর কাটা টমেটোগুলোর উপরে।

"আমাকে দাও দেখি," বাটিটা নিতে চাইলো অ্যামা।

"গেইলাকেই দিতে দাও," বলল অ্যাডোরা। "তুমি নিলে বেশি হয়ে যাবে।"

"জন মরলে তোমার কি খুব খারাপ লাগবে ক্যামিল?" মাংসটা চুষে প্রশ্ন করলো অ্যামা। "আচ্ছা কে মরলে বেশি খারাপ লাগবে, জন নাকি আমি?"

"আমি চাইনা কেউ মরুক।" ক্লান্তভাবে বললাম। "উইন্ড গ্যাপে এমনিতে অনেক মত্যু হয়েছে।"

"বেশ বেশ," বলল অ্যালেন, যেন উৎসব চলছে কোনও!

"কিছু মানুষের মরা উচিত। জনের মরা উচিত," বলে চলল অ্যামা। "যদিও খুনগুলো ও করেনি তবুও মরা উচিত ওর। বোনের মৃত্যুতে সর্বনাশ হয়েছে ওর।"

"তোমার যুক্তিতে দেখতে গেলে তো আমারও মরা উচিত, আমারও বোন মরেছে।" চিবোতে চিবোতে বললাম, অ্যামা পরীক্ষার চোখে দেখল আমাকে।

"হয়তো। কিন্তু তোমার মতো আমিও চাইনা মরো তুমি। তোমার কি মনে হয়?" সরাসরি অ্যাডোরার দিকে ঘুরলো ও। এভাবে সরাসরি এর আগে অ্যাডোরার সাথে কথা বলেনি মেয়েটা।

BanglaBook.org

"ম্যারিয়েন মরেছে অনেকদিন হল, আমরা সবাই ওর সাথে চলে যেতে পারলেই ভালো হতো।" চিন্তিত ভাবে বলল মা। তারপর দীপ্তকণ্ঠে বলল, "কিন্তু মরিনি আমরা, কাটিয়ে উঠেছি খারাপ সময়টা। তাইনা?" এরপর আবার ঘণ্টাটা বাজাল অ্যাডোরা, গেইলা চলে এলো প্লেট তুলে নিতে।

রক্তাভ কমলার সরবেট এলো বাটিতে করে। মা রান্নাঘরে ক্রিস্টালের সরু দুটো বোতল নিয়ে এল। দেখেই মোচড় দিলো আমার পেটের ভেতর।

"আমি আর ক্যামিল আমার ঘরে ড্রিংক করবো," অন্যদের উদ্দেশে ঘোষণা দিলো ও। দেখলাম এর মধ্যেই রাতের পোশাক পরে তৈরি হয়ে নিয়েছে অ্যাডোরা। ওর পেছন পেছন চললাম।

শেষমেশ মায়ের ঘরে পা পড়লো আমার, যেখানে সারাটা জীবন যাবার স্বপ্ন দেখে এসেছি। সেই বিশাল বিছানা, তার উপর রাজহাঁসের মতো বসে থাকা বালিশগুলো। দেয়ালে লাগানো সেই লম্বা আয়না, আর বিখ্যাত হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি মেঝে, চকচক করছে শুভ্র বরফের মতো। বালিশগুলো মেঝেতে ফেলে বিছানার চাদরটা টেনে ঠিক করলো ও, তারপরে আমাকে বসতে নির্দেশ দিলো। আমি বসতেই এগিয়ে এলো পাশে। ম্যারিয়েন মারা যাবার পরে চুপচাপ এই ঘরে থাকতো মা, কাউকে ঘেঁষতে দিতোনা কাছে। মায়ের পাশে এই বিছানায় বসার কথা তখন স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। আর এখন সেখানেই বসে আছি, পনের বছর বাদে।

আমার চুলে আঙুল চালিয়ে হাতে বোতলটা ধরিয়ে দিলো মা। আমি শক্ত করে ধরে রইলাম সেটা, চুমুক দিলাম না।

"যখন ছোট ছিলাম, আমার মা আমাকে জঙ্গলের দক্ষিণে নিয়ে ফেলে এসেছিল।" বলল অ্যাডোরা। "আমার সাথে রাগ করে কিংবা কষ্ট পেয়ে না, হয়তো ভিন্ন কোনও কারণে, হয়তো ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল আমাকে নিয়ে। এর কোনও ব্যাখ্যা পাইনি ওর থেকে। একটা কথাও বলেনি এটা নিয়ে। কেবল ওখানে নিয়ে আমাকে গাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছিল। পায়ে জুতোও ছিলনা আমার। ওখানে নামতেই হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল একটা পথ ধরে, তারপর পথ ছাড়িয়ে গেলাম আমরা অন্যদিকে। ওখানেই কিছুদূর গিয়ে আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলেছিল, ওর পেছন পেছন না যেতে। আমি তখন একদম ছোট, মাত্র আট বছর বয়স। পা কেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল বাসায় ফিরতে ফিরতে, মা তখন পত্রিকা পড়ছিল। সেটার উপর দিয়ে আমার দিকে শুধু তাকিয়েছিল একবার, তারপর চলে গিয়েছিল নিজের ঘরে। এই ঘরটাতে।"

BanglaBook.org

"এসব আমাকে বলছ কেন?"

"যখন একটা বাচ্চা অতো অল্প বয়সে জানতে পারে ওর মা ওকে নিয়ে একদম ভাবেনা, তখন খুব খারাপ কিছু হয়।"

"বিশ্বাস করো, আমি জানি তোমার ঠিক কেমন লেগেছিল," বললাম আমি, ওর হাত ঘুরে চলল আমার চুলে।

"আমি তোমাকে ভালবাসতে চেয়েছি, ক্যামিল। কিন্তু তুমিই কাছে আসতে চাওনি। ম্যারিয়েন অবশ্য তেমন ছিলনা।"

"চুপ করো," বললাম ফের।

"না, চুপ করবোনা। আমি তোমার যত্ন নিতে চাই ক্যামিল। একবার সুযোগ দাও আমাকে।"

এসব একদম পছন্দ হচ্ছেনা আমার।

"ঠিকাছে," বললাম আমি। পানীয়টা গিলে ফেললাম এক ঢোঁকে, তারপর ওর হাতটা সরিয়ে দিলাম মাথার উপর থেকে, চেষ্টা করলাম গলাটা শান্ত রাখতে।

"আমি বরাবর তোমাকে পাশে চেয়েছি মা, সত্যিকার ভাবে। তুমি যেরকম কৃত্তিমভাবে নিজের চাহিদা তৈরি করো সেভাবে নয়। আর ম্যারিয়েনের জন্য তোমাকে কখনও ক্ষমা করতে পারবোনা। বাচ্চা একটা মেয়ে ছিল ও।"

"ও বরাবর আমার সন্তানই থাকবে।" বলল মা।

অধ্যায় ১৬

ফ্যানটা না চালিয়েই কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ঘুম থেকে উঠতেই দেখলাম চাদর পেঁচিয়ে আছে আমার শরীরে। ঘামে ভিজে গেছে সর্বত্র, বাজে গন্ধ ছড়াচ্ছে। আমার দাঁতে দাঁতে ঠকঠক করেছে, চোখের পেছনে ধাক্কা মারছে হৃদপিন্ডটা। খাটের ওপাশ থেকে ময়লার ঝুড়িটা নিয়ে বমি করে ফেললাম, গরম তরল বেরিয়ে এলো রাতের খাবারের সাথে।

বিছানায় ফিরে আসার আগেই দেখি মা আমার ঘরে উপস্থিত। এতটা তাড়াতাড়ি আসবে বুঝিনি, ভেবেছিলাম হলঘরের চেয়ারে বসে এখন ম্যারিয়েনের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকবে ও, আর অপেক্ষা করবে আমার আরও অসুস্থ হয়ে ওঠার জন্য।

"চলো, বাথটবে চলো।" আমার শার্ট আর প্যান্ট খুলে শরীরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো মা। তারপরে নিয়ে গেল বাথটবের কাছে। আমি ফের বমি করলাম, হাত ধরে আমাকে স্থির রাখলো অ্যাডোরা। চীনামাটির বাথটবে ছড়িয়ে পড়লো গরম

BanglaBook.org

তরল। পাশের তাক থেকে টেনে তোয়ালে নামাল মা, তারপর ওটাতে অ্যালকোহল মাখিয়ে আমার শরীরটা এমনভাবে মুছিয়ে দিল, যেন জানালা পরিষ্কার করছে। আমি বসে রইলাম বাথটবের ভেতরেই, মা জ্বর নামাতে ক্রমাগত ঠান্ডা পানি ঢেলে চলল মাথায়। ওষুধ খাওয়ালো আরও দুটো, এক গ্লাস নীলচে দুধের সাথে। দু'দিনের জমে থাকা ক্ষোভে পুরোটাই গিলে নিলাম আমি। ম্যারিয়েনের মৃত্যুর বদলা নেবার বাসনা জেগে রইলো মনে। আমার অবস্থা যত গুরুতর হয় ততই ভালো।

আরও চলল বমিপর্ব, বাথটব ভরল, খালি হল, আবার ভরল। আমার ঘাড়ে পায়ের ভাঁজে আইসব্যাগ সেঁটে দেওয়া হল তাপ কমাতে। গোড়ালির ক্ষততে চিমটের খোঁচা টের পেলাম, একটু পরে অ্যালকোহল দিয়ে পরিষ্কার করা হল জায়গাটা, গোলাপি হয়ে উঠলো পানির রঙ। 'গায়েব', গায়েব', গায়েব' আর্তনাদ করে উঠলো ঘাড়ের কাছের শব্দটা, যেন দূর করে দিতে চায় সমস্ত যন্ত্রণা।

পানি দেখতে পেলাম অ্যাডোরার চোখেও, ওর নিচের ঠোঁটের উপর ঘষে চলল জিভটা। যতক্ষণ জ্ঞান ছিল একটাই কথা ভাবলাম বসে মায়ের আদর পেলাম অবশেষে, দারুণ! আর কেউ আমার জন্য এতটা করবেনা, আর কেউ না।

ম্যারিয়েনকে হিংসে হল খুব।

চিৎকার দিয়ে ঘুম ভাঙতেই নিজেকে বাথটবের মধ্যেই আবিষ্কার করলাম। দুর্বল ভাবে টেনে তুললাম শরীরটা। সুতির জামাটা গায়ে জড়িয়ে বাথরুমের দরজা খুললাম কোনক্রমে। মায়ের চিৎকারে তালা ধরে গেল কানে।

ঘরের দরজাটা খুলে গেল আচমকা, রিচার্ড ঢুকল হন্তদন্ত হয়ে। "ক্যামিল, ঠিক আছতো?" বলল ও।

মায়ের জংলী আর্তনাদ শোণা যাচ্ছে ক্রমাগত। ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে রিচার্ডের পেছনে থাকা বাতাসের বুক।

আমার ঘাড়ের দিকে চোখ যেতেই ঝুলে পড়লো রিচার্ডের চোয়াল, জামাটা একটু আলগা করে চোখ রাখতেই কেঁপে উঠলো ও।

"ইয়া মাবুদ!" কাঁপা গলায় বলল রিচার্ড, ভয় দেখলাম ওর চোখে।

"মায়ের কি হয়েছে?"

"তোমার কি হয়েছে সেটা বল? এতো ভালোবাসো কাটাছেঁড়া?"

"লিখতে ভালোলাগে।" সামান্য পার্থক্য করার জন্য বললাম।

"লিখতে ভালো লাগে, হুম।"

"মা চিৎকার করছে কেন?" মাথা ঘুরে মেঝেতে বসে পড়লাম ধপ করে।

BanglaBook.org

"তোমার কি অসুস্থ লাগছে?"

সম্মতিতে মাথা নাড়লাম আমি। "খুঁজে পেয়েছ কিছু?"

ভিক্যারি সহ আরও কয়েকজন অফিসার আমার দরজার সমানে দিয়ে হেঁটে গেল, মাও গেল কয়েক সেকেন্ড পরে ওদের পেছন পেছন, মাথায় হাত দিয়ে চিৎকার করতে করতে। ওদেরকে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দিলো, হুমকি দিলো, পরে পস্তাতে হবে।

"নাহ এখনো পাইনি কিছু। খুব বেশি খারাপ লাগছে?" আমার কপালে হাত দিলো রিচার্ড। তারপর জামাটা ফিতে বেঁধে শক্ত করে লাগালো। বাচ্চাদের মতো কাঁধ ঝাঁকালাম আমি, কতটা খারাপ লাগছে বলা কঠিন।

"এই বাড়িটা ছাড়তে হবে সবাইকে। জামা পরে নাও ক্যামিল, তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিতে হবে।"

"হুম, প্রমাণটা কাজে আসবে তোমার। এখনো যথেষ্ট বিষ আছে শরীরে।"

সন্ধ্যার মধ্যেই মায়ের গোপন ড্রয়ার ঘেঁটে কয়েকটা জিনিশের হদিস মিল- আট শিশি ম্যালেরিয়া রোধক বড়ি, বিদেশী লেবেল লাগানো। বড়বড় কিছু নীল ওষুধ, যেগুলো অনেকদিন আগেই তৈরি করা বন্ধ হয়েছে, নানান পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার জন্য। বাহাত্তর খানা কড়া জোলাপের বড়ি, যেগুলো সাধারণত খামারজাত পশুকে খাওয়ানো হয় গর্ভপাতের উদ্দ্যেশে। তিন ডজন মাথা ব্যাথার ওষুধ, যেগুলো অতিরিক্ত খেলে বমি এবং ক্লান্তি হতে পারে। তিন শিশি ইপেক্যাক সিরাপও পাওয়া গেল, যা বিষ খেয়ে ফেললে বমি করানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও একশ একষট্টিটা ঘোড়াকে অজ্ঞান করার ওষুধ মিলল ওখানে।

এর সবগুলোর নিশানাই আমার শরীরে পাওয়া গেল মিলল যথাযথ পরীক্ষার পরে।

এছাড়া আরও পাওয়া গেল একটা নার্সিং কিট, আর ওটার ভেতর কয়েক ডজন খোলা ওষুধ, ইনজেকশন, সিরিঞ্জ ইত্যাদির হদিস মিলল। অ্যাডোরার কোনও কাজেই লাগেনি এগুলো।

মায়ের টুপি রাখার বাক্সটার থেকে একটা ডায়েরির খোঁজ মিলল, ওটাও পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে নিলো প্রমাণস্বরূপ। ওখানে কয়েক পরিচ্ছদে ভাগ করে লেখা আছে

১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮২

আজ থেকে ক্যামিলের যত্ন না নিয়ে কেবল ম্যারিয়েনের দিকে নজর দেবার সিদ্ধান্ত নিলাম। অসুখকে দুর্বলতা হতে দেয়না ক্যামিল- উল্টে আরও উজ্জিবিত হয়, রেগে যায়। আমি ওকে ছুঁই, এটা একদম পছন্দ করেনা মেয়েটা। এমনটা শুনিনি

BanglaBook.org

আগে কখনও, হয়তো জয়ার ধাত পেয়েছে ও! আমি ওকে ঘৃণা করি। অন্যদিকে ম্যারিয়েন ছোট্ট পুতুলটার মতো হয়ে যায় অসুখে পড়লে, আমার উপর নির্ভরশীল হয়ে পরে তখন, আমাকে পাশে চায় সবসময়। ওর চোখের জল মোছাতে দারুণ লাগে।

২৩শে মার্চ, ১৯৮৫

ম্যারিয়েনকে উডবেরীতে নিয়ে যেতে হল আবার। 'সকাল থেকে শ্বাসকষ্ট, হজমের গোলমাল।' আমি হলদে সেইন্ট জন স্যুটটা গায়ে চাপিয়ে নিলাম। পোশাকটা ভালো লাগেনা- এটা পরলে চুলোগুলো কেমন ম্যারম্যারে দেখায়, আর আমাকেও চলমান আনারসের মতো লাগে! ডাক্তার জেমসন চমৎকার লোক, ম্যারিয়েনের ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহী, তবে অনধিকার নাক গলায়না। আমার উপর খুবই প্রসন্ন মনে হল ওকে, বলল প্রতিটি বাচ্চারই নাকি আমার মতো মা থাকা উচিত! কিছুক্ষন খুনসুটি চলল ওর সাথে, দুজনেই বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও। কিন্তু নার্সগুলো বেশ ঝামেলা পাকাল, হিংসুটে একেকটা। পরেরবার উপহার নিয়ে আসতে হবে সাথে করে, ভাবছি গেইলাকে কিমা বানাতে বলবো, ওটাই আনা যাবে। কাজের ফাঁকে এসব উপহার নার্সদের খুব প্রিয়, বড় একটা জারে সবুজ রিবন বেঁধে ওটা দিলে ভালোই লাগবে ওদের! আর চুলটাও ঠিক করে ফেলতে হবে... ডক্টর জেমসন (রিক) সেদিন হাসপাতালে এলে মজাই হবে...

১০ই মে, ১৯৮৮

ম্যারিয়েনের মৃত্যুটা থামানো গেলনা শেষমেশ। সেই সাথে ১২ পাউন্ড ওজন খুইয়ে আমার এখন হাড় জিরজিরে দশা। তবে সবাই দারুণভাবে পাশে দাঁড়িয়েছে, মানুষ এতো ভালো কেন!

সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সূত্রটা পাওয়া গেল ওর ঘরের হলদে জরি দেওয়া সোফাটার কুশনের নিচে- রক্তের দাগ লাগা একজোড়া সাঁড়াশি। ছোট্ট, মেয়েলী আদলের দেখতে ওগুলো। পরে ডিএনএ টেস্টে ওখানে লেগে থাকা রক্তে পাওয়া গেল অ্যান ন্যাশ আর নাটালি কীণ এর রক্তের হদিস। তবে উপড়ে ফেলা দাঁতগুলো খুঁজে পাওয়া গেলনা কোথাও। আমার সন্দেহ মতো কয়েকটা জায়গা খুঁজে দেখল পুলিশ, কিন্তু ওগুলো উদ্ধার করা গেলনা।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৭

অ্যাডোরা ক্রেলিন মে এর ২৮ তারিখ গ্রেপ্তার হল, অ্যান ন্যাশ, নাটালি কীণ আর ম্যারিয়েন ক্রেলিন এর খুনের দায়ে। বড়সড় একটা জরিমানা দিয়ে তাৎক্ষনিক ওর জামিনের ব্যবস্থা করলো অ্যালেন, যাতে শুনানি চলাকালীন নিজের ঘরে বিশ্রাম নিতে পারে অ্যাডোরা। সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করে আদালতের সিদ্ধান্ত মতো অ্যামার দায়িত্ব বর্তালো অ্যামার উপর। দু'দিন পরে ওকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ি ছোটালাম শিকাগোর পথে।

আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল মেয়েটা। ওর বন্য চাহিদাগুলো চিন্তিত করে তুলল ওকেই, আর তার দায় বর্তাল আমার উপর। খাঁচায় বন্দী বাঘের মতো একের পর এক গর্জনে প্রশ্ন ছুঁড়ে চলল আমার দিকে_ চারিদিকে এতো শব্দ কেন? এতো ছোট জায়গায় মানুষ থাকে কিভাবে? ঘরের বাইরে গেলে কিসের বিপদ? ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে আমার ভালোবাসার কাঙ্গাল হয়ে রইলো অ্যামা। ঘন ঘন অসুস্থ না হওয়ায় বাড়তি শক্তি পেল শরীরে, তাই ছটফটানিটাও বেশি হল।

আগস্টের মধ্যেই খুনে নারীদের নিয়ে গবেষণা শুরু করে দিলো অ্যামা। ঘেঁটে চলল ইতিহাস, লুক্রেশিয়া বর্জিয়া, লিজি বোর্ডেন এছাড়াও ফ্লোরিডার এক মহিলা যে নিজের তিন মেয়েকে পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করেছে, এরা সবাই ওর মনোযোগ কাড়ল। 'ওরা কিছুটা আলাদা।' এই সিদ্ধান্তে এলো মেয়েটা। ওর চিকিৎসক জানালো, নিজের মা-কে ক্ষমা করার উপায় খুঁজছে ও।

মা'র সাথে দেখা করতে দু'বার নিয়ে যাওয়া হল ওকে, তৃতীয়বার নেবার চেষ্টা করতেই মেঝেতে শুয়ে চিৎকার দিয়েছিল অ্যামা। বরং অ্যাডোরার দেওয়া খেলাঘরটার দিকেই বেশি মনোযোগ দিলো ও। এটা ওই বাড়িতে ঘটে যাওয়া বীভৎস স্মৃতিগুলোকে ভোলার জন্য করছে মেয়েটা, এমনটাই জানালো ওর ডাক্তার। আমার মনে হল এর থেকে খেলনা বাড়িটা ভেঙ্গে ফেললে উপকার হতো। ওর চড় খেলাম খেলাঘরে রাখা অ্যাডোরার বিছানাটার জন্য ভুল রঙের কাপড় এনে। ঘরটার খেলনা সোফার কেনার জন্য ৬০ ডলার না দেওয়ায় মেঝেতে থুতুও ছিটালো অ্যামা। আমি আলিঙ্গন চিকিৎসা প্রয়োগ করলাম পরিস্থিতির উন্নতির জন্য। এই

BanglaBook.org

চিকিৎসার পদ্ধতি অনুয়ায়ী অ্যামাকে জাপটে ধরে 'ভালোবাসি ভালিবাসি ভালোবাসি' বলে যেতে হল। প্রথম চার বারে কোনও কাজ হলনা, আমাকে স্রেফ গালাগালি দিলো মেয়েটা, অথবা হাত ছাড়িয়ে চলে গেল। পাঁচ নম্বর বারে দু'জনেই হেসে ফেললাম।

অ্যামার স্কুল ফিসের টাকা পাওয়া গেল অ্যালেনের থেকে। বছর ২২,০০০ ডলার লাগে ওখানে, বই-খাতা আর আনুসাঙ্গিক খরচা বাদে। স্কুলটা অবশ্য বাড়ির কাছেই। ওখানে খুব দ্রুত বন্ধুও জুটে গেল ওর। ওদের মধ্যে আমার সবথেকে পছন্দ হল লিলি ব্রাক মেয়েটাকে। মেয়েটা অ্যামার মতোই বুদ্ধিমতী, ওর চিন্তাভাবনাও চমৎকার। তবে চেহারায় কালো ছিটে ভরা, সামনের দাঁতগুলো অতিরিক্ত উঁচু, আর চুলের রঙ চকলেটের মতো। অ্যামা তো আমার বেডরুমের পুরনো পাপোষটার সাথেই মেয়েটার চুলের তুলনা করলো! তবুও, মেয়েটাকে ভালো লাগলো আমার।

ধীরে ধীরে আরও সহজ হয়ে উঠলো অ্যামা, হাত লাগাল রান্নার কাজে, হোমওয়ার্ক নিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করলো আমায়, ওর স্কুলের ছেলেদের নিয়ে গল্পও বলল। তবে লিলি যতবার এল আমারদের বাড়িতে ততবারই একটু একটু করে চুপ হয়ে গেল মেয়েটা। অক্টোবর নাগাদ লিলিকে ওর ঘরেই আর ঢুকতে দিতোনা, দরজা বন্ধ করে রাখতো ভেতর থেকে।

এক রাতে দেখি আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে অ্যামা।

"আমার থেকে লিলিকে বেশি পছন্দ করো তুমি," ফিসফিসিয়ে বলল ও। ঘামে ভিজে ওর পোশাকটা সেঁটে ছিল শরীরের সাথে, দাঁতে দাঁতে ঠকঠক করছিলো। আমি বাথরুমে নিয়ে গেলাম ওকে, ওখানে টয়লেটের উপর বসে পড়ল মেয়েটা। ভেজা কাপড় দিয়ে মুখটা মুছিয়ে দিতেই তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। ওর চোখদুটোও ঠিক অ্যাডোরার মতোই নীল, সেখানে সমুদ্রের শূন্যতা।

অ্যাসপিরিন হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ দ্বন্দ্বে ভুগলাম। একটা দেবো, নাকি দুটো? দেওয়া তো খুবই সহজ, ঠিক যেভাবে মা দিতো। আচ্ছা আমিও তাহলে মায়ের মতো ভালোবেসে ফেলব অসুস্থ সন্তানের যত্ন নিতে! অ্যামার চোখের দিকে তাকাতেই সন্দেহটা গাঢ় হল। আমার মধ্যে নিজের মা'কে দেখতে চেষ্টা করছে মেয়েটা।

শেষমেশ দুটো অ্যাসপিরিন দিলাম ওকে, বাকিগুলো ফেলে দিলাম নর্দমায়।

"এখন আমাকে বাথটবে শুইয়ে গা মুছিয়ে দিতে হবে।" ঘ্যানঘ্যান করলো অ্যামা।

BanglaBook.org

ওর পোশাকটা খুলে দিতেই বেরিয়ে পড়লো সৌন্দর্য, তের বছরেই কি অসামান্য লাবণ্য মেয়েটার! কেবল কোমরের কাছে ছোট্ট একটা দাগ।তাতে সৌন্দর্যের ঘাটতি পড়েনি কোনও। পা দুটোকে মুখের কাছে জড়ো করে অ্যামা বসে পড়লো বাথটবে।

"এখন অ্যালকোহল দিয়ে পরিষ্কার করো আমায়।" আদেশ দিল ও।

"না অ্যামা। চুপচাপ বসে থাকো, তাতেই হবে।"

সহসা গোলাপি হয়ে উঠলো ওর মুখটা, কান্না শুরু করে দিলো অ্যামা। "মা এভাবেই খেয়াল নিতো আমার, এভাবেই," ধীরে বলল মেয়েটা। ফুঁপিয়ে চলা কান্নাটা দ্রুতই বদলে গেল অঝোর অশ্রুধারায়।

"মায়ের মতো হবনা আমরা, কিছুতেই না।" বললাম আমি।

অক্টোবরের ১২ তারিখে লিলি ব্রাক স্কুল থেকে ফেরার পথে উধাও হল। চার ঘণ্টা বাদে ওর মৃতদেহ পাওয়া গেল আমার বাসা থেকে তিন ব্লক দূরে একটা ময়লার বাক্সের উপর। মেয়েটার ছয়টা দাঁত তুলে নেওয়া হয়েছে, সামনের বড় দুটো আর নিচের সারির চারটে।

সাথে সাথে উইন্ড গ্যাপে ফোন করে নিশ্চিত হলাম মা বাড়িতেই আছে।

জিনিশটা প্রথমে আমিই খুঁজে পেলাম, কিন্তু আবিষ্কার করার সুযোগ দিলাম পুলিশকে। পুরো বাড়িটা তছনছ করে চললাম আমি, আর উন্মক্ত কুকুরের মতো আমার পিছে ঘুরে চলল অ্যামা। সোফার তলা, টেবিলের ড্রয়ার কিছুই বাদ গেলনা। ওর ঘরে পৌঁছতে পৌঁছতে অনেকটা শান্ত হয়ে এল অ্যামা। ওর পোশাকগুলো উল্টে পাল্টে দেখলাম, ম্যাট্রেস উঠিয়ে তার নিচেও দেখলাম খুঁজে। কলম, খাতা, স্ট্রিকার, কাপ, কিছুই বাদ দিলাম না।

ওর খেলাঘর থেকে প্রতিটি জিনিশ বের করে আনলাম, ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিলাম আমার ছোট্ট খেলনা বিছানাটা, ওর টেবিলটা, অ্যামার খাটের পাশে সাজিয়ে রাখা ছোট্ট খেলনা সোফাটা। এরপর যখন খেলাঘরে মায়ের ঘরটায় পৌঁছে কার্পেট সরিয়ে টেবিলটা ছুঁড়ে ফেললাম, তখন চিৎকার দিয়ে উঠলো অ্যামা। আমিও চিৎকার দিলাম সেই সাথে। ওই ঘরের হাতির দাঁতে গড়া মেঝেটাকে খেলাঘরে সাজানো হয়েছে মানুষের দাঁত দিয়ে। ছাপ্পান্ন ইঞ্চির দাঁতগুলো চকচক করেছিলো মেঝে থেকে।

এই হত্যার সাথে অবশ্য আরও তিনজন জড়িত ছিল। আংশিক শাস্তি মওকুফের প্রতিশ্রুতিতে অ্যামার তিন স্বর্ণকেশী বান্ধবী ওদের দোষ স্বীকার করলো। এও জানালো যে অ্যামাই মেরেছে নাটালি আর অ্যান কে, ওদের সহায়তায়। ওরা গলফ কার্ট নিয়ে গিয়েছিলো অ্যানের বাড়িতে, তারপরে মেয়েটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে

BanglaBook.org

গাড়ীতে তুলে নেয়। বলে যে অ্যাডোরা দেখা করতে চায় ওর সাথে। তারপরে ওকে নিয়ে জঙ্গলের উত্তরে চলে যায় ওরা। এমন ভাব করে যে, চা-চক্রের আয়োজন হয়েছে সেখানে। অ্যানকে নিয়ে কিছুক্ষণ খেলাও করে ওরা। কিন্তু বিরক্ত হয়ে ওঠে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই। তারপর মেয়েটাকে নিয়ে যায় জলাশয়ের ধারে। বিপদ বুঝতে পেরে পালিয়ে যেতে চায় অ্যান, কিন্তু অ্যামা ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় ওকে। তারপর আঘাত করে পাথর দিয়ে। সেসময় কামড়ও খায় একটা, সেটার দাগই সেদিন দেখেছিলাম ওর শরীরে।

অ্যামা যখন মেয়েটার শ্বাসরোধ করে তখন বাকি তিনজন চেপে ধরেছিল ওকে। তবে খুনের পর জোডেসকে ঠান্ডা করতে ঘণ্টাখানেক লেগেছিল ওদের। সেই সাথে আরও একঘণ্টা লাগে মেয়েটার দাঁতগুলো টেনে তুলতে; এই পুরো সময়টা কান্নাকাটি করে জোডেস। এরপর চারজনে ধরাধরি করে লাশটাকে পানিতে ফেলে ফিরে যায় ক্যালসের বাড়ি। ওখানে পরিষ্কার হয়ে আশ্রয় নেয় ওদের গাড়িঘরটাতে। সেখানে বসেই একত্রে সিনেমা দেখে ওরা। কি সিনেমা সেটা অবশ্য বলতে পারেনি কেউ, তবে বলেছে ক্যান্টালোপ(এক জাতীয় তরমুজ বিশেষ) আর হোয়াইট ওয়াইন খেয়েছিল ওরা। ক্যালসের মা যাতে বুঝতে না পারে, সেজন্য ওয়াইন ভরে নিয়েছিলো স্প্রাইটের বোতলে।

জেমস ক্যাপাসির তথ্যেও খুব একটা ভুল ছিলনা। ভূতুড়ে মহিলা সত্যিই দেখেছিল ও। অ্যামাই বাড়ি থেকে একটা সাদা থান চুরি করে, পাউডার মেখে, ভূতের মতো হয়েছিলো। সেজেছিল শিকারের দেবী, আরতেমিস'র সাজে। নাটালি অবাক হয়েছিলো ওকে দেখে, ও মেয়েটার কানেকানে বলেছিলো, 'আমার সাথে চলো, খুব মজা হবে। একসাথে খেলব।' এই কথা শুনে নাটালিও গিয়েছিল ওর সাথে জঙ্গলের ভেতর। তারপর সেখান থেকেই মেয়েটাকে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যালসের গাড়িঘরে, আটচল্লিশ ঘণ্টা ভুলিয়ে রাখা হয় ওকে। এর মধ্যেই ওর পরিচর্যা করে ওরা, পায়ের লোম তুলে দেয়, ভালো পোশাক পরায়, খাবার খেতে দেয়। তারপর চৌদ্দ তারিখ মাঝরাতে বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে নাটালির শ্বাসরোধ করে অ্যামা। একক প্রচেষ্টায় তুলে নেয় দাঁতগুলো। বাচ্চাদের দাঁত তোলা নাকি অতটা কঠিন না! ঠিকভাবে টান দিলেই বেরিয়ে আসে। তবে অযত্নে টেনে তোলা হলে ভেঙ্গে যেতে পারে। (অ্যামার খেলাঘরের মেঝেতে থাকা দাতগুলো এবড়ো-থেবড়ো আর ভাঙ্গাচুড়াই ছিল বেশিরভাগ।)

সব শেষে মেয়েরা মৃতদেহটা গলফ কার্টে করে নিয়ে যায় প্রধান সড়কের উপর দিয়ে ভোঁর চারটার দিকে। হার্ডওয়্যারের দোকান আর বিউটি পার্লারের মাঝামাঝি

BanglaBook.org

জায়গাটা যথেষ্ট চওড়া ছিল। ওখান দিয়েই অ্যামা আর ক্যালসে নাটালির হাত-পায়ের দিকে ধরে বয়ে নিয়ে যায়। ওখানে লাশটা ফেলে রেখে অন্যদের নজর পরার অপেক্ষায় থাকে ওরা। এবারেও কেঁদে কেটে একাকার করে জোডেস। মেয়েগুলো ভয় পেয়ে যায় জোডেসের দুর্বলতায়, ভাবে হয়তো সব ফাঁস করে দেবে মেয়েটা। তাই খুনের সিদ্ধান্ত হয় ওকেও। খুনটা করেও ফেলেছিল প্রায়, কিন্তু সেসময় অ্যাডোরা ধরা পরায় ভেস্তে যায় প্ল্যান।

লিলিকে অবশ্য একাই মেরেছে অ্যামা, প্রথমে মাথায় পাথর দিয়ে আঘাত করে, তারপরে গলা টিপে। খুনের পর ছয়টা দাঁত তুলেছে, আর চুলগুলো কেটে ফেলেছে। পুরো কাজটাই করেছে যে ময়লার বাক্সটার উপর লাশটা ফেলে এসেছিলো ওটার পেছনে। আঘাত করার জন্য পাথর, দাঁত তোলার জন্য সাঁড়াশি আর চুল কাটার জন্য কাঁচি নিজের গোলাপি স্কুলব্যাগে ভরে নিয়ে গিয়েছিল অ্যামা। ব্যাগটা এখানে আসার পর আমিই কিনে দিয়েছিলাম ওকে।

লিলির চকলেট রঙের চুলগুলো দিয়ে নিজের খেলাঘরে আমার ছোট্ট ঘরটার জন্য পাপোষ বানিয়েছিল ও।

BanglaBook.org

শেষ কথা

ম্যারিয়েনের মৃত্যুর জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছে অ্যাডোরা। কিন্তু এর মধ্যেই রায় পুনঃবিবেচনার জন্য আপীলের চেষ্টা শুরু করেছে ওর পক্ষের উকিল, আর এই কাজে জনমত গড়ে তোলায় হাত লাগিয়েছে একটা দল। মায়ের নামে ওয়েবসাইটও চালায় ওরা, freeadora.org। উইন্ড গ্যাপের বাড়িতে তালা দিয়ে অ্যালেন একটা বাসা ভাড়া করেছে মিসউরিতে, অ্যাডোরার কারাগারের পাশেই। যেদিন ওকে দেখতে যেতে পারেনা, সেদিন চিঠি পাঠায় লোকটা।

ছোট খাটো বইও বেরিয়ে গেল আমাদের খুনে পরিবারের কাহিনী নিয়ে; আমিও অনেকগুলো অফার পেলাম বই লেখার। বিশেষ করে কারি একটা লিখতে চাপ দিচ্ছিল, পরে আবার ফিরিয়ে নিয়েছে অনুরোধ; ভালোই করেছে। দুঃখ ভরা একটা চিঠি পেলাম জন-এর থেকেও। ও বরাবর অ্যামাকেই সন্দেহ করেছিলো, ম্যারিডিথের ওখানে থাকা শুরু করেছিলো নাকি সেজন্যই। যাতে ওদের উপর নজর রাখা সহজ হয়। এই ব্যাপারটা জানার পরে সেদিন অ্যামার সাথে ওর আলাপচারিতাটা আরও যৌক্তিক মনে হল। অ্যামা ওর দুঃখ নিয়ে স্রেফ মজা করছিলো সেদিন। আর বাকি রইলো আমার প্রেম! ওটাও চুকে গেছে। সেদিনের পর আর কোনও খবর নেয়নি রিচার্ড; সেটাই স্বাভাবিক, আমার শরীরে অতোগুলো ক্ষত দেখার পরে এর থেকে বেশি কি-ই বা আশা করা যায়!

আঠেরো বছর বয়স পর্যন্ত জেলেই রইলো অ্যামা, কিংবা আরও বেশি। মাসে দু'বার ওকে দেখার অনুমতি পাওয়া যেত। একবার গিয়েছিলাম ওখানে, কাটাতারে ঘেরা গন্ডির ভেতরে বসেছিলাম দু'জন। জায়গাটা খেলার মাঠের মতো, বেশ কিছু প্রাণবন্ত মেয়েদের দেখলাম জেলের পোশাক পরে রিং ঝুলছে, কিংবা লম্বা বার ধরে ব্যায়াম করছে। মোটা আর রাগী মতো দেখতে মহিলা পুলিশ ছিল ওদের পাহারায়। তিনটে মেয়ে স্লাইড দিয়ে পিছলে, আবার সিঁড়ি বেয়ে উপড়ে উঠলো। এভাবেই চলল যতক্ষণ ওখানে ছিলাম।

BanglaBook.org

চুল কেটে একদম ছোট করে ফেলেছে অ্যামা, হয়তো নিজেকে কঠোর প্রমাণ করতে, কিন্তু তাতে ওকে অতিপ্রাকৃত বনদেবীর মতো লাগছিলো। ওর হাতে হাত রাখতেই দ্রুত সরিয়ে নিলো, ভেজা ঘামের স্পর্শ পেলাম সেখানে।

ওখানে যাবার আগে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম খুন সম্পর্কে কোনও কথাই বলবনা, দ্রুত বাড়ি ফিরে আসবো। কিন্তু প্রশ্নগুলো হড়বড় করে বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে- কেন মারলে? এই মেয়েগুলোই কেন? দাঁত তুললে কেন? কিভাবে পারলে এসব করতে? ঝাড়ির মতো শোনালো শেষ প্রশ্নটা, যেন আমার অনুপস্থিতে সামান্য কোনও অন্যায় করে ফেলাতে বকা দিচ্ছি ওকে।

স্লাইডে চড়তে থাকা তিনটে মেয়ের দিকে তেঁতো নজর দিয়ে অ্যামা জানালো এখানে কাউকেই ওর ভালো লাগেনা, সবাই পাগল নাহলে বোকা। অন্যদের কাপড় কাঁচতেও বিরক্ত লাগে ওর। তারপর মিনিটখানেকের জন্য চুপ হয়ে গেল মেয়েটা। মন হল আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে চায়না ও।

"ওদের বন্ধু ছিলাম আমি," শেষমেশ মুখ খুলল অ্যামা। নিচের দিকে চোখ রেখে বলে চলল, "অনেক মজা করেছি, জঙ্গলে দৌড়েছি একসাথে। জংলীর মতো শিকারও করেছি। একটা বেড়ালকে খুন করেছিলাম। কিন্তু তারপর ও-" অ্যাডোরার নাম উচ্চারণ করলনা অ্যামা- "ও আগ্রহী হয়ে উঠলো মেয়েগুলোর প্রতি। আর তারপর আমার নিজস্ব বলতে আর কিছুই রইলনা। ওদের সাথে আমার বন্ধুত্বটা, আর গোপন থাকলোনা, উল্টে বাসায় আসতে শুরু করলো ওরা। আমার অসুস্থতা নিয়ে প্রশ্নও তুলল অনেক। সবকিছু ফাঁস করে দিতো ওরা সুযোগ পেলে, আর ব্যাপারটা লক্ষ্যই করলনা ও (অ্যাডোরা)।" নির্মম ভাবে মাথা ঘষল অ্যামা। "আর আর অ্যান কিভাবে কামড় দিলো ওকে? চিন্তাটা বন্ধ করতে পারলামনা, ভেবেই চললাম। আমি ওকে কামড় দিতে পারিনা অথচ অ্যান পারে!!"

এর পরে আর কোনও প্রশ্নের উত্তরই পাওয়া গেলনা ওর থেকে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাকি সময়টা পার করে দিলো মেয়েটা। কেবল দাঁতের ব্যাপারটায় জানালো, খেলাঘরটাকে যথার্থ রূপ দেবার জন্য জরুরি ছিল ওগুলো।

আমার ধারণা, ওর কথাগুলো পুরোপুরি সত্যি না। অ্যান আর নাটালিকে মরতে হয়েছিল কারণ অ্যাডোরা বেশি নজর দিয়েছিলো ওদের দিকে। অ্যামা ব্যাপারটা পছন্দ করেনি। ও এতদিন নিজেকে জেনে বুঝে অসুস্থ হতে দিয়েছে, যাতে মায়ের উপর ওর অধিকার বজায় থাকে। নিজে অসুস্থ হয়ে, মায়ের ভালোবাসা ধরে রাখতো ও। তাই নির্বিবাদ ভালোবাসা আর আনুগত্য চেয়েছিল। অন্য কেউ ওর পথের কাঁটা হবে সেটা সহ্য করতে পারেনি মেয়েটা। আর ঠিক একই কারণে লিলি ব্রাক

BanglaBook.org

মেয়েটাকেও সরিয়েছে ও, কারণ অ্যামার সন্দেহ ছিল মেয়েটাকে আমি ওর থেকে বেশি পছন্দ করি। আরও অনেক কিছুই হয়তো ভেবে বের করা যাবে কারণ হিসাবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যি একটাই- আঘাত করতে পছন্দ করতো অ্যামা। এর জন্য অবশ্য আমার মা-ই দায়ী। আর শেষমেশ আঘাতকে ভালোবেসে জেলের পথ ধরতে হল মেয়েটাকে।

অ্যামা যেদিন গ্রেপ্তার হল ঠিক সেদিনই কারি আর এলিন হাজির হয় আমার বাড়িতে। আমি গোপনে একটা ছুড়ি নিয়ে বাথরুমে ছিলাম, ধীরে ধীরে কেটে গোল একটা ক্ষত বানিয়েছিলাম পিঠে। কিন্তু মুখে কাটার আগেই কারি দরজা ভেঙ্গে উদ্ধার করেছিল। এরপর আমার জিনিশপত্র গুছিয়ে নিয়ে যায় ওদের বাড়িতে। ওখানেই বেইসমেন্টের একটা ঘরে আমার বিছানা পেতে দেওয়া হল। বাসার সব ধারালো জিনিশ তালাবন্ধ হল। অবশ্য আমিও খুব একটা চেষ্টা করিনি ওগুলোতে হাত দিতে।

যত্ন পেতে শিখে নিলাম ধীরে ধীরে, ফিরে গেলাম হারানো শৈশবের আবেশে। প্রতি সকালে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলতো এলিন আর কারি, আর রাতে ঘুম পারাতে নিয়ে যেত। শোবার আগে এলিন চুমু দিতো কপালে, অথবা কারি আদর করতো গালে। কোনও ভারী পানীয় খাওয়া ছেড়েই দিলাম, কারির অনুমতিতে স্রেফ আঙ্গুরের সোডা চলতো এক-আধবার। এলিন আমাকে গোসল করিয়ে চুল আঁচড়ে দিতো মাঝে মাঝে, তাতে ভয় লাগতনা একদম। ব্যাপারটা ইতিবাচক ভাবেই নিলাম আমরা।

প্রায় এক বছর পেরিয়েছে উইন্ড গ্যাপ থেকে ফেরার পর। গতবছর ১২ই মে ফিরেছিলাম ওখান থেকে, এবছর দিনটা আবার মা-দিবস! কি অদ্ভুত!!

মাঝে মধ্যে অ্যামাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখি রাতে। দেখি ওকে আদর দিয়ে শান্ত করছি, ধুইয়ে দিচ্ছি ওর শরীর, আবার মুছেও দিচ্ছি যত্নের সাথে। তারপর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তখন পেটের মধ্যে পাক দিয়ে ওঠে, ঘাম জমে ঠোঁটের ধারে। সেসময় ভাবি, কেন যত্ন করছিলাম ওর? সত্যিই ওকে ভালোবেসে, নাকি অ্যাডোরার অসুখটা বাসা বেঁধেছে আমার শরীরেও? প্রচন্ড দ্বন্দ্বে ভুগি, বিশেষ করে যে রাতগুলোতে আর্তনাদ করে আমার ক্ষতবিক্ষত শরীরটা। তবে আজকাল যত্নের দিকেই পাল্লাটা বেশি ভারী লাগে।

BanglaBook.org

(সমাপ্ত)